সোহহং সংহিতা

সোহহংতত্ত্ব, সোহহংগীতা ও TRUTH

প্রণেতা

শ্রীমৎ পরমহংস সোহহংস্বামী

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রী সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ।

তাঁতিবাজার, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৯১৪ সাল।

১০০০ কপি]

বিজ্ঞাপন

শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া তত্ত্বামৃত উদ্ধার করা সহজ সাধ্য নহে, এবং তত্ত্বজ্ঞ গুরু ও অনায়াসলব্ধ নহে; যাহারা বেদবেদান্ত নিহিত, স্থুলদর্শীর মনেন্দ্রিয়াতীত, গূঢ়তত্ত্ব অবগত ও ঋষি প্রদর্শিত মোক্ষপন্থা অবলম্বনে ত্রিতাপ বিমুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন তাহারা শ্রীমৎ সোহংস্বামী প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।

সূচনা ।

বাল্যে মল্লক্রিয়া যশ্চ বীরবন্দ্যমহৌজসঃ ।
লীলাখেলাচ শার্দ্দূলৈ যৌবনেঽস্মাপয়জ্জনান্ ॥
বিহায় গৃহধর্ম্মাংশ্চ প্রৌঢ়ে ত্রিতাপসংশ্রয়ান্ ।
আস্থিতো জ্ঞানযোগং যো ব্রহ্মানন্দপরীপ্সয়া ॥
উষিত্বা সুচিরং কালং যোগভূমিং হিমাচলম্ ।
অপশ্যদাত্মদেবতাং ব্রহ্মভূতো মহাশয়ঃ ॥
আত্মারামং মহাপ্রাজ্ঞং সোঽহংস্বামীতি বিশ্রুতম্ ।
তমিমং সুমহোদারমাত্মরূপং প্রণৌম্যহম্ ॥
সত্যানৃতবিবেকেন শাস্ত্রশুদ্ধিং করোত্যসৌ ।
অবিদ্যাতমসং ঘোরং বিনাশয়তি যুক্তিতঃ ॥
কুস্মৃতিনিগড়ক্লিষ্টং লুণ্ঠিতং দুঃখপল্বলে ।
জনং জীর্ণসুখারাম মুদ্ধারয়তি যত্নতঃ ॥
অনুসরন্তু তং ধীরাঃ শ্রদ্ধাপাপায়িতচেতসঃ ।
ত্যক্ত্বা হৃদয়দৌর্ব্বল্যং দুঃখমোক্ষমভীপ্সবঃ ।
তৎপ্রণীতাঞ্চ সংহিতা মদ্বৈতানন্দরঙ্গিণীম্ ।
নিঃশ্রেয়সপ্রলিপ্সয়া পঠন্তু পাঠয়ন্তু ।

বহুধ্বান্ মলপূর্ণত্বাৎ তত্ত্বপ্রায়োঽপি দুস্তরঃ ।
বেদবেদাঙ্গদর্শনস্মৃত্যাদিশাস্ত্রসাগরঃ ॥
যংহি তিতীর্ষবো ধারা বিভ্যতি চ বিমুহ্যন্তি ।
অথবা পণ্ডিতম্মন্যা বিবদন্তে পরাপরং ॥
জিজ্ঞাসুশ্চতুরো ধীমান্ গৃহ্নীয়াদাবশঙ্কিতঃ ।
অমলাং সংহিতামিমাং কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ॥

নিরঞ্জন ।

প্রকাশকের নিবেদন।

সোহংগীতা, সোহংগীতা অধ্যয়নে এবং তন্নিহিত তত্ত্ব মননে যাঁহাদের মন উন্মেষিত হইয়াছে এই গ্রন্থ তাঁহাদের জন্যই উপযোগী।

যাহাতে জিজ্ঞাসুর পরোক্ষজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে অপরোক্ষজ্ঞানে পরিণত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

উপসংহারে ত্রিতাপহারী আত্মজ্ঞানের পন্থা তাহার অন্তরায় ও তন্নিরাসনের উপায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"সোহংসংহিতা" জীবন্মুক্ত পুরুষের হস্তে স্বচ্ছ দর্পণবৎ ইহাতে তিনি স্বীয় অনন্ত স্বরূপ দর্শন করিবেন। অপার সংসার সাগরে নিপতিত আশা নিরাশরূপ উত্তাল তরঙ্গাঘাতে প্রব্যথিত জীবের জন্য এই গ্রন্থ জীবন-তরি। ইহা শাস্ত্র-কুহেলিকায় দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের পথ নির্দ্দেশিকা ধ্রুবতারা, তাহা অধিকারী মাত্রেই অনুভব করিবেন— অলমতি বিস্তরেন॥

বিনীত

শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল

তাঁতিবাজার, ঢাকা

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

শব্দ প্রমাণ

শব্দপ্রমাণ বিদ্যাপর্ব্ব

আরম্ভ বা ভেদবাদ

সূচীপত্র ॥

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

উৎসর্গ।

শত স্রোতঃসিক্তা উর্ব্বরা শ্যামলা
কান্তি করি দরশন
ধন্যা বঙ্গমাতা সুখী বঙ্গসুত
কহিতেছে কত জন।

কিন্তু বাঙ্গালায় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র
ভাববন্যা বিপ্লাবিত
বিবেক বিজ্ঞান শস্য, মূল সুদ্ধ,
হইয়াছে উৎপাটিত।

বন্যাস্রোত সহ মাতৃ অশ্রুধারা
বহিতেছে অবিরত
করে সন্তরণ সুখে সে প্রবাহে
প্রমত্ত সন্তান যত।

দেখি প্রজ্ঞানেত্রে তোমার এ দুঃখ
কামনা হয়েছে মনে
দুঃখিনি জননি! অশ্রুধারা তব
নিবারিতে সযতনে।

উৎসর্গ।

কুরীতি কণ্টকে কুপ্রথা কর্দ্দমে
কোমলাঙ্গ আবরণ
করিয়া তোমার, খেলিতেছে ওই
দুর্দ্দান্ত সন্তানগণ।

ধর্ম্ম আখ্য দৃঢ় বিশ্বাসের পাশ
বান্ধিয়া তোমার গলে
অবোধ সন্তান দেয় করতালি
নাচে গায় কুতূহলে।

স্মৃতির শৃঙ্খলে হস্ত পদ তব
বেঁধেছিল কোন জন
শৃঙ্খলে আরোপি অলঙ্কার আখ্যা
করে অন্ধ আস্ফালন।

অবিদ্যা আঁধারে শৃঙ্খল ছেদনে
করিয়া প্রযত্ন কেহ
করিয়াছে হায়! ছিন্ন ভিন্ন সুধু
তব কমনীয় দেহ॥

শত অর্ক প্রভ যুক্তি-প্রভাকর
হয়ে ক্রমে সমুদিত
তীব্র তেজে আর ভাব বন্যাস্রোত
হবে শুষ্ক অন্তর্হিত।

উৎসর্গ।

বিচার সূচ্যগ্রে করিব প্রথমে
সে কণ্টক উৎসাদন
বিবেক বারিতে করিব যতনে
সে কর্দ্দম প্রক্ষালন।

প্রমাণ কুঠারে করিব ছেদন
শৃঙ্খল, নিগড় ভার
প্রজ্ঞান প্রলেপে শুষ্ক হবে ক্ষত
থাকিবে না চিহ্ন তার।

করিয়া তোমার মলিনতা দূর
বন্ধনাদি বিমোচন
সাজাইতে শুভ্র শোভন ভূষণে
করিব গো প্রাণপণ।

গাঁথিয়া মালিকা ভাবময় সূত্রে
কবিতা কুসুম দলে
সাধ গো জননি! বাসনা আমার
পরাইতে তব গলে।

সামান্য সে সূত্র নশ্বর কুসুম
ক্ষণিক সৌরভ তার
হ'লেও আপাত নেত্র প্রীতিপ্রদ
মনোলোভা ফুল হার।

উৎসর্গ।

শাস্ত্র রত্নাকর করিয়া মন্থন
তুলিয়া কৌস্তুভ মণি।
আনি কোহিনূর করিয়া খনন
গভীর বিবেক খনি।

পদ পান্না তাতে করিয়া যোজন
সাজাইয়া স্তরে স্তরে
প্রথমে হীরক তৎপরে মাণিক
পুন হীরা তৎপরে।

অনুভূতি সূত্রে গাঁথিব যতনে
আত্মজ্ঞান রত্ন হার
অজ্ঞান তিমির হবে তিরোহিত
প্রদীপ্ত প্রভায় তার।

সেই হারে ভবে সাজাইয়া তব
কমনীয় কণ্ঠ দেশ
আনন্দাশ্রু সিক্ত নয়নে, হেরিব
তোমার সে চারু বেশ।

শুধ আভরণ আভায় ভারত
হইবে গো দীপ্তি ময়
রহিবে না আর মুমুক্ষু জনের
পথ বিভ্রান্তির ভয়॥

উৎসর্গ।

কিন্তু দৈন্য, দুঃখ তব ভালে, হায়!
লিখিছে দারুণ বিধি
পারিবে কি তুমি রক্ষিতে যতনে
এহার অমূল্য নিধি?

বিদেশ হইতে আসিবেনা দস্যু
ভূষণ হরণ তরে
কাঁদাতে তোমায় অনেক সন্তান
আছে গো তোমার ঘরে

ঐ দেখ জননি ভাব মদিরায়
প্রমত্ত সন্তানগণ
আরক্তিম নেত্রে চল কণ্ঠ পানে
করিতেছে দরশন।

বর্ণ মদে মত্ত, দুর্দ্দান্ত সন্তান
কুতর্ক কুঠার করে,
তব কণ্ঠহার ছেদনের তরে
আসিতেছে দম্ভ ভরে।

ধর্ম্ম উপজীবী সন্তান তোমার
হয়ে বিদ্বেষের বশ
রত্ন মানিক্যের গ্রন্থি নৈপুণ্যের
গাহিতেছে অপযশ।

উৎসর্গ।

অবিদ্যা আঁধারে দেখি আচম্বিতে
রত্নহার দীপ্তিময়
করিতেছে কেহ নেত্র আবরণ
জ্যোতি নাহি সহ্য হয়।

অধ্যাত্ম রাজ্যের শিশু এ সকল
সেহেতু আপত্তি করে
কর ক্ষমাদান অশান্ত সন্তানে
স্বাভাবিক স্নেহ ভরে।

কিন্তু জননি গো! করিওনা ভয়
আছে তব সুসন্তান
আছে রত্নবিদ্ চিনিতে এ রত্ন
করি ইহা অনুমান।

হ'লেও তাহারা অত্যল্প সংখ্যক
করিবে গো প্রাণপণ
রক্ষিতে যতনে অতুল্য অমূল্য
মাতৃকণ্ঠ আভরণ।

কালে শতশত সুবোধ সন্তান
জনমিবে তব ঘরে
হারের প্রভায় উজলিত পথে
চলিবে আনন্দ ভরে।

উৎসর্গ।

"সংহিতা" সংজ্ঞায় হবে অভিহিত
আত্মতত্ত্ব রত্ন হার
ধর কণ্ঠে যত্নে দুঃখিণী জননি
থাকিবে না দুঃখ আর ॥

পুরুষকার।

ভূমিকা।

অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গ বিস্তারি, অচলরাজ
হিমাচল শান্ত সমাহিত
নাহি স্পন্দন প্রাণন নাহি গতি নাহি শব্দ
যেন গিরি প্রাণ বিরহিত।

কিন্তু তার স্বেদ বিন্দু ধায় সদা সিন্ধু পানে
ধরি নদ নদীর আকার
নহে ক্লিষ্ট, নাহি গ্রীষ্ম, কোন কর্ম্মে এত ঘর্ম্ম
প্রস্রবিত হয় দেহে তার?

সিন্ধুনীর বাষ্পরূপে হইয়া উত্থিত ঊর্দ্ধে
মেঘরূপে করিছে বর্ষণ
সে সলিল করে সৃষ্টি হিমাদ্রি অঙ্কে অসংখ্য
নদ নদী হ্রদ প্রস্রবণ।

হিমাদ্রি হইতে জাত যমুনা, সরযূ গঙ্গা
দেখিতেছে স্থূল দর্শীগণ
বাস্তবিক বাষ্প মেঘ নদনদীরূপে, সিন্ধু
করিতেছে সদা বিবর্ত্তন।

ভূমিকা।

ভাবাভাব বিবর্জ্জিত অক্রিয় অকর্ত্তা অদ্রি
হিমালয় কভু নাহি জানে
কিরূপে, কখন, কেন, হ'য়ে জাত নদ নদী
প্রধাবিত হয় সিন্ধু পানে।

সেই হিমাদ্রির অঙ্কে নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট যোগী
আত্মানন্দে সদা সমাহিত
তাঁহার চিত্ত নিঃসৃত জ্ঞান সুরধুনী স্রোতে
হ'তেছে, ভারত বিপ্লাবিত।

ভেসে যাবে সেই স্রোতে অবিদ্যার আবর্জ্জনা
অজ্ঞজন-হৃদয়ে পুঞ্জিত
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বিশ্বাসের বিষবৃক্ষ
হইবে সমূলে উৎপাটিত।

কল্পনা কারু খচিত ভাবের প্রাসাদ কত
হবে সেই স্রোতে উৎসাদিত
কুরীতি কুটীরসহ সঙ্কীর্ণ সংস্কার পল্লী
হবে জ্ঞাননীরে নিমজ্জিত।

দেবদেবী অবতার পড়িয়া জ্ঞান-আবর্ত্তে
চির তরে হবে অন্তর্হিত
প্রচণ্ড প্রজ্ঞা প্রবাহে স্মৃতির দৃঢ় শৃঙ্খল
হবে ছিন্ন ভিন্ন বিচূর্ণিত।

ভূমিকা।

ভেসেছিল তীব্রবেগে ভাগীরথি গতিরোধে
অভিলাষী মত্ত ঐরাবত
ভেসে যাবে সেইরূপে জ্ঞানবেগ রোধাকাঙ্ক্ষী
ভাবমদেমত্ত জীব যত।

পক্ষান্তরে তৃষাতুর ধর্ম্মময় মরু মাঝে
পাইয়া সে জ্ঞান গঙ্গাজল
আনন্দে করিবে পান, শুষ্ক, তপ্ত-কণ্ঠ, পক্ষ
সে সলিলে হ'বে সুশীতল।

করিবে সে গঙ্গোদক উর্ব্বরা মানস ভূমি
বিবেকাখ্য বৃক্ষ উৎপাদন
হবে বিকশিত তাতে বৈরাগ্য, প্রজ্ঞাপ্রসূন
সৌরভে ভরিবে ত্রিভুবন।

প্রসবিবে সেই ফুল কালে, কৈবল্যাখ্য ফল
মুমুক্ষুর চির আকাঙ্ক্ষিত
জীবের জ্ঞান বুভুক্ষা হবে পরিতৃপ্ত তাতে
ত্রিবিধ সন্তাপ নিবারিত।

আহুত করিবে নিন্দা আহুত করিবে স্তুতি
তা'র তরে উভয় সমান
প্রজ্ঞা প্রবাহ সঞ্চারে কিম্বা তার ফলাফলে
সে যোগীর নাহি অভিমান।

সৃষ্টি কর্ত্রী সংহারিণী অবিদ্যা বিদ্যারূপিণী
প্রকৃতির ক্রীড়া সমুদয়
ধরে তার বিবর্ত্তনে সাগর মরুর রূপ
মরুভূমি হয় জলময়।

অবিদ্যা রূপিনী মায়া অজ্ঞান ঘোর আঁধারে
করে জীবগণে আবরণ
ধরি পুনঃ বিদ্যারূপ করে বিশ্ব বিভাময়
জ্ঞান জ্যোতিঃ করি বিকীরণ।

মন মানসিক বৃত্তি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপে
মহামায়া হয় প্রকটিতা
যোগীর হৃদয় রাজ্যে ধরি জ্ঞান গঙ্গাকার
হইতেছে মায়া প্রবাহিতা।

অবিদ্যার আবর্জ্জনা রোধে যদি প্রজ্ঞাস্রোত
ধরি দৃঢ় ভূধর আকার
কিম্বা তপ্ত ধর্ম্মমরু করে শুষ্ক জ্ঞানবারি
নাহি থাকে চিহ্ন মাত্র তার।

হর্ষামর্ষ কোন ভাব হ'বেনা যোগীর চিত্তে
(তিনি ইষ্টানিষ্ট দ্বন্দ্বাতীত।
যেইরূপে গঙ্গাস্রোত হ'লে রুদ্ধ কিম্বা শুষ্ক
হয় না অচল বিচলিত।

সঙ্কল্প বিহীন তিনি ইহার নিমিত্ত মাত্র
যেরূপ নিশ্চল হিমালয়।
প্রকৃতি প্রেরিত ভাব ভাবা গীতা সংহিতাদি
প্রকৃতিই জানে তার ফল॥

প্রারব্ধ।

সোহং সংহিতা।

উপক্রম।

বিবেকী—অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ
চিরদিন চাহে মম মন।
সঙ্কল্প-কামনা-মূলে শুভাশুভ সর্ব্বকর্ম্মে
সুখ-আশা জাগে অনুক্ষণ॥

বাসনা-তৃষিত প্রাণে এই জগমরু মাঝে
সুখতরে ভ্রমি আজীবন।
নাহি জানি কিসে সুখ সুখের আশায়, করি
নিত্য নব দুঃখ আহরণ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয় পঞ্চে
করি সদা সুখ অন্বেষণ।
পুনঃপুন উপভোগে না হয় বাসনা তৃপ্ত
ব্যর্থ হয় আশা আকিঞ্চন॥

দুঃখ হলাহল সহ সুখ পীযূষের ধারা
একস্রোতে হয় প্রবাহিত।
মিটেনা পিপাসা তাতে করি পান আমরণ
শুধু তৃষা হয় বিবর্দ্ধিত॥

ঈপ্সিত বা উপেক্ষিত দেখি, সর্ব্ব-অবস্থায়
সুখ দুঃখ সমভাবে স্থিত।
অবিচ্ছিন্ন সুখ কিম্বা দুঃখ নাহি কোন স্থানে
সুখ দুঃখ সদা সংমিশ্রিত॥

সুরক্ষিত হর্ম্ম্যোপরে সসাগরা ধরাধিপ
আততায়ী-ভয়ে প্রকম্পিত।
পর্ণকুটীর শয্যায় শ্রমজীবী প্রজা তাঁর
নিরাতঙ্কে সুখে সুনিদ্রিত॥

বিজয়ী সাম্রাজ্যভোগী প্রজাদ্রোহ-আশঙ্কায়
শত্রু-ভয়ে, সদা সশঙ্কিত।
বিজিত জাতি নাহি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়
শিরঃপীড়া বিনে অবস্থিত॥

দস্যু তস্করের ভয়ে অর্গলে নিরোধি দ্বার
করে ধনী নিশি জাগরণ।
উন্মুক্ত রাখিয়া দ্বার নির্ধনী নিদ্রিত সুখে
নাহি তার ভীতির কারণ॥

সবল সুস্থ শরীর দেখি ব্যাধি পিশাচিনী
করিছে সতৃষ্ণ দরশন।
দেখিয়া রূপ যৌবন ভীষণা জরা রাক্ষসী
করিতেছে বদন ব্যাদন॥

যুবক বালক শিশু বলবীর্য্য স্বাস্থ্যসহ
হয় কালগ্রাসে নিপতিত।
নাহি কোন কালাকাল সতত ব্যাদিত বক্ত্রে
গৃহ দ্বারে কাল অবস্থিত॥

কিম্বা জন্মাবধি জীব করাল কাল-কবলে
অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে কবলিত।
নকুল ধীর চর্ব্বণে যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য
নানারূপ দেহে উপার্জিত॥

সুখ প্রাপ্তি লালসায় দুঃখের নিবৃত্তি তরে
অহর্নিশ নিযুক্ত জীবগণ।
বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যে অনরত আহরণে
করিতেছে কত আকিঞ্চন॥

জলে, জলচর প্রায় আকাশে খেচর সম
অবাধে করিছে বিচরণ।
করিয়া বিদ্যুত বশ দেশ দেশান্তর হ'তে
করিতেছে বার্ত্তা আহরণ॥

উপক্রম।

বাষ্পীয় শকটে, পোতে দূর দূরান্তর পথ
করিতেছে মুহূর্ত্তে ভ্রমণ।
করে, ব্যাধি মৃত্যু ভয়ে মন্ত্রৌষধ আবিষ্কার
কত বৈদ্য শাস্ত্র প্রণয়ন॥

প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্র কত কূট রাজনীতি
রাজ বিধি করি প্রচলন।
হলো দুঃখ নিবৃত্তি নাহি লভে সুখ শান্তি
রাজ্যেশ্বর কিম্বা প্রজাগণ॥

নর, নরহত্যা তরে মস্তিষ্ক মন্থন করি
করিতেছে শস্ত্র আবিষ্কার।
দুর্দ্দম্য বাসনা বশে অপরের রাজ্যধন
করিছে সবলে অধিকার॥

সার্দ্ধ ত্রিহস্ত প্রমাণ ভূমি প্রয়োজন যার
সেই দিগ্বিজয়ী রাজেশ্বর।
শানিসরা রক্তস্রোতে করি সাম্রাজ্যাধিকার
রাজ্যান্তর খোঁজে নিরন্তর॥

গণ্ডূষ প্রমাণ মাত্র পর্য্যাপ্ত যাদের তরে
সেই লক্ষ পতি ধনীগণ।
জ্বরগ্রস্থ রোগী প্রায় করি রত্নাকর পান
পিপাসায় জ্বলে অনুক্ষণ॥

পর্ব্বত প্রমাণ ভোজ্য চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়,
করিয়াছি ক্ষয় আজীবন।
নাহি হয় ক্ষুন্নিবৃত্তি, বশে, রসনার লোভ
পরিতৃপ্ত না হয় কখন॥

বিচিত্র মন-মোহন যৌবন রূপ লাবণ্য
করি উপভোগ অনুক্ষণ।
ক্ষীণাঙ্গ স্থবির এবে, অতৃপ্ত বাসনানলে
তথাপিও অনুতপ্ত মন।

ভোগ্য বস্তু আহরণে কিম্বা তার সংরক্ষণে
করি কত যত্ন আকিঞ্চন।
সে দুঃখের তুলনায় ভোগের ক্ষণিক সুখ
নগণ্য নহে কদাচন॥

অনিত্য অপূর্ণ ভোগে কভু না বাসনা তৃপ্ত
অক্লেশে তাহাও লভ্য নয়।
কভু বহু ক্লেশ বিনে চির আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্য
ভাগ্য বশে ভোগ নাহি হয়॥

দুঃখের নিবৃত্তি আর অবিচ্ছিন্ন সুখ আশে
আদি কাল হ'তে জীবগণ।
করিয়াছে করিতেছে কত যত্ন আকিঞ্চন
না হয় সফল কোন জন॥

উপক্রম।

হে বিমূঢ় মন মম কি হেতু পিশাচ প্রায়
সুখ আশে হও প্রধাবিত।
ত্রিবিধ গুণ মিশ্রণে দ্বিবিধ দুঃখ তোমাতে
প্রাকৃতিক ক্রমে সংক্রামিত ॥

সুখ দুঃখ আপেক্ষিক, এক বিনা অপরের
অনুভূতি না হয় কখন।
যথা সুখ তথা দুঃখ, বিনা সুখ-আশা ত্যাগ
দুঃখ নাশে বৃথা আকিঞ্চন ॥

অনন্ত গ্রহ নক্ষত্রে জড় জীব পরিপূর্ণ
এই বিশ্ব করি দরশন,
তাহার স্রষ্টা ঈশ্বর, স্বীয় ভাব অনুরূপ
কল্পনা করেছে জীবগণ ॥

সগুণ, নির্গুণ ব্রহ্ম সাকার বা নিরাকার
জগদীশ হয়েছে কল্পিত।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, কিম্বা স্বর্গ গোলকাদি
অবস্থান-স্থান নিরূপিত ॥

কাল, ভোগ, লীলা, ইচ্ছা প্রকৃতি মায়া, বিভূতি
স্বধা, তপ, কামনা ঈক্ষণ।
বিভিন্ন "অভ্রান্ত" শাস্ত্রে ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে
হয় বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ॥

ত্রিবিধ নিত্য পদার্থ জড়, জীব, জগদীশ
কোন শাস্ত্রে হয় অঙ্গীকৃত।
স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্র ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্বের সত্তা
শাস্ত্রান্তরে হয় নিরূপিত॥

কোন মতে জগদীশ জড় জীব পরিপূর্ণ
বিশ্বরূপে হয় পরিণত।
মতান্তরে এই বিশ্ব অসত্য, বিবর্ত্ত মাত্র
স্বপ্ন দৃশ্য মরীচিকা মত॥

কোন মতে জীব নিত্য মতান্তরে সৃষ্টবস্তু
কোন মতে অণু পরিমিত।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জীব, কোন মতে দেহব্যাপী
মতান্তরে সর্ব্বত্র ব্যাপিত॥

কোন শাস্ত্রে জীবব্রহ্মে উপাধির ভেদ মাত্র
পরমার্থে এক-বস্তুদ্বয়।
পিতা পুত্র, প্রভু দাস পতি পত্নী, কিম্বা সখা
শাস্ত্রান্তর করেছে নিশ্চয়॥

সালোক্য সামীপ্য আর সারূপ্য সাযুজ্য ভেদে
চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রকল্পিত।
অনন্ত উন্নতি পথে কাহারো কল্পনা স্রোত
হইতেছে বেগে প্রবাহিত॥

উপক্রম।

কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, চতুর্ব্বিধ ভিন্ন পন্থা
কিম্বা পন্থা মিশ্রণে নির্ম্মিত।
সঙ্কল্প কামনা ভেদে - ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে
ভিন্ন ফল আশে অবলম্বিত॥

শম, দম উপরতি যোগ ধ্যান জপ তপ
পূজা ব্রত সাধন ভজন।
যাহা কিছু ধর্ম্ম আখ্যা সকলের লক্ষ্য এক
সুখলাভ দুঃখ-নিবারণ॥

অনিত্য বিষয় সুখ ত্যজি নিত্য সুখ আশে
করে ইষ্টদেবে আরাধন।
বিপদ শোক সন্তাপে ডাকে জীব জগদীশে
যবে ব্যর্থ জৈব আকিঞ্চন॥

ঐহিক বা আমুষ্মিক দুঃখ নাশ, সুখ আশে
সর্ব্ব কর্ম্ম করে জীবগণ।
যত কিছু শুভ কর্ম্ম কিম্বা অশুভ কর্ম্মের
ভিত্তি, ভয় আর প্রলোভন॥

সভ্যাসভ্য যত জাতি আছে এই ধরাধামে
করে সবে ধরম সাধন।
উদ্দেশ্যে নাহি বিভেদ উপায়ে প্রভেদ শুধু
তাহে সর্ব্ব ধর্ম্মে বিলক্ষণ॥

ধরম, ধর্ম্ম সাধন, হ'তেছে ত্যক্ত গৃহীত
দেশ কাল ভেদে বিবর্ত্তিত।
কিন্তু তার প্রয়োজন সর্ব্বদেশে; সর্ব্বধর্ম্মে
সদা কাল সমভাবে স্থিত॥

আরবী, রোমান, গ্রীক ছিল আমাদের মত
অগ্নি, দেবদেবী উপাসক।
খৃষ্ট মুসলমান ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবে তাহাদের
ভাঙ্গিয়াছে কল্পনা কুহক॥

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, আহুতি
বলিদান ধূপাদি প্রদান।
করিত আরব বাসী নানা দেবদেবী মূর্ত্তি
পূজনের আছিল বিধান॥

আল্লোয়াত, এলউজ্জা উতারেদ, ইয়াগুহ
এক, সাদ, মান্না, দেবারগ।
এইরূপ নামান্বিত শত শত দেবদেবী
পূজিত আরব বাসীগণ॥

"চাল্‌দ্দী" ভাষা-লিখিত "সেথ" নামে ধর্ম্মগ্রন্থ
হ'ত বেদ সম সম্মানিত।
ভূমাব্রহ্ম "আল্লাতালা" "এল্ ইলাহাত" দেব
হইত উভয় উপাসিত॥

প্রাচীন পারস্যবাসী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রায়
করিতেন আহুতি হবন।
আধুনিক পার্সী জাতি "জেন্দ" শাস্ত্র অনুসারে
করে সেই ধর্ম্ম আচরণ॥

রোমান্ গ্রীকাদিজাতি যজ্ঞ, হোম, বলিদান
শত শত দেবতা পূজন
করিত প্রাচীন কালে, দেবাদেশ দৈববাণী
ভক্তগণ করিত শ্রবণ॥

মারকারী, নেমিসিস্ ওরেনস্, হেফিস্টাস্
জুপিটার, জোভ, মেসিয়াস্।
নেপচ্যুন্, নারকার, ভিনাস্, মারস্, প্যান্
সেটার্ণ্, এপোলো, এটলাস্॥

শিলা বা ধাতব মূর্ত্তি এইরূপ নামাঙ্কিত
দেবতার করিয়া নির্ম্মাণ।
করিত রোমান্, গ্রীক্ নানারূপ উপাসনা
পূজা হোম যজ্ঞ বলিদান॥

সর্ব্ব বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী এক সরস্বতী মাত্র
করিতেছে পূজা হিন্দুগণ।
বিভিন্ন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী নয়টী দেবীর মূর্ত্তি
গ্রীস বাসী করিত পূজন॥

ইউটার্পী, কেলিওপী পলিহিমনিয়া, ক্লিও
মেল্পমেনী এরেটো, থেলিয়া।
টার্প্সিকোর, উরেনিয়া, নব সরস্বতী দেবী
গ্রীস্ দেশে ছিল পূজনীয়া॥

হিন্দুর বাসুকি প্রায় গ্রীক্ দেব "এটলাস"
স্কন্ধে পৃথ্বী করিত ধারণ।
উভয়ে করি করুণা, বিজ্ঞান, এবে পৃথিবী
করিয়াছে শূন্যে সংস্থাপন॥

পাশ্চাত্য মানবগণ ছিল আমাদের মত
দেবদেবী ভজনে নিরত।
ছিল তাহাদের ধর্ম্মে অগ্নিরক্ষা, হোমাহুতি
বলিদান, তীর্থ, পূজা, ব্রত॥

শুনিত সাধক যদি দেবাদেশ দৈববাণী
দেবমূর্ত্তি করিত দর্শন।
এরূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম কেন এবে পরিত্যক্ত
উপেক্ষিত দেব-দেবীগণ?

দেবদ্বেষী জাতি এবে বিজ্ঞানী সমৃদ্ধ জয়ী
ভোগে সুখে রাজ্য রত্নধন।
নির্ব্বাক, অদৃশ্যভয়ে পাশ্চাত্য দেবতা এবে
কিম্বা মৃত করি অনশন?

অথবা সে সব দেশে না পাইয়া পূজা ভোগ
অন্নক্লিষ্ট দেব-দেবীগণ।
করিয়াছে ছদ্মবেশে ভারতে উপনিবেশ
হিন্দুর মস্তকে আরোহন?

খৃষ্টান্ মুসল্মানের সৃষ্টি ক্রম, স্রষ্টা ঈশ
বিজ্ঞান বা যুক্তি যুক্ত নয়।
বিশ্বাস ভিত্তি তাহার নহে প্রমাণ সংসিদ্ধ
বিচারে অসার সিদ্ধ হয়॥

কিন্তু এই ধর্ম্মদ্বয়ে সাধন সাধ্য-সংস্কার
যদ্যপিও সমীচীন নয়।
সামাজিক রীতি নীতি ঐহিক উন্নতি, শিক্ষা
ভোগ সুখে অনুকূল হয়॥

সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞ সোম যজ্ঞ সপ্তবিধ
পঞ্চ মহা যজ্ঞ প্রাত্যহিক।
পাক যজ্ঞ সপ্তবিধ ষোড়শ সংস্কার যজ্ঞ
সূত্র গ্রাহ্য [ক] প্রাচীন, বৈদিক॥

শত্রুক্ষয়, আয়ু, স্বাস্থ্য শক্তি, ধন, পুত্র, পশু
নানা ভোগ সুখ উপাদান।
পরলোকে স্বর্গ ভোগ দুঃখ নাশ সুখ প্রাপ্তি
যজ্ঞফল-বৈদিক বিধান॥

[ক] পূর্ব্ব মীমাংসা সূত্র—

প্রতীকে, দহরাকাশে সগুণ উপাসনায়
সিদ্ধিলাভ বেদানুমোদিত।
আধুনিক দেবদেবী কিম্বা অবতার পূজা
নাহি কোন বেদে উল্লিখিত॥

বৈদিক যজ্ঞোপাসনা ঐহিক, পারমার্থিক
ভোগ, সুখ করিলে প্রদান।
কি হেতু ভারতবাসী, ত্যজেছিল এ সকল
করেছিল বেদ প্রত্যাখ্যান?

কেন লুপ্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বিহিত কর্ম্ম
বেদ, বেদান্তাদি অধ্যয়ন?
ঐহিক, পারমার্থিকে হয়েছিল বীতস্পৃহ?
ছিল নাকি কোন প্রয়োজন?

যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবে
ত্যজেছিল আর্য্য সুতগণ।
অনেকের মত ইহা, কিন্তু এ অপসিদ্ধান্ত
যুক্তিযুক্ত নহে কদাচন॥

প্রত্যক্ষ ঐহিক সুখ লভে জীব যাহা হ'তে
সেই ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রত্যাখ্যান।
করিতে কি পারে জীব? ঐহিক হইলে লাভ
পারত্রিকে স্বর্গ, সত্যজ্ঞান॥

প্রত্যক্ষানুমান সিদ্ধ এইরূপ সত্য ধর্ম্ম
পরিত্যাগ যুক্তি যুক্ত নয়।
শত বুদ্ধ শঙ্করের অভ্যুদয়ে, খণ্ডনেও
থাকে. তাহা অক্ষুণ্ণ অব্যয়॥

বংশ পরম্পরা ক্রমে করি যজ্ঞ উপাসনা
ঐহিকে হতাশ জীবগণ।
পারত্রিক ফল আশে থাকিবে আশ্বস্ত, ইহা
সম্ভাবিত নহে কদাচন॥

দেখি ব্যর্থ ফলশ্রুতি শ্রৌত যজ্ঞ, উপাসনা
ক্রমশ হইয়া বিবর্জ্জিত।
বেদান্ত বিজ্ঞান সিদ্ধ জ্ঞানমার্গ বৌদ্ধধর্ম্ম
হয়েছিল সাদরে গৃহীত॥

নহে সূক্ষ্ম জ্ঞান মার্গ জীব সাধারণ-তরে
আসক্তের উপযোগী নয়।
অজ্ঞানী শিষ্যের দোষে হয়েছিল বৌদ্ধমত
বহুধা, বহুশ বিপর্য্যয়॥

বিপর্য্যস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ফল যজ্ঞোপাসনা
যুক্তি বলে করিয়া খণ্ডন।
বেদান্ত প্রচার হেতু নাস্তিক, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ
শঙ্করে বলিছে অজ্ঞগণ॥

বৈদিক যজ্ঞোপাসনা বুদ্ধ, শঙ্করের মত
ক্রমশঃ হইয়া নিরাকৃত।
আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তি অবতার পূজা
হইয়াছে ক্রমে প্রচলিত॥

দুর্ব্বোধ্য বৈদিক ভাষা দুর্জ্ঞেয় বেদান্ত তত্ত্ব
দর্শনাদি ত্যজি হিন্দুগণ।
ধর্ম্মজীবী ব্রাহ্মণের কল্পিত, পুরাণ প্রোক্ত
নানা পন্থা করেছে গ্রহণ॥

পুরাতন শ্রৌত, গৃহ্য ধর্ম্ম-সূত্রাদির মত
নহে এবে সমাজে চলিত।
মন্বাদি সংহিতা আর রঘু, কাশী, গোপালের
স্মৃতি এবে ভারতে পূজিত॥

কি কুনেত্রে নারীগণে দেখিত সংহিতা কার
অথবা প্রক্ষেপকারীগণ।
কেন রমণীর তরে স্মৃতির কঠোর বিধি
দেখিয়া স্তম্ভিত হয় মন॥

"নৈতা রূপংপরীক্ষন্তে নাসাংবয়সি সংস্থিতিঃ"
এরূপ কামুকী নারীগণ।
"সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে"
নাহি হয় বিরতা কথন॥

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ, নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ"
এতদূর চিত্তের বিকার।
হইলেও পতি গৃহে সতত রক্ষিতা যত্নে
নারীগণ করে ব্যাভিচার॥

"এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি নিসর্গজং"
করিবে নিয়ত ভর্ত্তাগণ।
যতনে রমণী রক্ষা নতুবা বর্ণ সঙ্কর
জনমিবে কুলে অগণন॥

"শয্যাসন মলঙ্কারং কামং ক্রোধ মনার্জ্জবং"
রমণীর স্বাভাবিক হয়।
"দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যোমনুরকল্পয়ৎ"
সংহিতা করিছে সুনিশ্চয়॥

"নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈঃ ইতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ"
নারী করে ধর্ম্ম কর্ম্ম নয়।
"নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রীয়োঽনৃতমিতিস্থিতঃ"
তাহে সদা রক্ষণীয়া হয়॥

এ জঘন্য নারী নিন্দা সময়ে সংহিতা কার
করে নাই ইহাও বিচার।
রমণী সহ রমণী নাহি করে ব্যাভিচার
পুরুষের প্রয়োজন তার॥

"পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ" , নহে শুধু নারীগণ
পুরুষও হয় বিচলিত।
যেখানে পুরুষ ভ্রষ্ট রমণীও ভ্রষ্টা তথা
স্বাভাবিক হ'তেছে লক্ষিত ॥

"নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ" হইলে রমণীগণ
কিরূপে বাচিল শাস্ত্রকার ?
নাহি ছিল নিন্দাকালে মাতৃমূর্ত্তি প্রকটিত
কলুষিত হৃদয়ে তাহার ॥

সংস্কার, জাতকরমে বেদাভ্যাসে, তত্ত্বজ্ঞানে
কি হেতু বঞ্চিতা নারীগণ ?
স্বীয় দোষে নিন্দে নারী এরূপ মূঢ়ের বিধি
মূর্খ হিন্দু করিছে পালন ॥

অশীতি বর্ষ বয়স্ক স্থবিরের শিশুপত্নী
স্মৃতি মতে দোষাবহ নয়।
অবলা বালবিধবা করিছে সংযম শিক্ষা
ব্রহ্মচর্য্য করিয়া আশ্রয় ॥

কি বিবাহ, কিবা পতি কি গার্হস্থ্য কি বৈধব্য
বালিকার নাহি কোন জ্ঞান।
নাহি জানে কি কারণে একাদশী দিনে তার
ক্ষুৎপিপাসানলে দগ্ধ প্রাণ ॥

ছিন্ন লতিকার মত কমনীয় দেহলতা
ধরাতলে অবশে লুটায়।
বারি বিন্দু পানে তাঁরে নিবারে কঠোর রীতি
পিপাসায় বুক ফেটে যায়॥

গৃহবাসী প্রতিবাসী সুরস বিবিধ ভোজ্য
নিশিদিন করিছে ভোজন।
দেখিয়া তৃষিত নেত্রে করিতেছে অভাগিনী
একাহারে জীবন ধারণ॥

পতি সোহাগিনী মত বয়স্যা যুবতীগণ
ভোগ সুখে প্রফুল্ল বদন।
হয় বিধবার রূপ বিকশিত, লীন বৃথা
দরিদ্রের বাসনা যেমন॥

বন কুসুমের মত আপনি ফুটিয়া থাকা
অনাদরে আপনি শুকায়।
সঙ্গহীনা, একাকিনী মরমে মরমে জ্বলে
মর্ম্ম-কথা কহিতে না পায়॥

রুদ্ধ করি কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়স্মরণে সদা
বিধবা করিছে মিথ্যাচার।
না হয় বিষয় ভোগ নাহি হয় ব্রহ্মচর্য্য
ইহ পরকাল পণ্ড তার॥

মূঢ় স্মৃতিকারগণ করেছে হিন্দুর গৃহ
জ্বলন্ত নরকে পরিণত।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী বাল বিধবার সহ
সে নরকে জ্বলে অবিরত॥

দেখিয়া হিন্দুর গৃহে জীবন্ত বিষাদ ছবি
সন্তাপিত বিজাতীয়গণ।
ক্রূরতা ভীরুর ধর্ম্ম স্মৃতিকার স্মার্ত্তগণ
করিয়াছে, করিছে পালন॥

মহাত্মা রামমোহন জ্বলন্ত শ্মশান হ'তে
সতীগণে করিতে রক্ষণ।
বিমূঢ় অন্ধসমাজে পণ্ডিতাখ্য স্মার্ত্ত হস্তে
সহিয়াছে কত উৎপীড়ন॥

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাসনং"
তার স্বর্গ লোক প্রাপ্তি হয়।
"নান্যোধর্ম্মোহি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ"
রঘু-স্মৃতি করিছে নিশ্চয়॥

"তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটীচ" পতি সহ স্বর্গ বাস
সময় করিয়া নিরূপণ।
অবোধ অবলাগণে করিয়াছে প্রলোভিত
নরাধম স্মৃতিকারগণ॥

জ্বলন্ত শ্মশান মাঝে প্রহরেকে ভস্মশেষ
হত সহমৃতা নারীগণ।
হইতেছে দগ্ধ এবে অতৃপ্ত বাসনানলে
দুঃখিনী বিধবা আমরণ॥

সমাজ বিধিতে হয় দাম্পত্য সম্বন্ধ যোগ
বিধির বিধান ইহা নয়।
সমাজ শৃঙ্খলা তরে সভ্যাসভ্য সম্প্রদায়ে
বিবাহের প্রয়োজন হয়।

বিধবা রমণীগণ পুন পরিণয় হেতু
যগুপি অসতী বাচ্যা হয়।
কিহেতু নহে অসৎ সপত্নীক, মৃতদার
করে যদি পুন পরিণয়?

রমণীর পাতিব্রত্য হয় যদি শ্রেয়প্রদ
পত্নীতে আসক্ত পতিগণ।
কেন লভে স্ত্রৈণ আখ্যা? পত্ন্যাসক্তি পত্নীসেবা
নহে কেন স্বর্গেরি কারণ?

পুরুষের সুখতরে স্বার্থপর স্মৃতিকার
করেছে এ ধর্ম্ম প্রচলন।
হ'লে স্মৃতি কর্ত্রী নারী সতীত্বাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম
বিপরীত হইত তখন॥

সদ্বস্তু অদ্বয় আত্মা নহে ইদংজ্ঞানগম্য
হয় মন ইন্দ্রিয় অতীত।
অহং জ্ঞানগম্য তাহা, নাহি হয় তারসহ
পতিপত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত॥

মায়িক অনিত্য দেহে অসত্য ইন্দ্রিয় মধ্যে
করিয়া পতিত্ব আরোপণ।
অবোধ অবলা জাতি স্বার্থান্ধ স্বার্থনিত
মোহ-কূপে হ'তেছে মগন॥

অসতে আসক্তা নারী নহে কভু সতী সাধ্বী
তার অভিমান অকারণ।
বিনা নিত্য আত্ম-রতি অসত্যে অনাত্মেরতা
সতী হ'তে পারে কি কখন?

স্বীয় সুখ স্বার্থ তরে সুদৃঢ় শাস্ত্র বন্ধনে
বান্ধিয়াছে হিন্দু নারীগণে।
নাহি মোচনের শক্তি, অদ্ভুত দাম্পত্য গ্রন্থি
নাহি মুক্তি জীবনে মরণে॥

বিধবার সম্প্রদানে পিতা ভ্রাতা দেবরাদি
যদ্যপিও অধিকারী নয়।
শাস্ত্রের বিধান মতে করিতে পারে বিধবা
পুনরায় বিবাহ নিশ্চয়॥

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ"
এই পঞ্চ আপদ সময়।
'পতিরন্যো বিধীয়তে' এই পরাশর মত
বিধবা বিবাহে বিধি হয়॥

"কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" এই বাক্য এবিধির
করিছে সময় নিরূপণ।
নহে প্রক্ষিপ্ত এশ্লোক করিয়াছে ব্যাখ্যা ইঁহা
পুরাতন জীমুতবাহন॥

গান্ধর্ব্বে বা স্বয়ম্বরে করিত বয়স্থা কন্যা
পতি নির্ব্বাচন আত্মদান।
সেই বিধি অনুসারে হ'তে পারে বিধবার
পুনরায় বিবাহ বিধান॥

হ'লেও স্মৃতি শৃঙ্খলে নিবদ্ধা, রক্ষিতা সদা
সুদৃঢ় সমাজ কারাগারে।
অসংখ্য বিধবা নারী করিতেছে আত্মদান
অলঙ্ঘ্য প্রকৃতি অনুসারে॥

প্রকৃতির গতিরোধে প্রয়াসী হিন্দু সমাজ
বলে সেই কর্ম্মে ব্যাভিচার।
কিন্তু বিগর্হিত বিধি পরিপূর্ণ নব্যস্মৃতি
একমাত্র কারণ তাহার॥

দুর্দ্দম্য বাসনা বশে আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা
করিছে বিধবা শত শত।
অবোধ অবলা হত্যা ভ্রূণ হত্যা তরে দায়ী
স্মৃতি কর্ত্তা আর স্মার্ত্ত যত॥

যদি সত্য শাস্ত্রবাক্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ফল
ফলদাতা ঈশ সত্য হয়।
নরক যন্ত্রণা তবে ভোগিতেছে স্মৃতি কর্ত্তা
স্মার্ত্তগণ ভোগিবে নিশ্চয়॥

স্বভাবতঃ স্ত্রী, পুরুষ, দেহেন্দ্রিয় মনোবৃত্তি
মতি গতি ভাবে ভিন্ন হয়।
পশু পক্ষী পতঙ্গেও পুরুষ বলিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ
নারী তার সমকক্ষা নয়॥

করে প্রাকৃতিক ক্রমে দুর্ব্বলে আয়ত্ত সদা
ধনমদে মত্ত বলবান।
কিন্তু নহে সমীচীন কিম্বা শুভ ফলপ্রদ
তার তরে শাস্ত্রের বিধান॥

জড় জীব ভাবরাজ্য সকল প্রকৃতিজাত
বিশ্বে কিছু অপ্রাকৃত নয়।
দৈহিক মানস কর্ম্ম সঙ্কল্প কামনা-মূলে
প্রকৃতির লীলা মোহময়॥

প্রকৃতি সঞ্জাত যদি স্থাবর জঙ্গম যত
জীবের ইন্দ্রিয় দেহ-মন।
স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম কিম্বা অপ্রাকৃত কিছু
সম্ভাবিত নহে কদাচন॥

জাগতিক গতি শক্তি } সঙ্কল্প কামনা কর্ম্ম
ত্রিগুণা প্রকৃতি প্রণোদিত।
সৃজন, রক্ষণ, ধ্বংস ত্রিবিধ প্রভেদ হেতু
শুভাশুভ নামে অভিহিত॥

সৃজন রক্ষণ সুখ- সম্পাদক কর্ম্ম যত
হয় তাহা শুভ নামান্বিত।
ধ্বংস দুঃখ তাপপ্রদ জাগতিক সর্ব্ব কর্ম্ম
অশুভ আখ্যায় আখ্যায়িত॥

অশুভ শুভ সংজ্ঞক প্রাকৃতিক করমের
যাহা জীব করে আলম্বন।
ভোগে কর্ম্ম অনুরূপ অশুভ বা শুভ ফল
ব্যতিক্রম না হয় কখন॥

বিকট ব্যাধি রূপিণী নিষ্ঠুরা প্রকৃতি সদা
ভীম বক্ত্র করিয়া বিস্তার।
শিশুবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে করে গ্রাস সর্ব্বজীবে
নাহি কোন কালাকাল তার॥

অসতর্ক জীবোপরে গুপ্ত ঘাতকের প্রায়
অলক্ষিতে করে বজ্রাঘাত।
ধরিয়া দুর্ভিক্ষরূপ লক্ষ লক্ষ নারী নরে
চিরকাল করিছে নিপাত॥

ঝঞ্ঝা বা প্লাবনরূপে জীবের গৃহসম্পত্তি
করিতেছে সমূলে লুণ্ঠন।
করিছে প্রকৃতি তাহা বাহ্য করি প্রাণদণ্ড
কারাদণ্ড ভোগে জীবগণ॥

রৌদ্র বৃষ্টি হিম হ'তে রক্ষা তরে জীবগণ
করিতেছে কত আয়োজন।
নাহি পক্ষ, নহে মীন তবু শূন্যে, জলমধ্যে
করিছে যথেচ্ছা বিচরণ॥

সুখ স্বাস্থ্য রক্ষা তরে প্রকৃতির গতিবোধ
মানবের প্রয়োজন হয়।
কিন্তু দেখি দিব্য নেত্রে প্রকৃতি রোধক মন
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয়॥

নিঠুরা প্রকৃতি জাত অন্ধ খঞ্জাদির প্রতি
কেন হয় করুণা সঞ্চার?
রুগ্ন দীন বলহীনে করিলে পীড়ন কেহ
কেন আমি করি তিরস্কার?

উপক্রম।

প্রকৃতি প্রদত্ত দয়া আছে জীবে, করিবারে
প্রাকৃতিক দুঃখ নিবারণ।
দুর্ব্বলে পীড়ন করা হইলেও প্রাকৃতিক
শুভকর্ম্ম নহে কদাচন॥

অসহায় শিশু তরে মাতৃস্তন্য স্নেহ যত্ন
করিতেছে প্রকৃতি প্রেরণ।
স্নেহে যত্নে স্তন্যপানে সংরক্ষিত বিবদ্ধিত
সদাকাল হয় শিশুগণ॥

কোমলা অবলাগণে পুরুষ-করে প্রকৃতি
রক্ষা তরে করেছে অর্পণ।
পুরুষের শক্তি জ্ঞান শুভ যাচ্য, করে যদি
অবলার মঙ্গল সাধন॥

স্বীয় সুখ স্বার্থ তরে রমণীর নিপীড়ন
যদ্যপিও প্রাকৃতিক হয়।
অশুভ করম উহা, তারফলে হিন্দু জাতি
ইহলোকে ভোগিছে নিরয়॥

বর্ণাশ্রম ধরমের না বুঝিয়া মর্ম্ম, হিন্দু
করিতেছে বৃথা অভিমান।
দেখি সুবিচার নেত্রে বর্ণ আশ্রমাদি ভেদ
সর্ব্ব দেশে আছে বিদ্যমান॥

বিদ্যা উপার্জ্জন কিম্বা ব্যবসাদি শিক্ষাকালে
পাশ্চাত্য বিধর্ম্মী জীবগণ।
রক্ষাকরে ব্রহ্মচর্য্য কভু সেই অবস্থায়
করে না বিবাহ কোন জন॥

আশ্রমাভিমানী হিন্দু করিতেছে বংশ রক্ষা
নয় হইতে পাঠ সমাপন।
কত শত মৃতদার ধরে ব্রহ্মচারী বেশ
কিন্তু নাহি করে অধ্যয়ন॥

ভারতী গিরি উপাধি আনন্দান্ত নামে, আর
গৈরিকে সজ্জিত গৃহী হয়।
সন্ন্যাসী করে সঞ্চয়, কে কোন আশ্রমে স্থিত
নির্ণয় সহজ সাধ্য নয়॥

শিখা সূত্র করে ত্যাগ আচারে আহারে কিন্তু
করে বর্ণ জাতির বিচার।
অতি বর্ণাশ্রমী বেশে করে মৃত বিচরণ
থাকে মনে বর্ণাদি সংস্কার॥

ধর্ম্মোপজীবী ব্রাহ্মণ যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়
বৈশ্য আখ্য ব্যবসায়ীগণ।
সেবা উপজীবী শূদ্র সর্ববদেশে সর্ব্বকালে
আছে, দেখ উন্মিলি নয়ন॥

শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের স্বকর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য লাভ
ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বে, পতন।
শূদ্রোচিত কর্ম্মতরে, ছিল প্রচলিত পূর্ব্বে
আর্য শাস্ত্র করে নিরূপণ॥

"কর্ম্মভিঃ বর্ণতাংগতং" বলিছে মহাভারত
বর্ণভেদ করিতে নির্ণয়।
"শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং"
মনুস্মৃতি করিছে নিশ্চয়॥

সেই শাস্ত্র অনুরূপ বিদেশীয় বর্ণভেদ
কর্ম্মভেদে বর্ণের বিচার।
নহে বংশগত উহা, কর্ম্ম অনুসারে করে
উচ্চ নীচ বর্ণ অধিকার॥

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে"
বিপ্র, আখ্য বেদাভ্যাসীগণ।
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ যিনি, অজ্ঞতা দম্ভাদিগুণে
ব্রাহ্মণাখ্য বর্ণজ ব্রাহ্মণ॥

পতিত হিন্দু সমাজে মূঢ় স্মৃতিকার মতে
হইয়াছে বর্ণ বংশগত।
ধর্ম্মাধর্ম্মে কর্ম্মাকর্ম্মে নাহি হ্রাস বৃদ্ধি, তাহে
অজ্ঞের ব্রাহ্মণ্য অনাহত॥

নীচ কর্ম্ম জীবী মূঢ় বর্ণজ দ্বিজ এখন
ব্রাহ্মণাখ্য পূজনীয় হয় ।
শমাদি গুণসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ অন্য বর্ণজ
হীন নীচ বন্দনীয় নয় ॥

যবন শাসন করি রক্ষা করে বর্ণ ভেদ
বর্ণ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হিন্দুগণ ।
ছিল পূর্ব্বে প্রচলিত সূত্র সংহিতা সম্মত
চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ ভোজন ॥

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে"
অনুলোম বিবাহ বন্ধন ।
"তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞঃস্যুঃ তাশ্চ স্বাচাগ্র জন্মনঃ"
করে মনু স্মৃতি নিরূপণ ॥

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই যজুর্ব্বেদ মন্ত্রে
বিরাট পুরুষ লক্ষ্য হয় ।
"চন্দ্রমা মনসোজাতঃ চক্ষোঃ সূর্য্য অজায়ত
তস্মাদশ্বাগাবো অজাবয়ঃ ॥"

"নাভ্যাআসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত"
পরবর্ত্তী মন্ত্রে দৃষ্ট হয় ।
"পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশ শ্রোত্রা মুখাদগ্নিরজায়ত"
সুধু ব্রাহ্মণাদি বর্ণনয় ॥

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভাব্যং"
এই মন্ত্র করি অবলম্বন।
পুরুষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহা হ'তে সৃষ্টি ক্রম
রূপকে বর্ণিছে ঋষিগণ ॥

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্"
এই প্রশ্নে হতেছে নিশ্চয়।
আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত সকল কল্পনা জাত
পরমার্থে কিছু সত্য নয় ॥

মুখাদি অঙ্গ হইতে জাত বর্ণ চতুষ্টয়
ইহা যদি অঙ্গীকৃত হয়।
সহস্র শীর্ষা পুরুষ নহে স্রষ্টা ম্লেচ্ছাদির
বেদ মন্ত্রে হ'তেছে নিশ্চয় ॥

"নাস্তিতু পঞ্চম" বাক্যে করিছে মনুসংহিতা
ম্লেচ্ছাদির সত্তা অপ্রমাণ।
অথবা শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভূত যবনাদি
যত জাতি, বিশ্বে বিদ্যমান ॥

আছে প্রাকৃতিক ভেদ ককেসিয়, মঙ্গোলীয়
নিগ্রো, এই ত্রিজাতি ভিতরে।
দেহ ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন অস্থিতে ও আছে ভেদ
বৈজ্ঞানিক নিরূপণ করে ॥

এই প্রাকৃতিক ভেদ কোন অঙ্গজাত, তাহা
চতুর্ব্বেদে দৃষ্ট নাহি হয়।
ত্যজি স্বাভাবিক ভেদ বর্ণ ভেদ বর্ণনায়
হয় নানা প্রশ্নের উদয়॥

এ মন্ত্র-বক্তা ঋষির মঙ্গোলিয়, নিগ্রো জাতি
সম্বন্ধে ছিল না কোন জ্ঞান।
ঋষিদের সর্ব্বজ্ঞতা কেবল ভারত ব্যাপী
এই মন্ত্র করিছে প্রমাণ॥

পক্ষান্তরে চতুর্বর্ণে প্রাকৃতিক ভেদ চিহ্ন
কদাপি প্রত্যক্ষ নাহি হয়।
ব্রাহ্মণ শূদ্রে বিভেদ জানিতে কি পারে কেহ
নাদিলে বর্ণের পরিচয়?

অথণ্ডৈকরস-আত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত, তাতে
বর্ণভেদ নহে সম্ভাবিত।
বর্ণজ ব্রাহ্মণ দেহে কৃত্রিম সূত্রাদি ভিন্ন
অন্য ভেদ না হয় লক্ষিত॥

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণে মানসিক বৃত্তিভেদ
কোন রূপ দৃষ্ট নাহি হয়।
দেহ আত্মা কিম্বা মনে নাহি কোন ভেদ চিহ্ন
বর্ণ ভেদ করিতে নির্ণয়॥

হয় লুপ্ত ব্রাহ্মণত্ব হইলে ব্রাহ্মণ কেহ
খৃষ্টান অথবা মুসলমান।
তাহাতে তাদৃশ আখ্যা আরোপ করে অপরে
আপনাকে জানে সে খৃষ্টান॥

অতিবর্ণাশ্রমিগণ শিখা সূত্রাদির সহ
করিছে ব্রাহ্মণ্য প্রত্যাখ্যান।
আত্মা মন কিম্বা দেহে নহে স্থিত ব্রাহ্মণত্ব
ব্রাহ্মণ্যের ভিত্তি অভিমান॥

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই শ্রুতি রূপকের
অসদর্থ করিয়া গ্রহণ।
যদি বলি বর্ণভেদ হয় বিধির বিধান
কর্ম্ম জন্য নহে কদাচন॥

ষণ্ড স্ত্রী পুরুষ জাতি বিধির বিধান, কভু
নাহি হয় কর্ম্মে বিপর্য্যয়।
গৌরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে দীর্ঘকায় খর্ব্বাকারে
পরিণতি চেষ্টা সাধ্য নয়॥

পলাশ অশ্বত্থ বৃক্ষে কোকিল বায়স রূপে
কভু নাহি পরিণত হয়।
জৈব ইচ্ছা যত্নে কর্ম্মে প্রাকৃতিক বিধানের
বিপর্য্যয় সম্ভাবিত নয়॥

অপর বর্ণের অন্ন অবৈধ ভোজ্যাদি তবে
করে যদি ব্রাহ্মণ ভোজন।
নৈসর্গিক ব্রাহ্মণত্ব থাকে অক্ষুন্ন তাহার
বর্ণ ভ্রষ্ট না হয় কখন॥

কর্ম্ম ভেদে বর্ণ ভেদ করি যদি অঙ্গীকার
বর্ণধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হিন্দুগণ।
হ'লে বর্ণ নৈসর্গিক আহারে ধরমে কর্ম্মে
বর্ণ ভ্রষ্ট নহে কোনজন॥

যে সকল হিন্দুগণ খৃষ্ট মুসল্মান ধর্ম্ম
পূর্ব্বকালে করেছে গ্রহণ।
নহে কেহ ভ্রষ্ট তারা সকল স্ববর্ণেস্থিত
কেন ত্যক্ত বিবাহ ভোজন?

"সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম হেতু জীবের পরজনমে
উচ্চ নীচ কুলে জন্ম হয়।
কিন্তু গুণকর্ম্মোৎকর্ষে শূদ্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ
ইহ জন্মে সম্ভাবিত নয়॥"

এই বাক্যে শূদ্রাদির এজন্মে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তি
সমাজ করিয়া প্রত্যাখ্যান।
আচার আহার দোষে বর্ণচ্যুতি, জাতিপাত
কি যুক্তিতে করিছে বিধান?

বর্ণচ্যুতি জাতিপাতে প্রমাণ করে সমাজ
নহে বর্ণ বিধি-বিরচিত।
বংশগত ব্রাহ্মণত্ব অন্যের ব্রাহ্মণ্যে বাধা
স্বার্থ রক্ষা তরে প্রচলিত॥

"তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তু" হয় উচ্চ বর্ণ লাভ
মনুস্মৃতি করে নিরূপণ।
"উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ"
পরজন্মে নহে কদাচন॥

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবাদি" যদি
"স্বভাবজ ব্রহ্মকর্ম্ম" হয়।
এই নবগুণ হীন, বর্ণজ নহে ব্রাহ্মণ
গীতাবাক্য করিছে নিশ্চয়॥

ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে অস্পৃশ্য চণ্ডাল যবে
করে খৃষ্টধর্ম্ম আলম্বন।
বিজাতীয় বেশধারী সেই ইন্দ্র, পিন্দ্রুগণে
নমস্কার করিছে ব্রাহ্মণ॥

সামান্য সমাজ দোষে জাতিচ্যুত উৎপীড়িত
যাহারা হয়েছে মুসলমান।
তাহাদের বংশধরে করে প্রতি নমস্কার
কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ সন্তান॥

ব্রাহ্মণ চরণস্পর্শে নাহি অধিকার যার
হইলে সে খৃষ্ট মুসলমান।
নিগার, কাফের, আদি সুমধুর সম্ভাষণে
করে সমুচিত শিক্ষাদান॥

কুটিল কালের চক্রে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ সংখ্যা
ক্রমশ হইয়া সঙ্কুচিত।
ব্রাহ্মণ্য গুণ বিহীন বর্ণজ মুর্খ ব্রাহ্মণ
হয়েছিল ক্রমে, বিবর্দ্ধিত॥

স্বার্থান্ধ লোভী ব্রাহ্মণ, হয়েছিল শাস্ত্রকার
কিম্বা হয়ে স্বার্থ-প্রণোদিত।
বিগর্হিত বিধিপূর্ণ বিবিধ প্রক্ষিপ্ত বাক্যে
করিয়াছে শাস্ত্র কলুষিত॥

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ"
হস্তী, মৃগ নহে কদাচন।
তথা অবেদজ্ঞ দ্বিজ নামতঃ ব্রাহ্মণ মাত্র
মনু-স্মৃতি করে নিরূপণ॥

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদং অন্যত্র কুরুতে শ্রমং,
স শূদ্রত্বং গচ্ছতি সান্বয়ঃ।"
বলিছে মনুসংহিতা, সেই বিধি অনুসারে
বর্ণজ ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়॥

"অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ"
ব্রাহ্মণ কদাপি হেয় নয়।
"এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্তন্তে সর্ব্ব কর্ম্মসু"
তথাপি ব্রাহ্মণ পূজ্য হয়॥

পরবর্ত্তী এই শ্লোক, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে
করিতেছে খণ্ডন, বিফল।
বর্ণজ মূঢ়গণের রক্ষিতে প্রাধান্য, পরে
হয়েছে প্রক্ষিপ্ত এ সকল॥

"সন্ধিং ছিত্বাতু যে চৌর্য্যং রাত্রৌ কুর্ব্বন্তি তস্করাঃ"
হস্তদ্বয় করিয়া ছেদন।
"তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ" এইরূপ রাজবিধি
মনু-স্মৃতি করে নিরূপণ॥

কিন্তু চৌর্য্যতরে দ্বিজ নাহি হবে দণ্ডনীয়
ধন রত্ন করিয়া প্রদান।
রক্ষিলে স্বধর্ম্মে দ্বিজে তাহার ধর্ম্মের অংশী
হবে রাজা, মনুর বিধান॥

'মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকোদণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে"
দ্বিজ তরে প্রাণদণ্ড নয়।
'ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকোভবেৎ"
এ বিধি কি নিরপেক্ষ হয়?

"ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্ব পাপেম্বপি স্থিতং"
ধন সহ হবে বহিষ্কৃত।
"ন ব্রাহ্মণবধাদ্ভূয়ান্ অধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি"
মনুবাক্যে হ'তেছে নিশ্চিত॥

হ'লেও বিপন্ন রাজা "ব্রাহ্মণান্ন প্রকোপয়েৎ"
ব্রহ্মকোপে সবল বাহন।
হইবে বিনষ্ট রাজ্য, করে কি ব্রাহ্মণে রুষ্ট
জীবনাশা করে যেই জন?

ব্রাহ্মণে পীড়ন যদি অবর বর্ণজ কেহ
কামবশে করে কদাচন।
হস্ত পদাদি ছেদনে প্রদানি অশেষ ক্লেশ
তারে রাজা করিবে নিধন॥

"যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ"
সেই অঙ্গ করিবে ছেদন।
"কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিকং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ"
একাসন করিলে গ্রহণ॥

করিবে জিহ্বা ছেদন শূদ্রাদি যদ্যপি কভু
দ্বিজগণে করে তিরস্কার।
অথবা করিবে দণ্ড প্রজ্জ্বলিত লৌহখণ্ড
প্রক্ষেপ করিয়া মুখে তার॥

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ"
তপ্ত তৈল করিয়া গ্রহণ।
ঢালিবে শূদ্রের মুখে শ্রবণ বিবরে, ইহা
রাজবিধি, মনুর শাসন॥

অহো! কি উদারনীতি. কি অপূর্ব্ব রাজবিধি
পক্ষপাত-বিহীন শাসন।
ছিল পূর্ব্বে এ ভারতে, ভোগিত কি সুখ শান্তি
শূদ্র কিম্বা প্রজা-সাধারণ॥

এইরূপ রাজবিধি করিয়াও ব্রাহ্মণের
হয় নাই পারতৃপ্ত প্রাণ!
করিয়াছে সেই হেতু শূদ্রের শাসন তরে
হীন জন্ম, নরক বিধান॥

একবিংশ পাপযোনি ভ্রমে শূদ্র, করে যদি
তৃণ দ্বারা ব্রাহ্মণে তাড়ন।
করিলে বধ-কামনা করে শূদ্র শত বর্ষ
তমিস্রান্ধ নরকে ভ্রমণ॥

"জাতিমাত্রোপজীবি বা কামং স্যাদ্‌ব্রাহ্মণো ধ্রুবং"
রাজকার্য্যে হবে মনোনীত।
"তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ"
বিজ্ঞ শূদ্র হ'লে নিয়োজিত॥

"পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিং বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্টা।"
নিজ বোধে করিবে গ্রহণ।
"যস্তুপশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ"
দ্বিজে অর্দ্ধ করিবে অর্পণ॥

অপর বর্ণজ যদি লভে ধাতু, বিধি গুপ্ত
রাজা তার নিবে অর্দ্ধ ভাগ।
কি মনোজ্ঞ নিরপেক্ষ বিপ্রের বিহিত বিধি
গুপ্ত ধন করিতে বিভাগ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ আর বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে
অধিকারী নহে শূদ্রগণ।
দেখি এই শাস্ত্রবিধি গর্ব্বিত গৌণ ব্রাহ্মণ
বর্ণমদে করে আস্ফালন॥

"শোকেন দ্রবতি" যেই সেই জন শূদ্র বাচ্য
পরিচর্য্যা ধর্ম্ম হয় তার।
আসক্ত লুব্ধ মানব স্বার্থ লাভ, রক্ষা তরে
করে অন্যে স্তুতি নমস্কার॥

আশয় আসক্তিহীনে অপ্রাপ্তি বা ধ্বংস হেতু
শোক তাপ সম্ভাবিত নয়।
সেই বিজ্ঞানী ব্রাহ্মণ নিস্তোত্র নির্নমস্কার
পূজ্য-পূজা-বিবর্জ্জিত হয়॥

শমাদি গুণ-সম্পন্ন যে জীব স্বতঃ সন্ন্যাসী
শূদ্রবর্ণ হ'লেও সেজন।
পারে কি করিতে রোধ তাহার সন্ন্যাস, জ্ঞান
বিধিশাস্ত্র—অজ্ঞের বচন?

ত্রিগর্ত্তে* ফুৎকারকারী বর্ণজ ব্রাহ্মণগণে
করি শাস্ত্র বংশদণ্ড দান।
আশয় আসক্তি শোক নমস্কার স্তুতি হ'তে
পারে কি করিতে পরিত্রাণ?

"জ্ঞান দণ্ডোধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে"
কাষ্ঠ-দণ্ডধারী দণ্ডী নয়।
সর্ব্বাশী জ্ঞান বর্জ্জিত দণ্ডীর দণ্ডের তরে
করে শাস্ত্র রৌরব নির্ণয়॥

বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে শূদ্রাদি হীন বর্ণের
কি কারণে নাহি অধিকার?
রাখিলে শূদ্রের অগ্রে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র
বুঝি শূদ্র দেখে অন্ধকার?

বেদে অধিকার কার? বেদবোদ্ধা বিপ্র এবে
কদাপি ক্বচন দেখা যায়।
অনধীত বর্ণজের "বেদে ব্রাহ্মণাধিকার"
এই বাক্য শুনি হাসি পায়॥

---

* কর্ণ, শঙ্খ, চুল্লি।

বিদ্যা বুদ্ধি দক্ষতায় দ্বিজ সমকক্ষ শূদ্র
কর্ম্মক্ষেত্রে হ'তেছে প্রমাণ।
কি যুক্তিতে মূর্খ দ্বিজ হয় বেদে অধিকারী
বিজ্ঞ শূদ্র নহে স্বত্ববান্?

রমেশ, মোক্ষ মুলর প্রভৃতির শাস্ত্র ব্যাখ্যা
দেখ এবে করিয়া বিচার।
শূদ্রবর্ণ ম্লেচ্ছজাতি যেই করে অধ্যয়ন
বেদে তার পূর্ণ অধিকার॥

"ন শূদ্রায় মতিংদদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং"
ধর্ম্ম ব্রত দিবেনা কখন।
"যোহ'স্য ধর্ম্ম ম্মা চষ্টে, যশ্চৈবাদিশতি ব্রতং"
হবে তার নরকে পতন॥

"শূদ্রঃ শিষ্যো গুরুশ্চৈব বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ"
শূদ্র রাজ্যে করিবেনা বাস॥
"শূদ্রস্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীত মক্রীত মেববা
শূদ্র বিধিকৃত চিরদাস॥

"বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ"
শূদ্রের নিজস্ব কিছু নয়।
"শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ নকার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ"
ধন মদে সেবা হীন হয়॥

নির্জ্জনে নিরীহভাবে সাধন ভজন তপে
শূদ্রের ছিলনা অধিকার।
অহো! কি নৃশংস রীতি বিগর্হিত রাজবিধি
রামায়ণ করিছে প্রচার॥

"ন মিথ্যাহং বদেরাম দেবলোক জিগীষয়া"
করিতেছি তপস্যাচরণ।
"শূদ্রং শম্বুকং মাংনাম" এই কথা শুনি রাম
করিলেন, মস্তক ছেদন॥

স্বার্থান্ধ লোভী দ্বিজের রাজবিধি, মন্ত্রণায়
হইত কিরূপ অত্যাচার।
শূদ্র তরে রামরাজ্য ছিল কত শান্তিপ্রদ,
দেখ এবে করিয়া বিচার॥

মস্তক হস্তপদাদি নানা অঙ্গ সমন্বয়ে
জৈবদেহ নিরমিত হয়।
হ'লেও মস্তক শ্রেষ্ঠ হস্ত পদাদি বিহনে
তার স্থিতি সম্ভাবিত, নয়॥

দর্শন শ্রবণ কিম্বা মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কর্ম্মে
হস্ত পদ নহে ক্ষমবান।
স্থানান্তরে গতাগতি গ্রহণ বা আহরণে
হয়, শির জড়ের সমান॥

দেহের রক্ষার তরে মস্তিষ্কের কার্য্য বুদ্ধি
জ্ঞানেন্দ্রিয় হয় প্রয়োজন।
একের সাহায্য বিনা উভয় হয় বিনষ্ট
রক্ষা নাহি হয় কদাচন॥

উন্মাদ রোগ পীড়িত হিন্দু সমাজ-মস্তক
তাহে অন্য অঙ্গে হেয় জ্ঞান।
করি ছিন্ন হস্তপদ ঘৃণা উপেক্ষাদি অস্ত্রে
স্বীয় মৃত্যু করিছে বিধান॥

কিম্বা এবে ব্রাহ্মণাখ্য মস্তক মৃৎপিণ্ড প্রায়
জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি বিরহিত।
সমাজের কর্ম্মেন্দ্রিয় অবর বর্ণজ তাহে
বিধর্ম্মের গ্রাসে কবলিত॥

সমাজের মূঢ়তায় তৃতীয়াংশ আর্য্যসুত
হইয়াছে পূর্ব্বে মুসলমান।
এবে অবজ্ঞা পীড়নে দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা লোভে
হীন বর্ণ হইতেছে খৃষ্টান॥

দিন দিন হীনবর্ণ হইতেছে ক্ষীণসংখ্য
অচিরে হইবে শূন্যাকার।
ভারত-গৌরব শিখ ব্রাহ্মণের নিপীড়নে
করিছে হিন্দুত্ব অস্বীকার॥

বিদেশ গমন হেতু ভারত উজ্জলকারী
মহারত্ন করি পরিহার।
ব্রাহ্মণাখ্য নিশাচর তামস হিন্দু সমাজে
করিতেছে যথেচ্ছা বিহার॥

সংস্কার, অজ্ঞতা বশে বিমূঢ় গৌণ ব্রাহ্মণ
স্বীয় পদে হানিছে কুঠার।
করিছে স্বার্থ লালসে ভারতের সর্ব্বনাশ
পতিত সমাজ ছারখার॥

মোহ পরিখা বেষ্টিত হিন্দু সমাজে প্রবেশ
করিতে পারেনা কোন জন।
কিন্তু সদা হিন্দুগণ পরিখার পরপারে
চির তরে করিছে গমন॥

স্বধর্ম্মী বিদেশী সহ তাদের সহানুভূতি
স্বদেশীকে করে শত্রু জ্ঞান।
আপন অজ্ঞতা দোষে মিত্রকে করিয়া শত্রু
মূঢ়তার করি অভিমান॥

ভবিষ্য ভাবনা হীন স্বার্থান্ধ গৌণ ব্রাহ্মণ
দেখ আজি মেলিয়া নয়ন।
তোমার মূঢ়তা দোষে অর্দ্ধেক ভারতবাসী
হইয়াছে বিধর্ম্মী এখন॥

তপবীর্য্য ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত ভাস্কর প্রায়
সর্ব্ব পূজ্য আছিল ব্রাহ্মণ।
লোভ গর্ব্ব অজ্ঞতায় এবে হেয় হাস্যাস্পদ
তাহাদের বংশধরগণ॥

যে জীবের হস্তপদ শৃঙ্খলে দৃঢ় আবদ্ধ
পারেনা করিতে সন্তরণ।
কিম্বা স্রোত অনুকূলে নাপারে যাইতে ভেসে
অবধার্য্য তাহার মরণ॥

সংস্কার পাশে নিবদ্ধ বিমূঢ় হিন্দু সমাজ
কালের আবর্ত্তে নিপতিত।
নাপারে ভাসিতে স্রোতে নাহি জানে সন্তরণ
ক্রমশ হ'তেছে নিমজ্জিত॥

ব্রাহ্মণ সন্তান এবে ম্লেচ্ছ বা নীচ বর্ণের
ভৃত্য, ভারবাহী, সূপকার।
অশন শাসন আর উপবীত, অভিমান
ব্রাহ্মণ্যের চিহ্ন মাত্র তার॥

না হইয়া বংশগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ
হ'লে উহা কর্ম্ম, গুণ-গত।
হইত না কাল বশে ব্রাহ্মণ সন্তান গণ
এইরূপ হীন অবনত॥

ব্রাহ্মণ সন্তান তবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষার তরে
জ্ঞান লাভে করিত যতন।
ব্রাহ্মণের বংশধর হইতনা মুর্খ হেয়
বর্ত্তমানে হ'য়েছে যেমন॥

স্ববর্ণের স্বার্থ রক্ষা অন্যে নির্যাতন তরে
শাস্ত্র আখ্য শস্ত্র খরশান।
অদূরদর্শী ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্তে সুকৌশলে
করেছিল যদিও নির্ম্মাণ॥

সেই শাস্ত্ররূপ শস্ত্রে হইয়াছে কাল ক্রমে
ব্রাহ্মণ্যের উচ্ছেদ সাধন।
প্রাকৃতিক রীতি ক্রমে নাহি হয় শুভ প্রদ
অপরের বৃথা নিপীড়ন॥

দেশ কাল নির্ব্বিশেষে গুণীর মর্য্যাদা, মান্য
ক'রেছে করিছে সর্ব্বজন।
বিধি শাস্ত্রে রাজদণ্ডে সম্মান গুণ হীনের
রক্ষা নাহি হয় কদাচন॥

সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের, স্বতন্ত্র কারণ রূপে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রকল্পিত।
কিন্তু পুরাণ কল্পিত ত্রিমূর্ত্তি দেবতাত্রয়
শ্রুতি দর্শনাদি বিগর্হিত॥

ঈক্ষণ কামনা তপ প্রকৃতি স্বধা মায়াদি
সৃষ্টিতত্ত্বে শ্রুতি বাক্য যত।
যদিও করণে ভিন্ন কারণ অদ্বয় ব্রহ্মে
সর্ব্বশ্রুতি হয় একমত ॥

"যতোবাইমানি" মন্ত্রে করে তৈত্তিরীয় শ্রুতি
কর্ম্ম ত্রয় ব্রহ্মে আরোপন।
"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে বলে বেদান্ত দর্শন
জগতের ব্রহ্মই কারণ॥

সাংখ্য বৈশেষিক আদি বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে
ভিন্ন সৃষ্টি ক্রম প্রকল্পিত।
কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিবিধ কর্ম্মের কর্ত্তা
কোন স্থলে নাহি উল্লিখিত ॥

বীচির কারণ বারি সলিলে সংস্থিত বীচি
হয় পুন সলিলে বিলয়।
বিশ্বের কারণ যাহা তাহাতেই স্থিত বিশ্ব
তাহাতেই পুন লীন হয় ॥

"সর্ব্বং খলু ইদংব্রহ্ম" "তজ্জলান্" শ্রুতিবাক্য
করে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর।
সৃষ্টি, স্থিতি লয়কারী স্বতন্ত্র দেব ত্রয়ের
কল্পনার নাহি অবসর ॥

"তদেবাগ্নি স্তদাদিত্যঃ তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ"
একের বিভিন্ন সংজ্ঞাহয় ।
"তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ"
যজুর্ব্বেদ করিছে নিশ্চয় ॥

ব্রহ্ম হ'তে দেবত্রয় হইয়া উদ্ভূত, করে
বিশ্ব সৃষ্টি রক্ষণ সংহার।
নাহি হেন কোন শ্রুতি দর্শন বেদান্ত বেদে
নাহি দেখি প্রমাণ তাহার ॥

যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হয় প্রকৃতি নিহিত
সত্ব রজ তম গুণত্রয় ।
অচেতনা প্রকৃতির অন্ধ অবিবেকী গুণ
উপাস্য নমস্য কভু নয় ॥

প্রকৃতি, প্রকৃতি জাত পদার্থের উপাসক
অন্ধতমে করিছে প্রবেশ।
সম্ভূতি বা অসম্ভূতি উপাসনা পরিত্যাগ
শুক্ল যজুর্ব্বেদের আদেশ ॥

বৈদিক সৃষ্টি রহস্যে বৈদান্তিক সৃষ্টি ক্রমে
নাহি হয় দৃষ্ট দেবত্রয়।
নহে প্রকৃতি সঞ্জাত কিম্বা মায়া প্রকল্পিত
তাহে আপেক্ষিক সত্য নয় ॥

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি মনের অবস্থা ত্রয়,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যদি হয়।
প্রত্যেক দেবতা তবে জীবের একাংশে স্থিত
উপাস্য প্রণম্য তার নয়॥

ব্রহ্মোদ্ভূত যদি শ্রুতি দেবাস্তিত্বে অনভিজ্ঞ
ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।
হ'লে শ্রুতি ঋষিকৃত অজ্ঞ ঋষিদের আখ্যা
"যজ্ঞ" "আপ্ত" যুক্তি যুক্ত নয়॥

ধন্য নব্য শাস্ত্রকার ধন্য গুরু পুরোহিত
ধন্য ধন্য শিষ্য যজমান।
ব্রহ্মে, ব্রহ্মাবেদে যাহা নাহি ছিল কোন কালে
তোমরা লভেছ সেই জ্ঞান॥

নহে যদি আত্মা নিত্য সাধন, ভজন, ধর্ম্মে
মানবের কিবা প্রয়োজন?
যদি অজ, নিত্য ইহা দেবত্রয় হ'তে তার
নাহি হয় সংহার সৃজন॥

ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় জড়বস্তু নিয়ামক
যদি ইহা করি অঙ্গীকার।
জড়ের উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংসাদির ক্রম তবে
দেখি এবে করিয়া বিচার॥

স্থাবর জঙ্গম যত না হইতে বিকসিত
বহুসংখ্য বীজে নষ্ট হয়।
অঙ্কুরে বা ভ্রূণরূপে প্রথম বিকাশকালে
কতশত হ'তেছে বিলয়॥

সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা-হস্তে নষ্ট হয় কত বস্তু
নহে বুঝি শিল্পী বিচক্ষণ।
কিম্বা অসম্পূর্ণ শিল্প কেড়ে নিয়ে ভাঙ্গে শিব
নাহি শক্তি করিতে রক্ষণ॥

অণ্ড বা জরায়ু মধ্যে কিম্বা সদ্যজাত জীবে
করে ধ্বংস শিব নিরন্তর।
দেখি রুদ্রে রৌদ্রকর্ম্মে নির্ব্বাক স্তম্ভিত বিষ্ণু
পালনের নাহি অবসর॥

করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ প্রাণপণে ভাঙ্গে শিব
নামরূপ করিয়া মর্দ্দন।
কিন্তু পদার্থের সত্তা থাকে অক্ষুণ্ণ অব্যয়
নাহি হয় ধ্বংস কদাচন॥

বিষয় বিজ্ঞান চর্চ্চা দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তা
বিহীন, বিমূঢ় জীবগণ।
দেখি বিশ্ব স্থূল নেত্রে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী
দেবত্রয় করেছে সৃজন॥

স্থষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য হয় কি না হয় বিশ্বে
অগ্রে তাহা কর নিরূপণ।
হইলে কার্য্য অসিদ্ধ অকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা
সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন॥

যে কোন দৃশ্য বস্তুর সত্তা আর নামরূপ
দেখি করি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।
অস্তিত্ব অনাদি সিদ্ধ নাম আর রূপ তার
করিতেছে সদা বিবর্ত্তন॥

ধবল তুষার রাশি, জল, বাষ্প, অণু রূপে
হইলেও সদা বিবর্ত্তিত।
অস্তিত্ব অব্যয় তার ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে
সত্তা তার সমভাবে স্থিত॥

যেই মনাতীত সত্তা তুষার, সলিল, বাষ্প
অণু, রূপে হয় বিবর্ত্তিত।
কি তাহার সত্য রূপ? চতুর্ব্বিধ ব্যক্ত দৃশ্যে
অব্যক্ত স্বরূপ আবরিত॥

অব্যয় বায়ুর সত্তা দেহে পঞ্চ প্রাণ রূপে
কভু তাহা ভীম প্রভঞ্জন।
কদাপি শীতল, উষ্ণ, কোনকালে বোধাতীত
বিকাশে বিভিন্ন সর্ব্বক্ষণ॥

স্থাবর জঙ্গমে উষ্মা দাবাগ্নি বা বাড়বাগ্নি
তড়িতাদি রূপে বিবর্ত্তিত।
হয় যেই তেজ, তার রূপ গুণ বহুবিধ
কিন্তু সত্তা সমভাবে স্থিত॥

স্থাবর জঙ্গম রূপে বিচিত্র ভিন্ন পদার্থ
যাহা বিশ্বে করি দরশন।
অস্তিত্বে অক্ষর তাহা সুধু নাম রূপ তার
করিতেছে সদা বিবর্ত্তন॥

করিলে সূক্ষ্ম বিশ্লেষ, জগৎ জাগতিক বস্তু
সত্তা তার নিত্যসিদ্ধ হয়।
পদার্থের রূপ গুণ হয় সদা বিবর্ত্তিত
ক্ষণতরে স্থিতিশীল নয়॥

এক ভূত অপরের হয় বিবর্ত্তের কর্ত্তা
বিজ্ঞান করিছে নিরূপণ।
বস্তু, রূপ, গুণাদির আবির্ভাব তিরোভাবে
ঐশ শক্তি নহে প্রয়োজন॥

অব্যক্ত অজ্ঞেয় যাহা দৃশ্যের কারণ রূপে
তার সৃষ্টি কভু নাহি হয়।
দৃশ্যমান সর্ব্ব বস্তু হয় সদা বিবর্ত্তিত
বিশ্বে কিছু স্থিতিশীল নয়॥

নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইলেও রূপ গুণ
সত্তা ধ্বংস না হয় কখন;
অকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা ব্রহ্মাদি দেব কল্পনা
করিয়াছে স্থূল-দর্শীগণ॥

বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ব্রহ্মাদি নামে
সর্ব্ব অভিমানী লক্ষ্য হয়।
মায়াধীশ সে চৈতন্যে করে শ্রুতি আরোপণ,
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়॥

চতুর্ব্বেদবিদ্ বিজ্ঞ যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক
হইতেন ব্রহ্মা নামান্বিত।
বেদজ্ঞের পরিবর্ত্তে এবে শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদিতে
হয় কুশে ব্রহ্মা বিরচিত॥

চতুর্ব্বেদ বক্তা ব্রহ্মা চতুর্মুখ, এ কল্পনা
যদ্যপিও অসঙ্গত নয়।
কিন্তু সে বিরাট্ ব্রহ্মা সহস্র শীর্ষ পুরুষ
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বমুখ হয়॥

ব্যাপ্ত্যর্থ ব্যঞ্জক বিষ্ণু ব্রহ্মের পর্য্যায়-শব্দ
শ্রুতিতে বহুল প্রচলিত।
কিন্তু বৈকুণ্ঠাদিবাসী চতুর্ভুজ চক্রধর
মূর্ত্তি বিষ্ণু কবির কল্পিত॥

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ"
করি এই মন্ত্র আলম্বন।
যদি বলি পদ শব্দে বিষ্ণুর চরণ লক্ষ্য
দেখে তাহা সদা সুরগণ॥
নহে বিষ্ণু একপদ "পদম্" এক বচনে
পদদ্বয় না হয় নির্ণীত।
"পদম্" পদের অর্থ হবে কি শ্রীপদ তবে ?
সেই পদ হ'তেছে লক্ষিত ?
রাজপদে মন্ত্রীপদে হইলে এরূপ অর্থ
কি বিভ্রাট ঘটিবে তখন।
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হ'লে যুবরাজ, রাজা
করিবে কি গমনাগমন ?
সাম আর যজুর্ব্বেদে এ মন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী
অন্য এক মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।
* "ত্রীণি পদা বিচক্রমে, বিষ্ণু র্গোপা" চরণার্থে
বিষ্ণুর হইবে পদত্রয়॥
শিব অর্থে ভূমা আত্মা ব্রহ্মের পর্য্যায় শব্দ
বলিতেছে শ্রুতি অথর্ব্বণ।
তাহার আবাস, মূর্ত্তি দারা, সুতাদি কল্পনা
করিয়াছে সবা কবিগণ॥

---

* ত্রীণি পদাণি—অগ্নিবায্বাদিত্যাখ্যানি। গোপাঃ—জগতে রক্ষকঃ। বিচক্রমে—বিক্রান্তবান্। যজু ৩৪।৪৫।৪৩ মহীধর ভাষ্য

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ব্রহ্ম ভূমা আত্মা নিরূপক
বৈদিক পর্য্যায় শব্দ হয়।
ত্রিদেব ত্রিবিধ কর্ম্ম মূর্ত্তি স্থানাদি কল্পনা
বেদবাহ্য যুক্তিযুক্ত নয়॥

শ্রুতি কিম্বা যুক্তি বলে মূর্ত্তি, স্থান, গুণ কর্ম্ম
সপ্রমাণ নাহি হয় যার।
অবিদ্যান্ধ হিন্দুগণ করিতেছে পূজা এবে,
সেই দেবতার অবতার॥

ব্রহ্ম-শক্তি বা প্রকৃতি অচেতনা অস্বতন্ত্রা
এবে যত অবিবেকীগণ।
স্বাতন্ত্র্য, চেতনা, স্ত্রীত্ব কল্পিয়া আরোপ তাতে
করিতেছে মাতৃ-সম্বোধন॥

কৈলাশে শিব শিবার প্রশ্নোত্তর ছলে কত
হইয়াছে তন্ত্রের সৃজন।
"সাধকানাং হিতার্থায়" কল্পিত, মূর্ত্তি সকল
সত্য, নিত্য, মানে মূঢ়গণ॥

স্বপ্ন লব্ধ রাজ্যে রাজা না হ'লেও, দেখি এবে
অবিদ্যার লীলা মোহময়।
মানস কল্পিত মূর্ত্তি সিদ্ধ হয় কোন জন
কেহ তাহা করিছে প্রত্যয়॥

আছে তন্ত্রে নিবেশিত ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান
কিন্তু তাহা করে পরিহার।
মোহ মুগ্ধ ভক্তগণ, ত্যজিয়া অমৃত ফল
খোসা বাজ করিছে আহার॥

কত ক্রীড়নক ল'য়ে খেলিছে বালক বালা
করে কত বন্ধন ভোজন।
কিন্তু জানে খেলা মিথ্যা, হ'য়ে বীত রাগ ক্রমে
করে ক্রীড়নক বিসর্জ্জন॥

দেহে বৃদ্ধ, জ্ঞানে শিশু বাসনায় নব যুবা
অশীতি-স্থবির হিন্দুগণ।
পুরাণ তন্ত্র কল্পিত মূর্ত্তি সহ বাল্য ক্রীড়া
ভ্রান্তি বশে করে আমরণ॥

বাল্য হ'তে আমরণ নিষ্কাম নিত্য করমে
চিত্ত শুদ্ধি করে কতজন।
কিন্তু নাহি দেখে চেয়ে রাগ দ্বেষ মল তাতে
প্রক্ষালিত না হয় কখন॥

বংশ ক্রমে নিরামিষী বায়ু পর্ণ কণভোজী,
কাম ক্রোধ মোহে নিমগন
দেখিয়াও অবিবেকী নিরামিষ, ফল, মূলে
রিপুনাশে করে আকিঞ্চন॥

একাদশী তিথি ব্রতে বৃথা উপবাস ক্লেশ
সহিতেছে অজ্ঞ জীব যত।
রোধি একাদশেন্দ্রিয় হ'লে স্বাত্মতত্ত্বেস্থিতি
তাহা মুখ্য একাদশী ব্রত॥

সাকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যাহা
তাহা স্তধু মনোগম্য হয়।
মনেন্দ্রিয় অগোচর নিরাকার জগদীশ
ইদং জ্ঞানে উপলভ্য নয়॥

নিরাকার ব্যোম সত্বা হইলেও অনুভূত
বাস্তবিক মনোগম্য নয়।
আকাশের অনুভূতি সাকার বস্তু সাপেক্ষ
"নাস্তি" জ্ঞানে উপলব্ধি হয়॥

স্রষ্টা ঈশ্বরের সত্তা যদ্যপি সৃষ্টি সাপেক্ষ
নাহি হয় তাহার সাধন।
জাগ্রতে দেখে জগৎ জগতের সত্ত্ব লোপে
ইদং জ্ঞানে "শূন্য" দেখে মন॥

বলে কেহ, বিশ্বেশ্বর বিশ্বে, বিশ্ব অন্তরালে
স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।
দেখে কিন্তু বিশ্বমাত্র ঈশের মহিমা, সত্তা
স্তধু তার মনঃপ্রকল্পিত॥

কুম্ভ, কুম্ভকার ন্যায়ে   সৃষ্টি দরশনে, স্রষ্টা
অনুমান করে জীবগণ।
স্রষ্টার স্রষ্টা বিচারে   "অনবস্থা" দোষ হেতু
নহে উহা প্রামাণ্য কখন॥

অপ্রত্যক্ষ পদার্থের   স্বরূপ নির্ণয় তরে
করে জীব নানা অনুমান।
জনশ্রুতি, শাস্ত্র বাক্যে   করে "বিশ্বাস" সেজন
বস্তুতত্ত্বে নাহি যার জ্ঞান॥

প্রত্যক্ষে ও অনুমানে   জ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাসে
বহুল ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়।
বিশ্বাস, সংস্কার, আর   অনুমান ভিত্তি যার
সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিহীন নয়॥

নিরাকার বাদী মত   আছে যত, তার ভিত্তি
সংস্কার, বিশ্বাস; অনুমান।
নাহি তাতে যোগ্য যুক্তি,   অথবা শ্রদ্ধার তরে
অনুভূতি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ॥

শক্তি, জ্ঞান, ন্যায়, দয়া;   প্রেমাদি জৈবগুণের
পূর্ণতা ঈশ্বরে আরোপিত।
কারণ স্বরূপ ঈশে   নহে কেন কাম ক্রোধ
মাৎসর্য্যাদি গুণ সম্ভাবিত?

কারণ-ঈশের গুণ জ্ঞান দয়া প্রেম, যদি
কার্য্যরূপী জীব প্রাপ্ত হয়।
কিরূপে কাম ক্রোধাদি হইল উৎপন্ন জীবে
যদি তাহা ঐশগুণ নয়?

যদি বলি কাম ক্রোধ জীবত্বে স্বতঃ উৎপন্ন
নহে ঈশ কারণ তাহার।
তবে জ্ঞান দয়া প্রেম হয় জীবে স্বতঃ জাতি
কেন নাহি করি অঙ্গীকার?

জীবের গুণ সমষ্টি যদি ঐশগুণ, তবে
গুণীর সমষ্টি ঈশ হয়।
ঐশগুণ ব্যষ্টিরূপে স্থিত যদি জীবে, তবে
জীব হতে ঈশ ভিন্ন নয়॥

জীব, জৈব গুণ আর ঈশ, ঐশগুণ যদি
ভিন্ন ভিন্ন করি অঙ্গীকার।
নহে তবে সিদ্ধ ঈশে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞতা
অনন্তত্ব লুপ্ত হয় তার॥

হইলেও বহু ব্যাপী বহুজ্ঞ, বহুল গুণী
তাঁহার নিত্যত্ব সিদ্ধ নয়।
"যোবৈ ভূমা তদমৃতং যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং" শ্রুতি
বিজ্ঞান, যুক্তিতে স্থির হয়॥

"যত্র ন অন্যৎপশ্যতি" অথবা "নান্যচ্ছৃণোতি"
"নান্যদ্বিজানাতি" যে সময়।
সেই অদ্বিতীয় সত্তা হয় ভূমা ব্রহ্ম বাচ্য
শ্রুতি বাক্যে প্রতিপন্ন হয়॥

দর্শন শ্রবণ কিম্বা দ্বৈত জ্ঞান গম্য যাহা
"তদল্পং তন্মর্ত্ত্যং" যদি হয়।
আরাধ্য নিয়ন্তা স্রষ্টা জীবেতর জগদীশ
"স্বেমহিম্নি" স্থিত ভূমা নয়॥

আনন্ত্য, ভূমত্ব বোধ নহে জীবে সম্ভাবিত
পরিচ্ছিন্ন মনে গ্রাহ্য নয়।
সেই হেতু ঈশ্বরের সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্ব
দক্ষ বাম বিকল্পিত হয়॥

নিরাকারে হস্তপদ ব্যাপ্ত ঈশে গতাগতি
স্থান আসনাদি আরোপণ।
করিলেও মন, বাক্য বিতণ্ডার কালে তিনি
নিরাকার ব্যাপী নিরঞ্জন॥

জানিতে আমার দুঃখ জ্ঞান প্রয়োজন তার
তাহে ঈশ অন্তর্যামী হয়।
আমার দুঃখ মোচনে মম পাপ ক্ষমাতরে
জগদীশ হয় দয়াময়॥

মম কামনা পূরণে অসাধ্য সাধন তরে
হয় ঈশ, সর্ব্ব শক্তিমান।
তাহাকে পাইতে, আমি অক্ষম দূর-গমনে,
তাহে সর্ব্বব্যাপী ভগবান॥

অপর পাপী জীবের বিচার, শাস্তির কাজে
জগদীশ হয় ন্যায়বান।
মম তরে দয়া প্রেম পর-তরে ন্যায় দণ্ড
বিপরীত গুণের বিধান॥

ইহকালে ধনজন যশ মান স্বাস্থ্য শক্তি
ভোগ সুখ সুদীর্ঘ জীবন।
পরলোকে স্বর্গ ভোগ, করিছে কামনা জীব
দাতারূপে ঈশে প্রয়োজন॥

মৃন্ময় ধাতব মূর্ত্তি গড়িয়া সাকার বাদী
ফল ফুলে করিছে অর্চ্চন।
গুণ জ্ঞান উপাদানে গড়ি মনোময় মূর্ত্তি
পূজে নিরাকার বাদীগণ॥

সাকার বাদীর মতে জড়মূর্ত্তি লিঙ্গ মাত্র
আরাধ্য চিন্ময় সনাতন।
পক্ষান্তরে শুনে বানী দেখে হস্তপদ তার
সদা নিরাকারবাদীগণ॥

বাক্যে "নিরাকার ব্রহ্ম" বলে নিরাকার বাদী
মূরতি কল্পনা করে মন।
"নিরাকার মনাতীত" বলি, জড়মূর্ত্তি পূজা
করিছে সাকার বাদীগণ॥

সাকার বা নিরাকার দ্বৈত জ্ঞানে উপাসনা
করিতেছে যাহা জীবগণ।
নহে তাহা কভু ব্রহ্ম মনোগম্য বস্তু জড়
শ্রুতি, যুক্তি, করে নিরূপণ॥

"যন্মনসা ন মনুতে" তার ধ্যান উপাসনা
আরাধনা সম্ভাবিত নয়।
বাক্যে যে যাহাই বলে জীবের উপাস্যদেব
জড় রূপে প্রকল্পিত হয়॥

পরজন্মে, পরকালে কর্ম্মফল দেয় ঈশ
অনেকেই করে অঙ্গীকার।
কিন্তু এ ফল দানের উপকার, প্রয়োজন
নাহি পাই করিয়া বিচার॥

মানব সন্তান যদি করে কোন মন্দ কর্ম্ম
পিতা তারে উপদেশ করে।
হইলে তাহা নিষ্ফল অগত্যা করে শাসন
সন্তানের মঙ্গলের তরে॥

যে সময়ে দুষ্ট শিশু করে কোন মন্দ কর্ম্ম
সে সময়ে না করি শাসন।
করে যদি বৎসরান্তে কোন মূঢ় পিতামাতা
না করিয়া দোষ প্রদর্শন॥

নাহি হয় উপকার কিম্বা চরিত্র শোধিত
এরূপ শাসনে কদাচন।
জানিতে পারেনা শিশু প্রহার বা তিরস্কার
করিতেছে ভোগ কি কারণ॥

পক্ষান্তরে পুরস্কার করে যদি বৎসরান্তে
না কহিয়া কারণ তাহার।
বুঝিতে কি পারে শিশু স্বীয় সুকর্ম্মের ফল
হয় কি তাহাতে উপকার?

ঘোটকাদি পশু যদি করে কোন দুষ্ট কর্ম্ম
তৎক্ষণাৎ করিলে প্রহার।
জানিতে পারে সে পশু স্বীয় কর্ম্ম ফলাফল
দুষ্ট কর্ম্ম নাহি করে আর॥

সেই ক্রমের কালে দুষ্ট ঘোটকাদি পশু
নাহি হয় যদ্যপি দণ্ডিত।
সপ্তাহ পরে তাহাকে শাসন করিলে কেহ
সংশোধন নহে সম্ভাবিত॥

পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি নাহি থাকে পরজন্মে
ঈশ্বর করেনা বাক্য ব্যয়।
কিরূপে জানিবে জীব কোন কর্ম্মে হয় সুখ
কি কর্ম্মে কিরূপ তাপ হয়॥

সে হেতু সুকৃতি বলে জন্মিয়া ধনীর গৃহে
করে ব্যয় অপকর্ম্ম তরে।
কেহবা দুষ্কৃতি বশে জন্মিয়া দরিদ্র পুন
দস্যুবৃত্তি, প্রবঞ্চনা করে॥

ঈশকৃত পুরস্কার কিম্বা দণ্ড মানবের
নাহি করে মঙ্গল বিধান।
পার্থিব পিতা অপেক্ষা বিশ্বপিতা অবিবেকী
কিরূপে করিব অনুমান॥

জীব ঈশে কি সম্বন্ধ? কেহ কহে পিতা মাতা
পতি, সখা, কহে কোন জন।
দাসত্ব কল্পনা করি হ'তেছে ব্যাকুল কেহ
পরলোকে সেবিতে চরণ॥

কেহ কহে জীব ব্রহ্মে উপাধির ভেদ মাত্র
পরমার্থে ভিন্ন বস্তু নয়।
জীবত্ব বন্ধ মোক্ষাদি অবিদ্যার ভাণ যত
জ্ঞান কালে স্বতঃ লুপ্ত হয়॥

ঈশ্বর প্রকৃতি জীব বাস্তব স্বতন্ত্র, কিম্বা
একের বিকাশে বস্তু ত্রয়।
কে করে নির্ণয় তার ? বিভিন্ন বিরুদ্ধ শাস্ত্র
ভিন্ন বাদী করিছে আশ্রয়॥

উৎপন্ন নশ্বর জীবে অনন্ত স্বর্গ নরক
যুক্তিহীন প্রলাপ বচন।
অনন্ত অনাদি জীব হয়না প্রমাণ কভু
করিলে জীবত্ব বিশ্লেষণ॥

দেশ কাল পাত্র ভেদে পদার্থের পরিচ্ছেদ
ত্রিবিধ হ'তেছে নিরূপিত।
একরূপে পরিচ্ছিন্ন পদার্থে ত্রিবিধ ভেদ
স্বাভাবিক হ'তেছে লক্ষিত॥

দেশে সীমাবদ্ধ বস্তু কালে, পাত্রে পরিচ্ছিন্ন,
পাত্রে যাহা পরিচ্ছিন্ন হয়।
বদ্ধ তাহা দেশে, কালে, কালে পরিচ্ছিন্ন বস্তু
দেশে পাত্রে সসীম নিশ্চয়॥

দেশে, দেহে সীমাবদ্ধ জীবের নিত্যতা তাহে
যুক্তি যুক্ত সুসিদ্ধান্ত নয়।
পাত্রে দেশে ভেদ হেতু ঈশ্বর অনিত্য যদি
জীব, ঈশ, মায়া ভিন্ন হয়॥

জীব ঈশ হ'তে ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির
সম্ভবেনা নিত্যতা কথন।
প্রকৃতি জীব ঈশ্বর স্বতন্ত্র পদার্থ ত্রয়
নহে তবে নিত্য কদাচন॥

প্রকৃতির সাম্যে, সেই অব্যাকৃত অবস্থায়
নাহি ছিল সৃষ্টি, দেহ, মন।
জীবে জীবে, জীবে ঈশে, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তরে
কি উপায় আছিল তখন?

চিন্ময় জীবে জীবে, জীব ঈশে ভেদতরে
স্বতন্ত্র পদার্থ প্রয়োজন।
ছিল যদি মন জীবে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা
সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন॥

নাহি ছিল যদি মন কি আশ্রয়ে ছিল জীবে
পূর্ব্বকল্পে কৃত কর্ম্মফল।
চিচ্ছত্রায় কর্ম্মফল আকাশের মলিনতা
বাতুলের প্রলাপ কেবল॥

কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নি সেরূপে প্রকৃতি জীবে
বলে কেহ-ঈশ্বর ব্যাপিত।
নহে বহ্নি সর্ব্বব্যাপী অন্যভূত চতুষ্টয়
করিছে অনলে পরিমিত॥

পঞ্চভূত ব্যতিরেকে কাষ্ঠের স্বতন্ত্র সত্তা
অনুভূত হয় না কখন।
কাষ্ঠ মধ্যে ব্যাপ্ত বহ্নি অথবা অপর ভূত
ইহা স্থূল দর্শীর বচন॥

যদি পঞ্চভূত প্রায় ঈশ্বর প্রকৃতি জীব
ওত প্রোত ভাবে সংমিশ্রিত।
এরূপ মিশ্রণে হয় নাম রূপাত্মক বস্তু
কার্য্যরূপে কারণ বিকৃত॥

অজ্ঞাত কারণ হ'তে পরম্পরা যোগ ক্রমে
পঞ্চ মহা ভূত জাত হয়।
কারণে একত্ব হেতু হয় সংযোগ বিয়োগ
পুন সেই কারণে বিলয়॥

যদি জীব, মায়া, ঈশে, কার্য্য ও কারণ, কিম্বা
গুণ গুণী ভাব অঙ্গীকৃত।
এরূপ ভিন্ন পদার্থে সংযোগ বা সমবায়
সমস্থিতি নহে সম্ভাবিত॥

দেশাদি সীমা বর্জ্জিত ত্রিবিধ স্বতন্ত্র বস্তু
যুক্তিহীন প্রলাপ বচন।
দেশাদিতে সীমাবদ্ধ ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব
নিত্য সিদ্ধ না হয় কখন॥

দেশ কাল পাত্রে বদ্ধ বিষয়ে ক্ষরত্ব আর
অস্তবত্ত্ব করি দরশন।
বিশ্বের কারণ সত্তা নিত্য, বিভু, পূর্ণ, ইহা
অঙ্গীকার করে সর্ব্বজন॥

পাত্রে বদ্ধ নহে পূর্ণ স্থানে বদ্ধ নহে বিভু
কালে বদ্ধ নিত্যত্ব রহিত।
করিলে ভেদ স্বীকার নিত্যত্ব পূর্ণত্ব আর
বিভুত্ব হয়কি প্রমাণিত ?

ঈশ্বর প্রকৃতি জীবে স্থান গত বস্তুগত
স্বতন্ত্রতা করিয়া স্বীকার।
করে কোন যুক্তি বলে স্বীকার একত্ব কালে,
অজত্ব ও নিত্যত্ব তাহার ?

মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, জড় প্রত্যক্ষ এই ব্রহ্মাণ্ডে
কহিতেছে কেহবা অধ্যাস।
অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম সত্য দৃশ্যমান বিশ্ব মিথ্যা
কি যুক্তিতে করিব বিশ্বাস ?

প্রত্যক্ষ অনাদিসিদ্ধ এই বিশ্ব ভ্রান্তি মাত্র
নাহি পারি করিতে প্রত্যয়।
বিশ্বের অস্তিত্ব হেতু ব্রহ্মের পূর্ণত্ব আর
ভূমত্ব নিত্যত্ব লুপ্ত হয়॥

নিরাকার জগদীশ, সাকার দেব দেবীর
সত্তা সিদ্ধ না হয় যখন।
কাহাকে করি সাধন ? অনিত্য যদ্যপি আমি
সাধনের কিবা প্রয়োজন ?

তবে কি নাস্তিক আমি ? কে দিবে উত্তর তার ?
জগতে নাস্তিক বহুজন।
হইলে মতে অনৈক্য নাস্তিক পাষণ্ড বলি
পরস্পর করে সম্বোধন॥

বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ব্বাণ পদে সংস্থিত
বুদ্ধে নাস্তিক বিশেষণ।
নাস্তিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
করিছে শঙ্করে ভক্তগণ॥

ভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায়ে নাস্তিক একে অপরে
করিতেছে সদা নিরূপণ।
মন্সুর, সমস্ত্রেজে নাস্তিক ভ্রমে নিহত
করেছিল মুসল্মানগণ॥

হিন্দু, মুসল্মান গণে যবন ম্লেচ্ছাদি বলি
সতত করিছে হেয় জ্ঞান।
পক্ষান্তরে হিন্দুগণে পাষণ্ড কুফর জ্ঞানে
অবজ্ঞা করিছে মুসল্মান্॥

শত হিন্দু সম্প্রদায়ে এক অপরের মতে
আস্তিক ধার্ম্মিক গণ্য নয়।
একের ধর্ম্ম সংস্কারে বিরোধী বিরুদ্ধ বাদী
অপর, নাস্তিক বাচ্য হয়॥

অস্তিজ্ঞান থাকা হেতু যদ্যপি আস্তিক আখ্যা
ইহাদের বৃথা অভিমান।
সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অনুমানে, বলে "অস্তি"
কিন্তু নাহি অপরোক্ষ জ্ঞান॥

ঈশেরস্বরূপ, সত্তা আস্তিক ও নাস্তিকের
মনেন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য নাহি হয়।
আস্তিক নাস্তিক উভ অজ্ঞাত আঁধার পথে
দিক্‌ভ্রান্ত সহচর দ্বয়॥

শান্তি শান্তি বলে জীব আছে কি শান্তি জগতে
সুখ দুঃখ উভয় বিরাম।
হয় কোন্ অবস্থায়? আশয় করম ক্লেশ
বিপাক হয় কি অবসান?

অপার কর্ম্ম সাগরে সুখ দুঃখ উর্ম্মিঘাতে
তাড়িত হইয়া অনিবার।
খর কাল স্রোতসহ কোথায় যেতেছি ভেসে
পরিণাম কি হবে আমার?

কোথায় উৎপত্তি মম আমার স্বরূপ কিবা
কি হইবে মম অতঃপর।
কি এ দৃশ্যমান বিশ্ব উহার কারণ কিবা
জানে কেহ ? কে দিবে উত্তর ?

স্তোভ।

কে তুমি উদ্ভ্রান্ত জীব কি জিজ্ঞাস বার বার।
জীবের অজ্ঞেয় যাহা কে দিবে উত্তর তার?
প্রকৃতির মোহময় যবনিকা অন্তরালে।
গুপ্ত সেই গূঢ় তত্ত্ব নহে ব্যক্ত কোন কালে॥

অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই যবনিকা উত্তোলন।
করিতে পারেনা জীব, বৃথা কর আকিঞ্চন॥

যায় কাল স্রোতে ভেসে অজ্ঞেয় দেশে যে জন।
হ'য়ে প্রত্যাগত আর নাহি কহে বিবরণ॥

ইহ পরকাল-মধ্যে মহা মোহ পারাবার।
করিছে জল্পনা জীব না দেখিয়া পরপার॥

কারণ প্রচ্ছন্ন হয় হ'লে কার্য্য প্রকটিত।
প্রকট হলে কারণ হয় কার্য্য অন্তর্হিত॥

ধরিলে তুষার রূপ জলত্ব বিলুপ্ত হয়।
ধরে যবে জলাকার তুষারত্ব হয় লয়॥

সৃষ্টি অন্তরালে তিনি এই সৃষ্টি কার্য্য যার।
হইলে এ বিশ্ব লুপ্ত দেখিবে স্বরূপ তার॥

একটী পত্রের গুণ নাহি জানে কোন জন।
অনন্ত বিশ্বের তত্ত্ব কে করিবে নিরূপণ?
জীবের স্বভাব কর্ম্ম সেহেতু করম করে।
ভোগে সদা সুখ দুঃখ শুভাশুভ কর্ম্ম তরে॥

যাহা শান্ত তাতে শান্তি সুখ দুঃখ নাহি তায়।
কর্ম্মী জীব কর্ম্ম ফলে কভু নাহি শান্তি পায়॥

সম্মুখে আছে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র-এসংসার।
হও কর্ম্মে নিয়োজিত না জিজ্ঞাস প্রশ্ন আর॥

কর পিতৃ মাতৃ সেবা ধন মান উপার্জ্জন।
স্নেহ প্রেমে পরিবার অপত্য প্রতিপালন॥

করিয়া দুর্নীতি দূর কর সমাজ-সংস্কার।
কায়, মন, বাক্যে, সদা কর পর-উপকার॥

ভ্রমিয়া দেশ, বিদেশ, কর বিদ্যা উপার্জ্জন।
বিস্তারি শিল্প বাণিজ্য কর ধন আহরণ॥

স্বদেশ প্রেমিক হও স্বজাতি কর উদ্ধার।
ইহাই জীবের ধর্ম্ম সংসারে ইহাই সার॥

পুত্র পশু আয়ু স্বাস্থ্য শত্রুবধ যশ ধন।
করিয়া কামনা সদা ভারত সন্তান গণ॥

অগ্নি বিষ্ণু ইন্দ্রাদির করেছিল স্তুতি কত।
করি যজ্ঞে হবি ধ্বংস অগণিত পশু হত॥

না দেখিয়া ইষ্টসিদ্ধি না লভি ঈপ্সিত ফল।
ত্যজেছিল বেদ সহ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল॥
দ্বিষো জহি, দেহি যশ দেহ রূপ দেহি জয়।
চাহিছে কাতর প্রাণে করিয়া স্তুতি বিনয়॥
নাহি শুনে স্তুতি কেহ নাদেয় উত্তর তার।
তবু দেহি দেহি রবে ডাকে হিন্দু অনিবার॥
আত্মনির্ভর-হীন দুর্ব্বল হৃদয় যার।
প্রার্থনা স্তুতি মিনতি হয় স্বাভাবিক তার॥

প্রার্থনা ক্রন্দনে হয় জীবের কি উপকার?
দেখিলে হিন্দুর দশা থাকিবেনা ভ্রম আর॥
"যামতিঃসা গতির্ভবেৎ" শাস্ত্রের এই বচন।
করিতেছে হিন্দুগণ যথার্থ প্রতিপাদন॥
ঈশ প্রভু, জীবদাস, করি চিন্তা অনিবার।
হয়েছে দাসত্ব পাশ সুখপ্রদ কণ্ঠহার॥

দাসী উপপত্নী সখী আপনাকে করি মনে।
সাজিয়া স্ত্রীজনোচিত বসনে রত্ন ভূষণে॥
হয়ে পুরুষত্ব হীন; শৌর্য্য বীর্য্য বিরহিত।
হইয়াছে হিন্দুগণ নারীধর্ম্মে বিভূষিত॥

করিয়া সংসার ত্যাগ কর্ত্তব্য করি বর্জ্জন।
হইয়া সাধু সন্ন্যাসী অকর্ম্মণ্য হিন্দুগণ॥

অজ্ঞকে করি ছলনা জীবিকা অর্জ্জন করে।
কেহবা করে সাধন খ-কুসুম প্রাপ্তি তরে॥

অপর প্রদেশ দেখ করি নেত্র উন্মীলন।
হইতেছে অভ্যুদিত কিরূপে মানবগণ॥

বিজ্ঞান চর্চ্চার বলে করিতেছে ভূতজয়।
যোগৈশ্বর্য্য স্বর্গৈশ্বর্য্য তাদের আয়ত্ব হয়॥

পাইত যদ্যপি স্বর্গে ইন্দ্র এ মোটরকার।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা করিত সে পরিহার॥

শিব করিতেন ত্যাগ বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ তার।
পাইতেন যদি যান দ্রুতগামী চক্রাকার॥

যোগীর আকাশে গতি আকাশ কুসুম মত।
ব্যোমযানে শূন্য মার্গে ভ্রমে জীব কতশত॥

কেজানে সত্য কি মিথ্যা যোগীর দূর শ্রবণ।
টেলিগ্রাফে টেলিফোনে শুনে দূরে সর্ব্বজন॥

কি আছে প্রমাণ বল যোগীর দূর দর্শনে।
সুদূরে বীক্ষণ এবে করিছে দূরবীক্ষণে॥

করে সদা গতাগতি জলে জলচর প্রায়।
মাসেকের দীর্ঘ পথ প্রহরে চলিয়া যায়॥

ঘরে ঘরে দাসীরূপে দামিনী করে ব্যজন।
সর্ব্বভূত পরাভূত আজ্ঞাবহ সর্ব্বক্ষণ॥

স্তম্ভিত ইন্দ্রের বজ্র শুনি কামান গর্জ্জন।
করিছে ভুবন জয় বিদেশী বিজ্ঞানীগণ॥
যাহা কিছু ভোগ্য বিশ্বে যাহা সুখ উপাদান।
জীবের ঈপ্সিত যাহা, দিতেছে এবে বিজ্ঞান॥

যোগজ সিদ্ধি কল্পনা করিছে হিন্দুর মন।
জাতি নির্বিবশেষে সিদ্ধি ভোগে বৈজ্ঞানিক গণ॥
পতঞ্জলি প্রোক্ত সিদ্ধি লভিলেও কোন জন।
নাহি হয় উপকৃত তাতে জীব সাধারণ॥

বংশ পরম্পরা ক্রমে সর্ববজীব করে ভোগ।
বিজ্ঞানীর যোগ ফল, ধন্য বিজ্ঞানীর যোগ॥

বলে কেহ, ছিল পূর্বেব ভারতে শিল্প বিজ্ঞান।
বিকল বিতণ্ডা ইহা অহেতুক অভিমান॥
ছিল যদি গতাগতি কেন দেখি প্রচলিত।
ভারতে ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভাষা বোধাতীত?

পুষ্পক কল্পনা মাত্র "এক্কা" তার নিদর্শন।
যন্ত্র আবিষ্কার-শক্তি করে "ঢেঁকি" নিরূপণ॥

প্রাত্যহিক ব্যবহারে যাহা সদা প্রয়োজন।
তাহার উচ্ছেদ, লোপ, সম্ভবেনা কদাচন॥

হ'লে উপাদেয় লাভ হেয় পরিত্যক্ত হয়।
বৃথা যন্ত্র যান ত্যাগ কদাপি সম্ভব নয়॥

জাতি বিশেষের যদি কাল বশে ধ্বংস হয়।
নাহি হয় তাহাতেও শিল্পের চিহ্ন বিলয়॥
কলোসাস্, পিরামিড্, করিত, করে প্রমাণ।
প্রাচীন লুপ্ত জাতির সমৃদ্ধি শিল্প বিজ্ঞান॥
কি আছে হিন্দু-শিল্পের ইত্যাকার নিদর্শন?
অন্ধবিশ্বাসের বশে করে অজ্ঞ আস্ফালন॥
ছিল ধন ধান্য পূর্ণা রত্না গর্ভা এ ভারত।
নাহি ছিল অনাটন পূর্ব্বে একালের মত॥
নাহি ছিল বহিঃশত্রু, চারি দিক্ সুরক্ষিত।
বহু ভোগ্যে অল্প ভোক্তা ছিল সদা তৃপ্ত প্রীত॥
বিষয়-বিজ্ঞানে কোন নাহি ছিল প্রয়োজন।
অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন ঋষিগণ॥
দর্শন বেদান্ত বেদ সে চিন্তার ফল হয়।
বিষয় বিজ্ঞান চর্চ্চা কদাপি প্রামাণ্য নয়॥
বারুদ কাগজ আর কাষ্ঠাক্ষরে মুদ্রাঙ্কন।
করেছিল বহু পূর্ব্বে চীন দেশ বাসীগণ॥
এইরূপ শিল্প কার্য্য কিম্বা কোন আবিষ্কার।
করেছিল পূর্ব্বে হিন্দু? আছেকি প্রমাণ তার?
যাহা কিছু ধর্ম্ম আখ্যা জগতে লক্ষিত হয়।
বিশ্বাস তাহার ভিত্তি, সিদ্ধান্ত ধ্রুবনিশ্চয়॥

বিশ্বাসের ভিত্তি পুন যদ্যপি কর বিচার।
বুঝিবে ধর্ম্মের মর্ম্ম থাকিবেনা ভ্রান্তি আর॥

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, সিদ্ধ, মুক্ত, অবতারগণে।
করিছে সজ্জিত; সবে অলৌকিক আভরণে॥

আশ্চর্য্য কথা কথন অথবা তাহা শ্রবণ।
জীবের স্বভাব তাতে সুখী হয় জীবগণ॥

প্রাকৃতিক ক্রমে যাহা সদা সঙ্ঘটিত হয়।
বর্ণন শ্রবণ তার সুখ প্রীতিপ্রদ নয়॥

সুখদ অসত্য, জীব সাদরে করে গ্রহণ।
সহজ সরল সত্যে, নাহি হয় প্রীত মন॥

"দেখে কেহ, হ'লে তার নেত্রদ্বয় নিমীলিত"।
এবাক্যে হয় শ্রোতার কৌতূহল উদ্দীপিত॥

কিন্তু, "দেখে কোন জন হ'লে নেত্র উন্মীলিত"।
এবাক্য প্রলাপ প্রায় হয় সদা উপেক্ষিত॥

পদস্পর্শে পাষাণের নারী দেহে বিবর্ত্তন।
ভূধর ধারণ করা বিশ্বরূপ প্রদর্শন॥

বধিরে শ্রবণ শক্তি অন্ধে দৃষ্টি শক্তি দান।
গমনের শক্তি মৃতজনে পুন প্রাণ॥

মৃতের সমাধি ত্যজি শূন্য মার্গে আরোহণ।
সশরীরে স্বর্গে গতি ঈশ সহ আলাপন॥

সূক্ষ্মদেহে গতাগতি লিখন পত্র প্রেরণ।
সিদ্ধি মুক্তি ঈশ্বরত্ব করিছে প্রতিপাদন॥
সুখদ আশ্চর্য্য বাক্যে বিমুগ্ধ নহে যে জন।
সহজে পারে করিতে সত্যাসত্য নিরূপণ॥
স্বাভাবিক ক্রম ক্রিয়া যাহা বিশ্বে দৃষ্ট হয়।
প্রাকৃতিক বিধি তাহা কভু লঙ্ঘনীয় নয়॥
লঙ্ঘিতে বিধির বিধি যে জন সক্ষম হয়।
বিধি হ'তে শক্তি শালী সেই জন নিঃসংশয়॥
প্রকৃতি হ'তে নিয়তি আর মন বিবর্ত্তিত।
অপ্রাকৃত কোন শক্তি নহে মনে সম্ভাবিত॥
হয় যদি ব্যষ্টি মন সমষ্টি মায়ায় লয়।
মায়া শক্তি অতিক্রম তথাপি সম্ভব নয়॥
যে "অদ্ভুত" দেখি অজ্ঞ বিস্মিত স্তম্ভিত হয়।
বিজ্ঞান বিচারে তার অপূর্ব্বতা হয় লয়॥
গ্রামোফোন কহে কথা অথবা সঙ্গীত গায়।
অনভিজ্ঞ জীব ইহা যদ্যপি শুনিতে পায়॥
আছে দেবী লুক্কায়িতা সে যন্ত্রের অভ্যন্তরে।
ভাবিয়া ভকতি ভরে স্তুতি নমস্কার করে॥
প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য "আশ্চর্য্যে" সম্ভব নয়।
জীবের আশ্চর্য্যে প্রীতি বিশ্বাসের ভিত্তি হয়॥

আশ্চর্য্য কর্ম্ম অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা প্রচার।
সমধিক সম্ভাবিত ইহাই সিদ্ধান্ত সার॥

দেখ জাগতিক ক্রম করিয়া সূক্ষ্ম বিচার।
দুর্বলের স্থান বলী করে সদা অধিকার॥

বলীর পুষ্টির তরে দুর্বল বিনষ্ট হয়।
জড় রাজ্যে জীব রাজ্যে এই বিধি, বিশ্বময়॥

দৈহিক মানস বল যাহাতে বর্দ্ধিত হয়।
জাতি নির্ব্বিশেষে তার হয় যাতে সমন্বয়॥

তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম জীবের মঙ্গল তরে।
কর আলম্বন সবে জল্পনা রঙ্গিন ক'রে॥

জিজ্ঞাসা।

বিশ্বাস তাহার ভিত্তি যাহা কিছু ধর্ম্ম আখ্য
এজগতে আছে প্রচলিত।
সেই বিশ্বাসের ভিত্তি অজ্ঞতা, সংস্কার, রুচি,
অনায়াসে হয় অনুমিত॥

মনেন্দ্রিয়-অনুভূত বিজ্ঞাত বস্তু বিষয়ে
জানি, দেখি, বলে জীবগণ।
মনেন্দ্রিয়-অগোচর অজ্ঞাত, অদৃষ্ট তত্ত্বে
বিশ্বাসের হয় প্রয়োজন॥

বিশ্বাস করিনা কভু শিরঃ পীড়া, সুখ, দুঃখ
কিন্তু তাহা করি অনুভব।
নহে বিশ্বাসের বস্তু দৃশ্য, যাহা দেখি আমি
কিম্বা শুনি যেই বাক্য, রব॥

দেখি চক্ষে অহরহ হয় কাল-কবলিত
প্রাকৃতিক ক্রমে সর্ব্ব প্রাণী।
এ নশ্বর দেহ মম হবে কালগ্রাস গত
নিঃসংশয় রূপে আমি জানি॥

জ্ঞানের গোচর যাহা যাহা দেখি, শুনি, জানি
কিম্বা যাহা অনুভূত হয়।
তা'র তরে বিশ্বাসের নাহি কোন প্রয়োজন
এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নিশ্চয়॥

অজ্ঞাত, পরোক্ষ যাহা নহে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য
কেহ তাহা করিছে বিশ্বাস।
অসত্য প্রলাপ বোধে সেই বিশ্বাস্য বিষয়
করিছে অপরে উপহাস॥

বিজ্ঞাত বা অপরোক্ষ জ্ঞাতার আয়ত্ততত্ত্বে
বিশ্বাসের নাহি প্রয়োজন।
জীবের অজ্ঞতা মাত্র হয় বিশ্বাসের ভিত্তি
সেহেতু বিশ্বাসী অজ্ঞগণ॥

আমার অস্তিত্বে যদি নাকরে বিশ্বাস কেহ
জানেনা যে মম বিবরণ।
তাহার সে অবিশ্বাস হইতে কি পারে কভু
মম দ্বেষ, ক্রোধের কারণ?

অদৃশ্য অজ্ঞেয় তত্ত্বে, মম অবিশ্বাস হেতু
যদি ঈশ্বরের ক্রোধ হয়।
আমাপেক্ষা তমগুণী বিমূঢ় বিচার হীন
হয় সেই ঈশ্বর নিশ্চয়॥

আমার সম্বন্ধে অজ্ঞ যদি নাহি করে স্তুতি
নাহি করে মম গুণ গান।
হইকি তাহাতে ক্রুদ্ধ? ঈশ্বর কি এত মূর্খ
করিবে তাহাতে অভিমান?

বলে শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র যাঁহাকে ত্রিগুণাতীত
কিব'লে গাহিব তাঁর গুণ?
নাহি জানি স্তুতি তাঁর সেহেতু হ'ব দণ্ডিত
ঈশ্বর কি এত নিদারুণ?

নিশিদিন যদি সবে করে মম যশগান
সেই যশ হয় বিষময়।
অবিশ্রান্ত যশগানে উত্থিত এ কলরব
ঈশের কি প্রীতিপ্রদ হয়?

যথাসাধ্য ভোগ্য বস্তু প্রদান করেছি যারে
সে যদি প্রার্থনা পুন করে।
তাহার সে আবদার বোধ হয় বিষ তুল্য
হয় ক্রোধ আমার অন্তরে॥

'জীবের জন্মের পূর্ব্বে মাতৃ স্তণ্য দুগ্ধ, স্নেহ
যেই জন ক'রেছে বিধান।
বিচিত্র ভোগ্য পদার্থে করেছে সজ্জিত ধরা
যেই দূরদর্শী ভগবান॥

দেহি দেহি রবে পুন প্রার্থনা তাঁহার কাছে
করিছে অলস জীবগণ।
বুঝি প্রার্থনার জ্বালা সহিতে না পারি ঈশ
করিয়াছে দূরে পলায়ন॥

করি হস্ত মুষ্টি বদ্ধ বলি যদি সর্ব্বজনে
"আছে হস্তে অমূল্য রতন।"
অবিশ্বাসী পা'বে দণ্ড দিব তারে লক্ষ মুদ্রা
বিশ্বাস করিবে যেই জন॥

সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ বলিবে না দেখি রত্ন
"নাহি পারি করিতে প্রত্যয়"।
বলিবে ভীরু ও লোভী "হয়েছে বিশ্বাস মম
লক্ষ মুদ্রা দাও মহাশয়"॥

ঈশ্বর, যীশু, কৃষ্ণাদি বিশ্বাসে স্বর্গের লোভ
অবিশ্বাসে নরকের ভয়।
হইতেছে প্রদর্শিত, করে বিশ্বাবিশ্বাস
যে জীবের যেরূপ আশয়॥

ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষে হেয়, উপাদেয় বোধ
বিশ্বাসের, সংস্কার কারণ।
রুচি অনুসারে জীব কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞানে
করিতেছে বিশ্বাস স্থাপন॥

একের অভ্রান্ত শাস্ত্র মুক্ত, অবতারগণে
প্রত্যাখ্যান করে অন্য জন।
সংস্কার রুচি প্রভেদে বিভিন্ন অজ্ঞাত তত্ত্বে
করিছে বিশ্বাস অজ্ঞগণ॥

যোগ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ আপন বিশ্বাস বশে
করিতেছে যোগী নির্ব্বাচন।
অন্ধ বিশ্বাসের বশে অজ্ঞানী জীব বিশেষে
করে জ্ঞানী আখ্যা আরোপন॥

যোগেশ্বর চিনে যোগী জ্ঞানকে জানে তত্ত্বজ্ঞ
বুধ করে নির্ণয় বিদ্বান।
যোগী বা জ্ঞানী সম্বন্ধে অন্যের অন্ধ বিশ্বাস
প্রকাশে অজ্ঞতা, অভিমান॥

দেখি অশ্রু, স্বেদ, কম্প হয় ভক্ত নিরূপিত
কিন্তু ভক্তি, করে কি কারণ।
ভক্তির ভাজন যিনি অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব তার
কেহ নাহি করে নিরূপণ॥

অদৃষ্ট অজ্ঞাত স্থান স্বর্গ নরকাদি তরে
বিশ্বাসের হয় প্রয়োজন।
অজ্ঞাত অলক্ষ্য ঈশে করে আরাধনা জীব
করিয়া বিশ্বাস আলম্বন॥

বিশ্বাস নষ্টের ভয়ে বিমুগ্ধ অন্ধ-বিশ্বাসী
পরাঙ্মুখ তত্ত্ব নিরূপণে।
বিরুদ্ধবাদে বধির করিছে বিশ্বাস দৃঢ়
অনুকূল শাস্ত্র আলাপনে॥

ধূর্ত্ত গুরু পুরোহিত মূর্খ শিষ্য যজমান
স্বার্থ আশে হ'য়ে প্রণোদিত।
খেলে অজ্ঞতা গহনে যেই বিশ্বাসের খেলা
তাহা বিশ্বে ধর্ম্ম নামান্বিত॥

দুঃখ দূর, সুখলাভ বাসনা বৃক্ষের ফল
যন্ত্র, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান।
হয় কি তাতে জীবের বাসনার পরিতৃপ্তি
চির সুখ, দুঃখ অবসান?

জল স্থল অন্তরীক্ষে যন্ত্রযোগে গতাগতি
দূর শ্রুতি দূর দরশন।
হ'তেছে বিজ্ঞান বলে কিন্তু তাতে পরিতৃপ্ত
নাহি হয় বৈজ্ঞানিকগণ॥

নব আবিষ্কার সহ নিয়ত নব অভাব
নব আশা হয় সমুদিত।
নব যন্ত্রৌষধি সহ হয় নব রোগ সৃষ্টি
নাহি হয় মৃত্যু নিবারিত॥

মানব-জীবন প্রায় হয় জাতীয়-জীবন
কালচক্রে সদা বিবর্ত্তিত।
উন্নতের অবনতি পতিতের সমুত্থান
চির কাল হ'তেছে লক্ষিত॥

অভ্রভেদী গিরিরাজ করাল কালের চক্রে
হইতেছে ধূলি বিলুণ্ঠিত।
অগাধ বারিধি বারি হ'য়ে মরু মরীচিকা
করিছে পথিকে বিমোহিত॥

পিরামিড্ যে জাতির সমৃদ্ধি শক্তি শিল্পের
সাক্ষী রূপে এবে বিদ্যমান।
রোঁড্সের কলোসাস্ করিত যাদের শক্তি
শিল্প বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দান॥

কোথায় সে জাতি এবে? করাল কাল-কবলে
প্রাকৃতিক ক্রমে কবলিত।
তাহাদের ধর্ম্ম ভাষা সভ্যতা শিল্প বিজ্ঞান
বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত॥

নব জাতি নব ভাষা নূতন সভ্যতা শিল্প
নব ধর্ম্ম নীতি, ব্যবহার।
কালের বিচিত্র চক্রে প্রাচীন লুপ্ত জাতির
করিয়াছে স্থান অধিকার॥

জরা ব্যাধি মরণের নাহি করে চিন্তা কভু
শক্তি স্বাস্থ্যে মত্ত যুবাগণ।
বিজ্ঞান শিল্প সম্পদ মদে মত্ত যুবাজাতি
নাহি ভাবে ভাবী নিপতন॥

পিতামহস্থানে, পিতা পিতৃ স্থানে, যথাপুত্র
অধিষ্ঠিত হয় অনিবার।
সেইরূপে নবজাতি প্রাচীন জাতির স্থান
কাল চক্রে করে অধিকার॥

যথা জন্ম লভি নর থাকি স্থিত কিছু কাল
হয় কালগ্রাসে নিপতিত।
মানব সমষ্টি-জাতি হইয়া উদ্ভূত, স্থিত,
সেই রূপে হয় অন্তর্হিত॥

যেই প্রাকৃতিক ক্রমে সূক্ষ্ম তম কীটাণুর
হইতেছে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।
সেই অলঙ্ঘ্য বিধানে জড় জীব পরিপূর্ণ
গ্রহাদিও নিয়মিত হয়॥

উত্থান পতনশীল বিচিত্র সংসার-চক্র
হ'তেছে ঘূর্ণিত অনিবার।
অনিত্য, চঞ্চল, সদা মানব; মানব জাতি
উন্নতি ও অবনতি তার॥

মরণের তরে জন্ম জনমের তরে মৃত্যু
উত্থানের তরে নিপতন।
পতন-তরে উত্থান, জড় জীব ভাব-রাজ্যে
সদা কাল করি দরশন॥

শুভাশুভ করমের সর্ব্বফলে বিনশ্বর
তাহে কর্ম্মে নাহি আকিঞ্চন।
দেশীয়, জাতীয়, স্বীয়, উন্নতি, নতি অনিত্য
তাতে মুগ্ধ নহে মম মন॥

কে আমি, কাহার জাতি কাহার বিদেশ, দেশ
কে করিবে মঙ্গল সাধন?
উন্নতি নতির কর্ত্তা আমি, বা অপর কিছু
পারিনা করিতে নিরূপণ॥

দেশের উদ্ধার কিম্বা জাতীয় উন্নতি তরে
ক'রেছে যাহারা প্রাণ পণ।
যাঁদের স্বদেশ প্রেম স্বার্থ উৎসর্গের গীতি
সর্ব্বত্র গাহিছে সর্ব্বজন॥

দেশের বা সমাজের শুভাশুভ অদৃষ্টের
নিয়ন্তা যাহারা গণ্য হয়।
তাহাদের নিয়তির জন্ম মৃত্যু সুখাদির
নিয়ন্তা তাহারা কিন্তু নয়॥

স্বীয় দেহ নিয়মনে সম্পদে কিম্বা বিপদে
নাহি কোন কর্ত্তৃত্ব যাহার।
দেশ কিম্বা সমাজের উদ্ধারের কর্ত্তা তিনি
কি যুক্তিতে করি অঙ্গীকার ?

কিরূপে করি করম কিম্বা কর্ত্তব্য নির্ণয়
না হইলে কর্ত্তা নিরূপিত ?
কেমনে হ'বে সাধন কিম্বা সাধ্য নির্ব্বাচিত
না হইলে সাধক নির্ণীত ?

কে সাধক কেবা কর্ত্তা, তাহার স্বরূপ কিবা
কি তাহার প্রয়োজন হয়।
না হ'তে সত্য সিদ্ধান্ত গড্ডলিকা স্থায়ে কর্ম্ম
সাধনাদি সমীচীন নয়।।

কে আমি কোথায় আমি, আমার স্বরূপ কিবা
নিত্য আমি, অথবা নশ্বর।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে করি তাহা নিরূপণ
কর শান্ত উদ্ভ্রান্ত অন্তর।।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সে জন প্রমাতা পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে
এ বিশ্ব প্রত্যক্ষ যার।
নেত্রাদি সংযোগে রূপাদি গ্রহণে
পদার্থ প্রমেয় তার॥

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ নির্ণয়ে
প্রত্যক্ষ "প্রমাণ" হয়।
সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় প্রমাতার কিন্তু
মেয়ত্ব সম্ভব নয়॥

লৌকিক বৈদিক সর্ব্ব ব্যবহার
ভাব বৃত্তি সমুদয়।
সংস্কার বিশ্বাস বিষয় সংযোগে
জীবে সমুদিত হয়॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণে হয় প্রস্ফুরিত
বিষয় বিজ্ঞান যত।
হয় পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষের দোষে
ভ্রম দ্বিধা কতশত॥

দূরত্ব, সামীপ্য সমানাভিহার
অভিভব, ব্যবধান।
ইন্দ্রিয়ের বাধা বস্তুর সূক্ষ্মত্ব
মনের অনবস্থান॥

এই অষ্ট দোষে পদার্থ নির্ণয়ে
জীবের বিভ্রম হয়।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেই হেতু কভু
অমোঘ অশেষ নয়॥

হয় দৃষ্ট ক্ষুদ্র সূর্য্য, চন্দ্র, তারা
অতি দূরত্বের তরে।
অরূপ আকাশ, কটাহ আকারে
পৃথ্বী আবরণ করে॥

সামীপ্যের তরে নয়ন অঞ্জন
নেত্রচ্ছদ দৃশ্য নয়।
অভিভব হেতু কাষ্ঠাদিতে বহ্নি
অভিব্যক্ত নাহি হয়॥

দিনে রবিকরে ইন্দ্রিয়ের বাধে
গ্রহ তারা অলক্ষিত।
সমানাভিহারে স্তূপে ক্ষিপ্ত ধান্য
নাহি হয় নিরূপিত॥

সূক্ষ্মত্বের তরে পরমাণু কভু
নেত্র গ্রাহ্য নাহি হয়।
ব্যবধানে স্থিত বিষয় সকল
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়॥

হ'লে মন ব্যস্ত বিষয় গ্রহণে
ইন্দ্রিয় সক্ষম নয়।
অষ্ট বিধ দোষে বিষয় গ্রহণে
অষ্টবিধ বিঘ্ন হয়॥

বলিছে বিজ্ঞান সচলা পৃথিবী
করে রবি প্রদক্ষিণ।
কিন্তু স্থিরা পৃথ্বী সূর্য্যোদয়, অস্ত
দেখে জীব প্রতিদিন॥

বিভাসিত বিধু দরশনে জীব
হয় সদা পুলকিত।
তাহার আভায় নিশাকালে দিশা
হইতেছে উদ্ভাসিত॥

কিন্তু চন্দ্রমার নহে সেই জ্যোতি
যাহা কর দরশন।
রবির আভায় শশি বিভাসিত
বলে বৈজ্ঞানিক গণ॥

বৈজ্ঞানিক আর জ্যোতির্বিবিদ্‌গণ
যা'রা তত্ত্ব সুবিদিত।
তা'দের নেত্রেও থাকে দৃষ্টি ভ্রম
নাহি হয় অপনীত॥

নিত্য নৈসর্গিক প্রত্যক্ষের ভ্রম
আছে জীবে বহুতর।
দেখ পুনরায় সাময়িক ভ্রম
হইতেছে নিরন্তর॥

দেখিছে নয়ন রজ্জুতে ভুজঙ্গ
মরুভূমি মাঝে জল।
শুক্তিতে রজত, স্থাণুতে পুরুষ
অরূপ আকাশে মল॥

ইন্দ্রিয় বৈচিত্রে প্রমাতা প্রভেদে
মেয় ভিন্ন রূপ হয়।
দিবাচর আর নিশাচর-নেত্রে
দিবা এক রূপ নয়॥

জল স্থল ব্যোম দেখে ভিন্ন ভাবে
জল স্থল ব্যোমচর।
একের বিচারে দুঃখপ্রদ স্থান
অপরের সুখকর॥

ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে থাকিলেও ঐক্য
সংস্কার বৈষম্য তরে।
ভিন্ন ভাবান্বিত জীব, ভিন্ন ভাবে
বিষয় গ্রহণ করে॥

একের সুন্দর অপরের নেত্রে
দৃষ্ট হয় কদাকার।
একের সুস্বর অপরের কর্ণে
ঢালে হলাহল ধার॥

একের সুস্বাদ অন্যের বিস্বাদ
সুগন্ধ, দুর্গন্ধময়।
একের সুখাদ্য অপরের ঘৃণ্য
নিরয় কারণ হয়॥

যে দেব দর্শনে একের হৃদয়
ভক্তি রসে সিক্ত হয়।
সে জড় পুতুল দর্শনে অন্যের
হয় ক্রোধ, দ্বেষোদয়॥

একের সাধকে অজ্ঞ, মূঢ় জ্ঞানে
অন্যে উপহাস করে।
একের প্রেরিত, অবতার, মুক্ত
নগণ্য অন্যের তরে॥

সংস্কারানুরূপ হেয় উপাদেয়
গুণ করি নির্ব্বাচন।
রাগ দ্বেষ বশে অবিদ্যা আঁধারে
করে দ্বন্দ্ব জীবগণ॥

জীব, ঈশ, মায়া কিম্বা ঐশ ইচ্ছা
অপ্রত্যক্ষ অবিষয়।
পাপ পুণ্যফল স্বর্গ নরকাদি
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়॥

সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য
সাধকের আকাঙ্ক্ষিত।
অতীন্দ্রিয় হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণে
নাহি হয় নিরূপিত॥

মরুভূমি মাঝে বালু কণিকায়
যে কীটাণু অবস্থিত।
বালুকার সংখ্যা গণনা তাহার
হইলেও সম্ভাবিত॥

এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আছে কত পৃথ্বী
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ।
নাহি মানবের হেন শক্তি, কভু
করে তাহা নিরূপণ॥

এ সৌর জগতে সূর্য্য চন্দ্র তারা
যাহা কিছু দেখা যায়।
ব্রহ্মাণ্ড মরুতে এক মুষ্টিমেয়
বালু কণিকার প্রায়॥

জগতের ব্যাপ্তি পরিমাণ করা
কভু সম্ভাবিত নয়।
দেখিয়া ভূমণ্ড বিজ্ঞান, জ্যোতিষ
বিস্মিত স্তম্ভিত হয়॥

সৃষ্টির সময় ভিন্ন ভিন্ন কল্পে
করি ভাগ হিন্দুগণ।
বরাহ কল্পের চতুর্ব্বন্দাধিক
বর্ষ করে নিরূপণ॥

ভূতত্ব বিস্তার করি গবেষণা
বলিতেছে বৈজ্ঞানিক।
বিজ্ঞাত ভূস্তরে জীব-সৃষ্টি কাল
দশ কোটী বর্ষাধিক॥

অজ্ঞাত স্তরের কাল নিরূপণ
বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত।
কে জানে কখন হয়েছে কি বস্তু
বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত?

গ্রহ নক্ষত্রের সংখ্যা পরিমাণ
নাহি হয় নিরূপিত।
ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি স্থিতির সময়
জৈব অঙ্ক শাস্ত্রাতীত॥

কি পদার্থ হ'তে কি শক্তি কৌশলে
কি বস্তু বিকীর্ণ হয়।
যার পরিণতি অনু তেজ বাষ্প
গতি, অনুগমন্বয়॥

তারল্য, কাঠিন্য উদ্ভিদাদি ক্রমে
কিরূপে উৎপন্ন হয়।
হয় কি কৌশলে, কিরূপে উদ্ভূত
জৈব দেহ সমুদয়॥

দেহী স্বয়ম্ভুব কিম্বা চৈতন্যাদি
দেহের ধরম হয়।
বিষয় বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণে
কদাপি প্রমেয় নয়॥

জড় চেতনের করিছে বিভেদ
স্থূল-দর্শী জীবগণ।
জড়েও চেতনা করিছে প্রমাণ
এবে বৈজ্ঞানিক গণ॥

সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধ দেশে যাহা
শূন্যাধার দৃষ্ট হয়।
নহে শূন্য তাহা, দৃশ্যাদৃশ্য যাহা
সকল কীটাণু ময়॥

নির্ম্মল সলিল সহ কোটী কীট
একবারে করে পান।
অণুবীক্ষণের নিরীক্ষণ শক্তি
করে তাতে সাক্ষ্যদান॥

স্নায়বিক ক্রিয়া, স্পন্দন প্রাণনে
হইতেছে প্রমাণিত।
ধাতু উদ্ভিদাদি সকলই প্রাণী
নহে বোধ বিরহিত॥

ক্রমশ বিজ্ঞান প্রকৃষ্ট প্রকারে
করিতেছে নিরণয়।
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জীবের ইন্দ্রিয়
কদাপি বিশ্বাস্য নয়॥

সংখ্যা, ব্যাপ্তি, কালে অনন্ত যে কার্য্য
স্বরূপ অজ্ঞেয় যার।
পারে কি হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণে
কারণ নির্ণীত তার?

যদিও অকাট্য এই যুক্তি সমুদয়
তথাপি হৃদয়ে দ্বিধা হয় অনুক্ষণ।
জনরবে শাস্ত্রবাক্যে প্রতিপন্ন হয়
সাধন প্রভাবে সাধ্যে দেখে ভক্তগণ॥

কেহ স্বপ্নে কেহ ধ্যানে করে দরশন
দেবী বা দেব মূরতি আরাধ্য তাহার।
কেহ বর, স্বস্তি-বাণী করিছে শ্রবণ
ভক্তিতরে ধরে রূপ ব্রহ্ম নিরাকার॥

সর্ব্ব দেশে কিম্বদন্তি আছে প্রচলিত
কেহ বা বিশ্বাসী কেহ করেনা প্রত্যয়।
হয় যা'তে দ্বিধা দূর ভ্রম নিবারিত
এরূপ যুক্তিতে তত্ত্ব কর সুনিশ্চয়॥

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ে
জীবের বিভ্রম হয়।
কি যুক্তিতে কর মনের কল্পনা
স্বপ্ন, সত্য নিরণয়?

স্বপন সময়ে বরাদি শ্রবণ
কিম্বা দেব দরশন।
বিশ্বাসের পূর্ব্বে, স্বপ্ন অবস্থার
কর তত্ত্ব নিরূপণ॥

জাগ্রতে প্রত্যক্ষ পদার্থের স্মৃতি
থাকে মনে সঙ্কলিত।
স্মৃতি সহযোগে স্বপন সময়ে
হয় দৃশ্য প্রকটিত॥

স্বাপ্নিক শ্বাপদ অরণ্য হইতে
নাহি করে আগমন।
তাহার স্বরূপ গর্জ্জন দংশন
গঠন করিছে মন॥

স্বাপ্নিক দেবতা নহে সেই মত
স্বর্গ হ'তে সমাগত।
মনঃ প্রকল্পিত সে দেব মূরতি
বর স্বস্তিবাণী যত॥

দেখে চিত্রাদিতে যে ত্রিভঙ্গ রূপ
বর্ণ শ্যাম-নবঘন।
বাজায় মুরলী, স্বপ্নে কিম্বা ধ্যানে
দেখে তাহা ভক্তগণ॥

বিলোল রসনা নৃমুণ্ড মালিনী
করে অসি খরশান।
ভীমা উলঙ্গিনী যে জড় মূরতি
করে জীব নিরমান॥

সেই মুণ্ডমালা সে লোল রসনা
দেখে স্বপ্নে জৈধমন।
কিম্বা ধ্যান কালে সে মূৰ্ত্তি কল্পনা
করে আরাধকগণ॥

রক্ত বীজ লোহ লেহনে রসনা
হয়েছিল প্রসারিত।
যুগ যুগান্তেও সে লোল রসনা
হইলনা সঙ্কুচিত॥

সে লোল রসনা বাক্য উচ্চারণে
ভোজনে সক্ষম নয়।
মিথ্যা স্বস্তিবাণী ভোগাদি প্রদানে
হয় বৃথা অর্থ ব্যয়॥

নশ্বর পদার্থ ছিন্ন মুণ্ডমালা
কভু নিত্য বস্তু নয়।
পূতি পর্য্যুষিত এত দিনে তাহা
হইয়াছে নিঃসংশয়॥

দৈত্যবধ তরে যে সংহার মূৰ্ত্তি
আয়ুধাদি আয়োজন।
এবে সে সকল ভীষণ সজ্জায়
বল কিবা প্রয়োজন?

দেবীর মূরতি চিন্ময়ী কি জড় ?
জড় মূর্ত্তি নিত্যা নয়।
হইলে চিন্ময়ী মুণ্ড মালা অঙ্গে
কিরূপে সজ্জিতা হয় ?

নিত্যা জগন্মূর্ত্তি মায়ার, স্ত্রী রূপ
কবির কল্পিত হয়।
দেখে স্বপ্নে ধ্যানে ভাবুকের মন
সেইরূপ মনোময় ॥

একাগ্র হৃদয়ে সেই মূর্ত্তি ধ্যান
করে জীব অনিবার।
তাহার আভাস হয় কাল ক্রমে
অঙ্কিত মস্তিষ্কে তার ॥

স্বতন্ত্র সে মূর্ত্তি দেখিছে সম্মুখে
হয় এইরূপ ভ্রম।
সাধক গণের সাধ্য দর্শনের
ইহাই প্রকৃত ক্রম।

স্বপ্নে জাগরণে দেখে কত বস্তু
জীবগণ আজীবন।
সাধক ভক্তের মূর্ত্তি দরশনে
কেবা করে নিবারণ ?

কিন্তু দৃশ্য মাত্র পরিচ্ছিন্ন, সাদি
নশ্বর পদার্থ হয়।
মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সর্ব্ব বস্তু, "কার্য্য"
বিশ্বের কারণ নয়॥

অতীন্দ্রিয় হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণে
প্রমাতা প্রমেয় নয়।
প্রমেয়-বিষয়ে প্রত্যক্ষের দোষে
বহুবিধ ভ্রান্তি হয়॥

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণে
নাহি হয় নিরূপিত।
দেখ সত্যানৃত করিয়া বিচার
হয়ে মোহ বিরহিত॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে যদি পরমার্থ তত্ত্ব
নিরূপণ সম্ভাবিত হয়।
ঐশ-বাণী বেদমন্ত্র আর্য বাক্যাদির বলে
পরমার্থ কর সুনিশ্চয়॥

শব্দ প্রমাণের বলে সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায়
পরমার্থ করে নিরূপণ।
সেই শব্দ আলম্বনে কেন নাহি হবে মম
ভ্রম, দ্বিধা, দুঃখ নিবারণ?

শব্দ প্রমাণ।

শ্রৌত যজ্ঞাদি কর্ম্মোপাসনা বিষয়ক

অবিদ্যা পর্ব্ব—

বেদাদি শব্দ প্রমাণে করিতে তত্ত্ব গ্রহণ।
প্রমাণ প্রামাণ্য কিনা কর অগ্রে নিরূপণ॥
"তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
যজুস্তস্মাদজায়ত তস্মাদ্ ছন্দাংসি জজ্ঞিরে"॥
এই ঋক্, যজু মন্ত্র করি কেহ আলম্বন।
ব্রহ্মোদ্ভূত চতুর্ব্বেদ করিয়াছে নিরূপণ॥
উদ্ভূত পদার্থ কভু নিত্য সিদ্ধ নাহি হয়।
বেদের নিত্যত্ব তাহে কদাপি প্রামাণ্য নয়॥

"তস্মাদ্যজ্ঞাৎ" এ মন্ত্রের পরমন্ত্রে দৃষ্ট হয়।
"গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়"॥

যথা গো, অজাদি ব্রহ্ম নাহি করে প্রসবন।
তথা নহে চতুর্ব্বেদ কদাপি ব্রহ্ম বচন॥

সর্ব্বহুত = সর্ব্বংহুতয়ে যস্মিন্। যজ্ঞাৎ = পূর্ণ পুরুষাৎ। জজ্ঞিরে = উৎপন্নানি।

যেই পরম্পরা ক্রমে গো অজাদি বিকশিত।
সেই ক্রম অনুসারে বেদাদিও বিরচিত॥

স্ত্রীপুরুষ সহযোগে হয় জাত জীবগণ।
জীব ভাব, জৈবভাষা বেদের হয় কারণ॥

ব্রহ্মবাণী, আপ্তবাক্য বেদের যে বিশেষণ।
জন্মাইতে শ্রদ্ধা, উহা রোচক স্তুতিবচন॥

বেদের গ্রন্থার্থ ত্যজি জ্ঞানার্থ করি গ্রহণ।
অপৌরুষেয়াদি আখ্যা কর যদি আরোপণ॥

"অজ্ঞান" পুরুষ কৃত কিরূপে কর নির্ণয়?
জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞানাজ্ঞান কোথা অবস্থিত হয়?

করে ক্রিয়া জ্ঞানাজ্ঞান সদা জ্ঞেয় আলম্বনে।
কোথায় জ্ঞানের ক্রিয়া জ্ঞাতব্য বস্তু বিহনে?

জ্ঞাতা, জ্ঞানাজ্ঞান, আর জ্ঞেয় যাহা বিশ্বময়।
সকল অপৌরুষেয়, ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়॥

জ্ঞাতব্যে, জ্ঞাতার "জ্ঞান" বেদ আখ্য নাহি হয়।
বেদ "জ্ঞানময় ব্রহ্ম" যদ্যপি কর নিশ্চয়॥

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" ঋক্, বচন।
জ্ঞানাজ্ঞান সহ সত্তা করিতেছে নিরাসন॥

"অজ্ঞেয়" হইতে জ্ঞান অজ্ঞান উদ্ভূত হয়।
পরমার্থে জ্ঞানাজ্ঞান এক বস্তু, মায়াময়॥

বেদ ব্রহ্মোদ্ভূত ইহা যদ্যপি স্বীকৃত হয়।
কোরাণ খোদার কৃত কি হেতু প্রামাণ্য নয়?
প্রতি বেদ-মন্ত্র বক্তা ভিন্ন ভিন্ন ঋষি হয়।
বিভিন্ন দেবতা, ছন্দ, একজন বক্তা নয়॥
অগ্নি, অত্রি, আত্মা, ইন্দ্র, কণ্ব, কলি, গোধা, গয়।
বিশ্বমনা, বালখিল্য, মান্ধাতা, দেবজাময়॥
আঙ্গিরস, অম্বরীষ, আতকীল, আপ্ত্যস্ত্রিত।
অনানত, পারুচ্ছেপি, দ্যুম্নোকো, বন্ধু, অসিত॥
অবস্য, আগস্ত্য, ব্যোম, উশনা, বিন্দু, আত্রেয়।
পূতদক্ষো, কৃতযশা, উরুকি, বেন, রাত্রেয়॥
অগ্নিস্তাপস, দেবল, দীর্ঘতমা, মেধাতিথি।
দৃঢ়চ্যুত, দ্বিতোঅপ্য, দৃষ্টলিঙ্গা, দেবতিথি॥
দীর্ঘবাহু, দেবরাতি, ধিষ্ণ্যব, অজোগতি।
নারায়ণ, নোপায়না, নৌপাতিথি, প্রজাপতি॥
বাষ্টহব্য, ভরদ্বাজ, ভার্গহুতি, বৈশ্বানর।
ভাবয়ব্য, মধুচ্ছন্দ, মাতরিস্বা, বাজম্ভর॥
যাজ্ঞবল্ক্য, যৌবনশ্ব, জমদগ্নি, রহূগণ।
পরমেষ্ঠি, প্রিয়মেধ, পুরচ্ছেপ, সম্বরণ॥
প্রতিরথ, পুরুরবা, বামদেব, সাবরণ।
বিশ্বামিত্র, শুকহোত্র, শিখণ্ডিন, বাতায়ণ॥

বসুদেব, স্বয়ম্ভু, ব্রহ্ম, শতস্রবা, গোপায়ণ।
বৃহব্য হিরণ্যগর্ভ বিশ্বকর্ম্মা, আথর্ব্বণ॥
মহর্ষি, দ্বিশতাধিক, এইরূপ নামান্বিত।
চতুর্ব্বেদ বক্তা, হয় বেদমন্ত্রে প্রমাণিত॥

ব্রহ্মবিদ্ হয় ব্রহ্ম শ্রুতি বাক্যে প্রমাণিত
যদি বেদ বক্তা ঋষিগণ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মরূপ, সেই বেদ ব্রহ্মবাণী
ধ্রুব সত্য নহে কি কারণ?

অবিদ্যা, অপরা, পরা, বিদ্যার করি আশ্রয়।
অজ্ঞানী, পরোক্ষজ্ঞানী, অপরোক্ষ জ্ঞানী হয়॥
অবিদ্যা, দ্বিবিধ বিদ্যা বেদমন্ত্রে দৃষ্ট হয়।
অজ্ঞানী, দ্বিবিধ জ্ঞানী বক্তা ঋষি নিঃসংশয়॥
অবিদ্যা মূলক মন্ত্র করি অগ্রে পরিহার।
তৎপরে অপরা, পরা বিদ্যার করি বিচার॥
পরমার্থ নিরূপক বেদমন্ত্র নির্ব্বাচন।
করিলে, জানিবে তত্ত্ব, সিদ্ধ হবে প্রয়োজন॥

নাহ'লেও ব্রহ্মোদ্ভূত সর্ব্বজন পূজ্য বেদ
আদি কাল হ'তে সম্মানিত।
পূর্ণ জ্ঞানী ঋষি কৃত জ্ঞান-রত্নাকর ইহা
বেদে ভ্রান্তি নহে সম্ভাবিত॥

বৈদান্তিক, দার্শনিক পৌরাণিক ঋষি, মুনি
সিদ্ধ, মুক্ত, অবতার গণ।
সকলেই নতশিরে করিয়াছে মান্য বেদে
এখনো করিছে সর্ব্বজন॥

নাস্তিক পাষণ্ড আখ্যা লভে বেদ নিন্দাকারী
চার্ব্বাকের এই অভিধান।
তবমুখে বেদ নিন্দা প্রকাশে ঘোর মূঢ়তা
মোহ, দম্ভ, বৃথা অভিমান॥

বৈদিক ঋষির সম কিম্বা ততোধিক জ্ঞানী
নাহি এবে বিশ্বে কোন জন।
বেদের সমালোচনা করে হেন সাধ্য কার
ত্যজ বৃথা প্রলাপ বচন॥

হয় নাই নেত্র গ্রাহ্য বেদের বকার যার।
সেও শুনি বেদ নিন্দা দেখে ক্রোধে অন্ধকার॥

কোরাণ-নিন্দা শ্রবণে নিরক্ষর মুসল্মান।
করে ক্রোধে নিষ্কাসন তরবার খরশান॥

অনধীত অশাস্ত্রজ্ঞ বর্ণজ্ঞান হীনজন।
শুনি স্বীয় শাস্ত্র নিন্দা করে ক্রোধে আস্ফালন॥

হিন্দুসমাজ গণ্ডিতে নিবদ্ধ বেদাদি যত।
নহে বেদ সার্ব্বভৌম, সকল বাদী সম্মত॥

বর্ত্তমানে হিন্দু আখ্য আছে সম্প্রদায় যত।
কে আছে তাতে বেদজ্ঞ, বৈদিক ধর্ম্মে নিয়ত ?
হিন্দুর উপাস্য এবে লিঙ্গ মূর্ত্তি অবতার।
কিন্তু নাহি কোন বেদে উল্লেখ বিধান তার॥
শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি যত শাখা বিদ্যমান।
পুরাণের অনুগত করি বেদ প্রত্যাখ্যান॥
বেদাদি "অপরা বিদ্যা" মুণ্ডক শ্রুতি বচন।
বেদান্ত শ্রৌত কর্ম্মাদি করিতেছে নিরাসন॥

যোগ শাস্ত্রে, ভক্তি গ্রন্থে শ্রৌত কর্ম্ম গ্রাহ্য নয়।
বলে শ্রুতি জ্ঞানোদয়ে বেদ ও অবেদ হয়॥
"অত্র বেদা অবেদাঃ দেব অদেবঃ ভবন্তি"।
এ অবস্থা নাস্তিকতা অথবা পরমা গতি ?
"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা" করি গীতা নিরূপণ।
তমগুণ বেদ মন্ত্রে করিছে প্রতিপাদন॥
গুণত্রয় আছে বেদে আমি ও করি স্বীকার।
নহি নিন্দাকারী, করি বেদের সূক্ষ্ম বিচার॥

বেদত্যাগ হেতু যদি নাস্তিক পাষণ্ড হয়।
আস্তিক, ধার্ম্মিক এবে কাহাকে কর নিশ্চয় ?

ঋষির অজ্ঞান, জ্ঞান, হয় তব জ্ঞানাতীত।
বর্ত্তমান সর্ব্বজীব নহে তব পরিচিত॥

"নাহি এরে কোন জীবে ঋষির সমান জ্ঞান।"
অন্ধ বিশ্বাসীর কথা, বল কি আছে প্রমাণ?
বৈদিক ঋষি অপেক্ষা আধুনিক জীবগণ।
বিষয় বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ করিতেছ দরশন॥

বিবেকী অধ্যাত্মবিদ্যা নিরত যদ্যপি হয়।
তার ঋষি সম জ্ঞান কিহেতু সম্ভব নয়?
অদ্বিতীয় ভূমা আত্মা, একতত্ত্ব, একজ্ঞান।
যখন যে করে লাভ সকল হয় সমান॥

আর্য জ্ঞান লাভ যদি এবে সম্ভাবিত নয়।
বেদের কি প্রয়োজন? বেদ বর্জ্জনীয় হয়॥

স্বরূপ বর্ণনা যার "নিন্দা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।
বিনা মিথ্যা ব্যাখ্যা তার প্রশংসা সম্ভব নয়॥

অভ্রান্ত বৈদিক মন্ত্র বেদ বক্তা ঋষি মুক্ত
করিছে বিশ্বাস সর্ব্বজন।
আছে ভ্রান্তি বেদমন্ত্রে ঋষি অজ্ঞ, এইকথা
নাহি পারি করিতে গ্রহণ॥

গীতার সংক্ষিপ্ত বাক্যে দুর্ব্বোধ্য শ্রুতি বচনে
নাহি হয় দ্বিধা বিদূরিত।
অপর উদ্দেশ্যে কিম্বা অন্যরূপ অর্থে, ইহা
সম্ভবতঃ হয়েছে কথিত॥

কোথায় অবিদ্যাবেদে কি অপরা বিদ্যা আখ্য
কিবা পরা বিদ্যার লক্ষণ।
চতুর্ব্বিধ বেদমন্ত্র করিয়া বিশ্লেষ এবে
ভেদত্রয় কর প্রদর্শন॥

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
দূতং বো বিশ্ব বেদসং হব্যবাহমমর্ত্ত্যম্॥

প্রতিত্যং চারু মধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
যজ্ঞা যজ্ঞারো অগ্নয়ে গিরা গিরাচ দক্ষসে॥

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসা যহো।
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষণ্ বৃষণঃ সমিধী মহি॥

সমৎস্ব অগ্নিং অবশে বাজয়ন্তো হবামহে।
যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবং দেবং যজামহে॥

দূতং = দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তম্। বৃণীমহে = স্তুতিভির্হবির্ভিঃ সম্ভজামহে। হোতারং = সাধুদেবানামাহ্বাতারং। বিশ্ববেদসম্ = বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। হব্যবাহং = হবিষঃ বোঢ়ারম্। অমর্ত্ত্যং = অমরণ ধর্ম্মানম্। ত্যং = তথাবিধং। চারুঃ = অঙ্গ-বৈকল্য রহিতঃ। গোপীথায় = সোমপানায়। প্রহূয়সে = প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে। যজ্ঞাযজ্ঞ = সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু। দক্ষসে = প্রবৃদ্ধায় অগ্নয়ে। গিরাগিরা = স্তুতিরূপায়া বাচা স্তোত্রং কুরুতেতিশেষঃ হে অগ্নে! গোমতঃ = বহুভির্গোভির্যুক্তস্য বাজস্য = অন্নস্য ঈশান = ঈশ্বরস্ত্বমসি। বৃষণঃ = বৃষণাঃ ঘৃতাদ্যাহুতীনাং সেক্তারোবয়ং বৃষণম্

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে।
পুনাতা দক্ষসাধসং যথা শর্ধায় বীতয়ে॥
বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
অশ্বংনত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ॥
প্রতিবাংসূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম্।
আগ্নে স্থূরং রয়িংভর পৃথুং গোমন্তং মশ্বিনম্॥
বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী।
অগ্নিরিন্দ্রায় পবতে দিবি শুক্রো বিরাজতি॥

সমিধীমহি = সম্যগ্দীপয়ামঃ। সমৎসু = সংগ্রামেষু বাজয়ন্তঃ বলমিচ্ছন্তো বয়ম্ অবসে = রক্ষণার্থম্ আগ্নং হবামহে। হে অগ্নে! যৎচিৎহি = যদ্যপি। শাশ্বতা = শাশ্বতেন, নিত্যেন। তনা = বিস্তৃতেন হবিষা দেবং দেবম্ = অন্যমন্যং বরুণেন্দ্রাদি রূপং নানা বিধং দেবতা বিশেষং যজামহে॥

বয়ম্ = অনুষ্ঠাতারঃ সোমপীতয়ে = সোমপানার্থং মিত্রং বরুণং চ উভাবাহ্বয়ামঃ। পুনাতা = পবিত্রেণ। শর্ধায় = বেগার্থং। অয়ং বরুণঃ দেবঃ অস্মাকং প্রাবিতাভুবৎ = প্রকর্ষেণ রক্ষকো ভবতু। মিত্রঃ চ বিশ্বাভিঃ উতিভি = সর্বাভিঃ প্রবিতাভুবৎ। বারবন্তং = বালযুক্তং অশ্বংন = অশ্বমিব নমোভিঃ = স্তুতিভির্হবির্ভির্বা। বন্দধৈ = বন্দিতুং প্রবৃত্তা। হে মিত্রা বরুণৌ! মিত্রং ত্বাং বরুণং চ বাং = যুবাং সূরে = সূর্য্যোদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ। গৃণীষে = স্তবে। হে অগ্নে! স্থূরং = স্থূলং বৃদ্ধং পৃথুং = বিস্তীর্ণং। গোমন্তং = গোভির্যুক্তম্। অশ্বিনম্ = অশ্বোপেতম্ (অস্মাদ্বিরোধিষু

এরূপবিধ শতশত মন্ত্র করি উচ্চারণ।
কারিত যাঁরা আহুতি স্তুতি যজ্ঞ আবাহন॥
করিত অগ্নি বরুণ বায়ু্াদির আরাধন।
সে সকল ঋষি জ্ঞানী নাহি ছিল কদাচন॥

বায়ু অগ্নি সলিলাদি জড় ভূত উপাসনা
করিতনা কভু ঋষিগণ।
ভূতাধিষ্ঠিত-চৈতন্য করিত সাধন ঋষি
ভৌত নামে করি সম্বোধন॥

অদ্বয় ভূমা চৈতন্যে এই বিশ্ব অধ্যাসিত।
বিভিন্ন চৈতন্যে নহে ভিন্ন ভূত অধিষ্ঠিত॥
স্বতন্ত্র বোধের হেতু বিভিন্ন জড়-সঙ্গতি।
"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥"
কারণ-চৈতন্য সত্তা কার্য্য-জড়ে আবারিত।
কার্য্যের বিলোপে হয় সে কারণ প্রকটিত।

প্রবর্ত্তয়। হে বায়ো! ত্বম্ ইন্দ্রশ্চ শবসঃ=বলস্য পতী। শুষ্মিনা=বলবন্তৌ। সরথং=সমানমেব রথমারুহ্যেতি শেষঃ। অগ্নিঃ যজ্ঞেষু প্রথমং প্রণেতা অগ্নিঃ ইন্দ্রায়=ইন্দ্রার্থং পবতে= অস্মাভির্দত্তেন চর্ব্বন্নেন পুরোডাশেন দেবানামধিকঃ ক্ষরতি। অগ্নিঃ শুক্রঃ=দীপ্তঃ সন্। দিবি=অন্তরীক্ষাদি লোকেষু স্থিতেষু দেবেষু মধ্যেষু শুক্রঃ সন্ বিরাজতি।

সামভাষ্যেসায়ণ

জড় দৃশ্যে মনেন্দ্রিয় মগ্ন, অভিভূত যার।
দেখে সে সর্ব্বত্র জড়, চৈতন্য কল্পনা তার॥
ইদংজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় চৈতন্য দ্রষ্টব্য নয়।
ভূত যোগে, ভৌতনামে জড় উপাসিত হয়॥
"বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং" সাম বচন।
বজ্রহস্ত, বিত্রহন, ইন্দ্রের এ বিশেষণ॥
"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে" দৌত্য কর্ম্ম আরোপন।
ভোগ্য পদার্থ প্রদান প্রণতি স্তুতি হবন॥
ঋষির জড় পূজার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়।
চৈতন্যের রথ, অস্ত্র, ভোগাদি সম্ভব নয়॥
পূজিলেও বর্ত্তমানে জড় মূর্ত্তি মৃণ্ময়।
বলে পৌত্তলিক, তার চৈতন্যই লক্ষ হয়॥
অলক্ষ্যে লক্ষ্য স্থাপন কদাপি সম্ভব নয়।
কর্ম্মী ঋষি, পৌত্তলিক, অজ্ঞ সহচর দ্বয়॥

দেহে, পাপে, গঙ্গাজলে যে চৈতন্য অবস্থিত।
না হয় মলিন তাহা, কিম্বা মল বিমোচিত॥

পাপ প্রক্ষালন তরে করিছে যে গঙ্গাস্নান।
সলিল লক্ষ্য তাহার, নাহি চৈতন্যের জ্ঞান॥

"দ্রুপদাদিব" এ মন্ত্রে প্রমাণ করিছে বেদ।
ঋষির জলের স্তুতি গঙ্গাস্নানে নাহি ভেদ॥

"যন্মনসা ন মনুতে" তাহা চৈতন্যাখ্য হয়।
"যদিদমুপাসতে" তাহা জড়, ব্রহ্ম নয়॥
বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্র করি এবে সঙ্কলন।
দেখা'ব কি ভাবে স্তুতি করিতেন ঋষিগণ॥
কি প্রকার উপাদান করিতেন ব্যবহার।
বুঝিবে তাহাতে তত্ত্ব থাকিবেনা ভ্রম আর॥
"তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে॥
আয়াহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্॥
ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে॥
যইন্দ্র চমসেম্বা সোমশ্চমূষুতে সুতঃ।
উত নো গোমণিং ধিয়ং অশ্বসাং বাজসামুত"॥

যজমানা আহুঃ—তম্ = পূর্ব্বোক্ত লক্ষণম্ 'ইন্দ্রম্' বাজয়ামসি = সোমেন স্তুতিভির্বাজয়ামঃ কিমর্থং? মহে = মহান্তম্ বৃত্রায় = বৃত্রাসুরং হন্তবে = হন্তুম্, সোম পানেন মত্তঃ স্তুতিভির্বা স্তুতঃ সন্ বৃত্রহত্যায়াঞ্চ বাজয়ামসি = বাজবন্তং করোতীত্যর্থঃ। হে পবিতারঃ = সোমস্য শোধয়িতার ঋত্বিজঃ, সোমং পুনীতন = পাবয়ত দশা পবিত্রেণ শোধয়ত কিমর্থং? ইন্দ্রায় পাতবে = ইন্দ্রস্য পানায়। হে ইন্দ্র! ত্বম্ আয়াহি = আগচ্ছ। বয়ং তে = ত্বদর্থং সুষুমা হি =

আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
তা হি শশ্বন্ত ঈড়ত ইত্থা বিপ্রাস উতয়ে।
ততো নো অভয়ং কৃধি যত ইন্দ্র ভয়ামহে।
সমৎসু অগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে॥
পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাংসি কৃণ্বতে।
স্তোত্রং রাধানাংপতে গির্বাহো বীর যস্য তে॥
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাং সনশ্রুতম্।
আয়াহি সুষুমাহিত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্॥

সোমমভিষুতবন্তঃ খলু, তম্ ইমম্ = অভিষুতং সোমং ত্বং পিব। হে বসো = বাসয়িতঃ! ইন্দ্র! ইমম পুরোবর্ত্তমানং সুতম্ অভিষুতম্। অন্ধঃ = অন্নম্ সোমলক্ষণম্ পিবা = যথা উদরম্ = ত্বদীয় জঠরং সুপূর্ণম্ = অতিশয়েন পূর্ণম্। বয়ম্ = অনুষ্ঠাতারঃ। মহাধনে = প্রভূতধননিমিত্তম্ ইন্দ্রম্ হবামহে = আহ্বয়ামঃ। অর্ভে = অর্ভকে স্বল্পেহপি ধনে নিমিত্তভূতে সতি ইন্দ্রং হবামহে। যোগে যোগে = প্রবেশে প্রবেশে তত্তৎ কর্ম্মোপক্রমে। বাজেবাজে = কর্ম্ম বিঘাতিনি তস্মিন্ সংগ্রামে। তবস্তরম্ = অতিশয়েন বলিনম্ ইন্দ্রম্। হে ইন্দ্র। তে = ত্বদর্থং সুতং অভিষুতো যঃ সোমঃ চমসেষু = এতন্নামকেষু পাত্রেষু তথা চমূষু = চমন্তি - ভক্ষয়ন্ত্যেত্রেতি।

উত = অপিচ হে পূষণ্! গোষণিং = গবাংসনিত্রীং দাত্রীং অশ্বসাং = অশ্বানাং সনিত্রীং বাজসাং = বাজানামন্নানাং সনিত্রীম্ উত * * * সামভাষ্যোসায়ণ।

ত্বা = ত্বাম্ সহস্র সংখ্যকা হরয় = ত্বদীয়া অশ্বাঃ তথা শতং = শত সংখ্যকাশ্চ ভবদীয়া অশ্বা।, হিরণ্যয়ে = হিরণ্ময়ে রথে যুক্তা =

তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে।
ইন্দ্রায় সোমপাতবে মদায় পরিষিচ্যসে॥

করিয়া কল্পনা ইন্দ্র বজ্রহস্ত বৃত্রহন্।
মদ্যমাংস উপাদানে পূজিত যে ঋষিগণ॥

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ।
তাথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ॥

এই যজু-মন্ত্রে রুদ্রে করিত যে নমস্কার।
রুদ্রের "সত্বানঃ" অর্থাৎ ভৃত্য ও নমস্য যার॥

যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।
যেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥

এই মন্ত্রে সর্পজনে করিত যে নমস্কার।
সে কি অবস্থায় স্থিত করিয়া দেখ বিচার॥

দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাত্বো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণে বাজ্য মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

সলিলে মনের শুদ্ধি যেই ঋষি আশা করে।
অশুদ্ধি, অবিদ্যা, উভ সংস্থিত তার অন্তরে॥

সম্বন্ধাঃ। তাহি = তৌ খলু ইন্দ্রাগ্নী। শশ্বন্তঃ = বহবঃ। বিপ্রাসঃ = মেধাবিনঃ জনাঃ উতয়ে = রক্ষণায় ইত্থম = অনেন প্রকারেন ঈরতে = স্তুবন্তি। হে ইন্দ্র! যতঃ = হিংসকাৎ ভয়ামহে বয়ং ততঃ নঃ অস্মভ্যং অভয়ং কৃধি = কুরু। সমৎসু = সংগ্রামেষু বাজয়ন্তঃ = বলমিচ্ছন্তো

অগ্নি বায়ু সলিলাদি জড় ভূত উপাসনা।
ইন্দ্র রুদ্র সরস্বতী দেব দেবীর কল্পনা॥
ঋষিদের অজ্ঞতার করিতেছে সাক্ষ্য দান।
দূর্ব্বাদি বল্লী পূজাও আছে বেদে বিদ্যমান॥

কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষস্পারি।
এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥
যা শতেন প্রতনীষি সহস্রেণ বিরোহসি।
তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্॥

করে যে দূর্ব্বার পূজা সন্ততি লাভের তরে।
তারে জ্ঞানবান ঋষি কেহ নাহি মনে করে॥

বয়ম্ অবসে = রক্ষণার্থং অগ্নিঃ হবামহে। পিবন্তঃ মদিরং = মদকরং মধু = সোমং তত্র = তস্মিম্ যজ্ঞে শ্রবাংসি = অভিষবাদি কর্ম্মভিঃ প্রশস্তান্যন্নানি রথতে = কুর্বন্তি হে ইন্দ্র! রাধানাং = ধনানাং পতে = পালক গির্বাহ = গীর্ভিরূহ্যমান! বীর = শৌর্য্যোপেত! যস্য তে = তব স্তোত্রং। পুরুহূতং = যজ্ঞেষুবহুভিরাহুতং পুরুষ্টুতং = বহুভিঃ স্তোত্রশস্ত্রাদিভিঃ স্তুতমতএব গাথান্যং = গানযোগ্যং গাতব্যং সনশ্রুতম্ = সনাতনয়া প্রসিদ্ধম্। হে ইন্দ্র! ত্বম্ আয়াহি = অস্মদ্‌যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ বয়ং তে = তদর্থং সুষুমা হি = সোমমভিষুতবন্তঃ ইম = অভিষুতং সোমং ত্বং পিব।

হে তুবিশুষ্ম! = প্রভূতবল! তুবিক্রতো! = বহুবিচিত্রকর্ম্মবন্ অথবা বহুপ্রজ্ঞ! সচীবঃ = বহুকর্ম্মোপেত পূজনীয়েন্দ্র! বিশ্বয়া = বিশ্বব্যাপ্তেন মতে। হে সোম! ত্বং ইন্দ্রায় = ইন্দ্রস্য

যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
অগ্নির্মা তত্র নয়ত্বগ্নির্মেধাং দধাতু মে।
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
বায়ুর্মা তত্র নয়তু বায়ুঃ প্রাণান্দধাতু মে।
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
সূর্য্যোমা তত্র নয়তু চক্ষুঃ সূর্য্যো দধাতু মে।
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসাসহ
চন্দ্রোমা তত্র নয়তু মনশ্চন্দ্রো দধাতু মে॥
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তাপসা সহ
ইন্দ্রোমা তত্র নয়তু বলমিন্দ্রো দধাতু মে।
যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ব্রহ্মামা তত্র নয়তু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে॥

এ অথর্ব্ব-মন্ত্র-অর্থ করিবারে নিরূপণ
দীক্ষা, তপ শব্দ দ্বয় আলোচনা প্রয়োজন।
ব্রতেন দীক্ষা মাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্য মাপ্যতে।
এই মন্ত্রে দীক্ষা শব্দ করে ব্যাখ্যা যজুর্ব্বেদ
কর্ণে মন্ত্র দান দীক্ষা এ দীক্ষায় বহুভেদ॥

পাতবে = পানার্থঃ মদায়চ পরিষিচ্যসে পাত্রেষু সিচ্যসে।
আপো = জলানি এনসঃ পাপাৎ মা = মাং শুন্ধন্তু = পুনন্তু পাপাৎ
পৃথক্ কুর্ব্বন্তু। তত্র দৃষ্টান্তরমাহ, দ্রুপদাদিবেতি = পাদুকা

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ।
এই শ্লোকে গৌতমীয় তন্ত্র করে নিরূপণ
দীক্ষার তাৎপর্য্য নহে হ্রীং ক্লীং মন্ত্রগ্রহণ;
তপস্বী তাপসঃ দান্তো যতিনো মুনি ঋষয়ঃ।
তপঃ কৃচ্ছ্রাদি কর্ম্মচ করিছে "কোষ" নির্ণয়,
লভে দীক্ষিত-তাপস-ব্রহ্মবিদ্ যেই স্থান
তার তরে প্রয়োজন, দীক্ষা তপ, ব্রহ্মজ্ঞান;
এমন্ত্রে মুক্তি প্রার্থনা করিত যে ঋষিগণ
দীক্ষিত, তাপস, জ্ঞানী ছিল না তারা কখন;
দীক্ষা তপ ব্রহ্মজ্ঞানে না করিয়া আকিঞ্চন
অগ্নি বায়ু সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রে করি আবহান
করে যে প্রার্থনা স্তুতি সেই পদ প্রাপ্তি তরে
ততোধিক মূঢ় তারে জ্ঞানবান মনে করে
অজ্ঞজনে জ্ঞানফল কে পারে করিতে দান?
কে কার শুনিবে স্তুতি, কে করিবে পরিত্রাণ?

পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি লক্ষবর্ষ পরমায়ু
একবিংশ হস্ত পরিমাণ
নরদেহ, ইচ্ছা মৃত্যু ছিল সত্য যুগে তার
বেদ মন্ত্রে আছে কি প্রমাণ?

'ভিন্দি' বিশ্বা অপদ্বিষঃ পরিবাধো মৃধঃ জহী
'অসাবি সোম ইন্দ্রতে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি।
য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ট চেততি
অস্মাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি।
অমিত্র সেনাং মঘবন্নস্মাংছত্রু যতীমভি
এবা রাতি স্তুবিমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ।
যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব
তন্না অমিত্রা ভবতা শীর্ষানোঽহয় ইব।

তস্মান্মুমুচানঃ = পৃথগ্‌ভবন্ যথা চ সিন্নঃ = স্বেদযুক্তঃ স্নাতঃ সন্ মলাৎ পৃথগ্‌ভবতি 'আজ্যমিব = যথা পবিত্রেণ কম্বলময়েন পূতং গালিতমাজ্যং = ঘৃতং কীটেভ্যঃ পৃথগ্‌ভবতি, তথাপো মাং শুন্ধন্তু।

হে দূর্বে দূ্র্বেষ্টকে ! কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ = প্রতিকাণ্ডং পরুষঃ পরুষ = প্রতি পর্ব্বঃ ত্বাম সম্বদ্ধা সম্বদ্ধেভ্যঃ সর্ব্ব পর্বভ্যঃ সকাশাদ্‌যথা ত্বং পরি সমন্তাৎ প্ররোহন্তী = অঙ্কুরবতী বর্ত্তসে হে দূর্বে ! এবং স্বাঙ্কুরবিস্তারবৎ সহস্রেন শতেন চ সহস্রশত শব্দাবসংখ্যাথৌ অসংখ্যৈঃ পুত্রপৌত্রনপ্ত্র্যাদভিনোঽস্মান্ প্রতনু = বিস্তারয়।

হে বেদি দীপ্যমানে ! হে ইষ্টকে ! যা ত্বং শতেন কাণ্ডানাং প্রতনীষি = বিস্তারয়সি সহস্রেন চাঙ্কুরাণাং বিরোহসি = বিবিধং প্ররূঢ়া ভবসি বয়ং হবিষা সহ তে স্থানং বিধেম = পরিচরেম।

ব্রতে = ব্রত্যতে বর্জ্জ্যতে সর্ব্বমেগোঽত্রেতি নিরুক্ত। শ্রদ্ধামাপ্নোতি = শ্রদিতি সত্যনামশ্রৎ সত্যং ধীয়তে যস্যা সা শ্রদ্ধা = আস্তিক্যবুদ্ধিঃ মুনীবিশেষঃ শ্রদ্ধয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাপ্যতে॥

হে ইন্দ্র ! বিশ্বাঃ = সর্ব্বাঃ দ্বিষঃ = দ্বেষ্টীঃ শত্রুসেনাঃ

বিমন্যু মিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্র স্যাভিদাসতঃ
বিন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
পুবাং দর্মো অপামজঃ বৃত্রখাদো বলং রুজঃ
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বিবৃত্রস্য হনূ রুজঃ।
মহো নো রায় আভর শবমান জহী মৃধঃ
ভিন্দি বিশ্বা অপদ্বিষঃ পরিবাধো জহী মৃধঃ।
এ সকল মন্ত্র যোগে করি ইন্দ্রে আবাহন
শত্রুবধে অনুরোধ করিত যে ঋষিগণ।
যো অস্মভ্য মরাতীয়াদ্যশ্চ নো দ্বেষতে জনঃ
নিন্দাদ্যো অস্মান্ ধিপ্সাচ্চ সর্ব্বং তং ভস্মসাকুরু
আরাধ্যদেব উদ্দেশ্যে করি মন্ত্র উচ্চারণ
অন্যের মৃত্যু কামনা করিত যে ঋষিগণ।

অপভিন্দি বিদারয় ! বাধঃ = হিংসত্রীঃ মৃধঃ = সংগ্রামান্ স্পৃধঃ মৃধঃ ইতি সংগ্রামনামসু পঠিতত্বাৎ পরিজহা = হিংস্যাঃ। হে ইন্দ্র ! তে = তদর্থং সোমঃ অসাবি = অভিষুতোহভূৎ। হে শবিষ্ঠ = অতিশয়েন বলবন্ ! অতএব ধৃষ্ণো = শত্রূণাং ধর্ষয়িতঃ। আগহি = দেবযজনদেশমাগচ্ছ। হে ইন্দ্র ! যঃ ত্বং সোমপাতমঃ = অতিশয়েন সোমস্য পাতা হে শবিষ্ঠ ! = বলবত্তম্ ! হে ইদৃশেন্দ্র ! তস্য সোমপানজনিতো যো মদঃ চেততি = সম্যগ্ জানাতি বৃত্রবধাদীনি কার্য্যানি কর্ত্তুম্। হে ইন্দ্র ! যঃ নঃ অস্মান্ জিঘাংসতি = হন্তুমিচ্ছতি তস্মৈ শত্রবে বধঃ = হননসাধন-মায়ুধম্ অস্তা অসি ক্ষেপ্তা ভবসি অসু = ক্ষেপণে। অমিত্রসেনাং হে মঘবন্ ! অস্মান্

ছিল তাঁহাদের মনে ক্রোধ প্রতিহিংসা দ্বেষ
বলে অজ্ঞ নাহি ছিল সত্য যুগে পাপ লেশ।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্‌যজ্ঞেন বোধয়
আয়ুঃ প্রজাং পশুন কীর্ত্তিং যজমানঞ্চ বর্দ্ধয়।
এই অথর্বণ মন্ত্রে হইতেছে প্রমাণিত
পার্থিব সুখেরতরে হ'ত কর্ম্মে প্রণোদিত।
"গচ্ছন্‌ জারো ন যোষিতাম" এই সাম প্রবচন
তৎকালিক ব্যভিচার করিতেছে নিরূপণ।
বামদেব ঋষিকৃত মিথুনাখ্য উপাসনা
হিঙ্কার উদ্গীথ আর প্রতিহারাদি বর্ণনা
অশ্লীলতা হেতু হেথা হইলনা. সঙ্কলিত
ছান্দোগ্যে ঋষি চরিত্র হইয়াছে উজলিত।
মানোবধীঃ পিতরং প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ
মান আয়ুষি বীরান গোষু অশ্বেষু রীরিষঃ।
প্রিয়া পুত্র পোষ্যাসক্ত মায়ামোহে মুহ্যমান
ছিল ঋষি, যজুমন্ত্র করিতেছে সাক্ষ্যদান।
যজু ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে আছে মন্ত্র ত্রয়োদশ
করিছে ঘোষণা তাহা ঋষিদের অপযশ।
জঘন্য চরিত্র রীতি করিয়া ভাষ্যে বর্ণন
"অশ্লীল" বলিয়া মহী করিয়াছে সমাপন।

দেখাইয়া দয়ানন্দ "বেদভাষ্য ভূমিকায়
মহীধর ভাষ্য সত্য নয়
করিয়াছে ভিন্ন ব্যাখ্যা, কি অসত্য কিবা সত্য
কি যুক্তিতে করিব প্রত্যয়?

স্বমত পোষণ তরে, রক্ষিতে বেদের মান
করিয়াছে দয়ানন্দ সত্য অর্থ প্রত্যাখ্যান।
কিন্তু তাতে অধীতের ভ্রান্তি সম্ভাবিত নয়
দেখ পুরাণাদি শাস্ত্র ঘুচিবে সর্ব্ব সংশয়,
ততঃ সংশ্রপ্য তুরগং বিধিবদ যাজকাস্তদা
উপসং বেশয়ন্ রাজংস্ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাম।
পতত্রিণাং তদা সার্দ্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা
অবসদ্রজনীমেকাং কৌশল্যা ধর্ম্ম কাম্যয়া।

শত্রুযতীমভি=ভস্মীকুরু অমিত্যর্থঃ। হে তুবিমঘ! =বহুনাম বহুধন ইন্দ্র! বিশ্বেভিঃ=সর্ব্বৈঃ ধাতৃভিঃ কর্ম্মধারকৈঃ যদ্বা রাতি গবাশ্বাদিনাং ধাগি। যত্র=সংগ্রামে কুমারা বিশিখা ইব=মুণ্ডিতা ইব বাণাঃ সম্পতন্তি। হে অমিত্রা!=শত্রবঃ যূয়ম্ অন্ধা ভবত= কীদৃশা অন্ধাঃ? অশীর্ষণঃ অহয়, ইব=যথা সর্পাঃ শীর্ষচ্ছিন্নাঃ অকিঞ্চিৎকরাঃ ভবন্তি তথা ভবত।

সামভাষ্যে সায়ণাচার্য্য

হে বিত্রহন্ ইন্দ্র! অভিদাসতঃ=অস্মানুপক্ষয়তঃ অমিত্রস্য= শত্রোঃ বিমন্যুং=ক্রোধমপি বিনাশয়। হে ইন্দ্র! নঃ অস্মাকং মৃধঃ ॥

হোতাধ্বর্য্যু স্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতাম্ পরাং তথা।
অশ্বমেধে এজঘন্য রীতি ছিল প্রচলিত
রামায়ণ, ভারতের শ্লোকে হয় প্রমাণিত।
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নী গ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্
চার্ব্বাকের এ নিন্দায় সহজে প্রতীতি হয়
এই বিগর্হিত বিধি মহীর কল্পনা নয়।

সংগ্রামকারিণঃ শত্রূন্ বিজহি = বিনাশয়। তথা পৃতন্যতঃ = পৃতনাঃ সেনা আত্মন ইচ্ছতঃ যুযুৎসমানান্ নীচ যচ্ছ = নীচীনমবাঙ্মুখং যচ্ছ গময়। সোঽয়মিন্দ্রঃ বৃত্রখাদঃ = বৃত্রং খাদতি হিনস্তীতি, বলং রুজঃ = রুজো ভঙ্গে। অপামজঃ অজ = গতি ক্ষেপণয়োঃ পুরাং = শত্রুসম্বন্ধিনাং দর্ম্মঃ = দারকঃ। হে ইন্দ্র! রক্ষ = রাক্ষসজাতং বিজহি = বিনাশয়। বৃত্রস্য আবকাসুরস্য হনূ = কপোলপ্রান্তৌ বিরুজ = বিশেষেণ ভগ্নৌ কুরু। হে পবমান! ইন্দ্র সোমঃ নঃ অস্মাকং মহঃ = মহান্তি রায় = ধনানি আভর = আহর মৃধঃ = হিংসকান্ শত্রূংশ্চ জহি = মারয়। হে ইন্দ্র! ত্বং বিশ্বা = সর্ব্বাঃ দ্বিষ = দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনা অপভিন্দি = বিদারয়। সামভাষ্যে সায়নাচার্য্য।

যো নরঃ অস্মভ্য অরাতীয়তি যশ্চ জনো নোঽস্মান্ দ্বেষতে নিন্দতি = বাচা দুঃখং দদাতি ধিপ্সতি = দম্ভিতুমিচ্ছতি, জিঘাংসতি দম্ভৈঃ, হে অগ্নে! তৎ সর্ব্বং জনং চতুর্বিধং ভস্মসাৎকুরু। যজুর্ভাষ্যে মহীধর।

অধ্বর্য্য হোতার, আর কুলস্ত্রীর রসিকতা
বলে সত্যে শ্রৌত যজ্ঞে ছিল কত পবিত্রতা।*
নহে কলিকাল হেতু শ্রৌত যজ্ঞ নিবারিত
জঘন্য রীতির তরে হইয়াছে নিরাকৃত;
এসকল রীতি যারা করেছিল প্রচলন
তাহাদের "পাপং নাস্তি" সম্ভবেনা কদাচন।
তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নে স্তীক্ষ্ণতরা উত
ইন্দ্রস্য বজ্রাত্তীক্ষ্ণীযাংসো যেযামস্মি পুরোহিতঃ।
কোন সত্বগুণাত্মক পুণ্য কর্ম্মে প্রয়োজন
সুতীক্ষ্ণ পরশু যাহা করে ব্যক্ত অথর্বণ?
"সংমিমীতে দীর্ঘায়ুত্বায় শত শারদায়"
অথর্বণে দীর্ঘ আয়ু শত বর্ষ দেখা যায়।

শতং জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ
শতং হেমন্তাচ্ছতমু বসন্তান্
শতমিন্দ্রাগ্নীসবিতা বৃহস্পতিঃ
শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ।

করিত যজ্ঞোপাসনা শত বর্ষ কামনায়
এইরূপ বহুমন্ত্র ঋক্ বেদে দেখা যায়!
"য এবং বেদ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি"
দেখ এ ছান্দোগ্য মন্ত্রে জ্ঞানীর পার্থিব গতি।

* যজুর্ব্বেদ ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে ১৯ হইতে ৩১ মন্ত্র দেখ।

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ্ব” এবচন
কণ্ঠকে দীর্ঘ আয়ুর সংখ্যা করে নিরূপণ।
পশ্যেম শরদঃশতং জীবেমঃ শরদঃশতং
শৃণুয়াম্ শরদঃশতং প্রব্রবাম শরদঃশতং
অদীনাঃ শরদঃশতং ভুয়শ্চ শরদঃশতং
“ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং শতং জীবন্তু শরদঃ”
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমা
এই যজুর্ব্বেদ মন্ত্রে শত বর্ষের কামনা
লক্ষবর্ষ জীবী জীবে কদাপি সম্ভব নয়
অজ্ঞের কল্পনা ইহা অবজ্ঞার যোগ্য হয়।
ছিল যদি ইচ্ছামৃত্যু আয়ুলাভ কামনীয়
যজ্ঞ উপাসনা কেন চতুর্ব্বেদে দেখা যায়?
স্বীয় একবিংশ হস্ত পরিমিত জীবগণ
ছিল সত্যযুগে ইহা সম্ভবেনা
আজানুলম্বিত হস্ত কিম্বা আকুক্ষিলম্বিত
ছিল সত্যে, কিসে দেহ হয়েছিল পরিমিত?
কলির পঞ্জিকাকার নাহি ছিল বিদ্যমান
কার হস্তে একবিংশ হয়েছিল দেহমান?
প্রসূত শিশুর হস্তে যদি পরিমিত হয়
বর্ত্তমানে নরদেহ তাহা হতে ন্যূন নয়।

অহো! কি সর্ব্বজ্ঞ আর প্রবুদ্ধ পণ্ডিতগণ
নব্য স্মৃতি পঞ্জিবলে করিছে বঙ্গ শাসন!
হইলেও ঋষি আখ্য নাহি ছিল সবে জ্ঞানী
নহে বেদমন্ত্র জ্ঞানময়
সর্ব্বকালে জৈব মনে আছে, ছিল গুণত্রয়
হইয়াছে আমার প্রত্যয়।
কিন্তু ছিল নিরামিষী ফল মূল ভোজী ঋষি
অনেকের এই অনুমান
ঋষিকৃত পশুবধে মাংসাহার সোমপানে
বেদমন্ত্রে আছে কি প্রমাণ?
পষ্টবাট্‌ চ মে পষ্টৌ হীচম উক্ষাচ মে বশাচ
ম ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মে হনড্বাঁশ্চ মে ধেনুশ্চ।
ত্যবি গৌর্বয়ো দধুঃ দিত্যাবড্‌ গৌর্বয়ো দধুঃ
পঞ্চাবি গৌর্বয়ো দধুঃ ত্রিবৎসো গৌর্বয়ো দধুঃ
তুর্য্যবাড্‌ গৌর্বয়ো দধুঃ পষ্টবাড় গৌর্বয়ো দধুঃ
অনড্বান গৌর্বয়ো দধুঃ ধেনুর্গৌর্ণ বয়ো দধুঃ
উক্ষাগৌর্ণ বয়ো দধুঃ বশাবেহদ্বয়ো দধুঃ
বৃহদৃষভো গৌর্বয়ো দধুঃ হবিরিন্দ্রে বয়ো দধুঃ॥

পষ্টং = বর্ষচতুষ্কং বহতীতি পষ্টবাট্‌ তাদৃশী গৌঃ পষ্টৌ হী উক্ষা = সেচনক্ষমো বৃষঃ বশা = বন্ধ্যা যুবাবৃষঃ ঋষভঃ বেহদ্গর্ভঘাতিনী, অনড্বান্‌ = শকটবহন ক্ষমো বৃষঃ ধেনু = নবপ্রসূতা গৌঃ এতে মম যজ্ঞেন নিমিত্তেন কল্পন্তাং স্বস্ব ব্যাপারসমর্থা ভবন্তু মহ্যমপ

হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাজ্যস্য স্তোকানাং
স্বাহা মেদসাং পৃথক্ স্বাহা ছাগ মশ্বিভ্যাং।
স্বাহা মেষং সরস্বত্যৈ স্বাহা ঋষভমিন্দ্রায়
পরিস্রুতা ঘৃতং মধু ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।
এই যজুর্বেদ মন্ত্রে সহজে সিদ্ধান্ত হয়
ছিল যজ্ঞে পশুবধ প্রচলিত নিঃসংশয়
গো অজা মেষাদি পশু ব্যবহারে এইমত
ঋক্ সাম অথর্বেও আছে মন্ত্র শত শত।
যজ্ঞে দেবতা উদ্দেশ্যে হ'ত পশু ব্যবহৃত
যদিও এমন্ত্রে দৃষ্ট হয়
করিয়া পশু নিহত মাংস ব্যবহার বিধি
এই মন্ত্রে হয় কি নিশ্চয়।
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ কালে গো, বৃষাদি দান বিধি
বর্ত্তমানে করি দরশন
কিন্তু নাহি বধ বিধি, শ্রৌত যজ্ঞে পশু বধ
কি উপায়ে কর নিরূপণ?

ভোগক্ষমা ভবস্থিতার্থঃ দধু = দধতু প্রযচ্ছন্তু কীদৃশী গোঃ ত্র্যাবিঃ ত্রয়োঽবয়ো যস্য স্বার্ধবৎসরো গৌরিত্যার্থঃ। দিত্যবাট্ দিত্যং হবির্বহতীতি পঞ্চাবিঃ = স্বার্ধ দ্বিবর্ষঃ ত্রিবৎসো গৌর্বয়ো = ত্রয়োবৎসা সুচরা বৎসরাবা চতুর্থং বর্ষং বহতীতি তুর্য্যবাট্ গোঃ পষ্টং = ভারং বহতীতি পষ্টবাড়্। যজুর্ভাষ্যে মহীধর।

যক্ষৎ = যজতু আজ্যস্য = ঘৃতস্য স্তোকানাং = বিপ্রুষাং মেদসাং =

ছাগস্য বপায়া মেদসো জুষেতাং হবির্হোতর্যজ
মেষস্য বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোতর্যজ
ঋষভস্য বপায়া মেদসো জুষতাং হবির্হোতর্যজ
স্বাহা লোহিতায় স্বাহা লোমভ্যঃ স্বাহা ত্বচেভ্যঃ
স্বাহা মাংসেভ্যঃ মজ্জভ্যঃ স্বাহা পয়াবে, মেদভ্যঃ
হোতা যক্ষৎ সরস্বতীং মেষস্য হবিষ আবয়ৎ
হোতা যক্ষদিন্দ্রমৃষভস্য হবিষ আবয়ৎ
অগ্নয়ে অনীকবতে প্রথমজানালভতে
বসন্তায় কপিঞ্জলান্ গ্রীষ্মায় কলবিঙ্কান
সোমায় হংসানালভতে ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং ক্রুঞ্চান
সোমায় লবানালভতে বরুণায় মহিষান
রুরু রৌদ্রঃ কয়িঃ কুটরুর্দাত্যৌহস্তে বাজিনাং

বপাসম্বন্ধিনাং পৃথক্ স্বাহা = স্বাহাকারেণৈব যজ্ঞং সমস্থাপয়ন্নিত্যা-হেতি শ্রুতেঃ সমাপ্তিবচনাঃ স্বাহাকারাঃ ভাষ্য মহীধর।

হে হোতঃ! ত্বং যজ। বপায়া = মেদসঃ হবির্জুষেতাং = সেবেতাম্ মেদঃ = স্নিগ্ধভাগঃ . হবিষঃ - হবিঃ আবয়ৎ = অভক্ষয়ৎ অনীকবতে = অনীকবদ্গুণাবশিষ্টায়াগ্নয়ে। প্রথমজান্ = প্রথমগর্ভে-জাতান্ ত্রীণ্ অজান্। কলবিঙ্কান = চটকান্ কুটরু = কুক্কুটান্ অগ্নয়ে লোমভ্যঃ = স্বাহেতি প্রায়শ্চিত্তাহুতয়ো দ্বিচত্বারিংশৎ লোমাদীন্ত-ঙ্গানি লোমভ্যঃ স্বাহা = লোমানি জুহোমীত্যর্থঃ। ত্বচেভ্যঃ মাংসেভ্যঃ পায়ুশুদম্ ইত্যাদি কয়ি = পক্ষীবিশেষঃ দাত্যৌহঃ = কলকণ্ঠঃ তে ত্রয়ো বাজিনাং দেবানাং। যজুর্ভাষ্যে মহীধর।

মরুতাং স্কন্ধা প্রথমা কীকসা বিশ্বেষাং দেবানাং
রুদ্রানাং দ্বিতীয়া তৃতীয়া কীকসাদিত্যানাং
বায়োঃ পুচ্ছমগ্নীষোময়োর্ভাসদৌ ক্রুঞ্চৌ
শ্রোণিভ্যাং
ইন্দ্রা বৃহস্পতি উরুভ্যাং মিত্রা বরুণা বল্লাভ্যাং
"উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ"
"ঘৃতেনাক্তৌ পশূংস্ত্রায়েথাম্"
"গোভির্বপাবান্মধুনাসমঞ্জন্"
"গব্যএতদন্নমত্ত দেবাএতদন্ন মদ্ধি"
যত্তেগাত্রাদগ্নিনাপচ্যমানাদভিশূলং
নিহতস্যাবধাবতি।
মাতদ্ ভূম্যামাশ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যঃ
স্তদুশদ্‌ভ্যোরাতমস্তু।

কীকসং = কুল্যমস্থি কাকসাত শব্দং করোতি কীকসমস্থি। ভাসদৌ = নিতম্বৌ শ্রোণিভ্যাং = দক্ষবামাভ্যাং কটিপ্রদেশাভ্যাং ক্রুঞ্চৌ দেবৌ প্রীণামি। গোভির্বপাবান্ = পশুসম্বন্ধিনীভির্বপাবান্ বপাযুক্তঃ মধুনা মধুস্বাদোপেতেন ঘৃতেন সমঞ্জন্ = হবীংষি ভক্ষয়ন্। এতদন্নমত্ত = ভক্ষয়ত এতদন্নমদ্ধি = ভক্ষয়। হে অশ্ব! অগ্নিনা পচ্যমানাত্তে = তবগাত্রাৎ = শরীরাৎ যৎ উষ্মা রসো বা অবধাবতি অধস্তাদ্গচ্ছতি তথা নিহতস্য = নিঃশেষেণ হতস্য যৎ অঙ্গং শূলমভি অবধাবতি = শূলেন পাকে ক্রিয়মাণে যন্নির্গচ্ছতি ভূম্যাং মা আশ্রিষৎ = ভূম্যাশ্লিষ্টং মাভূৎ তথা তৃণেষু মাশ্রিষৎ = বিশসন সময়ে তৃণলগ্নং

যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্কং য ইমাহুঃ
সুরভি র্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষা মুপাসত উতো
তেষা মভিগূর্তির্ন ইন্বতু
ইন্দ্র পীতস্য প্রজাপতি ভক্ষিতস্য মধুমত উপহূত
উপহূতস্য ভক্ষয়ামি।
মধুমন্তমিন্দু সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি।
গোভির্ন সোমমশ্বিনা মাসরেণ পরিশ্রুতা
সমধাতং সরস্বত্যা স্বাহেন্দ্রে সুতং মধু।

মাস্তু। কিং তাং তৎপতিতং তৃণলগ্নং সর্ব্বং দেবেভ্যো রাতু=দত্তমস্তু বা দানে। কীদৃশেভ্যো দেবেভ্যঃ উশস্তি=কাময়ন্তে তে উশন্তঃ তেভ্যঃ অগ্নৌ=উরুসন্ধিভ্যাম্।

যে জনাঃ পক্কং বাজিনং=অশ্বং পরিপশ্যন্তি=অয়ং পক্ক ইতি জানন্তি ইত্যাহুঃ=এবং কথয়ন্তি কিম্ সুরভিঃ সুগন্ধঃ পাকো জাতঃ যেচ জনাঃ অর্বতোঽশ্বস্য মাংসভিক্ষামুপাসতে=হুত শিষ্ট মাংসযাচনাং কুর্বতে, উতো অপিচ তেষাং অভিগুর্তিঃ উদ্যমো নোঽস্মানিন্বতু প্রীণাতু। নির্হর দেহীত্যাহুঃ। ইন্দ্রপীতস্য=ইন্দ্রেণ পীতোভক্ষিতস্তস্য, প্রজাপতিভক্ষিতস্য=প্রজাপতিনা ভক্ষিতস্তস্য= মধুমতঃ=মধুরস্বাদোপেতস্য, উপহুতস্য=কৃতোপ হবস্য এবং বিধস্য তবাংশং ভক্ষয়ামীত্যর্থঃ রাজানমিহ=যজ্ঞেঽহং ভক্ষয়ামি, কীদৃশং সোমং মধুমন্তং=রসবন্তং ইন্দুর্মাদ পরমৈশ্বর্য্যপ্রদম্। হে অশ্বিনা! অশ্বিনৌ! মাসরেণ পরিস্রুতা=সহ গোভিন= গোপ্রভৃতি পশুভিশ্চ

এই ঋক্, যজু, মন্ত্রে "বপা" "মেদ" "মাংস" যত
করিছে প্রমাণ যজ্ঞে হইত পশু নিহত।
কীকসা, ভাসদো, স্কন্ধ উরু শ্রোণি পুচ্ছমেদ
কিরূপে করে প্রদান না করিয়া পশুচ্ছেদ?
"নিহতস্য" "আলভন্তে" আলম্ভাদি" শব্দচয়
বধার্থ জ্ঞাপক, তাতে বধ প্রমাণিত হয়।
"পচ্যমান" "পক্কং" আদি যতশব্দ বিদ্যমান
মাংস রন্ধনাদি কর্ম্মে করিতেছে সাক্ষ্যদান।
"মাংস ভিক্ষা" "ভক্ষয়ামি" "অত্ত" "অদ্ধি" শব্দচয়
যজ্ঞে মাংস ভক্ষণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়।
ষট্‌শতানি নিযুজ্যন্তে পশূনাং, মধ্যমেঽহনি
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য নবভিশ্চাধিকানি, চেতি।
মহীধর ভাষ্যেধৃত এই শাস্ত্র প্রবচন
অশ্বমেধে পশু সংখ্যা করিতেছে নিরূপণ।
সামবেদ হ'তে এবে করিয়া মন্ত্র উদ্ধার
করিলে সোমের ব্যাখ্যা থাকিবেনা দ্বিধা আর,
স্বাদিষ্টয়া মদিষ্টয়া পবস্ব সোমধারয়া
অস্যক্ষত প্রবাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া।

সং নশ্চার্থে সুতং = আভিসুতং সোমং মধুচ হব্রে যুবাং সমধাতং = আরোপয়ম্। যজুর্ভাষ্যে মহীধর।

হে সোম! স্বাদিষ্টয়া = স্বাদুতময়া মদিষ্টয়া = অতিশয়েন মাদয়িত্র্যা ধারয়া = পবস্বক্ষর। বাজিনঃ = বলবন্তঃ সোমাসঃ = সোমাঃ

পবমানা। অসৃক্ষত পবিত্র মতি ধারয়া
অভিদ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া।
উপোষু জাত মপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্
ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
পবস্ব বাজসাতয়ে পবিত্রে ধারয়া সুতঃ।
সম্মিশ্লো অরুষো ভুবঃ সূপস্থাভির্ণ ধেনুভিঃ
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জা নো অক্তুভিঃ।
ইন্দ্রায় সোমপাতবে বৃত্রঘ্নে পরিষিচ্যসে
সং গোভির্বাসয়ামসি যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে।

গব্যয়া, অশ্বয়া = তদেচ্ছয়া প্র অসৃক্ষত = প্রামৃজ্যন্ত। পবমানাঃ = পূয়মানাঃ সোমা ধারয়া পবিত্রম্ অতি = অতীত্য অসৃক্ষত = সৃজ্যন্তে। অভি = ক্ষরন্তীতি শেষঃ। কিং প্রতি? দ্রোণাণি = দ্রোণকলশান্ কে বভ্রবঃ = বভ্রুবর্ণাঃ সোমাঃ শুক্রাঃ = দীপ্তাঃ কেন প্রকারেণ? ঋতস্য = অমৃতস্য ধারয়া = ধারাকারেণ। সুজাতং সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং ভঙ্গং = শত্রুণাম্ভঞ্জকং গোভিঃ = গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ পরিস্কৃতং = সংস্কৃতম। আযবঃ = গমনশীলা সোমাঃ মদ্যং = মদকরং মদম্ = আত্মীয়ং রসম্ অভিপবন্তে = নির্গময়ন্তু। মদঃ মদকরঃ সুতঃ = অভিষুতঃ সোমঃ মরুত্বতে = মরুদ্ভিস্তদ্বত ইন্দ্রায় = ইন্দ্রার্থং পবতে = ক্ষরতি। হে সোম! সুতঃ = অভিষুতঃ ত্বম বাজসাতয়ে = অন্নলাভায় পবিত্রে ধারয়া পবস্ব = ক্ষর হে সোম! ত্বং সুপস্থাভিঃ শোভনোপস্থানাভিঃ ধেনুভিঃ গোভিঃ গোবিকারৈঃ পয়োভিরিত্যর্থঃ সম্মিশ্লঃ = সম্মিশ্রিতঃ অরুষভুবঃ = আরোচমানো-

এ সকল সামমন্ত্রে হইতেছে নিরূপিত
তরল মাদক সোম হইত দ্রোণে রক্ষিত
করিত সমাংস সোম ঋষিগণ ব্যবহার
সামে পাবমান পর্ব্ব প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার
হয় বহ্বার্থ ব্যঞ্জক সংস্কৃত শব্দ সমূহ,
ব্যাকরণ করি আলম্বন
শ্রুতির বিভিন্ন অর্থ করিতেছে ভিন্নবাদী
ভিন্ন ভাষ্যে করি দরশন।

কে অভ্রান্ত কেবা ভ্রান্ত কি অসত্য কিবা সত্য
কি প্রমাণে করিব নিশ্চয়?
ছিল যজ্ঞে পশু বধ মদ্য মাংস প্রচলিত
কি যুক্তিতে করিব প্রত্যয়?

তরল মাদক সোম প্রমাণ করিছে বেদ
সায়ণ, মহীর, ভাষ্যে নাহি তাতে মতভেদ।
ছাগাদির ব্যবহারে যদিও অমত নাই
ধেনু, গৌ, শব্দের ভাষ্যে অমতি দেখিতে পাই

ভব। হে মদিন্তম! মাদয়িতৃতম! সোম! অক্তুভিঃ = অঞ্জন সাধনভূতৈঃ গোভিঃ = গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ অঞ্জানঃ = অজ্যমানঃ স ত্বং পবস্ব = ক্ষরত। হে সোম! বৃত্রঘ্নে = বৃত্রস্য হন্ত্রে ইন্দ্রায় পরিতঃ পাত্রেষু সিচ্যসে॥

"ধেনুভিঃ গোভিঃ গোর্বিকারৈঃ পয়োভিঃ" এই ছলে
ধেনু শব্দে দুগ্ধ অর্থ আচার্য্য সায়ন বলে।
সায়ন, গোশব্দে অর্থ করিয়াছে "গোর্বিকার"
ঋষভ বৃষভ শব্দে বিপরীত ভাষ্য তাঁর!
প্রার্থনা দক্ষিণাকালে সায়নের ধেনুগণ
চতুষ্পদ পশুরূপে করিত তৃণ ভোজন।
কিন্তু তাতে স্পর্শ মাত্র বধার্থক শব্দ যুত
হইয়াছে ধেনুদ্রব, গোর্বিকারে পরিণত।
সুধু, ক্ষীর, সর্পি, পয়, নাহি হয় গোর্বিকার
গোমূত্র গোময় কেন করে নাই অর্থ তার?
পাবমানী র্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পি র্মধূদকম্।
এইরূপ সামমন্ত্রে করিতেছি দরশন
ক্ষীর, সর্পি, দুগ্ধ শব্দ আছে বেদে অগণন।
অস্য প্রত্নামনুদ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়
পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্, মন্ত্রে "পয়"* দৃষ্ট হয়
ক্ষীর, সর্পি, পয়, শব্দ ছিল পূর্ব্বে প্রচলিত
দুগ্ধ তরে ধেনু শব্দ কেন হবে ব্যবহৃত?
ধেনু গো যদ্যপি বেদে দুগ্ধার্থ ব্যঞ্জক হয়
পয়, ক্ষীরাদিও তবে গোবাচক নিঃসংশয়।

সায়নের ভাষ্য যদি সমাজে হয় গৃহীত
এইরূপ নবভাষা হবে তবে প্রচলিত,
"অবির্ত্তিত উষ্ণ ধেনু গরু বলপ্রদ হয়
করিতেছে হাম্বা রব দুগ্ধ ক্ষীর সর্পি পয়।"
যজুর্বেদ*

নবীন সংস্কারে বদ্ধ নব্য ভাষ্যকারগণ
বেদার্থে বহু অনর্থ করিয়াছে সঙ্ঘটন
বৈদিক বহু শব্দের হয় না অর্থ উদ্ধার
নিরুক্ত ও বহুস্থলে দেখিতেছে অন্ধকার॥

বেদের প্রাচীন ভাষ্য নাহি কিছু বর্ত্তমানে
সায়নাদি আধুনিক হয়
দুর্ব্বোধ্য বৈদিক ভাষা, কি অবিধি কিবা বিধি
কি উপায়ে করিব নির্ণয়?

যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া ছিল যবে প্রচলিত
কি অর্থে এ'সব শব্দ" সেকালে হ'ত গৃহীত
কি বিধি কি রীতি ক্রমে হ'ত যজ্ঞ সম্পাদিত
দেখ ভারতাদি গ্রন্থে, হবে দ্বিধা বিদূরিত।

"ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথা শাস্ত্রং মনীষিভিঃ
তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চযে।

ঋষভাঃ শাস্ত্র পঠিতা স্তথা জলচরাশ্চযে
সর্ব্বাং স্তানভ্য যুঞ্জংস্তে তত্রাগ্নিচয় কর্ম্মণি
যূপেষু নিয়তাচাসীৎ পশুনাং ত্রিশতী তথা
অশ্বরত্নোত্তরা যজ্ঞে কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ

* * * * *

শ্রপয়িত্বা পশূনন্যান্ বিধিবদ্দ্বিজসত্তবা
তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ।
কলাভিস্তিস্ৰভিঃ রাজন্ যথা বিধি মনস্বিনীম্
উদ্ধৃত্য তু বপাং তস্য যথা শাস্ত্রং দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রপয়ামাসুরব্যগ্রা বিধিবস্তুরতর্ষভ
তং বপাধূমগন্ধং তু ধর্ম্মরাজঃ সহানুজৈঃ
উপাজিঘ্রদ্ যথাশাস্ত্রং সর্ব্বপাপাপহং তদা।
শিষ্টান্যাঙ্গানি যান্যাসংস্তস্যাশ্বস্য নরাধিপ
তান্যগ্নৌ জুহুবুধীরাঃ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ
ব্যাসঃ সশিষ্যো ভগবান্ বর্দ্ধয়ামাস তং নৃপম্॥

কি বিধিতে অশ্বমেধ হয়েছিল সম্পাদিত
ভারতের এই শ্লোকে হয় তাহা নিরূপিত।
সশিষ্য বেদজ্ঞ ব্যাস ছিল যজ্ঞে বিরাজিত
বেদার্থ ব্যত্যয় তথা নাহি হয় সম্ভাবিত॥

নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ।
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে
ঋত্বিগ্ভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা।
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ।
কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা।
হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণাঃ
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ।
করেছিল দশরথ যজ্ঞ পুত্র লাভ তরে
এইরূপে পশু বধ বাল্মীকি বর্ণন করে।
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেখ করি সুবিচার
বৈদিক শব্দের অর্থে থাকিবে না ভ্রম আর।
এবং বভূব যজ্ঞঃ স ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ
বহ্বন্নধনরত্নৌঘঃ সুরামৈরেয়সাগরঃ।
সর্পিঃপঙ্কাহ্রদা যত্র বভূবুশ্চান্নপর্ব্বতাঃ
রসালাকর্দ্দমানদ্যো বভূবুর্ভরতর্ষভ।
ভক্ষ্যংখাণ্ডবরাগানাং ক্রিয়তাং ভুজ্যতাং তথা
পশূনাং বধ্যতাং চৈব নান্তং দদৃশিরে জনাঃ।

মত্ত-প্রমত্ত-মুদিতং সুপ্রীত-যুবতী-জনম্
মৃদঙ্গশঙ্খনাদৈশ্চ মনোরম মভুত্তদা।
যজ্ঞশেষে নানাবিধ "মকারের" আয়োজন
ভারতের এই শ্লোক করিছে প্রতিপাদন॥
পৌরাণিক বর্ণনায় নহে যদি তৃপ্ত মন
দেখ "কর্ম্ম মীমাংসায়" কি করে প্রতিপাদন।
দার্শনিক যুগে যজ্ঞকর্ম্ম ছিল প্রচলিত
জৈমিনী বেদানভিজ্ঞ, নহে ইহা সম্ভাবিত।
"পশৌচ লিঙ্গদর্শনাৎ" "ছাগোবা মন্ত্রবর্ণাৎ"
পশোরেক হবিষ্টং সমস্তং চোদিতত্বাৎ
পশৌতু চোদনৈকত্বাত্তন্ত্রস্য বিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ
পশুঃ পুরোডাশ বিকারঃস্যাদ্দেবতা সামান্যাৎ
তৎপ্রবৃত্তির্গণেষুস্যাৎ প্রতি পশু যূপ দর্শনাৎ
তুল্য সর্বেষাং পশুবিধিঃ প্রকরণা বিশেষাৎ
একধেত্যেক সংযোগাদভ্যাসেনাভিধানংস্যাৎ
একত্বাদ্বৈকভাগঃস্যাদ্ভাগস্যাশ্রুতি ভূতত্বাৎ
মাংস পাকো বিহিত প্রতিষেধঃ আহুতি যোগাৎ
"লিঙ্গদর্শনাচ্চ" ত্র্যঙ্গৈর্বা শরবদ্বিকারঃ স্যাৎ।
"তথাযূপস্যবেদিঃ", ন চাঙ্গবিধি রণঙ্গেস্যাৎ
পশুং প্রত্যাহৃত্তা সা কুর্য্যাৎ বিদ্যমানত্বাৎ

বসিষ্ট সংনিধানাদুরুকেণ বপ্যাভিধানম্
পশাবনালম্ভাল্লোহিতশঃ ক্রতোরকর্ম্মত্বম্।
একেতু শ্রুতি ভূতত্বাৎ গবাং লিঙ্গ বিশেষণ
অশ্বস্য চতুস্ত্রিংশতস্য বচন্যদ্বৈশেষিকম,
"গব্যস্যচ তদাদিষু" "অব্যক্তাস্থতু সোমস্য"
শামিত্রে চ পশু পুরোডাশো ন স্যাদিতরস্থ
অভক্ষ্যা বা কর্ম্ম ভেদাত্তস্যাঃ সর্ব্বপ্রদানত্বাৎ
বচনং বাহজ্যে ভক্ষ্যস্য প্রকৃতৌ স্যাদ ভাগিত্বাৎ
পশৌচ পুরোডাশে সমান, তন্ত্রং ভবেৎ
এক পাত্রে ক্রমাৎ অধ্বর্যুঃ পূর্ব্বো ভক্ষয়েৎ
অপ্রাকৃতত্বাৎ মৈত্রা বরুনস্য অভক্ষত্বম্
"পাম ব্যাপচ্চতদ্বৎ" বচনাদনুজ্ঞাত ভক্ষনম্
"বষট কারচ্চ ভক্ষয়েৎ" "অবিভাগাচ্চ শেষস্য"
লিঙ্গ সমাখ্যানাভ্যাং ভক্ষার্থতাহনুবাকস্য॥
এইরূপ শত শত সূত্র করি প্রণয়ন
করেছে জৈমিনী মুনি কর্ম্ম বিধি নিরূপণ।

পূর্ব্বমীমাংসার সূত্র করিতেছে সাক্ষ্য দান
ছিল যজ্ঞে পশুবধ, মাংসাহার, সোমপান,

প্রাচীন শবর ভাষ্য দেখ করি অধ্যয়ন
মাধবের নব্য ভাষ্যে তাতে কত বিলক্ষণ

নবীন সংস্কারে বদ্ধ নব্য ভাষ্যকার গণ
সূত্রার্থ ব্যত্যয় তরে করিয়াছে প্রাণপণ।
করেছে যে ভাষ্যারম্ভে গজাননে নমস্কার
কেমনে গোহত্যা বিধি লিখিবে লেখনী তার?

বৈদিক যজ্ঞাদিকর্ম্মে হইত পশু নিহত
ছিল এই প্রথা প্রচলিত
শ্রাদ্ধাদি অপর কর্ম্মে হইত কি পশুবধ?
শাস্ত্র বাক্যে হয় কি নির্ণীত?

হবিষ্য মৎস্য মাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ
শৌকর চ্ছাগলৈরেণৈ রৌরবৈর্গবয়েনচ।
ঔরভ্র গব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যাঃ পিতামহাঃ
প্রযান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ।
এইরূপে বহু শ্লোকে করিছে বিষ্ণু পুরাণ
শ্রাদ্ধ কার্য্যে নানাবিধ পশুবধে বিধিদান।
"যজ্ঞায় জগ্ধির্ম্মাংসস্যেত্যেষ দৈবোবিধিঃস্মৃতঃ"
বলে মনু যজ্ঞে মাংস ভোজন বেদ বিহিত।
মধু পর্কে অভ্যাগতে গবাদি মাংস প্রদান
ছিল প্রচলিত পূর্ব্বে সংহিতা করে প্রমাণ।
তিলৈ ব্রীহি যবৈর্ম্মাষৈ রদ্ভি র্মূল ফলেন বা
দত্তেন মাংসৈ প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাং।

দ্বৌমাসৌ মৎস্য মাংসেন ত্রীন্মাসান্ হরিণেনতু
ঔরভ্রেনাথ পঞ্চবৈ।
ষণ্মাসান্ ছা ন নবৈবতু
দশ মাসাংস্তু হিষামিষৈঃ।
শশকূর্ম্ময়োঃ মাংসেন মাসানেকাদশৈবতু
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বাধ্রীনসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী
কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়গ লোহামিষং মধু
আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানিচ সর্ব্বশঃ
মরিয়াও নাহি ভুলে মানব মাংসের রস!!
এইরূপে মনুস্মৃতি করিয়াছে নিরূপণ
শ্রাদ্ধে মাংস বিধি, তাতে হয় তৃপ্ত পিতৃগণ।
"শঙ্খেন গোমাংস ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত মাম্নাতং"
তন্মধুপর্কাষ্টকা শ্রাদ্ধেভ্যো অন্যত্র জ্ঞেয়ম্।
মনুতে গোমাংস বিধি শাঙ্খশাস্ত্রে পাপ ভয়
এইরূপে, মেধাতিথি করিয়াছে সমন্বয়।

শ্রৌত যজ্ঞে, শ্রাদ্ধ কর্ম্মে, মধুপর্কে, মাংসদান
করিছে প্রমাণ বেদ, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ॥

মাংসন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জলখেচরভূচরং
ত্রিবিধং মাংসং সংপ্রোক্তং দেবতা প্রীতি কারকং।

মৎস্যন্তু ত্রিবিধং দেবি উত্তমাধম মধ্যমং।
উত্তমং ত্রিবিধং দেবি শালপাঠীন রোহিতং।
প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং বল্কলৈর্যুতং
দেব্যাঃ প্রীতিকরশ্চৈব মধ্যমন্তু চতুর্ব্বিধং।
গোমেষাশ্বলুলাপোহথ গোধাজোষ্ট্র মৃগোস্তবং
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতা প্রীতি কারকং।
এইরূপে দেবোদ্দেশ্যে মৎস্য মাংসাদি বিচার
করিয়াছে, দেবী প্রতি শিববাক্যে, তন্ত্রসার॥

করিয়া পশু হনন হবনাদি যজ্ঞকর্ম্ম,
পুনরায জীবণ প্রদান
করিতেন ঋষিগণ, তুর্ক স্থলে বলে কেহ
বেদে তার আছে কি প্রমাণ?

যজ্ঞে হত পশু পক্ষী হইত পক্ক ভক্ষিত
শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্মসূত্রে হইতেছে প্রমাণিত।
বলে শাস্ত্র হতপশু করে স্বর্গে আরোহণ
তবে তার প্রাণ দান সম্ভবে না কদাচন

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?
এইরূপ রুক্ষ বাক্যে চার্ব্বাক উত্তর তার
করিয়াছে পূর্ব্বে, এবে দ্বিরুক্তি সেই বিচার।

ভক্ষিত পশু পক্ষীর দেহাদি করি গঠন
পুনরায় প্রাণ দানে ক্ষমবান যেই জন
দেবোদ্দেশ্যে পশুবধ স্তুতি নতি আবাহন
অবর যজ্ঞাদি কর্ম্মে তার কিবা প্রয়োজন ?
স্ত্রী পুরুষ সহযোগে পশুদেহ জাত হয়
প্রকৃতির এই বিধি কভু লঙ্ঘনীয় নয়।
হলে ঋষি ব্রহ্মভূত, প্রকৃতি, প্রকৃতি তার
প্রকৃতি বিরোধী কার্য্যে নাহি থাকে রুচি আর।
কিন্তু প্রাকৃতিক ক্রমে সে পশুর দেহ, মন,
হ'য়ে ক্রমে বিবর্ত্তিত লভে নবীন জীবন।

শোণিত শুক্র সংযোগে পুন নবদেহ হয়
অন্য ভাবে পুনর্জন্ম কদাপি সম্ভব নয়।

শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, মধুপর্কে, ছিল মাংসাহার বিধি
শাস্ত্র বাক্যে হয় প্রমাণিত
কিন্তু অপর সময়ে পশুবধ মাংসাহার
ছিল নাকি সমাজে চলিত ?

"মধু পর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ দৈবত কর্ম্মণি
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ"

মধু পর্কে বিপ্রগণ হ'ত সদা সম্মানিত
শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ব্রাহ্মণ হ'ত সদা নিমন্ত্রিত।

যজ্ঞাদিতে কর্ম্মকর্ত্তা হইত ঋত্বিকগণ
উদর করি পূরণ করিত মাংস ভোজন।
দেখিলে অন্যত্র মাংস পক্কিত কিম্বা ভক্ষিত
ঝরিত জিহ্বার জল হ'ত মন প্রলোভিত।
মাংস লোভে এই বিধি করিয়াছে স্মৃতিকার
কিন্তু সর্ব্বসম্মানিত নাহি ছিল মত তার
বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম হ'ত পশ্বাদি পক্ক ভক্ষিত
শত শত শাস্ত্র বাক্যে হয় ইহা প্রমাণিত।

"রুরূণ্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাংশ্চান্যান্ বনে চরান্
ব্রাহ্মণানাং নিবেদ্যাগ্রমভূঞ্জন্ পুরুষর্ষভাঃ।
ভুঞ্জানা মুনি ভোজ্যানি রসবন্তি ফলানিচ
শুদ্ধবানহতানাঞ্চ মৃগানাং পিশিতান্যপি॥"

যজ্ঞাদি বিনা বিপ্রাদি করিত মাংস আহার
ভারতের এই শ্লোক প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার।
দেখ বনবাস কালে কিরূপে পাণ্ডব গণ
মাংস বন্য ফলাহারে করিত প্রাণ ধারণ॥

"পাদ্যং প্রতিগৃহ্যাণেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ
মৃগান্ পঞ্চশতঞ্চৈব প্রাতরাশং দদানিতে।
ঐনেয়ান্ পৃষতান্ন্যঙ্কূন্ হরিণান্ শরভান্ শশান্
ঋক্ষান্ রুরূন্‌শম্বরাংশ্চ গবয়াংশ্চ মৃগান্ বহূন্।

বরাহান মহিষাংশ্চৈব যাশ্চান্যা মৃগজাতয়ঃ
প্রদাস্যতি স্বয়ং তুভ্যং কুন্তি পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যবে রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ করে
ছিল এই আয়োজন আতিথ্যে তাহার তরে॥
সাঙ্কৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমতিথির্ব্বসেৎ
আলভ্যন্ত তদাগাবঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিম্।
নারদের প্রমুখাৎ ভারত করে বর্ণন
রন্তিদেব গৃহে এই আতিথ্যের আয়োজন॥
অদদদ্রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশাম্পতে
বহু প্রকারান্ সুস্বাদূন্ ভক্ষ্য ভোজান্য পর্ব্বতান্
রাজা মান্ধাতার গৃহে বিপ্রের মৎস্য ভোজন
নারদের এই বাক্যে ভারত করে বর্ণন।
উচ্চাবচান্ মৃগান্ জঘ্নুর্মেধ্যাংশ্চ শতশঃ পশূন্
সুরা মৈরেয় পানানি প্রভূতান্যুপহারয়ন্।
উত্তরা বিবাহকালে, বিরাট, এ আয়োজনে
করেছিল আপ্যায়িত শ্রীকৃষ্ণে, পাণ্ডবগণে।
ততো ভোজ্যং চ ভক্ষ্যং চ পেয়ং চান্ধক বৃষ্ণয়ঃ
বহু নানাবিধং চক্রুর্মদ্যং মাংসমনেকশঃ।
প্রভাস তীর্থ যাত্রায় রাম শ্রীকৃষ্ণাদি যত
পাথেয় ভোজ্য সংগ্রহ করেছিল এই মত।

মৈরেয় মৎস্য মাংসানি পানকানি মধূনিচ
চিত্রান্ ভক্ষ্য বিকারাংশ্চ চক্রুস্তস্য যথাপুরা।
ভারত যুদ্ধের পরে এ'রূপে প্রতিপালন
করেছিল ধৃতরাষ্ট্রে সযত্নে পাণ্ডব গণ।
এই শ্লোকে তাৎকালিক প্রাত্যহিক খাদ্য যত
আশ্রমবাসিক পর্ব্বে বর্ণিছে মহাভারত॥
"মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষনেহ শুভেক্ষণে"
"বহুন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে"
"সলক্ষণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্"
এই মত বহু শ্লোক রামায়ণে বিদ্যমান।
আগমিষ্যতি মে ভর্ত্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বা দায়ামিষং বহু।
এই বাক্যে সীতাদেবী করেছিল আবাহন
যবে ব্রাহ্মণের বেশে কুটিরে আসে রাবণ।
আজৈশ্চাবিক বারাহৈর্নিষ্ঠান রস সঞ্চয়ৈঃ
ফল নির্য্যূহ সংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধ রসান্বিতৈঃ
বাপ্য মৈরেয় পূর্ণাংশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ
প্রতপ্ত পৈঠরৈশ্চাপি মার্গ মায়ুর কৌক্কুটৈঃ।
এইরূপ আয়োজন আতিথ্যে ভরত তরে
করেছিল ভরদ্বাজ, বাল্মীকি বর্ণন করে।

কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিসসাদহ
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ
মাংসানিচ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানিচ।
করিতেন রাম, সীতা মদ্য মাংস ব্যবহার
উত্তর কাণ্ডে এ শ্লোক প্রকৃষ্ট প্রমাণ তার
সে কালে দ্বিজাতি ক্রয় করিত মাংস ভোজন
বহু শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছে রামায়ণ।
"মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত মশ্নীয়াতাং
ঈশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ, ঋষভেন বা"।
চতুর্বেদী পুত্রতরে গোমাংসের প্রচলন
বৃহদারণ্যক শ্রুতি করিছে প্রতিপাদন।
শত শত শাস্ত্র বাক্যে হইতেছে প্রমাণিত
বিনা শ্রাদ্ধ যজ্ঞ ছিল মাংসাহার প্রচলিত।
নব্যভাষ্যকার, নব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গণ
করিয়াছে, করিতেছে, সতত সত্য গোপন॥
বৈদিক যজ্ঞাদি, কর্ম্ম, পশুবধ, সোম পান
স্বর্গপ্রদ বলি যা'রা করিয়াছে বিধি দান।
ইন্দ্র রুদ্র বরুণাদি যাহাদের প্রকল্পিত
অশ্বমেধে বিগর্হিত বিধি যার বিরচিত।

করিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে ঋত্বিক যজমান
ছিল তারা লোভী অজ্ঞ শাস্ত্রই করে প্রমাণ

দক্ষিণা লোভী ঋত্বিক, স্বর্গ লোভী যজমান
স্বার্থ, লোভ, অজ্ঞতার, করিতেছে সাক্ষ্য দান।

এখনও ধর্ম্ম কর্ম্মে যজমান পুরোহিত
স্বর্গ, দক্ষিণার লোভে হয় কর্ম্মে প্রণোদিত।

বর্ত্তমান পুরোহিত, কর্ম্মীর করি বিচার
দেখ মনোনেত্রে কর্ম্মী ঋষিদের ব্যবহার।

ধর্ম্ম কর্ম্মাদিবিষয়ে অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ
করিবে না কভু, জ্ঞানীগণ
করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্ম্মমার্গে অজ্ঞ জনে
রাখিবে নিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ।

অজ্ঞে বা অর্দ্ধ প্রবুদ্ধে "সর্ব্ব ব্রহ্মময়" এই
উপদেশ দেয় যেই জন
সেই প্রজ্ঞা বিহীনের, ভীষণ নিরয় জালে
পতনের হয় সে কারণ।

এই নীতি অনুসারে অজ্ঞগণে কর্ম্মমার্গে
রাখিতেন লিপ্ত জ্ঞানীগণ
শাস্ত্রোক্ত বিধান ইহা, কিহেতু তাদের প্রতি
করিতেছ দোষ আরোপণ?

"নবুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।
অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ।"

তাৎপর্য্য শ্লোক দ্বয়ের সম্যক করি বিচার
দেখ কি উদ্দেশ্যে ইহা রচিয়াছে শাস্ত্রকার।
সুপ্তি, প্রায় মোহাবস্থা প্রকৃত "অজ্ঞান" হয়
শাস্ত্রে "অজ্ঞ" "অপ্রবুদ্ধ" বাক্যে তাহা লক্ষ্য নয়।
স্বরূপের বোধাভাবে একে অন্য জ্ঞান হয়
সেই জ্ঞান, "অজ্ঞান" বা ভ্রান্তি আখ্য নিঃসংশয়।
এরূপ অজ্ঞতা, ভ্রান্তি, হৃদয়ে নিহিত যার
অজ্ঞানী বা ভ্রান্ত আখ্যা হয় উপযোগী তার।
করে যে কর্ম্ম স্বর্গাদি কিম্বা চিত্তশুদ্ধি তরে
তাহাকে ভ্রান্ত অজ্ঞানী, এ শ্লোক প্রমাণ করে।
যাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম আখ্য, তাহা শ্রেয়প্রদ নয়
সে হেতু শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যজ্ঞাদি অবিদ্যাময়।
"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা" মুণ্ডক শ্রুতি বচন
স্মৃতির এই সিদ্ধান্ত করিতেছে সমর্থন।
"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি" ইহা নাহি জানে যেই জন
তারে অজ্ঞ অপ্রবুদ্ধ করে শ্লোক নিরূপণ।

জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান কর্ম্মের কারণ হয়
অবিদ্যা কর্ম্মের ভিত্তি শ্রুত্যাদি করে নিশ্চয়।
অবিদ্যা-স্বরূপ কর্ম্মে জীবের অবিদ্যা ক্ষয়
চিত্ত শুদ্ধি আদি ফল কদাপি সম্ভব নয়।
কর্ম্মে শুদ্ধি হয়, কি, না, করিতে অবধারণ
অশুদ্ধি শুদ্ধির তত্ত্ব জানা তব প্রয়োজন।
"মনোহপি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেবচ
অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জ্জিতম্।"
আসক্তি বাসনা কিম্বা সঙ্কল্প কামাদি যত
হয় চিত্তমল আখ্য, শ্রুতির এ অভিমত।
কিন্তু সঙ্কল্প কামনা বিহনে জীবের মন
হয় শান্ত, ক্রিয়া হীন, সুষুপ্তিতে নিমগন।
যদি বল, "সৎসঙ্কল্পে মনের শুদ্ধতা হয়
অসৎ সঙ্কল্পে মন হয় মলিনতা ময়।"
যেরূপ সঙ্কল্প যার সেরূপ করম করে
প্রথমে হয় সঙ্কল্প কর্ম্ম করে তার পরে।
প্রথমে চৌর্য্য সঙ্কল্প, পরে চুরি হয় কৃত
অগ্রে চুরি, পরে ইচ্ছা, নহে কভু সম্ভাবিত।
সেইরূপ শুদ্ধ মন ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্রতী হয়
কর্ম্ম হ'তে শুভেচ্ছার উৎপত্তি সম্ভব নয়।

আপেক্ষিক শুদ্ধ-সত্ব অজ্ঞ, চিত্ত শুদ্ধি তরে
নিত্য নৈমিত্তিক আদি নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
মনের ভিন্ন সঙ্কল্প, কারণ কার্য্যাদি তার
কারণ শুদ্ধাশুদ্ধির, না করিয়া সুবিচার,
জড় যন্ত্রাদির ন্যায় যে জন কর্ম্মে নিরত
থাকে তার মন ম্লান, ধৌত অঙ্গারের মত।
পুনঃ পুন করি চুরি, পুনঃ পুন কারাগার
ভোগিলেও কোন জীব, যায় না স্বভাব তার।
কেহ একবার মাত্র ভোগি দণ্ড চৌর্য্য তরে
দেখি তার ফলাফল চৌর্য্য কর্ম্ম ত্যাগ করে।
উভয়ের এ অবস্থা করি কেহ দরশন
হয় সংযমিত, চুরি নাহি করে কদাচন।
কেহ নিত্য কর্ম্মে ধৌত করিতেছে চিত্তমল
কেহ করে পরিত্যাগ না লভি অভিষ্ট ফল।
উভয়ের কার্য্য দেখি, সম্যক করি বিচার
বিবেকী না করি কর্ম্ম লভে সদ্য ফল তার।
মলিন বসন যদি পঙ্ক মধ্যে ধৌত হয়
হয় মালিন্য বর্দ্ধিত ইহাতে নাহি সংশয়।
নিষ্কাম করম পঙ্কে করি ধৌত আমরণ
কর্ম্মীর চিত্ত মালিন্য নাহি যায় কদাচন।

দেখ ব্যবহার ক্ষেত্রে ধর্ম্ম কর্ম্মে হিন্দুগণ
কিরূপ ঐহিক সুখ করিছে ভোগ এখন।
করি সন্ধ্যা বন্দনাদি নিষ্কাম করম যত
থাকে হিন্দু আমরণ আসক্ত, বাসনা রত।
দেহি, দেহি বলি বিশ্বে কেহ কিছু নাহি পায়
যাহা "কর্ম্ম যোগ" আখ্য ফল প্রাপ্তি হয় তায়।
লভে কি বিদ্যার্থী বিদ্যা করিয়া দেবী পূজন?
শ্রমবলে বিদ্যালাভ করিছে বিধর্ম্মী গণ
পূজি লক্ষ্মী ঘরে ঘরে দীন হীন হিন্দুগণ
বিধর্ম্মী শিল্প বাণিজ্য করে, ধন আহরণ।
করে হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্ম যে স্বর্গীয় সুখ তরে
বিধর্ম্মী বুদ্ধি বিজ্ঞানে এবে তাহা ভোগ করে
হিন্দুর স্বর্গীয় সুখ আকাশ কুসুম প্রায়
ত্যজিছে প্রত্যক্ষ সুখ কাল্পনিক সুখাশায়।
ভোগের সরল পথ করি হিন্দু প্রত্যাখ্যান
করিছে বৃথা জল্পনা, আকাশে লম্ফ প্রদান।
সত্ব গুণে জ্ঞান বুদ্ধি হয় দীপ্ত প্রকাশিত
মোহময় তম গুণে হয় বুদ্ধি আবরিত।
কীর্ত্তন ক্রন্দন নতি প্রার্থনা স্তুতি বিনয়
নাহি দেয়, বুদ্ধি জ্ঞান, বিজ্ঞানের পরিচয়।

হইতেছে, সত্ব আখ্য তামস সংস্কার যত
সত্ব ক্রমে, তম সত্বে হইয়াছে পরিণত।
তমগুণে অবিভূত ধর্ম্মান্ধ হিন্দুর মন
বিধর্ম্মীর সত্বগুণ নাহি করে দরশন
নাহি জানে কর্ম্মযোগ অথবা কর্ম্ম কৌশল
বৃথা দম্ভ অভিমানে ভোগিছে নরক ফল।
বিষয় ভোগ বাসনা হৃদয়ে প্রবল যার
ভোগ্য আহরণ চেষ্টা স্বাভাবিক ধর্ম্ম তার।
সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ এবে অপর জাতি সকল
বিজ্ঞান বাণিজ্য শিল্প রাজ্য ধন তার ফল।
স্বাভাবিক ধর্ম্মচ্যুত সংস্কারান্ধ হিন্দুগণ
হীনতা দীনতা ভীতি দারিদ্র্য দুঃখে মগন।
যেই প্রাকৃতিক ক্রমে হয় কালে ধ্বংসগত
ভোগিয়া বার্দ্ধক্য ব্যাধি মানবের দেহ যত।
দীর্ঘশ্বাস উর্দ্ধ নেত্র স্বাভাবিক ক্রমে হয়
হয় সে, লক্ষণ যোগে মৃত্যুকাল নিরণয়।
সেই প্রাকৃতিক ক্রমে হয় ধ্বংস জৈব মন
বিবেক বৈরাগ্য সেই ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ।
যেইরূপে কোন জন করি দেহ লম্বমান
দীর্ঘশ্বাস, উর্দ্ধনেত্রে করিলে মৃত্যুর ভাণ।

তাহার সে প্রক্রিয়ায় মরণ সম্ভব নয়
করিয়া বৃথা প্রয়াস সুধু হাস্যাস্পদ হয়।
সেইরূপ ভোগাসক্ত বিষয়ী মানব গণ
করি বৃথা যোগ যাগ সাধনাদি আলম্বন
করিয়া নিষ্ফল কর্ম্মে অমূল্য সময় ক্ষয়
ইহ পরকাল পণ্ড, বৃথা হাস্যাস্পদ হয়।
"দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্নজাড্য বিমোকঃ"
"কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বা বিশেষাৎ"
করিছে প্রমাণ পুন সাংখ্যের এ সূত্র দ্বয়
কাম্যাকাম্য সর্ব্ব কর্ম্ম দুঃখের কারণ হয়।
বিষয়ী জীবের তরে ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধান
জাড্যে জলসেক, করে সমধিক দুঃখ দান।
সংসারের গুরুভারে সদা জীব নিপীড়িত
তদুপরি ধর্ম্মকর্ম্মে হয় হিন্দু নিস্পেষিত।
নাকরি নিষ্ফল কর্ম্মে অমূল্য সময় ক্ষয়
বিজ্ঞান শিল্প চর্চ্চায়, হয় কত ফলোদয়।

এরূপ নিষ্ফল কর্ম্মে অজ্ঞে যে যোজনা করে
নহে সে হীতার্থী জ্ঞানী তার যুক্তি স্বার্থ তরে

নাহি ছিল পূর্ব্বে, নাহি বর্ত্তমানে পুরোহিত
বিনা দক্ষিণাদি স্বার্থ হয় কর্ম্মে প্রণোদিত।

করিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধ্বর্য্যু ঋত্বিকগণ
দক্ষিণা বিভাগে দ্বন্দ্ব, করে শাস্ত্র নিরূপণ।
লভিতে বিদ্বান খ্যাতি দক্ষিণা-স্বার্থ সহিত
নিশ্চয় এ শ্লোক দ্বয় ব্যবসায়ী বিরচিত।
অজ্ঞ বা অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ উপদেশ প্রার্থী হয়
"সর্ব্বং ব্রহ্ম" বাক্যে যদি তা'দের হয় নিরয়ণ
তত্বজ্ঞ পূর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়াছে যেইজন
তা'র এই উপদেশে বল কিবা প্রয়োজন?
"সর্ব্বং ব্রহ্ম" উপদেশ কর্ত্তব্য কাহাকে দান
স্বার্থান্ধ শ্লোক প্রণেতা করে নাই প্রণিধান।
আসক্ত বাসনারত মোহমুগ্ধ হিন্দুগণ
ব্রাহ্মণাখ্য নিষাদের বাগুরা করি ছেদন।
বিজ্ঞান বাণিজ্য বলে করি ভোগ্য আহরণ
ভোগ তৃষ্ণা শান্তি তরে করে যদি আকিঞ্চন।
সম্ভোগে, বিচার বলে, বাসনা হইলে ক্ষয়
বিবেক বৈরাগ্য যদি হৃদয়ে উদিত হয়।
শমাদি গুণ সম্পন্ন যদি কেহ হ'তে পারে
শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ গুরু উপদেশ দেয় তারে।
বৈরাগ্য প্রসাদে যার হয় দূর চিত্ত মল
ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশে লভে সেই সত্ত্ব ফল।

বিস্তারি গৌণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম আখ্য কর্ম্মজাল
করিয়াছে ভারতের পণ্ড ইহ পরকাল।
ঋষি আখ্য সকলেই নাহি ছিল জ্ঞানবান
বৈদিক সময়ে ছিল জঘন্য কত বিধান।
ছিল মকারের বশ বৈদিক ব্রাহ্মণ গণ
শতশত বেদমন্ত্র করিতেছে নিরূপণ।
করিয়াছে গুপ্তহত্যা ভারতের অবতার
পরকীয়া প্রেমলীলা ভাষান্তরে ব্যভিচার।
স্বভার্য্যা দ্যূত ক্রীড়ায় যেই জন করে পণ
"ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মরাজ" ছিল তার বিশেষণ।
বিদুরাদি জ্ঞানী, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ মহাবল
ভারত সাম্রাজ্য সভা করিত যবে উজ্জ্বল
সভামধ্যে রজস্বলা বধুর কেশাকর্ষণ
উলঙ্গ করিতে চেষ্টা করেছিল দুঃশাসন
দেখেছে নিশ্চেষ্ট ভাবে যাহারা এ অত্যাচার
তাহারা যদ্যপি বীর, কাপুরুষ কেবা আর ?
পাপ পূর্ণ কলি এবে বলিছে ব্রাহ্মণ গণ
এরূপ নৃশংস কর্ম্ম কর কোথা দরশন ?
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত করিয়া দেখ বিচার
ঘুচিবে সর্ব্ব সন্দেহ থাকিবেনা ভ্রম আর।

ছিল পূর্ব্ব পুণ্যময় এখন পাপ প্রবল
এরূপ কল্পনা সুধু অন্ধ সংস্কারের ফল
ত্যজি বৃথা দম্ভ, দ্বেষ, মত ভেদ, মনান্তর
সময়ের স্রোত সহ হও সবে অগ্রসর।

কিহেতু কর বেদের, পূর্ব্বতন পুরুষের,
ঋষিদের দোষ প্রদর্শন ?
সামাজিক ধর্ম্ম কর্ম্ম, রীতি নীতি সংস্কারাদি
খণ্ডনের কিবা প্রয়োজন ?

চির পূজ্য ব্রাহ্মণের করিতেছ অপবাদ
হইয়াও আপনি ব্রাহ্মণ !
বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ করি উন্মূলন বল
করিবে কি মঙ্গল সাধন ?

কেন কর শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র বাক্যে
প্রতিপন্ন আমিষ আহার ?
হইবে বিধ্বস্ত ধর্ম্ম সামাজিক ভেদাভেদ
তব মত হইলে প্রচার।

কেন তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ করিতেছ বরিষণ
নাহি তব অপমানে ভয় ?
অন্যকে কহিলে কটু প্রত্যুত্তরে কটু কথা
কটু বক্তা শুনিবে নিশ্চয়।

লিখিয়া ঐরূপ গ্রন্থ স্বীয়, কিম্বা সমাজের
করিছ কি মঙ্গল সাধন?
তোমার গূঢ় উদ্দেশ্য করিয়া প্রকাশ এবে
কর মম দ্বিধা নিবারণ।

"আমার পূর্ব্ব পুরুষ ছিল জ্ঞানী, বীর্য্যবান"
ভীরু, অজ্ঞ, দীন হিন্দু করে এই অভিমান।
নাহি শারীরিক শক্তি নাহি মানসিক বল।
এই বৃথা অভিমানে হয় বল কোন ফল?
ছিল "বিদ্যারত্ন" মম পিতামহ মহাশয়
এবাক্যে, নিরেটমূর্খ স্বধু হাস্যাস্পদ হয়।
নাহি যাহাদের কিছু করিতে এ অভিমান
লভিতেছে তাহারাই সাম্রাজ্য শক্তি বিজ্ঞান।
পূর্ব্ব সমৃদ্ধির গর্ব্বে না করিয়া আস্ফালন
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা জানা তব প্রয়োজন।
কোন্ দোষে হিন্দু জাতি হইয়াছে নিপতিত
না জানিলে পুনোন্নতি নহে কভু সম্ভাবিত।

সতত পশ্চাৎ দিকে হিন্দু দরশন করে
কি করিত পূর্ব্বকালে কেবল ভাবে অন্তরে।
সম্মুখে গন্তব্য পন্থা যে না করে দরশন।
নিশ্চয় হয় পতিত সেই মন্দ বুদ্ধি-জন॥

করিয়াছি, বহুশাস্ত্রে সত্যের অনুসন্ধান
কিন্তু নহি সুপণ্ডিত, নাহি পাণ্ডিত্যাভিমান।
আছে এবে, এভারতে সুপণ্ডিত অগণন
শাস্ত্র বাক্যে, যুক্তি বলে কর ভ্রম প্রদর্শন।
হয় ভ্রান্তি নিরাকৃত, সত্যের হয় প্রচার
ইহাই গ্রন্থের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইহা আমার।
নাহি হব ক্ষুণ্ণ, কেহ করিলে গ্রন্থ খণ্ডন
যে ঘুচাবে ভ্রম, মম নমস্য গুরু সেজন।
বর্ণাশ্রম ধরমের উদ্দেশ্য হয়ে বিস্মৃত
বৃথা দম্ভ অভিমানে হ'তেছে বর্ণজ স্ফীত।
রীতি নীতি শিক্ষা দীক্ষা সকল শ্রেষ্ঠ তোমার
তবে কেন দাস তুমি, বহিছ নিগড় ভার?
দেখ আপনার দশা করি নেত্র উন্মীলন
তবসম হীন, হেয় আছে বিশ্বে কোনজন?
হ'য়েছ অদ্ভুত রীতি, অভিনব ধর্ম্মে রত
নেটিভ, নিগার, হিন্দু, অর্দ্ধ সভ্যে পরিণত॥
আছে কি বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম এখন
অগ্নিরক্ষা ব্রহ্মচর্য্য বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন?
আছেকি বিবাহ প্রথা চতুর্বর্ণে প্রচলিত?
দ্বিজাতিত্রয়ে একত্রে হয় কি অন্ন ভক্ষিত?

আছেকি ক্ষেত্রজ পুত্র, আছেকি দেবর পতি?
ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যাবলে শূদ্রের ব্রাহ্মণ্যে গতি?
আছেকি গান্ধর্ব্ব আর স্বয়ম্বর প্রচলিত?
মধুপর্কে, শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে গোবধ বেদবিহিত?
আছেকি শূদ্রের প্রতি মনুপ্রোক্ত অত্যাচার?
আছেকি সহমরণ, অহো! বালবিধবার?
ছিল কি পুতুল পূজা, নাম জপ সঙ্কীর্ত্তন?
কালী দুর্গা রাধা কৃষ্ণ কোথায় ছিল তখন?
হরি নামে সদ্য মুক্তি সহজে লভে এখন!
জানিত কি এই পন্থা অজ্ঞ মুনি, ঋষিগণ?
ছিলকি চলিত পূর্ব্বে অথবা কোন বিধান?
ব্রত নিয়মাদি যাহা দেখি এবে বিদ্যমান?
ছিল কি রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকাদি ব্যবচ্ছেদ?
কুলীন, বংশজ, কাপ, তাহাতেও নানা ভেদ।
ছিল কি অষ্টমবর্ষে গৌরীদান প্রচলিত?
কন্যাপণ পুত্রপণ যা'তে সবে নিপীড়িত।
ছিল কি বিধবা তরে অম্বুহীন উপবাস?
নাকরিলে যাহা, হয় এবে জাতি ধর্ম্ম নাশ॥
ধর্ম্ম, রীতি, পূর্ব্বাপর করিয়া দেখ বিচার
কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় সর্ব্ব ব্যবহার।

জড় জীব ভাব বৃত্তি হয় সদা বিবর্ত্তিত
তথ ধর্ম্ম, রীতি, নিত্য নহে ইহা সম্ভাবিত।
শ্যালিকা বিবাহ পাপ মানিত খৃষ্টান যত
সমাজ বিধিতে তাহা দেখ এবে পরিণত॥

সর্ব্বদেশে রীতি, নীতি, হ'তেছে পরিবর্ত্তিত
মানব সমাজ ক্রমে হইতেছে অভ্যুদিত।
কুরীতি, অন্ধ বিশ্বাস,—বিষব্রণ অগণন
হিন্দু সমাজের অঙ্গ করিয়াছে আবরণ।
স্পর্শ মাত্র হয় ভীত চমকিত হিন্দুগণ
কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসার হইয়াছে প্রয়োজন।
দূরদর্শী চিন্তাশীল, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ গণ
দেখি সময়ের গতি করিলে পরিবর্ত্তন।
হ'য়ে অন্তরায় দূর জাতীয় উন্নতি হয়
দেখ বিদেশীয় রীতি তাহাদের অভ্যুদয়।

অজ্ঞাতে সংস্কার, রীতি, হয় যার বিবর্ত্তিত
অলক্ষ্যে ধর্ম্ম বিশ্বাস হয় যা'তে সংক্রামিত।
সে জাতির অধোগতি স্বাভাবিক সুনিশ্চিত
করিয়া দেখ বিচার, হবে ভ্রম তিরোহিত॥

দৃশ্যমান সর্ব্ববস্তু, জীবের শরীর মন
স্বভাবতঃ কাল ক্রমে করিতেছে বিবর্ত্তন।

সেই ক্রমে সমাজাদি হ'তেছে পরিবর্ত্তিত
জাগ্রত উত্থিত হয় সুপ্ত হয় নিপতিত।
কিন্তু পতনের তব নিম্নে আর নাহি স্থান
হবে নিষ্পেষিত, মৃত, না করিলে অভ্যুত্থান॥

বঙ্গ জননীর জীর্ণ মলিন সমাজ বাসে
যোড়া, তালি, রফু-কর্ম্ম করিয়া বহু আয়াসে।
সমাজ, ধর্ম্ম,-সংস্কারে প্রয়াসী হিতার্থী যত
করিয়াছে কদাকার কন্থা রূপে পরিণত

বহিতে পারেনা মাতা সে কন্থার গুরুভার
সহিতে পারেনা আর বিদ্রূপ নিন্দা ধিক্কার।
ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ কন্থা করি এবে উন্মোচন
বড় সাধ পরাইতে নূতন শুভ্র বসন।
তন্ত্র, গীতা সংহিতাদি সে বস্ত্রের সূত্র প্রায়
নবীন বসন কালে নির্ম্মিত হইবে তায়॥

সম্রাট, রাজপুরুষ, লক্ষপতি ধনিগণ
সাহসী, সুবীর, শিল্পী, রাজ নীতি বিচক্ষণ।
বিদ্বান, বিজ্ঞানী, কিম্বা যেইজন বুদ্ধিমান
বিবেক বৈরাগ্য বলে ল'ভেছে যে তত্ত্বজ্ঞান।
মানব সমাজে তারা শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য হয়।
এই রীতি স্বাভাবিক সার্ব্বভৌম বিশ্বময়।

গুণের বিচার কিন্তু নাহি করে হিন্দুগণ
দেখে শুধু কোনজন কিবস্তু করে ভোজন।
হয় সিদ্ধ মুক্ত গণ্য করে যদি উপবাস
সাধকাখ্য, খায় যদি ফলমূল পত্র ঘাস।
নিরামিষে দুগ্ধ পানে কিঞ্চিৎ পায় সম্মান
আমিষীকে অনেকেই করে নরাধম জ্ঞান।
কার স্পৃষ্ট অন্ন আর কি বস্তু করে আহার
তাহা আলম্বনে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব করে বিচার।
গোভোজী বিদ্বান, বীর, ঋিজ্ঞানীর তুলনায়
বহু নিরামিষী হিন্দু হীন, পশ্বাদির প্রায়।
দেখিয়াও কভু ইহা নাহি দেখে হিন্দুগণ
সঙ্কীর্ণ সংস্কারে নেত্র রাখে, করি আবরণ।
কিচক্ষে দেখে ইহারা অজ্ঞ ভীরু হিন্দুগণে
আহার-গর্ব্বে গর্ব্বিত হিন্দু নাহি ভাবে মনে।
নিরামিষাহারে কোন্ শক্তি জ্ঞান প্রয়োজন?
করে কোন্ অভিমানে নিরামিষী আস্ফালন?
নিরামিষী আমিষীকে সদা ঘৃণা নিন্দা করে
তমোময় দম্ভ, দ্বেষ নিহিত তার অন্তরে।
আমিষী নিরামিষীকে নাহি করে আক্রমণ
কি আহার তমোময় বিচার কর এখন।

দম্ভ, দ্বেষ-হীন শান্ত আমিষ আহারী, হায়!
করি মৎস্য মাংস ত্যাগ দেখে ধরা সরা প্রায়।
আহার্য্যের গুণ যদি মনে সংক্রামিত হয়
নিরামিষে হয় জাত দম্ভ, দ্বেষ তমোময়।
সতত বিদ্বেষ-বুদ্ধি পোষণ করে অন্তরে,
গোভোজী মানবগণ অস্পৃশ্য হিন্দুর তরে।

অজ্ঞতা অন্ধতা বশে জ্বালিছে বিদ্বেষানল
হ'তেছে গৃহ বিবাদ একমাত্র তার ফল।
গোবধ, গোমাংসাহার করিতেন ঋষিগণ
দর্শন, বেদান্ত, বেদ করিতেছে নিরূপণ।
মধুপর্কে শ্রাদ্ধাদিতে গবাদি মাংস প্রদান
করিছে প্রমাণ যত সংহিতা, তন্ত্র, পুরাণ।
যে কর্ম্ম করিত পূজ্য পূর্ব্ব ঋষি মুনিগণ
তার তরে অন্যে ঘৃণা কর এবে কি কারণ?
ঋষির রক্ত প্রবাহ যদ্যপি দেহে তোমার
কি যুক্তিতে গোভোজীর স্পর্শে হয় অনাচার?
গোভোজী বশিষ্ট যদি আসে এবে গৃহদ্বারে
করিবেকি আবাহন, স্পর্শকি করিবে তারে?
বিষম-ভোজ্য ও পথ্য সুস্থ সবলের তরে
রোগে, অগ্নিমান্দ্যে জীব ভোজ্যের বিচার করে।

"খাদ্য পদার্থের গুণ মনে সংক্রামিত হয়
আমিষ আহারে বৃদ্ধি হয়, তম গুণচয়"।
বলিয়া, ধর্ম্মাভিমানী করি মাংস প্রত্যাখ্যান
আপন তমগুণের করিতেছে 'সাক্ষ্যদান'।
তবু গড্ডলিকা ন্যায়ে অবিবেকী জীবগণ
ভাবে, নিরামিষাহার ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষণ।
বংশ পরম্পরাগত ভোজ্য বস্তু প্রত্যাখ্যান
মানসিক অসুস্থতা করিছে স্পষ্ট প্রমাণ।
ত্যজিয়া সংস্কার কর সোহংগীতা অধ্যয়ন
বুঝিবে আহার তত্ত্ব-বিচারের প্রয়োজন॥

সত্যপ্রিয় বিজ্ঞজন স্পষ্টবাক্যে তুষ্ট হয়
যদিও সে সত্যকথা শ্রুতি সুখকর নয়।
চতুরের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হয় মূর্খ গণ
নিঃস্বার্থ নহে স্তাবক শুভার্থী নহে কখন।

দেখিয়া দেশের দশা কাঁদিছে আমার মন
মনো দুঃখে রুক্ষ বাক্য করিতেছি বরিষণ।

হয় নাই আমদানী বিদেশ হইতে মম
দিতে মুক্তি হিন্দুগণে বুঝাইতে মুক্তিক্রম।

জানিনা ভূতের গল্প তুষিতে বালকগণে
অজ্ঞতার, মূঢ়তার করিব স্তুতি কেমনে?

নাহি শক্তি করি সৃষ্টি নিত্য নব অবতার
করিতে হিন্দু জাতির সদেহে সদ্য উদ্ধার।

যাহা জানি যাহা বুঝি করি যাহা সত্যজ্ঞান
কহিব প্রমুক্ত প্রাণে সাধিতে তব কল্যাণ;

করে নিন্দা, কহে কটু যদি কেহ প্রত্যুত্তরে
তাহাতে সন্তাপ কভু হবেনা মম অন্তরে।

নিন্দা ভয়ে ভীত আর যশ লুব্ধ যেইজন
এরূপ অপ্রিয় গ্রন্থ লিখে কি সে কদাচন?

সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্
এরূপ নীতি পালনে হিতার্থী হয় অক্ষম।

প্রবল অবিদ্যানলে হিন্দুর সৌভাগ্য গৃহ
হুহুঃশব্দে জ্বলিতেছে হায়!
দারিদ্র, দাসত্ব, দ্বন্দ্ব সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস
সে অনলে দীপ্ত শিখা প্রায়।

জ্বলন্ত গৃহে শায়িত সুপ্ত জীবে জাগাইতে
তুষ্টি রুষ্টি কেবা লক্ষ্য করে?
বুঝিয়াছি, কেন তুমি না কহি মধুর বাণী
ডাকিতেছ তীব্র রুক্ষ স্বরে।

বুঝিয়াছি, মূর্ত্তি পূজা হোম, পশু বলিদান
যেইরূপে সম্পাদিত হয়
শ্রৌত যজ্ঞাদিও পূর্ব্বে হইত কৃত সেভাবে
উদ্দেশ্যে বা ফলে ভিন্ন নয়।

হইলে পুত্র পীড়িত পুরোহিত বৈদ্যগৃহে
দ্রুত পদে করেন গমন।
হ'লে রুগ্ন যজমান করেন শাস্ত্র বিধানে
চণ্ডী পাঠ, পূজা, স্বস্ত্যয়ণ।

[illegible] পূজোপাদানে করিতেছে অর্থব্যয়
যজমান স্বর্গলাভাশায়।
পুরোহিত মন্ত্রবলে প্রদানি ঈপ্সিত ফল
লভিতেছে জীবন উপায়।

যজমান-আকাঙ্ক্ষিত আমুষ্মিক ফললাভ
ধর্ম্ম কর্ম্মে হয় বা নাহয়।
প্রত্যক্ষ ঐহিক ফল পুরোহিত-ব্রাহ্মণের
সদ্য লাভ হ'তেছে নিশ্চয়।

বর্ত্তমান পুরোহিত পূর্ব্বের ঋত্বিক, ঋষি
এক ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি দ্বয়
ছিল ঋষিদের মধ্যে অবিদ্বান, স্বার্থপর
এবে মম হ'তেছে প্রত্যয়।

কাহারা ছিল বিদ্বান বিদ্যার লক্ষণ কিবা
কি অপরা পরা আখ্য হয়
শ্রুতি বাক্যে যুক্তিবলে করি তাহা বিশ্লেষণ
কর মম ভ্রম দ্বিধা ক্ষয়।

শব্দ প্রমাণ।

অপরা ও পরাভেদে বিদ্যাপর্ব্ব, ভেদবাদ

আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতির্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ ভূবিজ্ঞান
সাহিত্য গণিত আদি লভে বিদ্যা অভিধান।

কিন্তু এসকল বিদ্যা স্থূল, একদেশী হয়
বিদ্যাপর্ব্বে বিদ্যা শব্দে সেই বিদ্যা লক্ষ্য নয়।

কি এ দৃশ্যমান বিশ্ব কিবা তার উপাদান
দ্রষ্টা "আমি" কি পদার্থ ? করি যেই অভিমান।

দ্রষ্টা দৃশ্যে কি সম্বন্ধ, কিরূপে সংযোগ হয়
উভয়ের আদি কোথা, কোথায় হয় বিলয়।

দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনের আছে কি কোন কারণ
থাকিলে কারণ, তার স্বরূপাদি বিবরণ।

যা'তে এ সকল তত্ত্ব হয় জীব সুবিদিত
হইল এ বিদ্যাপর্ব্বে তাহা বিদ্যা নামান্বিত।

কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নির্ণয় তরে
ভিন্ন শ্রুতি ভিন্ন তত্ত্ব ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মান আকাশঃ সম্ভূতঃ" হয়
এই ক্রমে "তৈত্তিরীয়" করে সৃষ্টি নিরণয় ।
"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত"
তৈত্তিরীয়ে মন্ত্রদ্বয়ে বিরুদ্ধ দ্বিবিধ মত ।
"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতেচ" সেই মত
কিম্বা "সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ" শত শত ।
সেরূপ "অক্ষর" হ'তে বিশ্ব জাত ধ্বংস হয়
এই মন্ত্রে সৃষ্টিক্রম মুণ্ডক করে নির্ণয় ।
"সদেব ইদমগ্র আসীদেক মেবাঽদ্বিতীয়ম্"
এভাবে ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণিয়াছে সৃষ্টিক্রম ।
"নৈবেহ কিঞ্চন অগ্রে" আরণ্যকে এবচন
"মৃত্যু" হ'তে সৃষ্টিক্রম করিয়াছে নিরূপণ ।
যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতা
যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি ।
এইরূপ বহুমন্ত্রে বলে শ্রুতি অথর্ব্বণ
দৃশ্যমান এ বিশ্বের ব্রহ্মাই হয় কারণ ।
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" কল্পনা করি কারণ
তাহা হ'তে সৃষ্টি ক্রম করে যজু নিরূপণ ।
প্রভবঃ সর্ব্ব ভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোং শূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ।

বিভূতিং প্রসবংত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টি চিন্তকাঃ
স্বপ্ন মায়া স্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈ বিকল্পিতা॥
ইচ্ছা মাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টি রিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কাল চিন্তকাঃ।
ভোগার্থং সৃষ্টি রিত্যন্যে ক্রীড়ার্থ মিতি চাপরে
দেবস্যৈষস্বভাবোঽয় মাপ্ত কামস্য কা স্পৃহা?

এরূপে মাণ্ডুক্য ক্রমে করিয়াছে নিরূপণ
কারণ, করণভিন্ন ভিন্ন বিধ প্রয়োজন।

বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণে সৃষ্টিক্রম এক নয়
বিচিত্র করণ, ক্রম, কল্পও বিভিন্ন হয়।

বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে সৃষ্টির ভিন্ন কল্পনা
প্রকৃতি, মায়া, অণ্বাদি কারণ, করণ নানা।

ঈশের ইচ্ছায় বিশ্ব ছয় দিনে বিরচিত
হ'য়েছে কোরাণে আর বাইবেলে নিরূপিত।

সদাসদক্ষর, ব্রহ্ম, আত্মা মৃত্যু শব্দচয়
ভিন্নার্থ জ্ঞাপক কিম্বা একার্থ বাচক হয়?

সৎ, অসৎ বিপরীত ভিন্নার্থ জ্ঞাপন করে
কিহবে উপায় বল শ্রুতি সমন্বয় তরে?

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" ঋক্ বচন
সদসৎ উভ কল্পনা করিতেছে নিরাসন।

"নমৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি" ঋক বচন
মর্ত্ত্যামর্ত্ত্য দ্বন্দ্ব হীন তত্ত্ব করে নিরূপণ।

"কো অদ্ধাবেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা"
বলে এই মন্ত্রে ঋক্ অজ্ঞেয় বিশ্ব বিধাতা।

অজ্ঞেয় অব্যক্ত তত্ত্বে জ্ঞেয়ত্ব করি কল্পনা
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাদি শ্রুত্যাদি করে বর্ণনা।

বিভিন্ন ঋষির উক্ত বিরুদ্ধ শ্রুতি বচন
কিরূপে করিবে তার সত্যাসত্য নিরূপণ।

রুচি অনুরূপ শ্রুতি করি, জীব আলম্বন
করিছে শব্দ প্রমাণে স্বীয় মত সমর্থন।

কেহ মানে কোন শ্রুতি স্বমত পোষণ তরে
কেহ মানে পুরাণাদি শ্রুতি প্রত্যাখ্যান করে।

শব্দই শব্দ প্রমাণ করিয়া ব্যর্থ খণ্ডন
আপনার অপ্রামাণ্য করিতেছে নিরূপণ।

বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে জগতের সৃষ্টিক্রম
বিচিত্র বিরুদ্ধ দৃষ্ট হয়
রূপকে স্বরূপ শূন্য পৌরাণিক কল্পনায়
বিবেকীর হয় না প্রত্যয়।

আছে জ্ঞানী সর্ব্বদেশে ভারতে নহে নিবদ্ধ
তাহারা কি করে নিরূপণ?
করিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা। সৃষ্টি স্রষ্টা, সৃষ্টিক্রম
কি জানিছে বৈজ্ঞানিক গণ?

থেইল্‌স, এনেক্‌জিমেণ্ডার, থিওফ্রেস্‌টাস্
এরিষ্টটোল্, পিথেগোরাস্ ডিমোক্রিটাস্।
হিরেক্লিটাস্ এপিক্যুরাস্, এনেক্‌জা গোরাস্
পারমেনাইডস্, জেবার, কোপারনিকাস্।
এম্পিডোক্লিস্, লেসিপ্পাস্, ডিমস্থেনিস্
লুক্রেসিয়াস্, সক্রেটীস্, প্লেটো, জিনোফেনিস্
খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী এ সকল জ্ঞানীগণ
ছিল কেহ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কোনজন।
জানিতে সৃষ্টি রহস্য করি বহু গবেষণা
বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবে করেছে সৃষ্টি বর্ণনা।
কেহবা চিজ্জড় বাদী জড় বাদী কোন জন
বুদ্ধি অনুসারে তত্ত্ব করিয়াছে নিরূপণ।
যেবার্, বেকন্, হার্ভি, গেলিলিও লিনেয়াস্
ডিকার্টিস্, মেগেলেন্, লক্, হেলি, নিকোলাস্।
হিউম্, কেপ্লার্, ব্রুণো, ড়ারুইন্; নিউটন্
স্পেন্‌জেল, স্মিথ্, কেণ্ট, এভিছেন্না, ডেলটন্।

খৃষ্টাব্দে এই সকল বিজ্ঞানী মনীষীগণ
পাশ্চাত্য নানা প্রদেশে করিয়া জন্ম গ্রহণ।
করিয়াছে বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্ব আবিস্কার
ঘুচিয়াছে তা'তে কত ভ্রম, মোহ অন্ধকার;
কিন্তু সৃষ্টি, সৃষ্টিক্রম অথবা তার কারণ
করিতে নির্ণয় কভু পারে নাই কোন জন।
রাসেল্, ওয়ালেইস্, টিন্‌ডেল্, স্পেন্‌সার্
লুব্‌ক, হাক্‌সলী, মিল্, বেইটস্, প্রোক্‌টার্।
লায়েল, হগিন্‌স্, ক্লড্, ডারুইন্, ডেল্‌টন্
ইমার্সন্, গেটে আদি নবীন মনীষীগণ।
করিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা দার্শনিক গবেষণা
করিয়াছে আবিষ্কার নব নব তত্ত্ব নানা।
কিন্তু এ বিশ্বের ব্যাপ্তি, কালাদির নিরূপণ
জড় চৈতন্যের তত্ত্ব, কারণাদি বিশ্লেষণ।
করিতে বিজ্ঞানী আর দার্শনিক শক্ত নয়
ভূমত্ব সূক্ষ্মত্ব দেখি বিজ্ঞান স্তম্ভিত হয়।
তবু করি সৃষ্টি চর্চ্চা বলে বৈজ্ঞনিক গণ
জড় জৈব চৈতন্যের একই হয় কারণ।
দৃশ্যমান কার্য্য হ'তে কারণ বিভিন্ন নয়
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী তাতে হইয়াছে নিঃসংশয়।

জড় জীবে ভেদ যাহা স্থূল চক্ষে দৃষ্ট হয়
সজীব নির্জীব যাহা ইন্দ্রিয় করে নির্ণয়।
সকল সজীব বিশ্বে, ভ্রান্তি মাত্র ভেদজ্ঞান
যন্ত্র যোগে এবে ইহা বিজ্ঞান করে প্রমাণ।
তুমি যাহা ভাব জড় তাহা কিন্তু জড় নয়
সর্ব্বত্র সংস্থিত জীব, এবিশ্ব চেতনা ময়।
নহে বিশ্ব একেকালে আচম্বিতে নিরমিত
সূক্ষ্ম হ'তে ক্রমে স্থূলে হইয়াছে বিবর্ত্তিত।
অজ্ঞেয় অজ্ঞাত তাহা বিশ্বের যাহা কারণ
সে কারণ নাম রূপে করে সদা বিবর্ত্তন।
বৈজ্ঞানিক এই বাক্যে করিতেছে সমর্থন
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি বচন॥

পুরাতন দার্শনিক বিজ্ঞানীর আবিস্কৃত
তত্ত্ব রূপ ভিত্তির উপরে
গড়িয়া সোপান রাজি হইতেছে সমুত্থিত
পাশ্চাত্য মানব স্তরে স্তরে।

নহে অতীত-আদর্শ চিন্তা-নিমীলিত-নেত্র
পাশ্চাত্য সুসভ্য জীবগণ।
দেখে উন্মীলিত নেত্রে কি অবস্থা বর্ত্তমানে
ভবিষ্যতে কিবা প্রয়োজন।

পশ্চাতে রাখি "অতীত" হ'য়ে "বর্ত্তমানে" স্থিত
"ভবিষ্যত" ভাবে নিরন্তর
লভি নিত্য নবতত্ত্ব হইতেছে কালস্রোতে
উন্নতির পথে অগ্রসর।

পতিত হিন্দু জাতির সতত "অতীতে" দৃষ্টি
কল্পনার রাজ্যে অবস্থান
অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস অন্ধকারে আবরিত
ভবিষ্যত আর বর্ত্তমান।

অতীতে পুনরাবর্ত্ত নহে কভু সম্ভাবিত
প্রকৃতির নহে এ বিধান
নব পন্থা, নব তত্ত্বে দেখে বিভীষিকা হিন্দু
কাল ত্রয়ে নাহি তার স্থান।

ছিল অদ্বিতীয় সত্তা জড় জীব সৃষ্টি তরে
নাহি ছিল অন্য উপাদান
নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ তাহা
শ্রুতি বাক্য করিছে প্রমাণ।

উপাদান হ'তে ভিন্ন নাহি হয় কভু কার্য্য
স্রষ্টা সৃষ্টি তবে ভিন্ন নয়
তরঙ্গ, বুদ্বুদ; জলে, ভেদ মাত্র নাম রূপে
পরমার্থে এক বস্তুত্রয়।

দৃশ্যমান সৃষ্টি হ'তে স্রষ্টার স্বতন্ত্র সত্তা
প্রমাণিত নাহয় যখন
শব্দ প্রমাণের বলে, 'কর অভেদ নির্ণয়
শাস্ত্র সিন্ধু করিয়া মন্থন।

শব্দ প্রমাণ।

অপরা ও পরাভেদে বিদ্যাপর্ব্ব পরিণাম বাদ

চতুর্ব্বেদ—ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্বণ
বিভিন্ন বেদান্ত গ্রন্থে করিতেছি দরশন।
সুধু ভেদবাদময় সর্ব্বশ্রুতি মন্ত্র নয়
অভিন্নত্ব নিরূপক বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়।
"পরো দিবা + পৃথিব্যাঃ + দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি
এক এব ত্বং সম্প্রশনং ভুবনা যন্তি অন্যা
ন তং বিদাথ য ন। ন্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো দেব এষঃ।
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নে নাতি রোহতি"॥
এইরূপে বহুমন্ত্রে করে ঋক্ নিরূপণ
জীব, ব্রহ্ম, সৃষ্টি, স্রষ্টা, নহে ভিন্ন কদাচন।

এষোহদেবঃ প্রদিশোহনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহ জাতঃ সউগর্ভে অন্তঃ।

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতো মুখঃ।

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তর জায়মানো
বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হ তস্থু
র্ভুবনানি বিশ্বা।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজা মৃতস্য
আত্মনাত্মান মভি সংবিবেশ।
পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য ইত্বা
পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরিস্বঃ।
ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য
তদপশ্যত্তদ ভবত্তদাসীৎ।
বেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহা
সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্।
তস্মিন্নিদং সংচ বিচৈতি সর্ব্বং
স ওতঃপ্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।

"কার্য্য কারণ রূপেণ" বিবিধ, যা দৃষ্ট হয়
তাহার সমষ্টি "বিভু" করিছে "মহী" নিশ্চয়।

বহু যজুর্ব্বেদ মন্ত্র করিতেছে নিরূপণ
অভিন্ন জীব পরম অথবা কার্য্য কারণ।

* বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা
যদ্যত্র বিশ্বং ভুবত্যেক রূপম্‌।
পরি বিশ্বা ভুবনাস্যয়ম্‌
ঋতস্য তন্তুং বিততং দৃশেকম্‌।

প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে+বহুধা বিজায়তে
পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি।

ব্রহ্মণা ভূমির্বিহিতা ব্রহ্মাদ্যৌরুত্তরা স্থিতা
ব্রহ্মেদ মূর্দ্ধং তির্যক্‌ চান্তরীক্ষং ব্যচোহিতম্‌।

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভি রাবৃতম্‌
তস্মিন্যদ্যক্ষ মাত্মন্বত্তদ্বৈ ব্রহ্ম বিদো বিদুঃ।

এইরূপ বহু মন্ত্রে করিতেছে অথর্ব্বণ
সৃষ্টি স্রষ্টা জীব ব্রহ্মে অভিন্নত্ব সংস্থাপন।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ
স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বং।

* বেনঃ=পণ্ডিতো বিদিত বেদান্ত রহস্যঃ মহীধর।

এরূপে ছান্দোগ্য শ্রুতি করিতেছে নিরূপয়
যাহা কিছু দৃশ্যমান সর্ব্ববস্তু ব্রহ্মময়।
যঁ ভূতানি ন বিদুর্যস্য ভূতানি শরীরং
এষত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যাধি ভূতঃ।
যো মনসিতিষ্ঠন্মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ
যস্য মনঃ শরীরং এষতঃ আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।
অদৃষ্টোদ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তা, + বিজ্ঞাতা।
ন অন্যো অতোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা,নান্যোঽতোঽস্তি
বিজ্ঞাতেষত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং।
কতম আত্মেতি ?, যোঽয়ং হৃদ্যন্তর্য্যোতি পুরুষঃ।
অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি।
জীব ব্রহ্ম, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, নহে ভিন্ন কদাচিত
এবম্বিধ বহু মন্ত্রে আরণ্যকে নিরূপিত।
"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ"
"যস্তু সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মন্যেবানু পশ্যতি।"
"যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূ দ্বিজানতঃ
তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ।"
এই ভাবে "কেন" "ঈশ", উপনিষদ বচন
জড়জীব ব্রহ্মে ভেদ করিতেছে নিরাসন।

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচম্
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্"
ইত্যাকার নানা মন্ত্রে করিছে তলবকার
জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতা অঙ্গীকার।
"কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা"
"যেন বা রূপং পশ্যতি যেনবা শব্দং শৃণোতি"
"এষ ব্রহ্ম ইন্দ্র+প্রজাপতি রেতে সর্ব্বেদেবা"
ইমানিচ পঞ্চভূতানি পৃথিবী বায়ু।
বীজানীতরাণি চাণ্ডজানিচ জারু জানিচ।
পুরুষা হস্তি নো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমংচ।
সর্ব্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং
প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥"

দৃশ্যমান সর্ব্ববস্তু, ঐতরেয় প্রবচন
প্রজ্ঞাময় ব্রহ্মরূপ, করিতেছে নিরূপণ।

সোহকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।
যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তদনু প্রবিশ্য। সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ
"যদাহ্যেবৈষএতস্মিন্নুদর মন্তরং অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"

এই রূপে বহু বিধ তৈত্তিরীয় প্রবচন
জীব ব্রহ্মে ভেদ বাদ করিতেছে নিরাসন।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ব্রহ্ম+
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং+
এমন্ত্রে মুণ্ডক শ্রুতি করিতেছে নিরূপণ
সর্ব্বদিকে সর্ব্ব রূপে সর্ব্ববস্তু ব্রহ্মময়।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
এক স্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখংশাশ্বত নেতরেষাং

কাঠকের এই মন্ত্র করিছে স্পষ্ট প্রমাণ
বিচিত্র বিভিন্ন রূপে এক আত্মা বিদ্যমান।
করি বহু শ্রুতি মন্ত্রে ভেদ বাদ নিরাসন
বিরাট রূপ কল্পনা করিয়াছে ঋষিগণ।

"বিশ্বত শ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতস্পাৎ"
"সংরত ত্রৈস্থাবা ভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ"

"নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্"

"সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র পাৎ
সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।"
"ব্রহ্মণা ভূমি র্বিহিতা ব্রহ্মদ্যৌরুত্তরাহিতা
ব্রহ্মেদমূর্দ্ধং তির্যক্ চান্তরীক্ষং ব্যচোহিতম্"
এইরূপ বহুমন্ত্রে ঋক্, যজু, অথর্ব্বে,
করিয়াছে কারণের বিরাট রূপ বর্ণন।
অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে
বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা।
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
সর্ব্বতঃ পানি পাদন্তৎ সর্ব্বতোহক্ষি শিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্ব মাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্ব পাদাক্ষি নাসিকঃ
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথা সুখম্।
"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌ মূর্দ্ধা খংনাভি চরণৌ ক্ষিতিঃ
সূর্য্যশ্চক্ষু র্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ"
নানা মন্ত্রে নানা ভাবে উপনিষৎ শাস্ত্র যত
বিরাট রূপ বর্ণনা করিয়াছে এই মত।
বেদ বেদান্তাদি মন্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়
সৃষ্টি স্রষ্টা এক বস্তু, কদাপি বিভিন্ন নয়।

সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, ভূমা, বিভু, আদি শব্দ
যদ্যপি ও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়
বলিতেছে ভেদবাদী, স্তুত্যর্থ ব্যঞ্জক তাহা
বাস্তবিক সর্ব্বগত নয়।

"ব্রাহ্মণ পাড়া" নামক পল্লিতে অন্য বর্ণজ
করেনা কি কভু অবস্থান?
নেত্র, কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও জীবগণ
লভে গৌরবর্ণ অভিধান।

"অধিকেন ব্যাপদেশা ভবন্তি" ন্যায়ে ব্রহ্মের
ভূমা বিভু আখ্যা শ্রুত হয়
ব্রহ্ম বহু ব্যাপী হেতু বলে শাস্ত্র সর্ব্বব্যাপী
পরমার্থে সর্ব্বগত নয়।

যদি "ভূমা" "সর্ব্বব্যাপী" বহুত্ব বাচক হয়
অন্য বিশেষণ তা'তে দেখ করি সমন্বয়।
নিত্যের দীর্ঘায়ু অর্থ হয় যদি অঙ্গীকৃত
কালে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হয়েছে, বা হবে মৃত।

যদ্যপি সর্ব্বজ্ঞ শব্দ বহুজ্ঞ জ্ঞাপক হয়
জ্ঞানময়ে অজ্ঞানতা আছে কিছু নিঃসংশয়।
"সর্ব্বের" বহুত্ব অর্থ কর, যদি অঙ্গীকার
নহে সর্ব্বশক্তিমান, সীমা বদ্ধ শক্তি তাঁর।

নহে ঈশ প্রেমময় নহে তবে, ন্যায়বান
অপ্রেম, অন্যায় তাঁতে আছে কিছু বিদ্যমান।
"শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" নহে ব্রহ্ম কদাচিত
অশুদ্ধতা, পাপ, তাঁতে হয় কিছু প্রমাণিত।
হয় সিদ্ধ, বদ্ধে মুক্তি, মুক্তে ত্রিতাপের ক্লেশ
এ যুক্তিতে বিশ্বে কিছু নাহি থাকে নির্ব্বিশেষ।
বাক্য জালে বিতণ্ডায় করিতে সত্য খণ্ডন
আপনিই পরাভূত হয় অবিবেকী গণ।

নানা নাম রূপযুত বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার
স্বর্ণ পিণ্ড হ'তে ভিন্ন নয়
কিন্তু স্বর্ণ, অলঙ্কার কারণ ও কার্য্য উভ
জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়।

যথা অলঙ্কার, তথা আছে স্বর্ণ বিদ্যমান
হইতেছে সতত লক্ষিত
কিন্তু জড় ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, চৈতন্য সত্তা
মানবের ইন্দ্রিয় অতীত।

অতীন্দ্রিয় চিন্ময় জড় বিশ্বে পরিণত
তাহা হ'তে বিশ্ব ভিন্ন নয়
হয় না প্রত্যক্ষ ইহা কি আছে প্রমাণ তার
কি যুক্তিতে করিব প্রত্যয়?

অতীন্দ্রিয়, সত্তা হ'তে হয় জাত বাষ্পদ্বয়
তাঁহা জল, তুষারাদি রূপে বিবর্ত্তিত হয়।
কঠিন তুষার, দ্রব জল হ'তে ভিন্ন নয়
ঊর্দ্ধগামী বাষ্প, জল অভিন্ন বস্তু নিশ্চয়।
হইলেও অতীন্দ্রিয়, বাষ্পের যাহা কারণ
এইরূপে বাষ্প হ'তে নহে ভিন্ন কদাচন।
স্থূল তুষারের সেই সূক্ষ্ম কারণের মত
সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্থূল বিশ্বে হইয়াছে পরিণত॥

অতীন্দ্রিয় মনানীত শাশ্বত ব্রহ্ম যদ্যপি
জড় বিশ্বে পরিণত, হয়
জীব রূপে জরা মৃত্যু ত্রিতাপ বন্ধন, শোক
তবে ব্রহ্ম ভোগিছে নিশ্চয়।

পরিবর্ত্তনীয় বস্তু হয় ধ্বংস পরিণামে
সদাকাল করি দরশন
পরিবর্ত্তনের হেতু হয় ব্রহ্ম ধ্বংসশীল
নহে নিত্য জগত কারণ।

এই পরিণাম দোষ করিবারে নিরাসন
ব্রহ্মের সত্তা বিভাগ করিয়াছে ঋষিগণ।

"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যা মৃতংদিবি

ব্রহ্মের চতুর্থ ভাগ বিশ্বে পরিণত হয়
এই মন্ত্রে ঋক্, যজু করিয়াছে নিরণয়।
"অর্দ্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্য অর্দ্ধং
পশ্যন্তি সর্ব্বৈ চক্ষুষা ন সর্ব্বে মনসা বিদুঃ।
দ্বিভাগে ব্রহ্মে বিভক্ত করি বেদ অথর্ব্বণ
অর্দ্ধ ভাগ মাত্র বিশ্ব করিয়াছে নিরূপণ।
"একাংশেন স্থিতো জগৎ" বাক্যে সমর্থন তার
করিয়াছে কৃষ্ণ মুখে ব্যাসদেব গীতাকার॥

অজ্ঞেয় অব্যক্ত ব্রহ্ম মনেন্দ্রিয় বাক্যাতীত
শ্রুতি স্মৃতি করে নিরূপণ
তাহা চতুর্থাংশে কিম্বা অর্দ্ধাংশে খণ্ড, বিভক্ত
কিরূপে করিল ঋষিগণ?

অনন্তের অংশ ভাগ নহে কভু সম্ভাবিত
সসীমের অংশ ভাগ হয়।
হইলে ও বিভজ্জিত ব্রহ্মের জড়াংশ যাহা
তাহা কভু নিত্য বস্তু নয়॥

তুরীয়, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি, ভাগ চতুষ্টয়ে
তুরীয়ে ব্রহ্মাণ্ড হয় লয়
জাগরণে থাকে বিশ্ব, কিন্তু স্বপ্ন বা সুষুপ্তি
অমৃত বা দিবি বাচ্য নয়।

অনন্ত ব্রহ্ম, চৈতন্যে অথবা জীব চৈতন্যে
এ বিভাগ না হয় যখন
কি যুক্তিতে শ্রুতি মন্ত্র অথবা গীতার শ্লোক
করিব অভ্রান্ত নিরূপণ?

ঋক্, যজু, অথর্ব্বণ বেদেও দ্বিবিধ মত
চতুর্থাংশ আর অর্দ্ধ, ভাগ
উভয়ের বক্তা ঋষি কাহাকে করি বিশ্বাস
কাহাকে বা করি পরিত্যাগ?

অনন্ত ব্রহ্মের ব্যাপ্তি কভু পরিমেয় নয়
অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ ঋষির কল্পনা হয়।
"বিশ্বাপেক্ষা ব্রহ্ম বহু ব্যাপ্ত বৃহত্তর হয়"
মন্ত্রের এরূপ অর্থ করে ভাষ্য নিরণয়।
ব্রহ্ম শব্দে বিশ্বেতর বস্তু করি নিরূপণ
করিছে ব্যাপ্তি আরোপ অজ্ঞ ভাষ্যকারগণ॥
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রম দেখ করি বিশ্লেষণ
আছে তাতে জড় ভূত চিন্ময় জীবগণ।
জড়াংশ, চেতন-অংশ সৃষ্টি মধ্যে দৃষ্ট হয়
কিন্তু তার পরিমাণ কদাপি সম্ভব নয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে অনন্ত জীব সংস্থিত
জড়েও, বলে বিজ্ঞান, সে চৈতন্য বিরাজিত।

চিদাংশ অমৃত দিবি, নিত্য স্বপ্রকাশ হয়
জড়াংশ বিশ্ব এ অর্থে হয় শ্রুতি সমন্বয়।
অথবা দ্রষ্টা "অমৃত, 'দিবি" শব্দে নির্দ্দেশিত
দৃশ্যমান সর্ব্ব বস্তু "বিশ্ব", ভূত নামান্বিত।

"ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত" ইহা তত্ত্ব, গীতা, ট্র্থ, গ্রন্থে
করিয়াছ তুমি অঙ্গীকার
"অনন্ত ঈশ্বর হ'তে অনন্ত বিশ্ব বিয়োগে"
লিখিয়াছ গীতায় তোমার।

ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তত্বে যুক্তি বা প্রমাণ কোন
কিন্তু তাতে নাহি, উল্লিখিত
বল কোন্ যুক্তি কিম্বা প্রমাণের বলে হয়
বিশ্বের আনন্ত্য নিরূপিত ?

যে সৌর জগৎ এই পৃথ্বী হ'তে দেখা যায়
ব্রহ্মাণ্ড মরুতে তাহা মুষ্টিমেয় বালু প্রায়।
গ্রহাদি সহ গোলক নেত্র যা দর্শন করে
একটী তরঙ্গ তাহা অনন্ত বিশ্ব সাগরে।

ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত জীব নাহি করে দরশন
কল্পনা করিতে তাহা নাহি পারে জৈব মন।
জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়
কিরূপে করিবে বল বিশ্বের সীমা নির্ণয় ?

জীবের জ্ঞান বিজ্ঞান নাহি পায় সীমা যার
কি যুক্তি প্রমাণে অন্ত করি তার অঙ্গীকার?
পক্ষান্তরে, সূর্য্য চন্দ্র পৃথ্বী তারা গ্রহগণ
বলিছে বিজ্ঞান, একে করে অন্যে আকর্ষণ।
সেই আকর্ষণ বশে হয় সবে নিয়মিত
নহে স্থিতিশীল কেহ হ'তেছে সদা ঘূর্ণিত
অন্য গ্রহগণ পৃথ্বী না করিলে আকর্ষণ
সূর্য্য প্রদক্ষিণ করা সম্ভবেনা কদাচন।
সেই গ্রহগণে পুন অন্যে আকর্ষণ করে
আছে অন্য গ্রহ পুন তাকে আকর্ষণ তরে।
দূর হ'তে দূরে যেই গ্রহ করে অবস্থান
তাকে আকর্ষণ তরে আছে অন্য বিদ্যমান।
অন্তদেশে যদি কোন গ্রহ হয় প্রকল্পিত
দূরস্থ গ্রহের দ্বারা নহে যাহা আকর্ষিত
তাহার স্বতন্ত্র স্থিতি, গতি, সম্ভাবিত নয়
নিকটস্থ গ্রহে তাহা পতিত হয় নিশ্চয়।
পরবর্ত্তী গ্রহে তাহা হয় পুন আকর্ষিত
এইরূপে সর্ব্ব গ্রহ ক্রমশঃ হয় পিণ্ডিত
কিম্বা যদি অকস্মাৎ আকর্ষণ ছিন্ন হয়
গ্রহাদি হয়ে চূর্ণিত হয় ব্রহ্মাণ্ডের লয়।

এই আকর্ষণ শক্তি আনন্ত্য প্রমাণ করে
নাহি কোন যোগ্য যুক্তি অন্ত কল্পনার তরে।
সসীম জৈব ইন্দ্রিয় সীমা বদ্ধ জৈব মন
তারি অন্তে এ বিশ্বের অন্ত করে দরশন।
বেদান্তের গূঢ় তত্ত্ব করিলে পর্য্যালোচনা
থাকিবে না অবকাশ করিতে অন্ত কল্পনা।
রজ্জুতে ভুজঙ্গ যবে করে জীব দরশন
রজ্জু হতে ক্ষুদ্র অহি নাহি দেখে কদাচন।
স্থূলত্বে দীর্ঘত্বে সর্প রজ্জুর হয় সমান
নতুবা নহে সম্ভব রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভাণ।
সেরূপ অনন্ত ব্রহ্মে হয় বিশ্ব অধ্যাসিত
বিশ্ব ও অনন্ত তাহে হইতেছে প্রমাণিত॥

বুঝিলাম ব্রহ্মাণ্ডের আনন্ত্য করে প্রমাণ
বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান
পারেনা জীবের মন করিতে অন্ত কল্পনা
কিম্বা সীমা করিতে প্রমাণ

কিন্তু যদি পরিণত হয় বিশ্বরূপে ব্রহ্ম
পরিণামী বস্তু নিত্য নয়
জীব রূপী ব্রহ্ম তবে, ভোগে শোক জরা মৃত্যু
ত্রিতাপে সতত তপ্ত হয়

অর্দ্ধ কিম্বা চতুর্থাংশ যদি বিশ্বে পরিণত
সেই অংশ হয় তাপান্বিত
শুদ্ধ মপাপ বিদ্ধম্, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম
কিরূপে হইবে প্রমাণিত ?

কি যুক্তিতে কর দূর পরিণাম কল্পনার
স্বতঃসিদ্ধ এই দোষ দ্বয় ?
যোগ্য শ্রুতি বাক্য বলে করিয়া দোষ খণ্ডন
কর মম ভ্রম দ্বিধা ক্ষয়।

জ্ঞানী, অজ্ঞানীর বানী দেখি চতুর্ব্বেদ ময়
আছে ভ্রান্তি শাস্ত্র বাক্যে হয়েছে তব প্রত্যয়।
আরম্ভ ও পরিণাম এই দুষ্ট বাদ দ্বয়
যদিও শ্রুতিসম্মত কিন্তু যুক্তি যুক্ত নয়।
করিব খণ্ডন ইহা, অপর শ্রুতি বচনে
হইবে তাৎপর্য্য বোধ থাকিবেনা দ্বিধা মনে।
"যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং + পশ্যতি"
যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কংপশ্যেৎ"
করিতেছে এই রূপে শ্রুতি মন্ত্র সুনিশ্চয়
অদ্বয় পরমার্থতঃ দ্বৈত "ইব" দৃষ্ট হয়।
"স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনু সঞ্চরতি"
ধ্যায়তীব লেলায়তীব" মন্ত্রে বলিছে শ্রুতি।

পরমার্থে ব্রহ্ম, বিশ্বে নাহি হয় পরিণত
যেন তিনি পরিণত হয় ভান এই মত।
"ইব" শব্দ সর্ব্ব শ্রুতি করিতেছে সমন্বয়
মন্ত্র শুক্তি মধ্যে এই "ইব" মুক্তা দীপ্তি ময়।
"অশরীরং শরীরেস্ব ন বস্থেষ বস্থিতম্"।
এইরূপ বহু মন্ত্র করে দূর দ্বৈত ভ্রম।
অশরীরী বিভু আত্মা মহান্ত সর্ব্ব ব্যাপিত
দৃষ্ট হয় যেন তাহা দেহ মধ্যে অবস্থিত।
স্বাপ্নিক সর্ব্ব পদার্থ হইলেও মনোময়
মন কভু দৃশ্য রূপে পরিণত নাহি হয়।
যেন দেখি যেন শুনি, স্বপ্ন কালে বোধ হয়
স্বপ্নদৃশ্য "সত্যইব" বাস্তবিক সত্য নয়।
সেইরূপ জাগরণে দৃশ্য এই বিশ্বধাম
মায়ার বিবর্ত্ত মাত্র নহে ব্রহ্ম পরিণাম।
সর্প রূপে রজ্জু কভু নাহি হয় পরিণত
তবু তাহা "সর্পইব" লক্ষিত হয় সতত।
সেই রূপ চিচ্ছত্বায় ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ হয়
মায়িক পদার্থ ইহা, ব্রহ্ম পরিণাম নয়।
"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত নসংশয়ঃ
মায়া মাত্র মিদং দ্বৈত মদ্বৈতং পরমার্থতঃ।

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং নবিদ্যতে।
দ্বিতীয় কারণাভাবাদনুৎপন্ন মিদং জগৎ
যথৈ বেদং নভঃ শূন্যং জগচ্ছূন্যং তথৈবহি।
ইদং প্রপঞ্চং যৎ কিঞ্চিদ্যদ্যজ্জগতি বীক্ষতে
দৃশ্যরূপঞ্চ দৃগ্রূপং সর্ব্বং শশবিষাণবৎ।
ইদং প্রপঞ্চং নাস্ত্যেব নোৎপন্নং নো স্থিতং জগৎ
চিত্তং প্রপঞ্চ মিত্যাহুর্নাস্তি নাস্ত্যেব সর্ব্বদা।
মায়া কার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি বয়ং নহি
পরং ব্রহ্মাহমস্মীতি স্মরণস্য মনো নহি।
বন্ধ্যা কুমার বচনে ভীতিশ্চেদস্তীদং জগৎ
শশ শৃঙ্গেণ নাগেন্দ্রো মৃতশ্চেজ্জগদাস্তিসৎ।
মৃগতৃষ্ণা-জলং পিত্বা তৃপ্তশ্চেজ্জগদস্তিসৎ
গন্ধর্ব নগরে সত্যে জগদ্ভবতি সর্ব্বদা।”
শতশত শাস্ত্র বাক্য এরূপে করে প্রমাণ
নহে ব্রহ্ম পরিণত, নাহি বিশ্ব বিদ্যমান।

“যতোবা ইমানি” মন্ত্র, “তজ্জলান্” আদি শ্রুতি
সৃষ্টি সত্তা করে নিরূপণ
সেই শ্রুতি আলম্বনে করিয়াছে ব্যাসদেব
“জন্মাদ্যস্য” সূত্র প্রণয়ন।

"সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ইত্যাদি বহুল সূত্রে
করিয়াছে পরে নিরণয়
নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ ব্রহ্ম
সৃষ্টি, স্রষ্টা ভিন্ন বস্তু নয়।

আপন ভাষ্যে শঙ্কর শ্রুতি মন্ত্রে যুক্তি বলে
মায়া বাদ করেছে স্থাপন
কিন্তু করি ভিন্ন ব্যাখ্যা রামানুজ নিম্বার্কাদি
ভিন্ন মত করেছে গ্রহণ।

মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেবচ
পদ্মপুরাণের এইমত
নাস্তিকতা জ্ঞানে ইহা করিতেছে প্রত্যাখ্যান
বৈষ্ণবাদি দ্বৈত বাদী যত।

অদ্বৈত বা মায়া বাদ শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত
অনেকের এই অনুমান
মায়া বাদ পুরাতন বৈদিক ঋষি সর্ম্মত
আর্যশাস্ত্রে আছে কি প্রমাণ?

তত্ত্বং যথার্থ মাকর্ণ্য মন্দঃ প্রাপ্নোতি মূঢ় তাম্
অথবা যাতি সঙ্কোচম্ মূঢ়ঃ কোঽপি বিমূঢ়বৎ।

যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণে হয় মূঢ় বিমোহিত
কেহবা মূঢ়ের মত হয় মুগ্ধ সঙ্কোচিত।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিশ্ব মিথ্যা কিম্বা মায়াময়
এবাক্য প্রলাপ প্রায় অজ্ঞের অগ্রাহ্য হয়।
সেই হেতু সৃষ্টি সত্তা করি অগ্রে অঙ্গীকার
করিয়াছে ঋষিগণ কারণ কার্য্য বিচার।
দার্শনিক সূত্র কিম্বা বেদান্ত বেদ-বচন
"অধ্যারোপ অপবাদে" করে তত্ত্ব নিরূপণ।
যথা, রজ্জু সর্প ভ্রম করিতে অপনোদন
প্রথমেই "সর্পো নাস্তি" না করিয়া উচ্চারণ।
শির ফনা স্পন্দনের অভাব করি নির্ণয়
ভুজঙ্গত্ব নিরাসনে, রজ্জুত্ব লক্ষিত হয়।
সেইরূপে ঋষিগণ করি বিশ্ব অঙ্গীকার.
তার সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস সম্যক করি বিচার।
করিয়াছে প্রদর্শন বেদান্তে পঞ্চীকরণে
"কাল ত্রয়েপি নাস্ত্যেব ময়ি বিশ্বং সনাতনে"।
চতুর্ব্বেদ-মন্ত্রে এবে করিতেছি প্রদর্শন
বেদের সংহিতা ভাগ করে মায়া সমর্থন।
"নতা মিয়স্তি মিনন্তি মায়িনো ন বীরা ব্রতা"
"প্র মায়াভি র্মায়িনা ভূতমত্র নরা নৃতূ"
"ত্বং মায়াভি রন বদ্য, মায়িনং শ্রবস্যতা"
"মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ"

এইরূপ বহু বাক্য ঋক্‌বেদে দৃষ্ট, হয়
মায়াবাদ শঙ্করের কপোল-কল্পিত নয়।
"আসুরী মায়া স্বধয়া কৃতাসি পৃথ্বী স্বস্তয়"
এইরূপ বহু মন্ত্র যজুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়।
"ন তস্য মায়য়া চ ন রিপুরীশীত মর্ত্ত্য"
"মায়া বি নো মসিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ"
"বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্" ইত্যাকার
সামমন্ত্র, মায়াবাদ করিতেছে অঙ্গীকার।
"মায়াহ যজ্ঞে মায়য়া মায়য়া মালতী পরি"
"অব্যচসশ্চ ব্যচসশ্চ বিলং বিষ্যামি মায়য়া"
"অপাংগ্না পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তন্মায়য়াহিতম্"
অথর্ব্ববেদে এইরূপ আছে মন্ত্র অগণন।

বেদ বেদান্তাদি মন্ত্রে হইতেছে প্রমাণিত
মায়া শব্দ পুরাতন নহে শঙ্কর-কল্পিত।
"মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ" বচন
নিরুক্তে, বৈদিক মায়া-অর্থ করে নিরূপণ।

দেখি শ্রুতি মন্ত্রে মায়া সর্ব্ব স্মৃতিকারগণ
পুরাণ, তন্ত্র, গীতায় করে তাহা সমর্থন।

শ্রুতির বিরোধী স্মৃতি কদাপি প্রামাণ্য নয়
সকল বাদী সম্মত এসিদ্ধান্ত নিঃসংশয়।

"এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধা রূপো বভূব সঃ"
একাস্ত্রী বিষ্ণু মায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ।
"প্রত্যেকং মায়য়া সংখ্যা পুরা ডিম্বাশ্চাপ্যভবন্"
এইরূপে "পঞ্চরাত্র" করে মায়া সমর্থন।
"আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ।
তস্মান্ন হ্যাত্মনোহন্যস্মাদন্যোভাবো নিরূপিতঃ
নিরূপিতেহয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতি রাত্মনি।
ইদং গুণ ময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্"
"মন্মায়া রচনা মেতাং বিজ্ঞায়োপশং ব্রজ।
এইরূপ বহু শ্লোক ভাগবতে নিবেশিত
নাহি দেখে নেত্র যার রাস-রসে নিমীলিত॥
"যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ
মায়া মাত্র মিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নির্বৃতঃ"।
ভারতে বহুল শ্লোক রহিয়াছে ইত্যাকার
করিছে তত্ত্ব নির্ণয় মায়া বাদ অঙ্গীকার।
"দৈবী হ্যেষা গুণ ময়ী মম মায়া দূরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগ মায়া সমাবৃতঃ
মূঢ়োহয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্
হেতু নানেন কৌন্তেয় জগদ্বি পরিবর্ত্ততে।
কৃষ্ণ মুখে গীতাকার করে মায়া অঙ্গীকার
স্থূল বুদ্ধি মূঢ় গণ নাহি বুঝে মর্ম্ম তার।
"তচ্ছক্তি র্ম্মায়া জড় সামান্যাৎ" সূত্র প্রণয়ন
করিয়া শাণ্ডিল্য, করে মায়াবাদ সমর্থন।
"ওঁ কস্তরতি মায়াং" এইরূপ প্রশ্নোত্তরে
স্পষ্টতঃ নারদ সূত্র মায়া অঙ্গীকার করে।
"আত্মমায়া ময়ীং দিব্যাং যোগ নিদ্রাং সমাস্থিতঃ
ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী।
"প্রকৃতির্যা মায়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী
পুরুষশ্চাপ্য ভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি"
জ্ঞান স্বরূপ মত্যন্ত নির্ম্মলং পরমার্থতঃ
তমেবার্থ স্বরূপেণ ভ্রান্তি দর্শনতঃ স্থিতম্।
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধান মৃষি সত্তমৈঃ
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং।"

এবম্বিধ বহু শ্লোকে, নানাবিধ উপাখ্যানে
প্রকৃতি বা মায়াতত্ত্ব বিবৃত বিষ্ণু পুরাণে।

"তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণো র্জগৎ কার্য্য পরিশ্রয়া
ভাবাভাব স্বরূপা সা বিদ্যা বিদ্যেতি গীয়তে।

যদা বিশ্বং মহা বিষ্ণোর্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে
তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা তদা দুঃখস্য সাধনী।
জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদ্যুপাধিস্তু যদা নশ্যতি সত্তমাঃ
সর্ব্বৈক ভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে।
এবঞ্চ মায়া মহাবিষ্ণোর্ভিন্না সংসার দায়িনী
অভেদ বুদ্ধ্যা দৃষ্টাচেৎ সংসার ক্ষয় কারিনী।
মায়ার স্বরূপ শক্তি ক্রিয়াদির সমাধান
করিতেছে এইরূপে বৃহন্নারদ পুরাণ॥
স্বীয় প্রামাণিক গ্রন্থে মায়াবাদ বিদ্যমান
দেখিয়াও নাহি দেখে ইহাই মায়ার ভাণ।
মায়াবাদ বৌদ্ধ মত বলিছে যেই পুরাণ
নহে পুরাতন তাহা বাক্যই করে প্রমাণ

বুদ্ধ, শঙ্করের, পরে হইয়াছে বিরচিত
কিম্বা পরে এই শ্লোক হইয়াছে প্রক্ষেপিত।
"মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং" যদি অঙ্গীকৃত হয়
অসত্য বেদ বেদান্ত আর্ষ শাস্ত্র নিঃসংশয়।

অসচ্ছাস্ত্র গীতা তন্ত্র সংহিতা স্মৃতি পুরাণ
সচ্ছাস্ত্র "পদ্মে" কেবল আছে তত্ত্ব বিদ্যমান।

সেই হেতু লীলা রসে মত্ত ভক্ত ভৃঙ্গগণ
নব পদ্ম-মকরন্দ পানে সদা নিমগণ।

"অধ্যারোপ অপবাদ" ঋষির উদ্দেশ্য, নয়
"আরম্ভ ও পরিণাম" আর্য মত নিঃসংশয়।"
এরূপ বিতণ্ডা যদি হয় পুন উত্থাপিত
ঋষির জ্ঞান বিভাগে হইবে তাহা খণ্ডিত।
স্থূলদর্শী অবিবেকী ঋষি আর্য্য জীবগণ
করিয়াছে সৃষ্টি দেখি স্বতন্ত্র স্রষ্টা সৃজন।
চিন্তাশীল ঋষিগণ করিয়া সূক্ষ্ম বিচার
অভিন্ন কার্য্য, কারণ, করিয়াছে অঙ্গীকার।
মায়ার বিবর্ত্ত দেখি পরাজ্ঞানী ঋষিগণ
আত্মা সত্য জগন্মিথ্যা করিয়াছে নিরূপণ।
"তুমি, "তিনি" সর্ব্বনামে করে যে ব্রহ্মে নির্দ্দেশ
তাহার পরোক্ষজ্ঞান, নহে জ্ঞান-নির্ব্বিশেষ।
দ্বৈত জ্ঞানে চিচ্ছত্তার অনুভূতি নাহি হয়
উদ্দেশ্যে "ত্বং "তৎ" বলে সত্তা অনুভব্য নয়।
অহং বাক্যে ব্রহ্মে লক্ষ্য করিয়াছে যেই জন
তার অপরোক্ষজ্ঞান করে শাস্ত্র নিরূপণ।

পরোক্ষ চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা
তত্রা পরোক্ষ বিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎবেদ পরোক্ষ জ্ঞান মেবতৎ
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥

পরা জ্ঞানী ঋষিগণ অপরোক্ষ জ্ঞানী বলে
করেছে কি তত্ত্ব নিরূপণ?
তৎ ত্বং, অহং নির্দ্দিষ্ট পদার্থ ত্রিতয়ে হয়
কিরূপে একত্ব দরশন?

শব্দ প্রমাণ।

বিবর্ত্ত বা অদ্বৈত বাদ।

ঘটাকাশ, মহাকাশ, ঘটযোগে ভিন্ন হয়
ঘটাভাবে ব্যোম সত্তা ভিন্ন কিম্বা বহু নয়।
সেই রূপ দেহ যোগে আত্মা ভিন্ন প্রকল্পিত
দেহাধ্যাস অপগমে আত্মা বিভু ভেদাতীত
পরমাত্মা, জীবাত্মায় করে ভেদ অজ্ঞ গণ
জানে জ্ঞানী এক আত্মা ভূমা ব্রহ্ম সনাতন।
"আকাশোহবৈ নামরূপয়ো নির্ব্বিহিতা তে
যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তৎ অমৃতং স আত্মা।"
"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" চিদেকরসোহ্যয়মাত্মা"
"অনুজ্ঞৈক রসোহ্যয়মাত্মা" অবিকল্পোহয়মাত্মা।"
"অথৈকরসোহ্যয়মাত্মা" অতোহ্যয়মাত্মা"
"নির্গুণঃ সাক্ষিভূতো নিষ্ক্রিয়ো নিরবয়ব আত্মা"
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বভূতান্ত রাত্মা।
সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ
সর্ব্বদা সর্ব্বকৃৎসর্ব্বঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

নিত্যঃ সর্ব্বগতোহ্যাত্মা কূটস্থো দোষ বর্জ্জিতঃ
সর্ব্বকারণ কার্য্যাত্মা কার্য্য কারণ বর্জ্জিতঃ।
মুক্তামুক্ত স্বরূপাত্মা মুক্তামুক্ত বিবর্জ্জিতঃ
স্থূলিঙ্গং প্রপঞ্চং বা ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংশয়ঃ
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো+চরতি দেব এষঃ
এই মন্ত্রে বলে শ্রুতি আত্মা ভূমা নির্ব্বিশেষ।
আত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইত্যাকার সংজ্ঞা যত
একার্থ জ্ঞাপক ইহা সর্ব্বশ্রুতি—অভিমত।
হয় সংজ্ঞা ব্যবহৃত অন্যে উপদেশ তরে
কিন্তু অহং জ্ঞানে যোগী সত্তা অনুভব করে।
সমাধি বা অপরোক্ষ জ্ঞান বলে ঋষিগণ
অহং জ্ঞান গম্য ভূমা আত্মা করি দরশন।
অহঙ্কারাদেশ-ক্রমে করিয়াছে উচ্চারণ
যেই বেদ মন্ত্র. তাতে করিব দ্বিধা বারণ।
"অহং ওনবীবহং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ
অহং প্রজ অজনয়ং পৃথিব্যামহং জনিভ্যো।
অহং রুদ্রেভির্বসুভি শ্চরাম্যহমাদিত্যৈঃ
অহং মিত্রা বরুণোভা বিভর্ম্যহ মিন্দ্রাগ্নী।
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনো বসূনাং চিকিতুষী
অহমেব স্বয়মিদং+জুষ্টং দেবেভি+মানুষেভি।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেষ
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম সমুদ্রে।

অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা
পরোদিবোপরএনা পৃথিব্যৈতাবতো মহিনাসম্বভূব।

অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিঃ
অহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবঃ
অহং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্॥

এইরূপে ঋক্‌বেদ করিতেছে নিরূপণ
অহং গ্রহ আত্মা ভূমা সর্ব্বব্যাপী সনাতন॥

"অহমস্মি পিতুস্পরি মেধা' মৃতস্য জগ্রহ
অহং সূর্য্যইবাজনি" আত্মা সামে অহংগ্রহ।

যো ভূতানামধিপতি র্যস্মিংল্লোকা অধিশ্রিতাঃ
য ঈশে মহতো মহাঁস্তেন গৃহ্ণামি ত্বা মহং
ময়িগৃহ্ণামিত্বামহং।

"অহং পরস্তাদহমবস্তাৎ যদন্তরীক্ষম্"
"যোঽসাবাদিত্যে পুরুষঃ সোঽসাবহম্।"

এইরূপে যজুর্ব্বেদ করিতেছে নিরূপণ
জীব আত্মা পরমাত্মা নহে ভিন্ন কদাচন॥

"যশা, ! বিশ্বস্য ভূতস্যাহমস্মি ' যশস্তমঃ মহ্যং দেবা উত বিশ্বে + দেবঃ সবিতা ব্যচোধাৎ

"অহং বিবেচ পৃথিবী মুতদ্যামহং
ঋতু রজনয়ং সপ্ত সাকম্।
অহং সত্য মমৃতং যদ্বদামি
অহং দেবীং পরিবাচং বিশশ্চ।"

"অহং জজান পৃথিবী মুতদ্যামহং
ঋতু রজনয়ং সপ্ত সিন্ধুন।
অহং সত্যমমৃতং যদ্বদামি যো
অগ্নীষোমা বজুষে সথায়া॥"

যথা দৌশ্চ পৃথিবীচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
যথাহশ্চ রাত্রীচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
যথা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
যথা ব্রহ্মশ্চ ক্ষত্রংচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
যথা সত্যং চানৃতংচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
যথা ভূতংচ ভব্যংচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ।

এইরূপে নানা ভাবে নানা মন্ত্রে অথর্ব্বণ
আত্মার প্রতীক অহং করিয়াছে নিরূপণ।

বেদের সংহিতা ভাগে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়
আত্মজ্ঞে অহং বাক্য ব্যক্তি আধুনিক নয়।

অহঙ্কারাদেশ বাক্যে চতুর্ব্বেদ হ'তে তুমি
করিয়াছ যে মন্ত্র উদ্ধার
সে সকল ব্রহ্ম বাক্য আপন বিভুত্ব, ব্রহ্ম
বেদ মন্ত্রে করিছে প্রচার।

"জীবকৃত চতুর্ব্বেদ" তোমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে
হইতেছে ভ্রান্তি প্রমাণিত।
কর যোগ্য যুক্তি বলে সত্যার্থ প্রতিপাদন
হয় যাতে দ্বিধা তিরোহিত

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি," শ্রুতি বচন
করে ব্রহ্ম বিদে ব্রহ্মে একত্ব প্রতিপাদন।
না হইয়া ব্রহ্ম, কেহ ব্রহ্মে কভু নাহি জানে
উপাস্য, জ্ঞাতব্য, ব্রহ্ম এক মাত্র অহংজ্ঞানে।
এ সকল মন্ত্র বক্তা সেই ব্রহ্মবিদ্ গণ
নহে মিথ্যা, যদি বল এ'মন্ত্র ব্রহ্ম বচন।
কিন্তু ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণাদি উপাসনা
পুত্র পশু ধন তরে মিনতি স্তুতি প্রার্থনা।

শত্রু বধ তরে ইন্দ্রে অনুরোধ, আবাহন
যজু ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে অশ্লীল যত বচন।

সেই সকল ব্রহ্ম বাক্য কর যদি অঙ্গীকার
অহো! কি ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম করেছে তাতে প্রচার।
জ্ঞানী, অজ্ঞানীর বাক্য পণ্ডিতের সঙ্কলিত
হইয়াছে চতুর্ভাগে বেদ নামে প্রচারিত।
কেহ বা ছিল তত্ত্বজ্ঞ কেহ জ্ঞান বিরহিত
সেই হেতু বেদমন্ত্র সত্যানৃত সংমিশ্রিত।
অনৃত করিয়া ত্যাগ করিতে সত্য গ্রহণ
অক্ষম, অন্ধ বিশ্বাসী অবিবেকী অজ্ঞগণ।
করিয়া সংস্কার ত্যাগ সম্যক কর বিচার
হইবে সত্যে সংস্থিত থাকিবে না ভ্রান্তি আর॥

বেদের সংহিতা ভাগ সহ বেদান্ত শাস্ত্রের
হয় কি জ্ঞানাংশে সমন্বয়?
বেদান্ত মন্ত্রে তাহার করিয়া সত্য সিদ্ধান্ত
কর মম ভ্রম দ্বিধা ক্ষয়।

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ"
"আত্মানং চেৎ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ"
'সর্ব্বোঽহমস্মীতি মন্যতে, সোঽস্য পরমোলোকঃ"
যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্ব
অন্তরস্তংমেব্যাচক্ষ্ব্যেষত্. আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।
স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বং॥

ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকাইমে দেবা,
ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।
অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যো
অহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং।
অদ্বৈতং পশ্যন্নৃষির্বাম দেবঃ প্রতিপদেঽহং মনুরভবৎ
যএবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি।
"অহং ব্রহ্মাস্মীতি" তস্মাত্তৎ সর্ব্ব মভবৎ"
"আত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্বত্রেকং ভবন্তি"।
এইরূপে নানা ভাবে আরণ্যক প্রবচন
অপরোক্ষ আত্মতত্ত্ব করিতেছে নিরূপণ।
অহং বৃক্ষস্য রেরিবা কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব
ঊর্দ্ধ পবিত্রো বজিনীব স্বমৃতমস্মি।

অহমন্ন-মহমন্ন-মহমন্ন-মহমন্নাদো

অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ
অহমস্মি প্রথমজা ঋতাস্য। পূর্ব্বং দেবেভ্যঃ
অমৃতস্য নাভায়ি। অহং বিশ্বং ভুবন মভ্যভবাং।
এইরূপে তৈত্তিরীয় করিতেছে নিরূপণ
অহংজ্ঞানগম্য আত্মা পরমাত্মা সনাতন।
"আকাশোবৈ নাম নামরূপয়ো নির্ব্বিহিতা
তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং ত স আত্মা।"

"এ অহমেবাধস্তা-দহ-মুপরিষ্টা-দহং
পশ্চাদহং পুরস্তাদহমেবেদং সর্ব্বমিতি।"
"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ"
য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি
য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি।
য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি।"
বলিছে ছান্দোগ্য শ্রুতি, অহং আত্মা সনাতন
বাহ্যাভ্যন্তরে সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন।
"জ্ঞান নেত্রং সমাদায় চরেদ্বহ্নি মতঃ পরম্
নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং তদ্ব্রহ্মাহমিতি স্মৃতম্।
অণোরনীয়ানহমেব, মহান বিশ্বমহং
পুরাণোঽহং পুরুষোঽহমীশো শিবরূপমস্মি।
ত্রিষুধামসু যদ্ভোগ্যং ভোগক্ত যদ্ভবেৎ
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ।
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে
তদ্ব্রহ্মাহ মিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ব বন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।
"অজরোঽহমৃতঃ স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽহমব্যয়ঃ"
"সর্ব্বগতঃ সুপূর্ণ ভব্রহ্মাহমিতীহ ভাবয়।"

"অহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোহমোঙ্কারো বষট্কারোঽহং স্বাহাহং স্বধাহং ধাতাহং বিধাতাহং ত্বষ্টাহং।
তৎশাস্তমচলমদ্বয়ানন্দ চিদ্‌ঘন এবাস্মি তৎ পূর্ণানন্দৈক বোধ স্তদ্ব্রহ্মৈবাহমস্মি।
"সোঽহমর্কঃ পরংজ্যোতিরর্ক জ্যোতিরহং শিবঃ"
"শুদ্ধবোধ স্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ।"
সত্যং জ্ঞানমনন্ত যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ নির্দ্বয় অদ্বয়ানন্দ বিজ্ঞানঘনোঽস্ম্যহ-মবিক্রিয়ঃ।

অন্তর্যাম্যহমগ্রাহ্যোঽহ-নির্দেশ্যোঽহমলক্ষণঃ
আত্ম চৈতন্য রূপোঽহমহমানন্দ চিদ্‌ঘনঃ।
নির্ম্মলো নির্ব্বিকল্পোঽহং নিরাখ্যাতোঽস্মিনিশ্চলঃ
নিরিন্দ্রিয়ো নিয়ন্তাহং নিরপেক্ষোঽস্মি নিষ্কলঃ
একধা চিন্ত্যমানোঽহং দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণঃ
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽস্মি নিরঞ্জনঃ
আত্মজ্যোতিরহংশুক্রঃ সর্ব্বজ্যোতিরসাবহম্
পুরুষঃ পরমাত্মাহং পুরাণঃ পরমোঽস্ম্যহম্।
নির্বাণোঽস্মি নিরাহোঽস্মি নিরংশোস্মিনিরীপ্সিতঃ
অহং সকৃদ্বিভাতোঽস্মি স্বেমহিম্নি সদাস্থিতঃ

অদ্বৈতোঽহমপূর্ব্বোঽহ-মবাহ্যোঽহমনন্তরঃ
প্রজ্ঞাতোঽহং প্রজ্ঞান্তোঽহং প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ।

তত্ত্বোহহং সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্
রূপংনীহং নামনাহং ন কর্ম্ম ব্রহ্মৌ বাহম্।
দ্বৈতাদ্বৈত বিহীনোহস্মি দ্বন্দ্বহীনোহস্মি সোহস্ম্যহম্
সদসদ্ভেদহীনোহস্মি সঙ্কল্প রহিতোহস্ম্যহম্।
বন্ধ মোক্ষ বিহীনোহস্মি শুদ্ধং ব্রহ্মাস্মি সোহস্ম্যহম্
মাতৃমান বিহীনোহস্মি মেয়হীনঃ শিবোহস্ম্যহম্।
দেশ-কাল বিমুক্তোহস্মি দিগম্বরঃ সুখোহস্ম্যহম্
অহমেবাক্ষরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্য মদ্বয়ম।
কেবলং জ্ঞানরূপোহহং কেবলং পরমোহস্ম্যহম্
কেবলং শান্ত রূপোহহং কেবলং চিন্ময়োহস্ম্যহম্
কেবলং নিত্যরূপোহহং কেবলং শাশ্বতোহস্ম্যহম্
কেবলং তুর্য্য রূপোহস্মি তুর্য্যাতীতোহস্মি কেবলম্।
অহং কালত্রয়াতীতো হ্যহং বেদৈরূপাসিতঃ
অহং শাস্ত্রেন নির্ণীত অহং চিত্তে ব্যবস্থিতঃ
একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্ব্রহ্মৌ বাহং ন সংশয়ঃ
তুর্য্যা তুর্য্য প্রকাশোহস্মি তুর্য্যাতুর্য্যাদি বর্জ্জিতঃ

অহঙ্কারাদেশ বাক্যে অপরোক্ষ জ্ঞানী যত
একাত্ম বিজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছে এই মত।
শত শত উপনিষৎ মন্ত্রে প্রমাণিত হয়
অহং এই ভূমা আত্মা সর্ব্বগত সর্ব্বময়।

সংহিতার কর্ম্মকাণ্ড বেদান্ত কণ্ঠে প্রথম
কিন্তু এক পরমার্থ তত্ত্ব করে নিরূপণ।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে করি আত্ম অনুভূতি
অপরোক্ষ জ্ঞানী ঋষিগণ
করেছে ব্যুত্থান কালে এই অহঙ্কারাদেশে
আত্ম তত্ত্ব বাক্যে প্রকটন।"

বেদ বেদান্ত সম্মত এই একাত্ম বিজ্ঞান
পুরাণ কি করে অঙ্গীকার?
পুরাণ, তন্ত্র প্রণেতা জানিত কি এই তত্ত্ব
আছে কি প্রমাণ কিছু তার?

উপন্যাস, ইতিহাস, কাব্যাদি সন্দর্ভ যত
হইয়াছে পুরাণাখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিণত।
ধ্রুব সত্য হয় গণ্য কাহিনী কল্পনা ময়
কিন্তু পরমার্থ তত্ত্ব তাহাতেও দৃষ্ট হয়।
"এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মান মনুপশ্যতি
অন্যত্রান্যত্রযুক্তেষু কিং স শোচেত্ততঃ পরম্।
যদা সৌ সর্ব্বভূতানাং ন দ্রুহ্যতি ন কাঙ্ক্ষতি
কর্ম্মনা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ
তৈরেবতু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।

এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়শ্চরতি সংবৃতঃ
দৃশ্যতেত্বগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ত্যক্ত্বা যঃ প্রাকৃতং কর্ম্ম নিত্যমাত্মরতিস্মুনিঃ
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সগচ্ছেত্তুত্তমাং গতিম্।
আত্মবুদ্ধ্যা সমাস্থায় শান্তিভূতো নিরাময়ঃ
অমৃতং বিরজঃ শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সহি সর্ব্বেষু ভূতেষু জঙ্গমেষু ধ্রুবেষুচ
বসত্যেকো মহাত্মনা যেন সর্ব্ব মিদংততম্।
সর্ব্বভূতেষু আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
যদা পশ্যন্তি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
নৈব স্ত্রী ন পুমানেতন্নৈব বেদ নপুংসকম্
অদুঃগমসুগং ব্রহ্ম ভূতভব্য ভবাত্মকম্
আত্ম জ্ঞান মিদং গুহ্যং সর্ব্ব গুহ্যতমং মহৎ
অব্রুবং যদহং তাত আত্ম সাক্ষিকমঞ্জসা
ততোঽস্মি বহুরূপাসু স্থিতো মূর্ত্তিষ্ব মূর্ত্তিমান্
অমূর্ত্তিশ্চাপি মূর্ত্তাত্মা মমত্বেন প্রধর্ষিতঃ।
জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্ব্বজন্তুষু তৎ সমম্
স্বয়ঞ্চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিত চেতসা।
অহমেতানিবৈ সর্ব্বং ময্যেত্যনীন্দ্রিয়ানিহ
নিরিন্দ্রিয়োহি ময়তে ব্রণবানস্মি নির্ব্রণঃ।"

নহে সুধু কৃষ্ণ মুখে. আত্মতত্ত্ব এইমত
অপরের শ্রীমুখাৎ বর্ণিছে মহা ভারত॥

"সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানং সর্ব্ব ভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্।

পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসতোহব্যয়ে
আত্মানঞ্চ পরংব্রহ্ম সর্ব্বত্র সদসন্ময়ে।

সুপ্তিপ্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতি মাত্মদৃক্
পশ্যন্ বন্ধঞ্চ মোক্ষঞ্চ মায়া মাত্রং ন বস্তুতঃ।

মামাত্মানং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ম্
আত্মন্যে বাত্মনাহন্বীক্ষণ্ বিশোকোহভয় মৃচ্ছসি।

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু, ভূতাত্মাহবস্থিতঃ সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যং কুরুতেহর্চ্চা বিড়ম্বনম্।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমীশ্বরম
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহুতিসঃ।

অহং বৈ সর্ব্বভূতানি ভূতাত্মা ভূত ভাবনঃ
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।

"অহং ব্রহ্ম পরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্
এবং সমীক্ষ্য চাত্মান মাত্মধ্যানায় নিষ্কলে

দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাণনৈঃ
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ"

"অহমাত্মান্তরোবাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্
যথা ভূতানি ভূতেষু রহিরন্তঃ স্বয়ং তথা।"
কপিল নারদ শুক কৃষ্ণ-মুখে এই মত
একাত্ম বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছে ভাগবত।
"যোগাভ্যাস রতং চিত্তমেব মাত্মান মাবিশৎ
সর্ব্বেষু প্রাণীজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈক ভেদৈ দ্রব্যৈর্মেবাস্যতোষণম্।"
কৌশল্যা দেবীর প্রতি রামের এই বচনে
একাত্ম বিজ্ঞান স্পষ্ট অঙ্গীকৃত রামায়ণে।
"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ
মত্তঃ সর্ব্ব মহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মা ন সংশয়
ব্রহ্ম সংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তেচ পরঃ পুমান্।"
"ভক্ত" প্রহ্লাদের মুখে এরূপে অদ্বৈত জ্ঞান
অহঙ্কারাদ্দেশ বাক্যে বর্ণিছে বিষ্ণুপুরাণ॥
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষয় শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃপরঃ
প্রবৃদ্ধ্যপচয়োনাস্য একস্যাখিল যন্তুষু।
সিতনীলাদি ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ
ভ্রান্ত দৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈবঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্।

তস্মাত্ম পরদেহেষু সতোঽপ্যেক ময়ং হি যৎ
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ।
"নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা
শরীরমন্যদস্মত্তো যেনেয়ং শিবিকাধৃতা।"

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যত্ততঃ কারণ কার্য্য জাতম্।
ঈদৃঙ্ মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগতা ভবান্তি।
একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ
সোঽহংসচত্বং স চ সর্ব্ব মেতৎ
আত্ম স্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্।

নিদাঘ, জড়ভরত, নানাবিধ উপাখ্যানে
অহংগ্রহ আত্মতত্ত্ব বিবৃত বিষ্ণু পুরাণে।
"যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ
মায়া মাত্র মিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নির্বৃতঃ।"
জ্ঞানীর দ্বৈত দর্শনে নাহি থাকে অবসর
করিছে প্রতিপাদন মহামুনি পরাশর।
"ব্রহ্ম সর্ব্ব শরীরেষু বাহ্যং চাভ্যন্তরে স্থিতম্
আকাশমিব ভূতেষু বুদ্ধাবাত্মা ন চান্যথা।

এবং সতি যয়াবুদ্ধ্যা দেহোঽহমিতি মন্যতে
অনাত্মন্যাত্মতা ভ্রান্ত্যা সা স্যাৎ সংসার বন্ধনী।"

একাত্মা পরমার্থতঃ ভ্রান্তি মাত্র ভেদ জ্ঞান
এইরূপে" নিরূপণ করিছে ব্রহ্মপুরাণ।

"শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ
আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিঃস্থং যজতে শিবম্
হস্তস্থং পিণ্ড মুৎসৃজ্য লিহ্যাং কূর্পর মাত্মনঃ।
সর্ব্বত্রোবস্থিতং শান্তং ন পশ্যন্তীহ শঙ্করম্
জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যং যথোদিতম্।"

নহে প্রতিমা প্রতীকে—সর্ব্বত্র স্থিত শঙ্কর
এইরূপে প্রতিপন্ন করে শিবধর্ম্মোত্তর।

"আত্মৈত্যেব পরং দৈবমুপাস্যং হরিরব্যয়ম্
কেচিদত্রৈব মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন।"

আত্মেতর রূপে হরি-উপাসনা প্রত্যাখ্যান
এইরূপে, নানা শ্লোকে করে গরুড় পুরাণ।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা করিয়া অবলম্বন
যদ্যপিও দ্বৈতবাদী করে ভেদ সমর্থন
বেদান্ত বেদ-সম্মত অভিন্ন একাত্ম জ্ঞান
পুরাণ প্রণেতা কভু করে নাই প্রত্যাখ্যান।

সর্ব্ব ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্ব্রহ্ম সাধক
নচাস্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গ বৈগুণ্য মেবচ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং নবিদ্যতে
ন কালশুদ্ধি নিয়মো ন বা স্থান নিরূপনম্।"
"তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর।"
"ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ
*আত্ম স্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসাগুরুঃ
নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ
ত্বমেবতৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে।
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন
বিস্মরেন্নাম রূপাণি ধ্যায়েন্নাত্মনিমাত্মনি:
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু।"
অবধূত দীক্ষাকালে শিষ্যে আত্ম জ্ঞান দান
শিব বাক্যে তন্ত্র শাস্ত্র এরূপে করে বিধান॥
আত্মাশ্রিত সুখ দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ
আত্মাসাক্ষীবিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্।

---

*তং = শিষ্যং

নমুক্তি, ... জপনাদ্ধোমাদুপবাস শতৈরপি
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুষু
কিন্তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তি মিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ।
স্বমায়া রচিতং বিশ্ব মবিতর্ক্যং সুরৈরপি
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবৃষ্ট প্রবিষ্টবৎ।
বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেবষামেব বস্তুনাম্
তথৈব ভাতি সদ্রূপোহ্যাত্মাসাক্ষী স্বরূপতঃ।
মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রের বহুশ্লোক এই মত
বলে অহংগ্রহ আত্মা সর্বব্যাপী সর্ব্বগত।
"কাষ্ঠ মধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পগন্ধঃ পয়োঘৃতং
দেহ মধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপ বিবর্জ্জিতঃ।
মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ।
অহং সৃষ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মা হপ্যহং হরিঃ
অহংরুদ্রোহপ্যহং শূন্য মহং ব্যাপী নিরঞ্জনং
জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র করিতেছে নিরূপণ
অহং জ্ঞানগম্য আত্মা সর্বব্যাপী সনাতন॥
"ব্রহ্ম জ্ঞানং পরং জ্ঞানং শাশ্বতায় সুখায়চ
আত্ম জ্ঞানং পরং তস্মাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানায় পার্ব্বতি।

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি কো ভেদো বদ তৎপরঃ
ইতি বিদ্বান্ সদা লোকো বিজয়ং লভতে খলু।
সমদর্শী সুখংভুঙক্তে ব্রহ্মদর্শীচ বৈভবম্
আত্মদর্শী মহাভোগং ইদং দর্শীচ নারকী।
যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং
অবিশেষো ভবেত্তত্ত্বে জীবাত্মা পরমাত্মনি।
জীবে পরেণ তাদাত্ম্যং সর্ব্বেবাং জ্যোতিরীশ্বরম্
প্রমাণ লক্ষণৈ জ্ঞেয়ং স্বয়মেকাগ্রবেদিনা।
অহং ব্রহ্মেতি মাং ধ্যায়েৎ একাগ্র মনসাকৃতম্
সর্ব্বং তরতি পাপ্মানং কল্পকোটী শতৈঃ কৃতম্।
ঘট সংবৃত মাকাশং লীয়মানং যথা ঘটে
ঘটে নষ্টে মহাকাশং তদ্বজ্জীবঃ পরাত্মনি।
ঘটাকাশ মিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং ন সংশয়ঃ
আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রানি সর্ব্বথা
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাক রসং যথা।
স্বয়মুর্চ্ছলিতে দেহে অহং ব্রহ্মাত্র সংশয়ী
চতুর্ব্বেদধরো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
অহমিত্যক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বিষ্ণুমব্যয়ম্
সর্ব্বাত্মা জ্যোতিরাকারং সর্ব্বভূতাধিবাসিতম্।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া
বিচার্য্য আত্মত্রিতয়ে আত্মৈবৈকো বশিষ্যতে।
আত্ম ভিন্নং পশ্যন্তশ্চ কল্পকোটি শতৈরপি
ন মুক্তির্জায়তে দেবি তপোদান ব্রতাদিভিঃ।
অহমাকাশবৎ সর্ব্বং বহিরন্তর্গতং সদা
সদা সর্ব্বসমং শুদ্ধং নিঃসঙ্গং নির্ম্মলং ধ্রুবম্
স্থাণৌ পুরুষবৎ ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা
জীবস্য তাত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে।
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং আত্মনোঽন্যন্ন কিঞ্চন
মৃদোযদ্বদ্ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে।
সম্যগ্বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞান চক্ষুষা।

পীঠমালা শত শত শ্লোকে করে সুনিশ্চয়
অভিন্ন জীব পরম, অহং জ্ঞানে গ্রাহ্য হয়।
তন্ত্র শাস্ত্র জীব ব্রহ্মে নাহি করে ব্যবচ্ছেদ
বৈদান্তিকে, অবধূতে পরমার্থে নাহি ভেদ।
করিয়াছে কি সিদ্ধান্ত, সংহিতা গীতা প্রণেতা
আত্মতত্ত্ব করিয়া বিচার
পুরাণ, তন্ত্রের মত শ্রুতির একাত্মতত্ত্ব
তাহারা কি করে অঙ্গীকার?

আত্মা ঘটস্থ চৈতন্য মদ্বয়ং শাশ্বতং পরং
ঘটাদ্বিভিন্নতো জ্ঞাত্বা বীতরাগো বিবাসনঃ।
ভূচরা খেচরাশ্চামী যাবন্তো জীব জন্তবঃ
বৃক্ষ গুল্ম লতা বল্লী তৃণাদ্যা বারি পর্ব্বতা;
সর্ব্বং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ সর্ব্বং পশ্যন্তি চাত্মনি।
রাজ যোগঃ সমাধিঃ স্যাদেকাত্মন্যেব সাধনং।
উন্মনী সহজাবস্থা সর্ব্বেবৈকাত্মবাচকঃ
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদৈতং সধামিস্তেন জায়তে
এবম্বিধঃ সমাধিঃ স্যাৎ সর্ব্ব সঙ্কল্প বর্জ্জিতঃ।
অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।

স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব "অহং গম্য" ব্রহ্মময়
ঘেরণ্ড সংহিতা ইহা করিতেছে সুনিশ্চয়।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্ত শূন্যং
নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যম্
যদ্ভেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনাবৈ
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব।

দুরিতেষু চ পুণ্যেষু যো ধীবৃত্তিং প্রচোদয়াৎ
সোঽহং প্রবর্ত্ততে মত্তো জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।

সর্ব্বঞ্চ দৃশ্যতে মত্তঃ সর্ব্বঞ্চ ময়ি লীয়তে
স তস্মিন্নোঽহমস্মিন্ যো মত্তিন্নো নতু কঞ্চনঃ।
রজ্জুজ্ঞানাৎ যথা সর্প্পো মিথ্যারূপো নিবর্ত্ততে
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ।
কালত্রয়েঽপি ন যথা রজ্জুঃ সর্প্পো ভবেদিতি
তথাত্মান ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতো নিরঞ্জনঃ।
এ'রূপে শিব সংহিতা করিতেছে ' নিরূপণ
আত্মাসত্য জগন্মিথ্যা, অহমাত্মা সনাতন।
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একোমুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব।
অহো অহং নমো মহ্যং যস্যমে নাস্তি কিঞ্চন
অথবা যস্য মে সর্ব্বং যদ্বাঙ্ মনস গোচরম্।
অহো! ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্
নমে বন্ধোঽস্তি মোক্ষোবা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া।
অহং বা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতান্যথো ময়ি
ইতি জ্ঞানং তথৈ তস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ।
অষ্টাবক্র সংহিতার ত্রিশত দ্বি শ্লোকচয়
অহঙ্কারাদেশে প্রোক্ত. একাত্ম বিজ্ঞানময়।
মহদাদি জগৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতিমে
ব্রহ্মৈব কেবলং সর্ব্বং কথং বর্ণাশ্রম স্থিতিঃ।

ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কল্পনা
সানন্দং বা নিরানন্দ মাত্মানং মন্যসে কথম্।

ষড়ঙ্গ যোগান্নতু নৈব শুদ্ধং
মনো বিনাশান্নতু নৈব শুদ্ধং
গুরূপদেশান্নতু নৈব শুদ্ধং
স্বয়ঞ্চ তত্বং স্বয়মেব শুদ্ধং

গোরক্ষ সংহিতাগ্রন্থ করিতেছে নিরূপণ
দেহীরূপে স্বতঃ শুদ্ধ আত্মা ব্রহ্ম সনাতন।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষা মাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ব বিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ।
সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চা" সচ্চ সমাহিতঃ
সর্ব্বং হ্যাত্মনি সম্পশ্যন্নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ
আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্ব, মাত্মন্যেবা বস্থিতম্
আত্মাহি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিনাম্
সর্ব্বভূতেষু চাত্মনং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধি গচ্ছতি!
এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মান মাত্মনা
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদম্।

"আত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্" শ্রেষ্ঠ আত্মযাজীগণ
এরূপে মনুসংহিতা করিতেছে নিরূপণ

অমাত্রং শব্দ রহিতং স্বরব্যঞ্জন বর্জ্জিতং
বিন্দুনাদ কলাতীতং যস্তং বেদ স বেদবিৎ।
সালম্বস্যাপ্যনিত্যত্বং নিরালম্বস্য শূন্যতা
উভয়ো পরিদোষিত্বাৎ কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ
হৃদয়ং নির্ম্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বা হ্যনাময়ং
অহমেক মিদং সর্ব্ব মিতি পশ্যেৎ পরং সুখী
জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরং
অহং ব্রহ্মেতি নির্দ্দেষ্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ?
যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং
অবিশেষো ভবেত্তদ্বৎ জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ॥
"হন্যান্মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েত্তুষং
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে।
অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞ স্তথৈবচ
তীর্থ যাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি।
তীর্থানি তোয়রূপানি দেবান্ পাষাণ মৃন্ময়ান্
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যান পরায়নাঃ।
অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্
প্রতিমা স্বল্প বুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শী নাম।

এরূপে উত্তর গীতা করিছে প্রতি পাদন
অহং গ্রহ ভূমা আত্মা যোগীর অবলম্বন।

যেনেদং পূরিতং সর্ব্বমাত্মনৈ বাত্মনাত্মনি
নিরাকারং কথং বন্দে হ্যভিন্নং শিব মব্যয়ম্।
পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচি জল সন্নিভম্
কস্যাপ্যহোনমস্কুর্য্যা মহমেকো নিরঞ্জনঃ।
এই বাক্যে আত্মদেবে করি স্তুতি নমস্কার,
লিখিয়াছে দত্তাত্রেয় অবধূত গীতা 'তার'।
আত্মৈব' কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াৎ বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে।
ন ঘটো ন ঘটাকাশো ন জীবো জীব বিগ্রহঃ
কেবলং ব্রহ্ম সংবিদ্ধি বেদ্যবেদক বর্জ্জিতঃ।
আত্মন্যে বাত্মনা সর্ব্বং ত্বয়া পূর্ণং নিরন্তরং
ধ্যাতা ধ্যানং ন তে চিত্তং নির্লজ্জং ধ্যায়তে কথম্।

বেদা ন লোকা ন সুরা ন যজ্ঞা
বর্ণাশ্রমো নৈব কুলং ন জাতিঃ
ন ধূম মার্গো নচ দীপ্তি মার্গো
ব্রহ্মৈক রূপং পরমার্থ তত্ত্বম্।

ন বন্ধো নৈব মুক্তোঽহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্
ন কর্ত্তা নচ ভোক্তাহং ব্যাপ্যব্যাপক বর্জ্জিতঃ।

ন জাতোঽহং মৃতোবাপি নমে কর্ম্ম শুভাশুভম্
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম।

কহি আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা অহংগ্রহ অপ্রমেয়
অবধূত লক্ষণাদি বর্ণিয়াছে দত্তাত্রেয়।

কথমিহ দেহ বিদেহ বিচারঃ
কথমিহ রাগ বিরাগ বিচারঃ
নির্ম্মল নিশ্চল গগনা কারং
স্বয়মিহ তত্ত্বং সহজাকারম্।

বৈদিক আত্মজ্ঞ আর অবধূত ভিন্ন নয়
উভয় অবিদ্যা মুক্ত দেখে সর্ব্ব আত্মময়।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয় মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতু মর্হসি।
সর্ব্ব ভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহ মাশ্রিতঃ
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি জ্ঞান মপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদ বিদেব চাহম্।

কৃষ্ণমুখে জীব ব্রহ্মে করিয়া ঐক্য স্থাপন,
অহং জ্ঞান গম্য তাহা করিয়া প্রতিপাদন।

নানা ভাবে নানা শ্লোকে নানারূপ ব্যাখ্যা তার
করিছে প্রকৃষ্ট ভাবে ভগবৎ গীতাকার।

পঞ্চদশী বাশিষ্ঠাদি বৈদান্তিক গ্রন্থযত
বলে আত্মা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপী সর্ব্বগত।

বাহুল্য বিধায় তাহা করিলাম প্রত্যাখ্যান
করে সর্ব্ব বিধ শাস্ত্র একাত্মতত্ত্ব প্রমাণ।

দেখিয়াও নাহি দেখে তাহা অবিবেকী গণ
সে হেতু ত্যজি তণ্ডুল করিছে তুষ গ্রহণ।

দাস জাতি চাহে দাস্য দাসত্ব তার জীবন
করে তাহে শাস্ত্র বাক্যে দাসত্বের সমর্থন॥

পুরাণ বেদান্ত বেদ গীতা তন্ত্র সংহিতাদি
পুরাতন নব্য শাস্ত্র যত
অহং এক ভূমাআত্মা সর্ব্বগত, এবিষয়ে
সকলের হয় একমত।

বৈদিক কাল হইতে আত্মজ্ঞানী "অহংবাক্যে
আত্মতত্ত্ব করেছে প্রচার
নহে সেই জ্ঞানীগণ অবতার রূপে পূজ্য
শ্রীকৃষ্ণ কিহেতু অবতার ?

হইয়াছে বহু পূর্ব্বে বেদান্ত বেদ প্রণীত
সেই হেতু কৃষ্ণ কথা নাহি তাতে উল্লিখিত।
কিহেতু বলিছে কৃষ্ণ আছে বেদে কথা তার
ইহাও কি ব্রজলীলা মিথ্যা গুপ্ত ব্যবহার ?
"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" ইত্যাদি কৃষ্ণের যত বচন
কৃষ্ণদেহ, নাম রূপ নাহি করে নিরূপণ।
কৃষ্ণত্ব হয়ে বিস্মৃত ব্রহ্মত্বে হ'য়ে সংস্থিত
করিয়াছে অহং বাক্যে একাত্ম তত্ত্ব বিবৃত।
জ্ঞানীর "অহম্" শব্দে যে চৈতন্য নির্দ্দেশিত
নহে তাহা শুধু তার দেহ মধ্যে বিরাজিত
দেখে জ্ঞানী স্বীয় সত্তা চিন্ময় ভূমাঽব্যয়
বাহ্য অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত সর্ব্বগত সর্ব্বময়।
জ্ঞানীর আত্মিক বাক্য শুনিয়া অজ্ঞানীগণ
তাত্ত্বিক অর্থগ্রহণে সক্ষম নহে কখন।
কেহবা প্রেরিত, পুত্র, অবতার কোন জন,
উন্মত্ত পাষণ্ড কেহ হয় গণ্য সে'কারণ।

বেদ, বেদান্তাদি গ্রন্থ অনধীত, যেইজন
দেখিয়া সে গীতা গ্রন্থে কৃষ্ণের "অহং" বচন
অহং শব্দে লক্ষ্য দেহ করি এই অনুমান
করে অবতার জ্ঞানে নাম জপ মূর্ত্তি ধ্যান।
বিশ্বাস ব্যাধিতে যার ক্ষীণ-দৃষ্টি, দুনয়ন
তত্ত্বার্থ দর্শন ক্ষম নহে সে অধীত জন।
জানিয়াও সত্য অর্থ করি শাস্ত্র অধ্যয়ন
স্বার্থ সম্মানের লোভে অবিবেকী কত জন
অসদর্থ কূটব্যাখ্যা, ভাষ্য করি প্রণয়ন
করিয়াছে সত্য লোপ অণৃতের প্রচলন।
ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সম্মান বৃদ্ধির তরে
সংস্কারান্ধ হিন্দু জাতি মোহ কূপে ডুবে মরে॥
স্থাবর জঙ্গম, আখ্য যত দেহী বিশ্বময়
অনন্ত কীটাণু যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়
জড় নামে যাহা কিছু আছে বিশ্বে অবস্থিত
সর্ব্বত্র আত্ম—প্রতীক অহং জ্ঞান বিরাজিত॥
জীবে জীবে ব্যবচ্ছেদ মায়িক, অবিদ্যাময়
অনন্ত আত্মার কভু অংশ ভাগ নাহি হয়।
হয় না শান্ত আত্মার উত্থান, অবতরণ
অংশ কিম্বা অবতার নহে তাহে কোন জন।

বলিছে যে "অহং ব্যাপী, পূর্ণ ব্রহ্ম চিন্ময়
তাঁর অবতার আখ্যা সন্মান সূচক নয়।

নৈষা তর্কেন মতি রপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ
যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।

এই কাঠকের মন্ত্র করিয়া অবলম্বন
বৈষ্ণবাদি দ্বৈত বাদী গণ
বলে, "অন্যেন" এ শব্দে "ব্রহ্মণোঽন্যোঽহমিতি"
এই অর্থ করিছে জ্ঞাপন।

ব্রহ্ম হ'তে আপনাকে যেই জন জানে ভিন্ন
বিজ্ঞ গুরু তার অভিধান
ব্রহ্ম হ'তে আপনার স্বাতন্ত্র্য বোধের নাম
সুজ্ঞান অথবা ব্রহ্ম জ্ঞান।

"দ্বৈতংন বিদ্যত ইতি , তস্মাদ জ্ঞানিনাং, গতম্"
বলে পূর্ণ প্রজ্ঞের দর্শন
"বৈলক্ষণ্যং তয়োর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে, বধ্যতেঽন্যথা"
পূর্ণ প্রজ্ঞ করে নিরূপণ।

উপাসনা আরাধনা ভজন পূজন যত
দ্বৈত জ্ঞানে সদা কৃত হয়
সকল ধর্ম্মের ভিত্তি জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান
ধার্ম্মিক কি তত্ত্ব জ্ঞানী নয়?

মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দেখ করি অধ্যয়ন
অথবা বিচার বলে কর দ্বিধা নিবারণ।

মনেন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম বলিয়াছি বহু স্থলে
শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্ব বিধ শাস্ত্র ও তাহাই বলে
"যন্মনসা ন মনুতে" তাহা ব্রহ্ম বাচ্য হয়
"যদিদ মুপাসতে" তাহা কভু ব্রহ্ম নয়
মনেন্দ্রিয়াতীত বস্তু "ইদং" জ্ঞানে গ্রাহ্য নয়
কিরূপে হইবে বল তাহাতে দ্বৈত প্রত্যয়?

আত্মেতর রূপে ব্রহ্মে না করিয়া দরশন
করিয়াছে কি উপায়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন?
জীবত্বের ভিত্তি এই ভেদ বোধ- দ্বৈত জ্ঞান
নহে সাধন সাপেক্ষ, আছে স্বতঃ বিদ্যমান।

বালক যুবক বৃদ্ধ রমণী অথবা নর
নরহন্তা প্রবঞ্চক পাপাত্মা দস্যু তস্কর।

পশু পক্ষী পতঙ্গাদি যত জীব বর্ত্তমান
সকলের মনে স্বতঃ নিহিত এ দ্বৈত জ্ঞান।

ঈশ্বর দৃশ্য পদার্থ, কিম্বা অন্য জীব গণে
আত্মেতর ভিন্ন বস্তু সকলেই করে মনে।
যদি এই ভেদ বোধ তত্ত্ব জ্ঞান বাচ্য হয়
সকলেই তত্ত্ব জ্ঞানী, কেহ অতত্ত্বজ্ঞ নয়।
দস্যু প্রবঞ্চক গুরু গুরু আখ্য পশু গণ
কাহাকে করিবে বল গুরু পদে নির্ব্বাচন?
"দ্বৈতং ন বিদ্যতে" যদি অজ্ঞানীর মত হয়
"দ্বৈত মস্তি" যার মত সে জন জ্ঞানী নিশ্চয়।
সর্ব্ব জীব তত্ত্ব জ্ঞানী হয় তাতে প্রমাণিত
কেন তত্ত্ব জ্ঞান তরে হয় পুন লালায়িত?
জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান যদি মুক্তি প্রদ হয়
সর্ব্ব জীব স্বতঃ মুক্ত ইহাতে নাহি সংশয়।
স্বভাবতঃ ভেদ বোধ করে সর্ব্ব জীব গণ
গুরু উপদেশে শাস্ত্রে বল কিবা প্রয়োজন?
বিবেক বৈরাগ্য আর সাধন ভজন যত
সকল বিফল তবে, কেন তাতে হয় রত?
অহো! বামদেব আদি বৈদিক ঋষির ন্যায়
অবিদ্যান্ধ বদ্ধ জীব কদাচিৎ দেখা যায়।
অহো। এ বিশ্ব সংসার জ্ঞানী আর জ্ঞান ময়
যে দিকে ফিরাই আঁখি ভেদ বাদী দৃষ্ট হয়।

সকল ধর্ম্মের ভিত্তি ইত্যাকার দ্বৈত জ্ঞান
গৃহ কত দূর দৃঢ় ভিত্তিই করে প্রমাণ।
ছিল কত দূর জ্ঞানী নব্য ভক্তি শাস্ত্রকার
বুদ্ধির প্রাখর্য্য কত করিয়া দেখ বিচার॥

বলে বহু বিজ্ঞ জন অদ্বৈত একাত্ম জ্ঞান
পরমার্থে যথার্থ নিশ্চয়
কিন্তু সেই গূঢ় তত্ত্ব সংসারী জীবের তরে
কদাপি সহজ লভ্য নয়।

করি দ্বৈত উপাসনা ভ্রমি কর্ম্ম, ভক্তিমার্গ
করি জ্ঞান মার্গে আরোহন
হ'য়ে ক্রমে অগ্রসর লভে সে অদ্বৈত জ্ঞান
অধিকারী মোক্ষ কামী গণ।

যদি ইহা হয় সত্য কি হেতু কর খণ্ডন
ভক্তি ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবহার?
পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘনে করি পন্থা উপদেশ
করিতেছে কিবা উপকার?

কুষ্মাণ্ড ছেদনে যদি শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা হয়
প্রতি গৃহে বীরাঙ্গনা হইত বঙ্গে নিশ্চয়॥

সিংহ ব্যাঘ্র সহ ক্রীড়া করিতেছে কোন জন
দেখিয়া স্বতঃই করে কল্পনা ভীরুর মন।

মূষিক, মার্জ্জার শুনি করি ক্রমে পরাজয়
সিংহ শার্দ্দূলের সহ ক্রীড়ায় সক্ষম হয়।
মূষিক দংশন ভয়ে থাকে ভীত আমরণ
হয় স্বেদ, কম্প, স্বপ্নে করিলে ব্যাঘ্র দর্শন।
কিন্তু এ সাধন নহে শার্দ্দূল ক্রীড়ার তরে
প্রথমেই যোগ্য জন পিঞ্জরে প্রবেশ করে।
বিবেকী পুরুষ-সিংহ বীত রাগ বীত দ্বেষ
অদ্বয় একাত্ম তত্ত্বে অক্লেশে করে প্রবেশ।
বহির্দ্দেশে অবিবেকী অবিরাগী অজ্ঞ গণ
করিছে বৃথা কল্পনা, কর্ম্মাদি অবলম্বন।
"অধিকার লাভ তরে- কর্ম্ম ভক্তি প্রয়োজন"
এই মত যেই "বিজ্ঞ" করিতেছে সমর্থন।
কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান মার্গ ক্রমশ, করি ভ্রমন
অদ্বৈত জ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়েছে কি সেই জন?
ছিল পূর্ব্বে ধর্ম্মী যত, এখন যা দেখা যায়
আমরণ ছিল, এবে থাকে দ্বৈত অবস্থায়।
মণ্ডন ছিল বেদজ্ঞ শ্রৌত কর্ম্মে বিচক্ষণ
কিন্তু করে নাই কর্ম্ম তত্ত্ব জ্ঞান উৎপাদন।
হয়ে শঙ্করের শিষ্য করি কর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
লভেছিল সুরেশ্বর অদ্বয় একাত্ম জ্ঞান।

মন্ত্রবিদ্ দ্বৈত জ্ঞানী নারদ ঋষি প্রবর
না পারিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে তরিতে শোক সাগর
লইয়া সনৎকুমার ঋষির পদে শরণ
করি তাঁর উপদেশে "ভূমা" আত্মা আলম্বন
হয়েছিল কৃতকৃত্য শোক তাপ বিরহিত
ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে ইহা বিবরিত।
আছে 'সোহংগীতাগ্রন্থে কর্ম্ম ও ভক্তি বিচার
বাহুল্য বিধায় তাহা বলিব না পুনর্ব্বার।
দ্বৈত উপাসনা বলে লভেছে অদ্বৈত জ্ঞান
কোন শ্রুতি স্মৃতি গ্রন্থে দেখিনা তার প্রমাণ।
ভ্রমি ভ্রান্ত দ্বৈত মার্গ যখন হতাশ হয়
দ্বৈত উপাসনা বৃথা যখন জানে নিশ্চয়।
বিবেক বৈরাগ্যবান হয় যদি তার মন
আত্মজ্ঞ গুরুর পদে যদ্যপি লয় শরণ।
গুরুর তত্ত্বোপদেশে করি দ্বৈত প্রত্যাখ্যান
অভ্যাস, বৈরাগ্য বলে লভে সে অদ্বৈত জ্ঞান।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ
মায়ান্নাস্ত্য কৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরু মেবাভি গচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম নিষ্ঠং।

"কর্ম্মাদির নিষ্ফলত্ব সম্যক করি দর্শন
ত্যজি কর্ম্ম গুরু পদে জ্ঞানার্থে লবে শরণ।"
ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে ক্রমে হইলে অদ্বৈত জ্ঞান
গুরু উপদেশে পুন কি হেতু শ্রুতি বিধান?
"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্র করে নিরূপয়
ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার তরে ত্যাগী অধিকারী হয়।
যদি বল "অথ" পদে কর্ম্মাদি নির্দ্দেশ করে
করি জীব ধর্ম্ম কর্ম্ম জিজ্ঞাসিবে ব্রহ্ম পরে।
জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে যদি কর্ম্মাদি ত্যজিতে হয়
কেন কর বৃথা কর্ম্মে অমূল্য সময় ক্ষয়?
কর্ম্মের নৈষ্ফল্য করি বিচারে প্রতিপাদন
অদ্বয় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কেন না কর এখন?
দেখ ধর্ম্মাদির ফল সম্যক করি বিচার
দ্বৈত সাধনের বলে হয় কোন উপকার।
ধর্ম্ম কর্ম্মাদির ফল কদাপি বৈরাগ্য নয়
অনিত্য নিত্য বিচারে জীবের বৈরাগ্য হয়।
ভক্তি মার্গ প্রবর্ত্তক রামানুজ আদি যত
ছিল রঙ্গনাথ আদি মূর্ত্তি উপাসনা রত।
"অর্চ্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেহধিকৃতো ভবেৎ
বিভবোপাসনে পশ্চাদ ব্যূহো পাস্তৌ ততঃ পরম্।

সূক্ষ্মে তদনুশক্তঃ স্যাদন্তর্যামিণ মীক্ষিতুমিতি”
করি স্থির সাধনের এরূপ ক্রমিক রীতি
করিয়াছে অর্চ্চাপূজা, রামানুজ আমরণ
হয় নাই আত্ম জ্ঞান, অন্তর্যামী দরশন।
চৈতন্য করিত জড় জগন্নাথে নমস্কার
চিচ্ছত্বার অনুভূতি নাহি ছিল চিত্তে তার।
করিয়াছে আমরণ দ্বৈত মার্গে পর্য্যটন
হয় নাই নেত্র গ্রাহ্য অদ্বৈত পন্থা কথন॥
“ধনং দেহি জয়ং দেহি দ্বিষোজহি” প্রার্থনায়
পরাজয়, দৈন্য, দুঃখ অপমান হিন্দু পায়।
কিরূপে বানিজ্য শিল্প বিজ্ঞান করি সাধন
দেখ, ধন যশ জয় লভিছে বিধর্ম্মীগণ।
বাষ্প তাড়িতের শক্তি, গুণ, নানা ব্যবহার
করি বুদ্ধি, শ্রম বলে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
করিছে জীবের নানা মঙ্গল, সুখ সাধন
না চাহি ঐশ করুণা না করি স্তুতি ক্রন্দন।
ভারতের দেব দেবী কিম্বা অবতারগণ।
যদি দেখে দৈন্য দুঃখ, ক্রন্দন করে শ্রবণ।
ভারতের কিম্বা স্বীয় ভক্তের মঙ্গল তরে
কোন্ গূঢ় বিদ্যা কবে ভক্তে উপদেশ করে?

"বেঁধেছিল "প্রসাদের" বেড়া" বলে ভক্তগণ
লভেছিল এই ফল করিয়া এত সাধন?
এক সিকি ব্যয়ে যেই কার্য্য সম্পাদিত হয়
আগো! তার তরে এত ক্রন্দন, স্তুতি, বিনয়?
বৈজ্ঞানিক ভক্ত প্রতি হ'লে জগন্মাতা প্রীত
দিতেন বিজ্ঞান তত্ত্ব জীবের কল্পনাতীত।
হিন্দুর সিদ্ধি, সাধনে হয়েছে কি উপকার
ত্যজিয়া অন্ধবিশ্বাস, করিয়া দেখ বিচার।
যেরূপ অবস্থাপন্ন ভারতের সাধুগণ
লভিছে সেরূপ সিদ্ধি করিয়া ধর্ম্ম সাধন।
দেখিয়া ঐহিক ফল কর এবে অনুমান
করিবেন সেব্য স্বর্গে কিরূপ সুখ বিধান॥

বিষয় বাসনা আর আসক্তি বিদ্বেষ ভরে
সংসারী মানব যবে শোক তাপ ভোগ করে।
ত্যজি দুঃখ-মিশ্র সুখ, অনিত্য ভোগ্য বিষয়
নিত্য-ভোগ্য, চিরসুখ তরে লালায়িত হয়।

করিয়া কল্পনা ঈশ পূর্ণতম প্রিয়তম
করে তার প্রীতি তরে স্তব স্তুতি যত্ন শ্রম।
গন্ধ মাল্য ভোজ্য পেয় করে তারে নিবেদন
কিম্বা ভক্তি প্রেম পুষ্প শ্রীপদে করে অর্পণ।

করিত, সংসারে যাহা প্রিয় পরিজন, তরে
আরাধ্যের প্রতি পুন সেই আচরণ করে।
গেলে সে আশা নিরাশা আসক্তি বাসনা মনে
করে সেই দুঃখ ক্লেশ প্রীতি দানে, প্রাণপণে॥
প্রিয়তম দেবে যদি অন্য কেহ তুচ্ছ করে
ক্ষণেকে বিদ্বেষ বহ্নি উদ্দীপ্ত হয় অন্তরে।
ঈশের অস্তিত্ব যদি করে কেহ অস্বীকার
হয় উত্তেজিত ক্রোধ, জিঘাংসা, হৃদয়ে তার॥
খেলে মনে সর্ব্বভাব সুখ ভাব্য ভিন্ন হয়
সংসারে সজীব মূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ্যে মনোময়।
সে আকাঙ্ক্ষা সে আসক্তি হিংসা ক্রোধ থাকে মনে
প্রীতি স্বীয় সম্প্রদায়ে দ্বেষ অবিশ্বাসী জনে॥
কাবে ভক্ত নতি তারে সাধক ধার্ম্মিক জ্ঞানে
হইলেও স্বর্গগত ঢেঁকী কিন্তু ধান ভানে।
দ্বৈত জ্ঞানে করে ক্রিয়া বহির্ম্মুখী বৃত্তিগণ
বিনা দ্বৈত বস্তু ত্যাগ হয় না রুদ্ধ কখন।
বহির্ম্মুখী দ্বৈত মার্গে ভক্তি প্রেমাদি সম্বল
অদ্বৈত অন্তরমুখী পাথেয় বৈরাগ্য বল।
বিপরীত মুখী পান্থ বিপরীত দিকে ধায়
এক চাহে সেব্য দেবে অন্যে আত্মজ্ঞান চায়।

উদ্দেশ্য, গন্তব্য পথ, পাথেয় বিরুদ্ধ যার
তাহার অঙ্গাঙ্গি ভাব অজ্ঞ করে অঙ্গীকার।

অপর একটী প্রশ্ন হইল উদিত মনে
(যদ্যপিও প্রাসঙ্গিক নয়)
শাস্ত্র বাক্য-যুক্তিবলে করিয়া মীমাংসা তার
কর মম ভ্রম দ্বিধা ক্ষয়।'

শব্দ-ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, দ্বিবিধ ব্রহ্মের সত্তা
কোন কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়
প্রণব, ওঙ্কার শব্দ সাধক করে শ্রবণ
সে শব্দ কি ব্রহ্ম বস্তু নয়?

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্ব মোঙ্কার এব।
যচ্চান্য ত্রিকালাতীত তদপ্যোঙ্কার এব সর্ব্বং
হ্যেতদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।
এমন্ত্রে মাণ্ডুক্য শ্রুতি করিতেছে নিরণয়
ত্রিকালে, ত্রিকালাতীত 'সর্ব্ব বস্তু ব্রহ্মময়।
সেই ব্রহ্ম "অয়মাত্মা" চতুর্ভাগে বিভজ্জিত
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়,—ত্রিগুণাতীত॥

মাণ্ডুক্যের সর্ব্ব মন্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়
চৈতন্য ওঙ্কার বাচ্য, শব্দ তার লক্ষ্য নয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনম্পরম্
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
করিয়া ওঙ্কার লক্ষ্য, কাঠকে এই বচন
বলে তাহা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হেতু আলম্বন,
কিন্তু কাঠক-ওঙ্কার প্রণবের শব্দ নয়
মাণ্ডুক্য প্রোক্ত ওঙ্কার, এ ওঙ্কার এক হয়।
কিন্তু উপনিষদাখ্য কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়
শব্দ-ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম আখ্য বস্তুদ্বয়।
সহজ নব্য ভাষায় হইতেছে প্রমাণিত
আধুনিক গ্রন্থ ইহা নহে ঋষি বিরচিত।

শব্দ মায়াবৃতো যাবত্তাবত্তিষ্ঠতি পুষ্করে
ভিন্নেতমসি চৈকত্ব মেকমেবানুপশ্যতি।
শব্দাক্ষরং পরংব্রহ্ম যস্মিন্ ক্ষীণে যদক্ষরম্
তদ্বিদ্বানক্ষরং ধ্যায়েদ্ যদীচ্ছেচ্ছান্তি মাপ্নুযাৎ।
দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যেহি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চযৎ
শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান বিজ্ঞান তৎপরঃ
পলালমিবধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থ মশেষতঃ।

যদিও ব্রহ্মবিন্দুতে শব্দ ব্রহ্ম আখ্য হয়
স্তুত্যর্থ গ্রহনে তাঁর হয় অর্থ সমন্বয়।

শব্দ ক্ষয়ে থাকে যাহা তাহা ব্রহ্মসনাতন
ব্রহ্মলাভ তরে শব্দ যোগীর অবলম্বন।

বীজাক্ষরাৎ পরং বিন্দু নাদং বিন্দোঃ পরেস্থিতম্
সুশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্।
অনাহতঞ্চ যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎ পরম্
তৎপরং চিন্তয়েদ্ যস্তু স যোগী ছিন্ন সংশয়।

এই মন্ত্রে তেজবিন্দু করে শব্দ অঙ্গীকার
কিন্তু নহে ব্রহ্মবাচ্য নাদ কিম্বা শব্দ তার।
অনাহত শব্দ নাদ যেকালে বিলীন হয়
নিঃশব্দ সে পদলাভে "স যোগী ছিন্ন সংশয়।

মাত্রা লিঙ্গ পদং ত্যক্ত্বা শব্দ ব্যঞ্জন বর্জ্জিতা
অস্বরেণ মকারেণ পদং সূক্ষ্মঞ্চ গচ্ছতি।

এমন্ত্রে অমৃতবিন্দু করিতেছে নিরূপণ
ওঙ্কার আশ্রয় মাত্র নহে ব্রহ্ম কদাচন।
"ওঙ্কার রথ মারুহ্য" করিবে পথে গমন
কিন্তু ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাতে হইবেনা কদাচন।

"তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথ-পথি স্থিতঃ
ছিত্বা রথপথস্থানং রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি।

জ্যোতি শব্দাদি গ্রহণে একাগ্রতা সিদ্ধ হয়
কিন্তু একাগ্রতা কভু নিরোধের পথ নয়।

সে সূক্ষ্মপথে ওঙ্কার বাহনাদি নাহি যায়
ওঙ্কার-বাহন ত্যজি প্রবেশিতে হয় তায়।
শ্রুতিমতে ওঙ্কারাদি-শব্দ ব্রহ্ম বস্তু নয়
মনস্থৈর্য্য তরে ইহা আশ্রয়বিশেষ হয়।
কিন্তু এ ওঙ্কারশব্দ নহে সাধ্য কদাচন
অন্তর্ম্মুখী মন ইহা স্বতঃই করে শ্রবণ।
সমাধির পথে ইহা অন্যতম অন্তরায়
প্রাজ্ঞযোগী ওঙ্কারাদি প্রত্যাখ্যান করে তায়।
ওঙ্কারে অভিনিবেশ করে যেই অজ্ঞজন
তাহাতে অভ্যাস কালে হয় বদ্ধ তার মন।
অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে যবে সেই শব্দ লুপ্ত হয়
হয় না আত্মস্থ মন, হয় সুপ্তপ্রায় লয়।
ওঙ্কারের উপদেশ করেছে যে শাস্ত্রকার
হলেও ঋষি, সমাধি হয় নাই কভু তার॥

কিরূপে জানিলে তুমি শব্দ উপদেষ্টা ঋষি
হয় নাই কভু সমাহিত
প্রণব শব্দ বিরোধী আছে কি বহুল মন্ত্র
বেদান্তে বা বেদে উল্লিখিত ?

দর্শন বেদান্ত বেদে পূর্ব্ব শাস্ত্রকারগণ
প্রণবের বিশেষত্ব করে নাই প্রদর্শন।

কহিলেও, তাহা আমি করিতাম প্রত্যাখ্যান
নহি, শাস্ত্র-দাস আমি, নাহি পাণ্ডিত্যাভিমান।

বিক্ষেপ, লয়, কষায়, কিম্বা রস-আস্বাদন
সমাধির বিঘ্নকর, জানে সর্ব্ব যোগীজন।

রসাস্বাদ আখ্য এই প্রণবে অভিনিবেশ।
হয়না শব্দ শ্রোতার কভু সমাধির লেশ॥

প্রণব শব্দের লয়ে হয় তার মন লয়
সে অবস্থা মুগ্ধ, লয়, কিম্বা সুপ্তিবাচ্য হয়॥

অভ্যাসী মাত্রেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করে,
সেই হেতু করে যত্ন শব্দ প্রত্যাখ্যান তরে।

বলে যে প্রণব শব্দ করিতে অবলম্বন
সুপ্তি সমাধির ভেদ নাহি জানে সেই জন।

জানিয়াও তত্ত্ব, যদি শব্দ উপদেশ করে
তাহা অধমাধিকারী জনের তুষ্টির তরে।

হয়না সমাধি তাতে, নাহি হয় তত্ত্বজ্ঞান
লভে সাময়িক তৃপ্তি "আমি যোগী" অভিমান॥

এই ধ্রুব সত্যে যদি না হয় তব বিশ্বাস
ওঙ্কার অবলম্বনে করিয়া দেখ অভ্যাস॥

বলিতেছে কোন শাস্ত্র অনাহত এই শব্দ
নিত্য ইহা, বলে কোন জন।
উৎপন্ন কি নিত্য ইহা তাহার সূক্ষ্ম বিচারে
কর মম সন্দেহ ভঞ্জন॥

আকাশে বায়ু সঙ্ঘাতে হয় শব্দ সমুদিত
আঘাত ব্যতীত শব্দ নহে কভু সম্ভাবিত।
অন্য শব্দশূন্য স্থানে আসীন সাধকগণ
দেয় অনাহত আখ্যা করি সে শব্দ শ্রবণ।
বিচ্ছিন্ন আঘাতে হয় পরিচ্ছিন্ন শব্দ যত
অবিচ্ছিন্ন বায়ুঘাতে হয় শব্দ অবিরত।
দেহে যন্ত্রাদির ক্রিয়া শোণিতের সঞ্চালন
মস্তিষ্কে স্নায়ু সংযোগে করে শব্দ উৎপাদন।
হলে বাহ্য শব্দ রুদ্ধ বহির্বস্তুত্যাগী মন
মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে করে সে শব্দ শ্রবণ।
নহে বহিঃশব্দ উহা সেই হেতু শাস্ত্রকার
অনাহত, ওঙ্কারাদি নানা নাম দেয় তার।
সঙ্ঘাতে উৎপন্ন শব্দ আকাশে বিলীন হয়
তার স্থিতি, প্রত্যাগতি, কদাপি সম্ভব নয়।
শতবার "কৃষ্ণ" শব্দ কর যদি উচ্চারণ
প্রতিবারে নব শব্দ করিতেছে উৎপাদন।

যেই রূপে স্রোত জলে করিতে অবগাহন
প্রতিবারে নব জলে হইতেছে নিমগন।
সেইরূপে অবিচ্ছিন্ন শব্দ যাহা শ্রুত হয়
প্রতিক্ষণে, নব তাহা, কভু এক শব্দ নয়।
সংঘাতে উৎপন্ন শব্দ আকাশে বিলীন হয়
বিচ্ছিন্ন কি অবিচ্ছিন্ন শব্দ কভু নিত্য নয়॥

করে পানিনি দর্শন শব্দে নিত্যানিত্য ভেদ
"নিত্য শব্দ "স্ফোট" আখ্য হয়
স্ফোটের সাহায্য বিনা কেবল বর্ণসংযোগে
অর্থবোধ সম্ভাবিত নয়।

পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী আদি বিভাগে
শব্দ" ভাগ করি কোন জন
শব্দের মূল কারণে প্রদানিয়া পরা সংজ্ঞা
শব্দ ব্রহ্ম করে নিরূপণ।

স্ফোটাদি শব্দ বিভাগে শব্দ ব্রহ্ম নিরূপণ
করিয়াছে শাস্ত্রকারগণ
কি আছে যুক্তি প্রমাণ শাস্ত্র সমর্থিত এই
শব্দ ব্রহ্ম করিতে খণ্ডন ?

পাণিনি "শব্দশাসনে" শব্দশাস্ত্র স্তুতি তরে
শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং" এরূপ বর্ণনা করে।

"স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দোব্রহ্ম" হয়
কিন্তু গ্রন্থে "স্ফোট" ব্যাখ্যা স্পষ্ট প্রস্ফুটিত নয়.
শব্দের অর্থ কেবল স্ফোটের সাপেক্ষ নয়
শ্রোতার শব্দার্থ জ্ঞান বোধের কারণ হয়!
অজ্ঞাত ভাষায় যদি হয় শব্দ উচ্চারিত
স্ফোট যোগে নাহি হয় তার অর্থ উন্মেষিত।
বিভিন্ন ভাষায় যদি ভিন্ন ভিন্ন স্ফোট হয়
পরিচ্ছিন্ন সেই স্ফোট ভূমা ব্রহ্ম বাচ্য নয়।
ত্যজি বৃথা বাক্যজাল, পরমার্থ নিরূপণ।
অন্তভাগে এইরূপে করে পাণিনি দর্শন।

"যত্র দ্রষ্টাচ দৃশ্যঞ্চ দর্শনঞ্চাবিকল্পিতম্
তস্যৈবার্থস্য সত্যত্বং মাতস্ত্রয্যন্ত বেদিনঃ।
বিকারোপগমে, সত্যং সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা
বিকারোপগমো যত্র তামাহুঃ প্রকৃতিং পরাং।
বাচ্যা সা সর্বশব্দানাং শব্দাশ্চ ন পৃথক্ ততঃ
অপৃথক্ত্বেঽপি সম্বন্ধস্তয়োর্নানাত্মনোরিবেতি॥"

"যথা স্বপ্ন প্রপঞ্চোয়ং ময়ি মায়া বিজৃম্ভিতঃ।
এবং জাগ্রৎ প্রপঞ্চোঽপি ময়ি মায়া বিজৃম্ভিতঃ॥"

এইরূপে পরমার্থ তত্ত্ব করি নিরূপণ
শব্দ শাস্ত্র স্থান পরে করিয়াছে প্রদর্শন।

"ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধি সোপান পর্ব্বনাম্
ইয়ং সা মোক্ষমার্গাণা মঞ্জিস্কা রাজ পদ্ধতি ॥"
যাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহা শব্দ বাচ্য হয়
সেই শব্দে পরা আদি কার ভাগ চতুষ্টয়।
পরা অংশ ব্রহ্ম ইহা যদ্যপি হয় কল্পিত
পরিচ্ছিন্ন পরা "ব্রহ্ম" নাহি হয় প্রমাণিত।
নাসিকা, নেত্র, জিহ্বাদি অপর ইন্দ্রিয়গণ
গন্ধ, রূপ, রস, আদি বিষয় করে গ্রহণ।
চতুর্ভাগে বিভক্ত হয় যদি সে সকল
"গন্ধব্রহ্ম", "রূপব্রহ্ম", হইবে তাহার ফল।
গ্রাহ্য গ্রহণাদি যত মায়ার বিকার হয়
প্রকল্পিত পরা শব্দ মায়া মাত্র ব্রহ্ম নয়।
যদি বল সেই মায়া ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মে স্থিত
সেই হেতু পরাশব্দ ব্রহ্মরূপে প্রকল্পিত।
পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, বিশ্বে যাহা কিছু বিদ্যমান
সর্ব্ববস্তু মায়াময়, অথবা মায়ার ভাগ।
পরাশব্দবাদীদের বাক্যে এ সিদ্ধান্ত হয়
সর্ব্ববস্তু ব্রহ্ম তবে, শুধু পরাশব্দ নয়।
শব্দ ব্রহ্ম নহে ব্রহ্ম নহে ইহা মায়াময়
জীবের কল্পিত ইহা মোহান্ধের মনোময়।

"যন্মনসানুমনুতে" যচ্ছোত্রেণ ন শৃনোতি
"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" প্রমাণ করিছে শ্রুতি।
শব্দ ব্রহ্ম, বেদ-ব্রহ্ম, করি নানা প্রকল্পন
হয় মোহে মুহ্যমান অবিদ্যান্ধ অজ্ঞগণ।
এ যুক্তিতে জ্যোতির্ব্রহ্ম স্বতঃই হয় খণ্ডিত
বাহুল্য বিধায় তাহা হইলনা উল্লিখিত॥

শাস্ত্র সমালোচনায় হইতেছে প্রতিপন্ন
বেদাদিও ভ্রান্তিহীন নয়
যেহেতু শব্দ প্রমাণ নহে অমোঘ অশেষ
ইহা মম হতেছে প্রত্যয়।

বাতুল প্রলাপ প্রায় হাস্যাস্পদ কত কথা
শাস্ত্রবাক্য করে সমর্থন।
সত্য নিরূপণ তরে এরূপ শব্দে বা শাস্ত্রে
মানবের কিবা প্রয়োজন?

স্বীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র সত্য সকলে করে প্রত্যয়
অপরের ধর্ম্মগ্রন্থ কাল্পনিক, ভ্রান্তিময়।

জীবের ভবিষ্যদ্বাণী আর স্বপ্ন বিবরণ
স্থজিয়াছে বাইবেল নব্য আর পুরাতন।

ঋষি আখ্য মানবের বাক্য হ'য়ে সঙ্কলিত
অলৌকিক, নিত্যবেদ হইয়াছে বিরচিত।

কবিবর আল্লাতালা কোরাণের গ্রন্থকার
করিতে কুফর ধ্বংস, জগতে সত্য প্রচার।
প্রভৃতি শাস্ত্র বিরচিত বিশ্বের মঙ্গল তরে
কিন্তু একে করে মান্য অন্যে প্রত্যাখ্যান করে।
সঙ্কীর্ণ সংস্কার ত্যজি যদ্যপি কর বিচার
বুঝিবে শাস্ত্রের মর্ম্ম থাকিবেনা ভ্রান্তি আর।
কিন্তু যত জ্ঞানাজ্ঞান জাগতিক ব্যবহার
প্রত্যক্ষ প্রমাণতুল্য শব্দও কারণ তার।
বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান অন্ধে সম্ভাবিত নয়
স্বর, শব্দাদির বোধ বধিরের নাহি হয়।
না থাকিলে বাক্য, শ্রোত্র হ'ত জীব জড় প্রায়
ভাব বিনিময়ে ভাষা জীবের শ্রেষ্ঠ উপায়।
পার্থিব, পারমার্থিক, জ্ঞানের শব্দ কারণ
পক্ষান্তরে শব্দ দোষে জন্মে ভ্রম অগণন।
প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি হেতু শব্দ ভ্রমাত্মক হয়
অসত্য শব্দে কিরূপে হইবে সত্য নির্ণয়?
বিবেক বৈরাগ্য হীন, দেখ এবে কতজন
দর্শন বেদান্ত বেদ করি সুধু অধ্যয়ন।
বৈদান্তিক দার্শনিক আখ্যায় আখ্যাত হয়
কিন্তু আত্মজ্ঞান কভু তাদের আয়ত্ত নয়।

হয়না তত্ত্বজিজ্ঞাসু নাহি লভে তত্ত্ব-জ্ঞান,
চাহে যশ, লভে যশ, সহ পাণ্ডিত্যাভিমান।
অহো! "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার" নাহি যার অধিকার
রাজর্ষি মহর্ষি ঋষি হইতেছে আখ্যা তার,
বৈদিক কালেও, কত বিবেকাদি বিরহিত
অধীত অনাত্মজ্ঞানী, হ'ত ঋষি অভিহিত।
ঋষি, মুনি, আখ্যা প্রাপ্ত অতত্ত্বজ্ঞ কত জন
লিখিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র, করি শ্রুতি সঙ্কলন।
করিয়াছে তত্ত্ব-সংজ্ঞ অতত্ত্ব প্রচার কেত
হয়েছে প্রক্ষিপ্ত পরে তাতে ভ্রান্ত মত যত।
"উবাচ, উবাচ" বাক্যে হ'য়ে গ্রন্থ বিরচিত
ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপে কত হইয়াছে প্রচারিত।
করি এইরূপ মিথ্যা শাস্ত্র বাক্য আলম্বন
সত্য নিরূপণ করা সম্ভবেনা কদাচন।
কল্পিত অতত্ত্ব যাহা তাহা কভু নিত্য নয়
সময়ের আবর্ত্তনে, সদা বিবর্ত্তিত হয়।
শ্রৌত যজ্ঞ উপাসনা অজ্ঞ ঋষি প্রকল্পিত
নিষ্ফল অতত্ত্ববোধে হ'য়ে ক্রমে নিরাকৃত।
মূর্ত্তি অবতার, পূজা হইয়াছে প্রচলিত
তাহাও বিভিন্ন ভাবে হইতেছে বিবর্ত্তিত।

ত্যজি দেব দেবী পূজা পাশ্চাত্য মানবগণ
একে তিন, তিনে এক,—ঈশ্বর করি গ্রহণ।
হয়েছিল খৃষ্টভক্ত খৃষ্টান এ নামান্বিত
কিন্তু ভিন্ন ভাবে তাহা হইতেছে বিবর্ত্তিত।

হইয়াছে শত শাখা সম্প্রদায় শত শত
পরস্পর দ্বন্দ্ব দ্বেষ যুদ্ধ অত্যাচার কত।
দেখিয়া বিফল সবে স্বদেশে সত্য প্রচার
করিছে উদ্ধার এবে বিদেশী যত নিগার।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী আর বিবেকী মানবগণ
বিজ্ঞান, যুক্তিবিরুদ্ধ অতত্ত্ব করি দর্শন।
বিজ্ঞান চর্চ্চার বলে করিয়া তত্ত্ব প্রমাণ
করিতেছে গড্, যিশু, বাইবেল প্রত্যাখ্যান।

যেরূপে পাশ্চাত্য দেব দেবী এবে নিরাকৃত
সেরূপে হিন্দুদেবতা হ'বে ক্রমে অন্তর্হিত।
পুরাতন প্রত্যাখ্যান নব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন
অনাদিকাল হইতে করিছে মানবগণ।

আছে সত্য সর্ব্ব ধর্ম্মে নিঃশ্রেয়স লাভ তরে
এই বাক্যে কত জন ধর্ম্ম সমন্বয় করে।

কিন্তু কে করে সাধন, ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় কার
সে তত্ত্ব মীমাংসা তরে করে না কভু বিচার।

করে না, জিজ্ঞাসা শিষ্য, নাহি করে, গুরুগণ
সাধ্যের সত্তা, সংযোগ, স্বরূপ প্রতিপাদন।
তত্ত্ব ক্ষেত্রে গুরু শিষ্য উভয় হয় সমান
করে বন্ধ্যা পুত্র গলে খ-কুসুম মাল্য দান।
অবিদ্যার অন্ধকারে অজ্ঞানান্ধ জীব, হায়!
করিলেও অন্বেষণ, তত্ত্বরত্ন নাহি পায়।
কিন্তু বৈদিক কালের ঋষিদের আত্মজ্ঞান
বৈদান্তিক, দার্শনিক, করে নাই প্রত্যাখ্যান।
"অজ্ঞান মল পূর্ণত্বাৎ" যদিও পুরাণ ম্লান
আছে তাতে সমভাবে সেই আর্য আত্মজ্ঞান।
হইলেও তন্ত্রগ্রন্থ মুক্তি মকারাদি ময়
একাত্ম বিজ্ঞান তাঁর বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।
গ্রীক্ দার্শনিকগণ লভেছিল তত্ত্বজ্ঞান
তাহাদের বাক্য, গ্রন্থ, বৈরাগ্য, করে প্রমাণ।
একেশ্বর বাদ আর পৌত্তলিক মতদ্বয়
আছিল আরবে পূর্ব্বে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।
কিন্তু ছিল সেই কালে নাস্তিকাখ্য জ্ঞানীগণ
মূর্ত্তি পূজা, স্রষ্টা ঈশ, করিত উভ খণ্ডন।
প্রকৃতি সঞ্জাত বিশ্ব করেছিল নিরূপণ
সর্ব্ব দেশে ছিল এবে আছে দার্শনিকগণ।

মন্সুর, সমস্তব্রেজ আদি জ্ঞানী মুসলমান
হয়েছিল আত্মজ্ঞানী ত্যজিয়া আল্লা, কোরাণ।
তাহাদের মতালম্বী অসংখ্য ফকীরগণ
অদ্বৈত একাত্মবাদ করিতেছে সমর্থন।
পাশ্চাত্য মনীষী "গেটে" "ইমার্সন" আদি যত
প্রাচ্য আত্মজ্ঞের সহ সকলের একমত।
সত্য, চির সত্য, তার সমভাব সর্ব্বক্ষণ
অসত্য হয় বিলুপ্ত কিম্বা করে বিবর্ত্তণ॥

করিছে বিশ্বাস এবে সংস্কারান্ধ হিন্দুগণ
সংস্কৃত ভাষা লিখিত প্রত্যেক শাস্ত্র বচন।
অনুষ্টুপ ছন্দে শ্লোক করেছে যে প্রণয়ন
হিন্দুর বিচারে সিদ্ধ কিম্বা মুক্ত সেইজন।
শুনিয়া সংস্কৃত শ্লোক শির অবনত করে
নাহি থাকে শক্তি, সত্য, অনৃত বিচার তরে।
সংস্কৃত শ্লোকের বলে অসত্য ও সত্য হয়
ভাষায় লিখিত তত্ত্ব হিন্দুর শ্রদ্ধেয় নয়।
সহস্র যুক্তি প্রমাণে নাহি হয় বিচলিত
তর অন্ধ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় নিহিত।
বহু আর্ষ শাস্ত্র করে ভিন্ন তত্ত্ব সমর্থন
এক গ্রন্থ করে পুন নানা পন্থা প্রদর্শন।

বিভিন্ন বিরুদ্ধ বাক্য সামঞ্জস্য নাহি তাঁর
করিছে গ্রহণ হিন্দু যাহা রুচিকর যার।
হইয়াছে সেই হেতু সম্প্রদায় শত শত
শাস্ত্রে শস্ত্রে হিন্দু জাতি ছিন্ন ভিন্ন অপহত।
জীবিতের সত্য বাক্য করি হিন্দু প্রত্যাখ্যান
মৃতের প্রলাপ উক্তি করে ধ্রুব সত্য জ্ঞান।
প্রাচীনতা প্রয়োজন হিন্দুর শ্রদ্ধার তরে
মৃত হিন্দু জাতি সুধু মৃতের সম্মান করে।
অতীত কাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব বর্ত্তমানে
জন্মিছে পাশ্চাত্যে প্রাচ্য সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্থানে।
নব পন্থা নব তত্ত্ব করিতেছে আবিষ্কার
হইতেছে ক্রমোন্নতি ঘুচিতেছে অন্ধকার।
জনমিবে ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর শ্রেষ্ঠতম
জাতীয় উন্নতি তরে ইহা প্রাকৃতিক ক্রম।
করে না বিশ্বাস হিন্দু, কভু নাহি আশা করে
হবে কেহ ঋষিতুল্য বর্ত্তমানে কিম্বা পরে।

ঋষির বাক্য খণ্ডনে কিম্বা দোষ প্রদর্শনে
হয় বিদ্বেষের বহ্নি প্রদীপ্ত হিন্দুর মনে।

অদ্বিতীয় 'আত্মা,' তার এক অপরোক্ষ জ্ঞান
আত্মজ্ঞে "জ্ঞান পার্থক্য কিসে কর অনুমান?

যাদৃশ, ভাবনা যস্য সিদ্ধিও তাদৃশ, তার
ত্রিকালে হিন্দুর দশা করিয়া দেখ বিচার।
অতত্ত্ব কথা, অজ্ঞের সদা প্রীতি প্রদ হয়
সূক্ষ্ম সুগভীর তত্ত্ব তাদের আয়ত্ত নয়।
অত্যল্প সংখ্যা জ্ঞানীর, অজ্ঞজীব সংখ্যাতীত
সহজে অতত্ত্ব তাহে হয় বিশ্বে প্রচারিত।
কিন্তু ছিল পুরাকালে পরাজ্ঞানী ঋষিগণ
বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে আছে তার নিদর্শন।
"আশ্চর্য্যো বক্তা" বা "জ্ঞাতা ইত্যাদি কঠ বচন
জ্ঞানী, জ্ঞান পিপাসুর সংখ্যা করে নিরূপণ।
আর্য শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে খনি মাঝে মণিপ্রায়
জগত-দুর্লভ-তত্ত্ব-মহারত্ন দেখা যায়॥

আছে যদি তত্ত্বরত্ন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে
কি হেতু 'অপরা" অভিধান
শ্রুতির দিয়াছে শ্রুতি, পরমার্থ নিরূপণে
কেন তাহা নহে ক্ষমবান?

করিয়া মন নিরোধ যবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ
ভূমা চিচ্ছাগর মাঝে হয় পূর্ণ নিমগণ।
বিশ্বাধ্যাস, ভেদাভেদ, দ্বৈতজ্ঞান দূর হয়
থাকে এক আত্মসত্তা আত্মরূপ আত্মময়।

সে অবস্থা বাক্যাতীত নাহি কোন অভিধান
কিন্তু তারে বলে শ্রুতি অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান।
ব্রহ্মাবস্থা হ'তে যোগী জীবত্বে হ'য়ে ব্যুত্থিত
চাহে প্রকাশিতে বাক্যে সে অবস্থা বাক্যাতীত,
হয় অপরোক্ষ জ্ঞানী বক্তা বা লিখকগণ
পরোক্ষ জ্ঞানী পাঠক অথবা শ্রোতা যেজন।
কিন্তু শর্করার স্বাদ, করি কেহ আস্বাদন
বাক্যে প্রকাশিতে তাহা করে যদি প্রাণপণ।
না করি আস্বাদ, স্থধু পঠনে কিম্বা শ্রবণে
অপরোক্ষ স্বাদবোধ হইবে বল কেমনে?
শ্রোতা, বা পাঠক লভে চিনির পরোক্ষ জ্ঞান
সে বাক্য বা গ্রন্থ লভে 'অপরা' বিদ্যাভিধান।
সেইরূপ, বাক্য, শাস্ত্র অপরা বিদ্যাখ্য হয়
শাস্ত্র পাঠে তত্ত্বজ্ঞান কদাপি সম্ভব নয়।
সেই হেতু শ্রুতি, স্মৃতি শাস্ত্র করি অধ্যয়ন
নাহি হয় আত্মজ্ঞানী, হয় বাক্য পরায়ণ॥

অনন্ত জ্ঞাতব্য আর আয়ুর স্বল্পতা দেখি
জ্ঞানীগণ অবসন্ন হয়
তত্ত্বজ্ঞ জানে, জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য সকল মিথ্যা
মরীচিকা সম মায়াময়।

এক দেশী শাস্ত্র পাঠে বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত
দেখেধরা ক্ষুদ্র শরা প্রায়
কারো শাস্ত্র ওষ্ঠগত ; কেহবা লিখিছে ভাষ্য
অনুবাদ করিছে ভাষায়।

নব তত্ত্ব, নব পন্থা হ'তে পারে আবিষ্কৃত
কেহ মনে ভাবেনা কখন
বংশ পরম্পরা সেই শুষ্ক কীট-দষ্ট শাস্ত্র
করিতেছে চর্ব্বিত চর্ব্বন।

কিন্তু তাতে কভু কারো নাহি হয় রস বোধ
বিবেক বা বৈরাগ্য সঞ্চার
অনুস্বার বিসর্গের কুহকে মুগ্ধ সমাজে
করিছে জীবিকা আপনার।

প্রত্যক্ষে, শব্দ প্রমাণে না হলে তত্ত্ব নির্ণীত
অবশিষ্ট থাকে অনুমান
অনুমান আলম্বনে কেন পরমার্থ তত্ত্ব
নাহি পারে হইতে প্রমাণ ?

দূর দেশে অবস্থিত পর্ব্বতে ধূম দর্শনে
হইতেছে অগ্নি অনুমিত
এই অনুমান সত্য অগ্নি ভিন্ন ধূম সত্তা
কভু নাহি হয় সম্ভাবিত।

কার্য্যের সত্ত্বা দর্শনে কারণের সত্ত্বা, গুণ
চিরদিন নিরূপিত হয়
সৃষ্টির তত্ত্ব বিচারে সৃষ্টির কারণ যাহা
তার তত্ত্ব হইবে নিশ্চয়।
অতীন্দ্রিয় বহুতত্ত্ব হইতেছে প্রমাণিত
করি আলম্বন অনুমান
পরমার্থ নিরূপণে এবম্বিধ অনুমাণ
নহে কেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ ?

অনুমান প্রমাণ।

অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নিরূপণ তরে
অনুমান প্রয়োজন
সেই অনুমানের প্রত্যক্ষ ও শব্দ
এই দুই আলম্বন

প্রত্যক্ষ ও শব্দ দ্বিবিধ কারণ
যদি ভ্রমাত্মক হয়
তাহা আলম্বনে সত্য অনুমান
কদাপি সম্ভব নয়

পর্ব্বতের শৃঙ্গে ধূম দরশনে
করে অগ্নি অনুমান
দূরস্থ বাষ্পেও হয় সম্ভাবিত
এরূপ ধূমের ভাণ

বাষ্প কিম্বা ধূম প্রকৃষ্ট প্রমাণে
না হইলে নিরূপিত
অগ্নির অস্তিত্বে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত
নহে কভু সম্ভাবিত

ধূম ও বহ্নির সংযোগ-সম্বন্ধ
দেখে নাই যেই জন
দেখি ধূম, তার অগ্নি অনুমান
সম্ভবেনা কদাচন।

কুম্ভ, কুম্ভকার, কুম্ভ নির্ম্মাণের
নাহি যার পূর্ব্ব জ্ঞান
নাহি হয় তার কুম্ভ দরশনে
কুম্ভকার অনুমান।

পূর্ব্বে কোন বিশ্ব স্রষ্টা, সৃষ্টিকার্য্য
করেছে যে দরশন
সম্ভবে তাহার এ বিশ্ব দর্শনে
স্রষ্টা, সৃষ্টি নিরূপণ॥

ডিম্ব হ'তে পক্ষী পক্ষী হ'তে ডিম্ব
জনমিছে অবিরত
বীজ হ'তেবৃক্ষ বৃক্ষ হ'তে পুন
হইতেছে বীজ যত।

শুক্রের কীটাণু হয় জরায়ুতে
নবদেহে বিবর্ত্তিত
সেই নর হ'তে জনমিছে পুন
কীট অণু অগণিত।

বীজ বিনা বৃক্ষ বৃক্ষ বিনা বীজ
সম্ভবেনা কদাচন
বীজ অগ্রে, কিম্বা বৃক্ষ অগ্রে সৃষ্ট
কে করিবে নিরূপণ ?

বীজ ধ্বংস বিনা বৃক্ষের উৎপত্তি
কদাপি সম্ভব নয়
অণ্ডের অস্তিত্ব না হইলে লুপ্ত
পক্ষী জাত নাহি হয়।

জগত কারণ কার্য্যরূপ বিশ্বে
হয় যদি পরিণত
স্বরূপ তাহার থাকে কি তখন
কিম্বা হয় ধ্বংসগত ?

বিশ্ব-বীজ ধ্বংশে হয় জাত বিশ্ব
কর যদি অনুমান।
সেব্য সেবকাদি সম্বন্ধ, সাধন
কিরূপে কর প্রমাণ ?

যদি বিশ্ব-বীজ থাকিয়া স্বরূপে
এ বিশ্ব বিকাশ করে
যথা নহে মন স্বরূপ বিচ্যুত
স্বাপ্নিক সৃষ্টির তরে।

তবে জগতের তাত্ত্বিক অস্তিত্ব
প্রমাণিত নাহি হয়
দ্রষ্টা, দরশন দৃশ্যাদি সকল
স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিময়।

কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল শাস্ত্রে,
সৃষ্টির যে বিবরণ
বিজ্ঞান বা যুক্তি সে অদ্ভুত তত্ত্ব
নাহি করে সমর্থন।

"আদমের" অস্থি হ'তে "ঈভ" সৃষ্টি
করেছিল ভগবান
প্রাকৃতিক সৃষ্টি দরশনে কভু
নাহি হয় অনুমান।

ধূলা দ্বারা সৃজি "আদমের" দেহ
তাতে প্রাণ সঞ্চারণ
গড্ কৃত এই ভোজবাজী বল
কে করেছে দরশন?

সম্প্রদায়ী, স্বীয় শাস্ত্র প্রকল্পিত
বর্ণনা করে প্রত্যয়
অনুমান আর বিশ্বাসাবিশ্বাস
কভু এক বস্তু নয়।

অনাদি প্রবাহে আছে বীজ বৃক্ষ
কর যদি অঙ্গীকার
অনাদি বস্তুর নাহি হয় সৃষ্টি
নাহি কেহ স্রষ্টাতার ॥

বুঝিয়াছি, বিনা এই কার্য্যের সম্যক্ জ্ঞান।
হইতে পারে না কভু কারণের অনুমান?
বহু শাস্ত্র বাক্য, অজ্ঞ মানবের প্রকল্পিত।
প্রত্যক্ষ বা অনুমানে নাহি হয় প্রমানিত ॥
অনাদি প্রবাহে সৃষ্টি যদ্যপি করি স্বীকার
নাহি থাকে অবকাশ স্রষ্টা ঈশ কল্পনার।
করি দৃশ্যমান বিশ্ব জড় জীব বিশ্লেষণ
তাহার কারণ, কিম্বা স্রষ্টা কর নিরূপণ।

মানবের দেহে জীব আখ্য যাহা
সচেতন দেখা যায়
ছিল মাতৃগর্ভে জরায়ু ভিতরে
সুপ্ত অচেতন প্রায়।

প্রথমে যখন হয় ভ্রূণ জাত
জরায়ুর অভ্যন্তরে
হস্ত পদ হীন লাঙ্গুল সংযুত
সরীসৃপ রূপ ধরে।

ক্রমশ মস্তক হস্ত পদ যুত
পশুর আকার হয়
পশু ভ্রূণ হ'তে মানবের ভ্রূণ
সে কালে বিভিন্ন নয়।

হইয়া বর্দ্ধিত ক্রমে সেই ভ্রূণ
মানব আকার ধরে
জীবের ক্রমিক বিবর্ত্তন তাকে
বিজ্ঞান প্রমাণ করে।

নহে ক্ষণ মধ্যে সৃজিত, মানব
"আদম ঈভের" মত
বহু বিবর্ত্তনে নিম্নতম জীব
নর রূপে পরিণত।

পিতৃ শুক্র মধ্যে থাকে সে জীবের
কীট দেহে অভিমান
থাকেকি তৎপূর্ব্বে সেই চৈতন্যের
খাদ্য মধ্যে বাসস্থান?

জড় খাদ্য সহ কি কৌশলে জীব
শরীরে প্রবিষ্ট হয়?
কিম্বা পিতৃদেহে জীবের উৎপত্তি
জীব পূর্ব্বাগত নয়?

অন্নরস হ'তে হয় জাত, পুষ্ট
জড় দেহ অন্নময়
ভূত সমন্বয়ে চৈতন্য সঞ্জাত
অথবা স্বতন্ত্র হয় ?

বলিছে বিজ্ঞান জড় পদার্থেও
সে চৈতন্য অবস্থিত
অন্নাদি সংস্থিত চৈতন্য, হয় কি
জীবরূপে বিবর্ত্তিত ?

দেশে পাত্রে বদ্ধ জীবের নিত্যত্ব
নাহি হয় নিরূপিত
হইলে অনিত্য মিথ্যা স্বর্গ মোক্ষ
সাধকের আকাঙ্ক্ষিত।

তথাপিও জীব নিত্য বস্তু বলি
কর যদি অঙ্গীকার
কি যুক্তিতে বল আছে কোন জন
স্রষ্টা বা নিয়ন্তা তার ?

হ'লে জীব নিত্য তাহার স্বরূপ
জীবত্বও নিত্য হয়
নতি বা উন্নতি অবস্থা ব্যত্যয়
তাহাতে সম্ভব নয়॥

জড় আলম্বনে জীব চৈতন্যের
অস্তিত্ব লক্ষিত হয়
হয় অচেতন জড় ত্যাগে জীব,
সুপ্তি অবস্থায় লয়।

পক্ষান্তরে এই জড়-নামান্বিত
যাহা কিছু বিশ্বময়
দেখে তাহা জীব, জীব বিনা তার
অস্তি, নাস্তি সিদ্ধ নয়।

জড় আলম্বনে জীবের অস্তিত্ব
ক্রিয়াদি লক্ষিত হয়
পক্ষান্তরে জীব অভাবে জড়ের
সত্তা অনুভব্য নয়।

জড় ও জীবের আপেক্ষিক সত্তা
হইতেছে প্রমাণিত
একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব
নাহি হয় নিরূপিত।

যাহার অস্তিত্ব অন্যের সাপেক্ষ
স্বতঃ সত্তা নাহি যার
কেমনে করিবে সেই জড় জীবে
সত্য বস্তু অঙ্গীকার?

না হ'লে সদ্বস্তু অসতের সৃষ্টি
স্থিত্যাদি সম্ভব নয়
অকৃত কর্ম্মের কর্ত্তার অস্তিত্ব
প্রমাণিত নাহি হয়।

ধূম বাষ্প ন্যায়ে কার্য্যের সম্বন্ধে
না হ'লে যথার্থ জ্ঞান
পারে কি হইতে ভ্রান্তি আলম্বনে
কারণের অনুমান?

ব্যোম বায়ু তেজ জল ক্ষিতি; পঞ্চ
ভূত প্রকল্পিত হয়
এ পঞ্চ ভূতের ক্রমিক উৎপত্তি
মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

শূন্য শান্ত ব্যোমে কিরূপে প্রথমে
হয় বায়ু সঞ্চারিত
সে নিগূঢ় তত্ত্ব, সেই সৃষ্টি ক্রম
জীবের ইন্দ্রিয়াতীত।

প্রলয় সময়ে স্থূল, ক্রমে সূক্ষ্মে
কিরূপে বিলীন হয়
সে পঞ্চীকরণ বিকাশ সঙ্কোচ
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়।

জড় জগতের অস্তিত্ব, অথবা
নাস্তিত্ব প্রমাণ তরে
পঞ্চভূত আর ক্রম বিবর্ত্তন
বেদান্ত কল্পনা করে?

জড় পদার্থের অস্তিত্বের মূল,
পঞ্চ ভূত সমন্বয়
ভূত অতিরিক্ত পদার্থের সত্ত্বা
কভু অনুভব্য নয়।

ভূত চতুষ্টয় সংযোগে ক্ষিতির
স্বরূপাদি দেখা যায়
বিনা ভূতত্রয় জলের অস্তিত্ব
মরু মরীচিকা প্রায়।

ভূতদ্বয় বিনা তেজের স্বতন্ত্র
সত্তা সিদ্ধ নাহি হয়
ব্যোম ব্যতিরেকে বায়ুর অস্তিত্ব
স্পন্দন, সম্ভব নয়।

আকাশের সত্তা অতীন্দ্রিয় হেতু
অপ্রত্যক্ষ অবিষয়
জড় পদার্থের অবকাশে সুধু
মনের গোচর হয়।

জড় বস্তু আর স্থূল ভূত-সত্তা
ব্যোমের সাপেক্ষ হয়
পক্ষান্তরে ব্যোম জড়ের অভাবে
কভু অনুভব্য নয়।

পঞ্চভূত আর তার সমন্বয়ে
দৃশ্য যাহা বিবাজিত
স্বতঃ সত্তা হীন, তাহে বিশ্ব-সত্তা
আপেক্ষিক নামান্বিত।

এক ভূত হ'তে অপর ভূতের
হয় জন্ম বিপর্য্যয়
ভূত বিবর্ত্তনে অন্য বাহ্যশক্তি
প্রয়োজন নাহি হয়।

বায়ু, তেজ যোগে হয় বাষ্প, জল,
তুষারাদি প্রকটিত
জল বাষ্প রূপে বাষ্প পুন জলে
হইতেছে বিবর্ত্তিত।

জলদ বা জল বরষণে, দ্রবে
নাহি ইন্দ্র প্রয়োজন
তেজ বায়্বাদির আবর্ত্তন করে
সেই কার্য্য সম্পাদন।

বিভিন্ন ভূতের তাত্বিক অস্তিত্ব
নাহি হয় প্রমাণিত
ভূত অধিষ্ঠিত দেবদেবী তাহে
মানবের প্রকল্পিত।

সুধু শৃঙ্গ দেখি "গাভী" এ বিশ্বাসে
তার দুগ্ধ অনুমান
করে যদি কেহ, তাহাকে বাতুল
সকলেই করে জ্ঞান।

কিন্তু সলিলাদি ভূতে, দেবদেবী
হিন্দু অঙ্গীকার করে
করে স্তুতি নতি পূজা আরাধনা
তাঁ'দের তুষ্টির তরে।

ভূত সমন্বয়ে দেহ হইলে নির্ম্মিত
হয় সেই দেহ মধ্যে জীব অধিষ্ঠিত।
ভূত মধ্যে সেই রূপ চৈতন্য সংস্থান
হ'তে পারে, নহে ইহা ভ্রান্ত অনুমান।

ভৌতিক পদার্থ হ'তে ভূত বলবান
স্থিতিশীল, ব্যাপী, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
জীব হ'তে শ্রেষ্ঠ, বড়, ভূত দেহীগণ
সে'হেতু দেবতা আখ্যা স্তুতি আবাহন।

স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব পদার্থের
পঞ্চভূত উপাদান
কিন্তু প্রতিদেহে স্থিত এক জীব
করে দেহ অভিমান।

ভিন্ন ভিন্ন ভূতে স্বতন্ত্র চৈতন্য
হয় যদি অঙ্গীকৃত
প্রতি জড় দেহে পঞ্চবিধ জীব
নহে কেন ব্যবস্থিত।

স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বদেহ জাত
হয় এক উপাদানে
কিন্তু করে দেহী স্বাতন্ত্র্যানুভব
স্বীয় দেহ অভিমানে

সলিলাখ্য ভূতে চৈতন্যের সত্তা
কর যদি অনুমান
হয় প্রমাণিত প্রতি জলাশয়ে
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞান।

কোন নদীনদে স্বতন্ত্র দেবতা
হইতেছে প্রকল্পিত
কেন নদ্যান্তরে দেবতার সত্তা
নাহি হয় অঙ্গীকৃত ?

বিন্দুর সমষ্টি ধরে সিন্ধুরূপ
কিম্বা নদী, নদাকার
প্রত্যেক বিন্দুতে স্বতন্ত্র চৈতন্য
কিম্বা সমষ্টিতে তার ?

হয়ে বাষ্পাকার নদী, কূপ জল
যবে মেঘরূপ ধরে
নব অভিমান হয় মেঘে, কিম্বা
জলে অভিমান করে ?

সেই মেঘ পুন হয়ে জল, করে
কূপ, নদি, প্রপূরণ
নব অভিমান ফরে নদী কূপে
কূপ নদে বিবর্ত্তন ॥

পর্ব্বত উপরে শত প্রস্রবণ
হ'য়ে ক্রমে সম্মিলিত
প্রান্তর প্রদেশে হয় একাকার
নদ, নদী নামান্বিত

প্রতি প্রস্রবণে স্বতন্ত্র চৈতন্য
যদ্যপি সিদ্ধান্ত হয়
নদীরূপ দেহে এক গঙ্গাদেবী
কদাপি সম্ভব নয়।

কত প্রবাহিনী সে গঙ্গার সহ
সদা সম্মিলিতা হয়
তাদের চৈতন্যে থাকেকি স্বাতন্ত্র্য
কিম্বা একে হয় লয় ?

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের পরে
যেই নদী দৃষ্টা হয়
আছে কি তাহাতে এক অভিমান
কিম্বা অভিমান দ্বয় ?

হয় সিন্ধুগর্ভে সেই অভিমান
প্রতিক্ষণে নিমজ্জিত ?
নদী অভিমান থাকে সেইকালে
কিম্বা হয় অন্তর্হিত ?

এসকল প্রশ্ন করিয়া মীমাংসা
দেখ করি অনুমান
জল চৈতন্যের আছে জন্ম মৃত্যু
আবির্ভাব তিরোধান।

এরূপ যুক্তিতে তেজ আখ্যভূতে
হয় পুন অনুমিত
বিভিন্ন চিচ্ছটা, প্রতি দীপে ভিন্ন
অভিমান বিরাজিত।

শক্তি, স্থিতি, ব্যাপ্তি জন্ম, পুনর্জ্জন্মে
ভূত দেহী জীব হয়
মানবাপেক্ষায় এদের শ্রেষ্ঠত্ব
কদাপি প্রামাণ্য নয়।

ভূত অধিষ্ঠিত দেব দেবী মূর্ত্তি
কর যদি অনুমান
গঙ্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবী-দেহে বল
কোন ভূত উপাদান ?

চৈতন্যোপাদানে নাহি হয় মূর্ত্তি
মূর্ত্তি, জড় ভূতময়
গঙ্গাদেবী তবে মীনাদির মত
জল জন্তু নিঃসংশয়।

গঙ্গার উদ্দেশ্যে না করিয়া বৃথা
পূজা, স্তুতি আবাহন
ধীবর সাহায্যে হ'তে পারে সিদ্ধ
গঙ্গা লাভ প্রয়োজন।

চিদ্ঘন নিত্যা মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার
বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ করিতেছে অঙ্গীকার
চিন্ময়ী নিত্যাদেবী শাক্ত অঙ্গীকার করে
আছে কোন্ যুক্তি এই মত খণ্ডনের তরে

ভূত সমন্বয়ে হয় মূর্ত্তি জাত
দেখিতেছ সর্ব্বক্ষণ
সেই স্মৃতি যোগে স্বপ্নকালে মূর্ত্তি
গঠন করিছে মন।

জড়ময় তাঁর মনোময় মূর্ত্তি
মানবের গ্রাহ্য হয়
চিন্ময় মূর্ত্তি বন্ধ্যা পুত্র প্রায়
মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

যথা অসম্ভব ব্যোমময় মূর্ত্তি
হস্ত পদ সমন্বিত
তদ্রূপ চিন্ময় অবয়ব মূর্ত্তি
নহে কভু সম্ভাবিত।

সোহং গীতা গ্রন্থে চিন্ময় কৃষ্ণ
হইয়াছে নিরাকৃত
"প্রত্যক্ষ প্রমাণে" চিন্ময়ী দেবী
হইয়াছে বিচারিত

চৈতন্য সত্তার স্বরূপ কদাপি
মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়
দেখে ভক্তগণ মনোময় মূর্ত্তি
বাক্যে বলে চিন্ময়।

খৃষ্টের "চিণ্ময়" সর্ব্বব্যাপী ঈশ
উদ্যানে ভ্রমণ করে
স্বীয় শ্বাস বায়ু করেছিল দান
আদমে, প্রাণন তরে।

চিন্ময় ক্রোধে করেছিল ঈশ
অভিশাপ চিনময়।
চিদ্ঘন ঈশের চিন্ময় বাণী
জৈব শ্রোত্র গ্রাহ্য হয়।

নিরাকার বাদী কোন সম্প্রদায়
দেহ অস্বীকার করে
চিন্ময় শ্রীমুখ শ্রীহস্ত শ্রীপদ
বঁধু, দেখে ভক্তি ভরে।

বিতণ্ডা বৃক্ষের বিষময় ফল
বপু, মূর্ত্তি চিদ্ঘন
চিত্তের চৈতন্য নাহি হয় তাতে
হয় ভ্রান্ত অচেতন।

মননের বলে বিবেকী জনের
সম্যক প্রতীতি হয়
আত্মেতর বোধে চৈতন্যের সত্তা
কভু অনুভব্য নয়।

করে না, নদী কূপাদি ভিন্ন অভিমান।
একই চিচ্ছক্তি সর্ব্ব জলে বিদ্যমান।
বিচিত্র বিভিন্ন তেজে ভিন্ন দেহী নয়।
একই চৈতন্য ব্যাপী সর্ব্ব তেজ ময়॥
পঞ্চভূতে পঞ্চদেব করি অনুমান।
নহে জড় দেহী জীব তাদের সমান॥
স্থিতি, ব্যাপ্তি, বলে, তারা শ্রেষ্ঠতর হয়।
সেই হেতু মানবের আরাধ্য নিশ্চয়॥

সমষ্টি সলিলে, অনলে অনিলে
চৈতন্যের অবস্থান
কিম্বা চিচ্ছক্তায় সলিলাদি ভূত
রহিয়াছে বিদ্যমান ?

আধার আধেয সম্বন্ধ যদ্যপি
চিজ্জড়ে স্বীকৃত হয়
জড় ভূত কিম্বা চৈতন্য আধার
কর তাহা নিরণয়।

আধার বিহনে আধেয়ের স্থিতি
সম্ভবেনা কদাচন
কিন্তু সে আধার আধেয় অভাবে
থাকে স্থিত, সর্ব্বক্ষণ।

অথবা যদ্যপি কার্য্য ও কারণ
সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়
কারণ ব্যতিত কার্য্যের অস্তিত্ব
কদাপি সম্ভব নয়।

কুম্ভ, নামরূপ বিলোপে মৃত্তিকা
থাকে সমভাবে স্থিত
কিন্তু বিনা মাটী কুম্ভের অস্তিত্ব
নহে কভু সম্ভাবিত।

আধেয় জলাদি হয় নষ্ট যদি
ভগ্ন হয় জলাধার
কিন্তু বিনা জল থাকে জল পাত্র
নাহি হয় ধ্বংস তার।

ভূত কিম্বা এই ভৌতিক দেহাদি
চৈতন্যে আধেয় হয়
অথবা আধার, না হ'লে মীমাংসা
সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়।

ভূত, ভৌতদেহ চৈতন্যের কার্য্য
অথবা কারণ হয়
জড় বিনা জীব জীব বিনা জড়
থাকে, কিম্বা হয় লয়?

হয় যুদ্ধে দেহ আঘাতে বিধ্বস্ত
কিম্বা রোগে বিকলিত
চৈতন্যের ক্রিয়া, স্পন্দন প্রাণন
হয় তার তিরোহিত।

পক্ষান্তরে দেহে চৈতন্যের ক্রিয়া
বিদ্যমান যতক্ষণ
নাহি হয় দেহ পূতি পর্য্যুষিত
ধ্বংসগত কদাচন।

চৈতন্য বিহনে হয় দেহ ধ্বংস
নামরূপ অন্তর্হিত
পক্ষান্তরে দেহ বিহনে, চিচ্ছক্তি
নাহি হয় নিরূপিত।

আধার আধেয় কার্য্য ও কারণ
নিরূপক চিহ্নদ্বয়
উভয়ে সংস্থিত, কি রূপে করিবে
সত্যাসত্য নিরণয়?

আধার আধেয় কার্য্য ও কারণ
সম্বন্ধাদি সংস্থাপন
কি যুক্তি প্রমাণে করিয়াছে বল
পূর্ব্ব শাস্ত্রকার গণ?

ভূতে চিৎ কিম্বা চিচ্ছত্ত্বায় ভূত
সুধু ভ্রান্ত অনুমান
চেতন সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে
নাহি তব কোন জ্ঞান।

অহমস্মি জ্ঞানে যদিও চিচ্ছত্তা
কিঞ্চিৎ বোধব্য হয়
প্রত্যক্ষানুমান শব্দাদি প্রমাণে,
ইদং জ্ঞানে গ্রাহ্য নয়।

স্পন্দন, প্রাণন, অনুভব আদি
ক্রিয়া করি দরশন
চেতনাচেতন পদার্থের ভেদ
করিতেছে নিরূপণ।

সকল জঙ্গমে স্পন্দ অনুভব
চিদাভাস দৃষ্ট হয়
জন্ম মৃত্যু, বোধ প্রাণনাদি হেতু
স্থাবর চেতনা ময়।

কিন্তু স্পন্দনাদি চৈতন্য আখ্যাত
নাহি হয় কদাচন
এসকল সুধু চৈতন্য সত্তার
স্ফুরণ বা নিদর্শন।

সকল জঙ্গমে স্পন্দ অনুভব
চিদাভাস দৃষ্ট হয়
জন্ম, মৃত্যু, বোধ. প্রাণনাদি হেতু
স্থাবর চেতনাময়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান গবেষণা বলে
হইতেছে প্রমাণিত
চেতনা লক্ষণ সকল পদার্থে
যাহা জড় নামান্বিত।

বঙ্গের গৌরব জগদীশ বসু
করি এবে নিরাসন
জীব জড়ে ভেদ, বৈদান্তিক তত্ত্ব
করিতেছে সমর্থন।

যদ্যপিও দেহ স্বর্ণাদি পদার্থ
জীবন্ত, চেতনাময়
বিভিন্ন বস্তুর চেতনা লক্ষণ
ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়।

দেহ হ'তে ছিন্ন হস্ত পদ, হয়
স্পন্দ বোধ বিরহিত
হ'লে ধ্বংস শির সর্ব্ববিধ অঙ্গ
হয় ধ্বংস পর্য্যুষিত।

কিন্তু স্বর্ণ পিণ্ডে সমষ্টি স্বরূপে
যে চৈতন্য বিদ্যমান
হইলে খণ্ডিত প্রতি খণ্ডে, করে
সে চেতনা অবস্থান।

ছেদনে, দাহনে, স্বর্ণের চেতনা
কভু নাহি হয় লয়
ছিন্ন বৃক্ষ শাখা হইলে প্রোথিত
বৃক্ষে পরিণত হয়।

খেচর ভূচর জলচর আদি
জঙ্গমের অপেক্ষায়
জীবনী শকতি বৃক্ষাদি স্থাবরে
সমধিক দেখা যায়।

স্থূল দরশনে চেতনা চেতন
প্রভেদ কল্পিত হয়
সূক্ষ্ম দরশনে অণু পরমাণু
সকল চেতনা ময়।

কিন্তু চৈতন্যের বিকাশ, সর্ব্বত্র
নহে সম প্রকটিত
জাগ্রতের প্রায় একে ক্রিয়া শীল
অন্যে সুপ্ত প্রায় স্থিত।

যেই চিদ্বিকাশ জ্ঞান, বুদ্ধি, বৃত্তি
মানবে প্রত্যক্ষ হয়
পশু পক্ষী কীটে. তাহার স্ফুরণ
ক্রিয়া, অনুভব্য নয়।

উদ্ভিদ্ ভিতরে চেতনার চিহ্ন
দৃষ্ট হয় ন্যূনতর
ধাতুর চেতনা স্থূল দরশনে
ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

সলিল বায়্বাদি ভূতের চৈতন্য
নহে জঙ্গমের প্রায়
স্থাবরে সংস্থিত, চৈতন্যের মত
অচেতন দেখা যায়।

স্থাবরের সহ জঙ্গমের, নাহি
হয় ভাব বিনিময়
পশু পক্ষী কীটে আছে ভাষা, কিন্তু
মানবের বোধ্য নয়।

এক প্রদেশের মানব ভাষাও
ভিন্ন দেশে বোধাতীত
জৈব ভাষা-বোধ ভূতাদির, বল
কিসে হয় অনুমিত ?

কাণ্ডে, শাখাপত্রে কুসুমের গন্ধ
অনুভূত নাহি হয়
ফলের সুস্বাদ কুসুমের মধ্যে
কভু অনুভব্য নয়।

ফুল বা ফলের সুগন্ধ, স্বাদের
হয় বৃক্ষ উপাদান
কিন্তু বৃক্ষ মধ্যে সেই গন্ধ, স্বাদ
নাহি করে অবস্থান।

বৃক্ষাদির গুণ পঞ্চবিধ ভূতে
কভু অনুভব্য নয়
ভূত সমন্বয়ে জাত বস্তু, আর
ভূত, ভিন্ন ধর্ম্মী হয়।

ভূত-উপাদানে যদ্যপিও দেহ
ইন্দ্রিয়াদি বিরচিত
দেহস্থিত যন্ত্র মস্তিষ্ক, যদিও
হয় ভূত নিরমিত।

মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয় কোন ভূত মধ্যে
নাহি দেখ বিদ্যমান
মস্তিষ্কের ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া
কিসে কর অনুমান?

নেত্রহীন ভূত মানবের দুঃখ
নাহি করে দরশন
শ্রোত্রাভাব হেতু স্তোত্রাদি শ্রবণে
নাহি শক্তি কদাচন।

বিনা বাগেন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ
কভু সম্ভাবিত নয়
মস্তিষ্ক অভাবে অনুভূতি ভূতে
কিরূপে সম্ভব হয় ?

ভূত অধিষ্ঠান চৈতন্য, অথবা
ভূতে যাহা অধিষ্ঠিত
জীব সহ, তার ভাব বিনিময়
নহে কভু সম্ভাবিত।

পৃথ্বী, জল, অগ্নি বায়ুাদি ভূতের
দেবত্ব প্রামাণ্য নয়
লিঙ্গাদি কল্পনা উপাসনা স্তুতি
সকল অবিদ্যাময়॥

পঞ্চভূতে পঞ্চদেব যদি সিদ্ধ নয়।
একই চৈতন্য তবে ব্যাপ্ত সর্ব্বময়॥
জড় জীবে সর্ব্বব্যাপী জগত-কারণ।
নহে তাহা হ'তে ভিন্ন বিশ্বে কোনজন॥

যেই ভাবে যেই নামে ডাকে ভক্তগণ।
সর্ব্বগত ভগবান করেন শ্রবণ॥

ব্যষ্টি রূপে হয় ব্যক্ত ব্রহ্ম চিন্ময়।
সেহেতু এ উপাসনা ফলপ্রদ হয়॥

আছে জল কাষ্ঠে কিন্তু সেই জলে
পিপাসা কি তৃপ্তি হয়?
প্রস্তরে সংস্থিত তেজে কি কখনো
হয় গৃহ দীপ্তিময়?

পার কি করিতে পদার্থে সংস্থিত
ব্যোম মধ্যে অবস্থান?
বস্তুতে সংস্থিত বায়ু আলম্বনে
রক্ষিতে কি পার প্রাণ?

কারণের সত্তা কার্য্যময় ব্যাপী
হইলেও অনুমিত
হয় না প্রত্যক্ষ, কার্য্য আবরণে
থাকে সদা আবরিত॥

যদিও প্রত্যক্ষ পদার্থ সকল
হয় পঞ্চভূত ময়
কিন্তু সে ভূতের রূপ কিম্বা গুণ
অনুভূত নাহি হয়॥

ব্রহ্ম সর্ব্ব ব্যাপী ঈশ সর্ব্বব্যাপী
বাক্যে বলে জীবগণ
কিন্তু দেখে "সর্ব্ব" "ব্যাপ্ত" জগদীশে
নাহি করে দরশন।

ব্যষ্টি জীব রূপে সমষ্টি চৈতন্য
ব্রহ্ম যদি বিকসিত
মানবের মধ্যে চৈতন্যের ক্রিয়া
সমধিক প্রকটিত।

তব ভাষা, স্তুতি, মানবের বোধ্য
মানবও ব্রহ্মময়
তাহার পূজায় ব্রহ্ম উপাসনা
অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ুাদির স্তুতি
করি এবে প্রত্যাখ্যান
কর নর পূজা তাহাতেই প্রীত
হইবেন ভগবান।

অহো! মোহময় এ ভারতে এবে
তাহাও বিরল নয়!
গুরু, অবতার, সিদ্ধ; মুক্ত, রূপে
মানব পূজিত হয়।

হয় যদি মৃত গুরু, অবতার
সিদ্ধ, মুক্ত, পূজ্যজন
প্রতিকৃতি, চিত্র, আসন, পাদুকা
পূজে ভাব-মুগ্ধগণ!

কার্য্য দরশনে গুপ্ত কারণের
স্বরূপাদি অনুমান
করে সর্ব্বজন, ব্রহ্ম চিন্ময়
কেন এই অভিধান?

দ্বিবিধ পদার্থ জড় চেতনের
কারণ যদ্যপি হয়
বল কি যুক্তিতে ব্রহ্ম চিন্ময়
চিজ্জড় উভয় নয়?

অথবা চিজ্জড় কার্য্যের, কারণ
চেতন বা জড় নয়
চেতনা চেতন বিলক্ষণ, কোন
অজ্ঞেয় পদার্থ হয়!

দেখ ঋক্ বেদে আর্য্য ঋষিগণ
করিয়াছে অনুমান
সদসৎ উভ বিলক্ষণ, তাহা
নাহি তাতে জ্ঞানাজ্ঞান।

বলিছে বিজ্ঞান অজ্ঞাত অজ্ঞেয়
বিশ্বের কারণ হয়
অজ্ঞাত কৌশলে হয় তাহা হ'তে
অণু, অণু সমন্বয়।

অথবা প্রথমে হয় বায়ু, তেজ
পরে বাষ্পে পরিণত
বাষ্প হ'তে জল জলদ উদ্ভিদ্
জলচর জন্তু যত

জলজ পদার্থ হয়ে বিবর্ত্তিত
ক্রমে ভূমিরূপ ধরে
হয় সেই ভূমি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত
গুল্ম, তরু স্তরে স্তরে।

হয় আবির্ভূত ক্রমে স্থলচর
কীট, পশু পক্ষী যত
ক্রমিক উৎকর্ষে হয় কোন পশু
নররূপে পরিণত

সে আদি নরের বংশধর এই
সুসভ্য মানবগণ
ক্রমে উন্নতির চরমাবস্থায়
করিতেছে বিবর্ত্তন।

দেখ করি মুক্ত মীনাদি হইতে
কল্পনার আবরণ
এ বিবর্ত্ত বাদ অবতারগণ
করিতেছে সমর্থন।

বিবর্ত্তন কালে সমভাবে কিছু
নাহি হয় অগ্রসর
তরঙ্গের প্রায় উত্থিত পতিত
হইতেছে নিরন্তর।

প্রথমে উৎপন্ন বায়ূাদি বা অণু
হ'য়ে ক্রমে বিবর্ত্তিত।
কতকালে, এই স্থূল পৃথ্বী রূপে
হইয়াছে উপনীত॥

জল জন্তুগণ হ'য়ে ক্রমোন্নত
নর রূপে বিবর্ত্তিত
হয় কতকালে, তার পরিমাণ
অঙ্ক শাস্ত্র-সংখ্যাতীত।

ইচ্ছা বা ঈক্ষণে মুহূর্ত্তেকে জাত
নহে নরনারী যত
অসংখ্য যুগের বিবর্ত্তনে, ভূত
নরদেহে পরিণত।

মানবের মন মনোবৃত্তি চয়
মুহূর্ত্তে গঠিত নয়
মীনাদির মন ক্রম বিবর্ত্তনে
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর হয়॥

সূক্ষ্ম মনাতীত বীজে, জগতরু
ক্রমে সমুৎপন্ন হয়
ভূত, ভূতজাত পদার্থ তাহার
কাণ্ড, শাখা, পত্রচয়।

বিশ্বরূপ বৃক্ষ লভিলে পূর্ণতা
পশুপক্ষী পুষ্প তায়
হয় প্রস্ফুটিত, মানব নিচয়
বিশ্ববৃক্ষ ফল প্রায়

ফলের সুস্বাদ গুণাদি কুসুমে
কদাপি সম্ভব নয়
মানবাপেক্ষায় পশুপক্ষী কীট
গুণ জ্ঞানে হীন হয়।

ফুলের সুগন্ধ সৌন্দর্য্য, বৃক্ষের
কোন অঙ্গে নাহি আর
পশ্বাদি হইতে স্থাবর নিকৃষ্ট
দেখ করি সুবিচার।

বৃক্ষের প্রাণন পানাহার ক্রিয়া
ভূতে নাহি দৃষ্ট হয়
স্থাবরে জীবত্ব হ'তেছে প্রত্যক্ষ
কিন্তু বায়ু আদিতে নয়।

ক্রম বিবর্ত্তনে জীব, জৈবভাব
বৃত্তির বিকাশ হয়
কারণ সত্তায় নাহি জৈবজ্ঞান
ভাব বৃত্তি সমুদয়।

আত্ম আত্মেতর দ্বৈত দরশন
হেয় উপাদেয় জ্ঞান
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সুখ দুঃখ বোধ
স্মৃতি ধৃতি অভিমান

আদান প্রদান বাক্য বিনিময়
যাহা জীবে দৃষ্ট হয়
অজ্ঞেয় কারণে সে সকল গুণ
কভু অনুমেয় নয়।

ব্রহ্ম, বিষ্ণু, গড্, খোদা, জগদীশ
নানাবিধ অভিধান
চৈতন্য, আনন্দ, শক্তি, ব্যাপ্তি আদি
নানাবিধ গুণ জ্ঞান।

জীবের কল্পিত, অজ্ঞ জীব তাহা
কারণে আরোপ করে
নাহি যোগ্য যুক্তি কারণ সত্তায়
তাহা অনুমান তরে।

"সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান
সর্ব্বজ্ঞ অন্তরযামী ঈশ ভগবান।
করুণা দয়া নিধান পতিত পাবন"
কারণে এ গুণ সবে করে নিরূপণ।
বহু ধর্ম্ম বহু শাস্ত্র করিছে প্রমাণ
কি যুক্তিতে কর সেই সত্য প্রত্যাখ্যান?
সকল ধার্ম্মিক ভ্রান্ত ধর্ম্ম ভ্রান্তিময়
কি যুক্তিতে বল ইহা করিব প্রত্যয়?

কাষ্ঠাদির মধ্যে পঞ্চবিধ ভূত
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত
এরূপ বচন প্রলাপের প্রায়
অর্থহীন, অসঙ্গত।

ভূত অতিরিক্ত কাষ্ঠ-আখ্য কোন
বস্তু নাহি দৃষ্ট হয়
কাষ্ঠ মধ্যে ভূত এরূপ সিদ্ধান্ত
কদাপি সঙ্গত নয়।

নাম আর রূপ আঁধারে আবৃত
যাহার নয়ন দ্বয়।
তুষার ভিতরে জল সর্ব্বব্যাপী
তাহার প্রতীতি হয়।

নহে ভিন্ন কভু কার্য্য ও কারণ
বস্তু আর উপাদান
সর্ব্বা হ'তে ভিন্ন সর্ব্বব্যাপী সত্ত্বা
কিসে কর অনুমান?

"অসৎ" বা "আত্মা" গড্, খোদা, কিম্বা
সদসৎ বিলক্ষণ
সৃষ্টির কারণ ছিল যাহা অগ্রে
করে শাস্ত্র নিরূপণ।

সর্ব্বা ভাব হেতু সে কালে তাহার
সর্ব্বব্যাপ্তি অপ্রমাণ
বিজ্ঞেয় অভাবে সর্ব্বজ্ঞতা তার
নাহি হয় সমাধান।

বিশ্বময় যেই বিচিত্র শকতি
করিতেছ দরশন
যে শক্তি কৌশলে হয় নিয়মিত
জড় জীব গ্রহগণ।

সে জড় শক্তির আধার, আলম্ব
হয় জড় ভূতগণ
কারণ সত্তার "সর্ব্ব শক্তিমান"
বিশেষণ অকারণ।

দেখি জাগতিক জ্ঞান, শক্তি, ব্যাপ্তি
মায়ার বিচিত্র ভাণ
কারণ সত্তায় তাহার পূর্ণতা
করে জীব অনুমান

যে শক্তি কৌশলে হতেছে সৃজিত
জড় জীব জন্তুগণ
সম্যক নৈপুণ্য সে শক্তির কার্য্যে
নাহি করি দরশন।

হইতেছে ধ্বংস ব্যর্থ বহুতর
বীজ রূপ উপাদান
বহু উপাদানে অত্যল্প পদার্থ
করে স্রষ্টা নিরমাণ।

করে যদি শিল্পী এই পরিমাণে
উপাদান অপব্যয
শিল্প কার্য্যে তার ব্যবসায়, লাভ
কদাপি সম্ভব নয়।

গঠনের কালে অসম্পূর্ণ শিল্প
হয়, নষ্ট কত তার।
যেন করিতেছে শিল্প কার্য্য শিক্ষা
কোন নব্য শিল্পকার।

কুরূপ কদর্য্য নির্গুণ নশ্বর
শিল্প জ্ঞান বস্তু যত
করে সদা নিন্দা দেখি জীবগণ
তাতে দোষ শতশত।

কেহ কদাকার অন্ধ, খঞ্জ, মূক
রুগ্ন ক্লীব কতজন
স্মৃতি, ধৃতিহীন নির্ব্বোধ চপল
বধির বিকল মন।

নাহি সে শিল্পীর হেন শিক্ষা শক্তি
করি শ্রম নিরন্তর
গড়ে কোন বস্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর
সর্ব্বজন প্রীতিকর।

সৃজন ক্রিয়ার শক্তি নৈপুণ্যাদি
যাহা বিশ্বে বিদ্যমান
তাহা আলম্বনে সর্ব্বশক্তি মত্ত্বা
নাহি হয় অনুমান॥

উচ্চনীচ জন্মভেদ ঈশকৃত নয়
"পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তি" হয়।
পূর্ব্ব কল্প, কর্ম্মফল যেইরূপ যার
লভে জীব পরজন্মে তদ্রূপ আকার।
গৌতমের এই সূত্রে হ'তেছে নিশ্চয়
জন্ম বৈষম্যের তরে স্রষ্টা দায়ী নয়।
ইতি পূর্ব্বে কর্ম্মবাদ হয়েছে খণ্ডিত
কিন্তু তাতে হয় নাই দ্বিধা নিবারিত॥

স্বীয় জনমের সন্তাপ, সুখের
তবে জীব কর্ত্তা হয়
স্রষ্টার উদ্দেশ্যে, প্রার্থনা ক্রন্দন
কোন্ ফল প্রদ নয়।

জৈব ইচ্ছা কর্ম্ম স্রষ্টার শকতি
করে তবে নিয়মন
অনুজ্ঞানুরূপ শিল্প কার্য্য যথা
করিতেছে শিল্পীগণ।
ইচ্ছাময় ঈশে ইচ্ছার, শক্তির
কর্ম্ম ফলে বাধ হয়
অবাধ শকতি নিয়ন্তৃত্ব তাঁর
সে হেতু প্রামাণ্য নয়।

পূর্ব্ব কল্পে কৃত কর্ম্ম অনুরূপ
যদি এই জন্ম হয়।
তার পূর্ব্ব কল্প কর্ম্ম ফলে জন্ম
পূর্ব্বকল্পে নিঃসংশয়।

কর্ম্ম কর্ম্মফল কল্পনার তরে
নাহি দেখি অবসান।
অনবস্থা দোষে দুষ্ট এই মত
যুক্তিহীন অপ্রমাণ।

প্রথমে কারণ পরে কার্য্য যত
দেখ সদা সর্ব্বক্ষণ
জীব অগ্রে কিম্বা কর্ম্ম অগ্রে, তাহা
কর অগ্রে নিরূপণ।

হ'তেছে প্রত্যক্ষ জনমের পরে
করে কর্ম্ম জীবগণ
জনমের পূর্ব্বে জীবের কর্ম্মাদি
সম্ভবে না কদাচন।

অগ্রে কর্ম্ম, পরে জীবের সৃজন
না হইলে অঙ্গীকৃত
কর্ম্ম ফল হেতু জন্মের বৈষম্য
নাহি হয় প্রমাণিত।

'অনবস্থা' দোষে "কর্ম্মফল" বাদ
কদাপি প্রামাণ্য নয়
অল্প শক্তি, কিম্বা পক্ষপাত দোষে
ইচ্ছাবাদ দুষ্ট হয়।

অনিত্য, অপূর্ণ বিচিত্র, বিরুদ্ধ
সৃষ্টি করি দরশন
বুদ্ধি অনুরূপ বিচিত্র কল্পনা
করিতেছে জীবগণ।

উর্ণনাভগণে করিয়া সৃজন
বধিতে কীটের প্রাণ
বিস্তারিয়া জাল, যেই ভগবান
করেছেন শিক্ষাদান।

বিষধর দন্তে তীব্র হলাহল
প্রদানিয়া সযতনে
যেই জগদীশ ক্রোধ, প্রতিহিংসা
দিয়াছেন তা'র মনে।

সিংহ ব্যাঘ্রাদির তীক্ষ্ণ নখ, দন্ত
যে শিল্পী সৃজন করে
গো, অজা, মৃগাদি নিরীহ প্রাণীকে
হনন, ভক্ষণ তরে।

যাহার বিধানে দুর্ব্বলে ভক্ষণ
করে সদা বলবান
সেই ভগবান দয়া প্রেমময়
অজ্ঞ করে অনুমান।

যাহার বিধানে দুর্ভিক্ষে, মানব
হয় মৃত, মৃতপ্রায়
বন্যার প্রবাহে অন্ধ, পঙ্গু, রুগ্ন
বাল, বালা, ভেসে যায়।

যাহার বিধানে মহামারী, প্লেগে
জনপদ হয় বন
সেই ভগবান দয়ার সাগর
ভাবে সংস্কারান্ধ জন।

অনিত্য, অপূর্ণ জীবন যৌবন
ভাব বৃত্তি দেহ, মন
অসার নশ্বর ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি
করিয়াছে যেই জন।

ভোজ্যের ভূধর পানীয় সাগর
করি ক্ষয় আজীবন
নহে তৃপ্ত, যেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাহা
সৃজিয়াছে যেই জন

বহুবিধ ভোগ্য করি উপভোগ
জন্মাবধি আমরণ
যে দুর্দ্দম্য আশা নহে তৃপ্ত, তাহা
সৃজিয়াছে যেই জন।

সৃজিয়া সংসার মহা মরুপ্রায়,
তৃষাতুর জীবগণ,
বারি বিন্দু দানে পিপাসা বৰ্দ্ধন
করিতেছে যেই জন।

সৃজিয়া যৌবন বার্দ্ধক্যের গ্রাসে
অর্পণ করে যে জন
করিছে নিয়ত ধ্বংস স্বাস্থ্য বল
সৃজি ব্যাধি অগণন।

যাহার বিধানে সৌন্দর্য্য লাবণ্য
ফুল্ল কুসুমের প্রায়
ক্ষণেকের তরে মুগ্ধ করি মন
আপনি ঝরিয়া যায়।

সুখ সুধা সহ দুঃখ হলাহল
মিশ্রিত করি যেজন
তৃষাতুর জীবে ত্রিতাপে তাপিত
করিতেছে অনুক্ষণ।

বধিবার তরে জীব জন্তুগণে
খেজন স্বজন করে
মোহের বন্ধনে বান্ধে জীবে, পুন
মুকতি প্রদান তরে।

বাসনা আসক্তি কাম ক্রোধ মোহ
পাশে বান্ধি, যেই জন
নিরীহ মানবে এ সংসার কূপে
করিয়াছে বিসর্জ্জন।

পতিত জীবের উত্থানের তরে
করেছে যে নিরমান
বিবেকাখ্য পথ দুর্গম, যেমন
অসিধার-খরশান।

প্রেম, করুণাদি গুণ রাজি তার
কিসে কর অনুমান?
পতিত পাবনে পাতন, ত্রাণাদি
হইতেছে সপ্রমাণ।

করিয়া স্বজন স্বখোদিত কূপে
নিক্ষেপে যে জীবগণে
উত্তোলন তরে, পতিত পাবন
তাহাকে কে করে মনে?

জড়, জীব, কিম্বা চেতনাচেতন
যাহা কিছু বিশ্বময়
জনম, মরণ শক্তি গতি, ক্রিয়া,
বিশ্লেষণ সমন্বয়।

এ বিশ্বের ব্যাপ্তি স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্ব
কালাদির বিবরণ
জৈব মনেন্দ্রিয় নাহি পারে কভু
করিবারে নিরূপণ।

না হইতে এই কার্য্যের সম্বন্ধে
জীবের সম্যক জ্ঞান
করিবে কিরূপে কি অবলম্বনে
কারণের অনুমান?

প্রত্যক্ষ ও শব্দ উভয় প্রমাণ
নির্দ্দোষ, অভ্রান্ত নয়
তাহা আলম্বনে সত্য অনুমান
কিরূপে সম্ভব হয়?

সৃষ্টি, স্রষ্টা ঈশ; শক্তি, ব্যাপ্তি, দয়া
সর্ব্ববিধ গুণ, জ্ঞান
জীবের কল্পিত, নহে এক বস্তু
কল্পনা ও অনুমান॥

প্রত্যক্ষানুমান শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ
দর্শন শাস্ত্রসম্মত, করি তাহা প্রত্যাখ্যান।
বল কি উপায়ে এবে হ'তে পারে নিরূপিত।
সেই পরমার্থ তত্ত্ব মুমুক্ষুজন বাঞ্ছিত ?

মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নিচয়
যাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময়
প্রত্যক্ষানুমান শব্দ, প্রমাণের
আংশিক প্রমেয় হয়।

কিন্তু সে অজ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব
জৈবেন্দ্রিয় মনাতীত
ত্রিবিধ প্রমাণে তাহা নিরূপণ
নহে কভু সম্ভাবিত।
প্রমাণ, প্রমেয় প্রমাতা সাপেক্ষ
দেখ করি সুবিচার
প্রমেয় প্রমাণ ত্যাগ গ্রহণেও
অধিকার প্রমাতার ;

সিদ্ধান্তে বা ভ্রমে ফলাফল ভোগী
সর্ব্বত্র প্রমাতা হয়
প্রমাণাপ্রমাণে লাভালাভ কভু
প্রমেয়ে সম্ভব নয়।

অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রমাণ সাপেক্ষ
নহে কভু প্রমাতার
স্বতঃ সিদ্ধ উহা "আমি আছি" বলি
করে সবে অঙ্গীকার।

"কিং স্বরূপ আমি" কিন্তু অবগত
নহে অজ্ঞ জীবগণ
ত্রিবিধ প্রমাণে তাহা প্রমাণিত
নাহি হয় কদাচন।

প্রমাণের তরে প্রমাতা যখন
প্রমেয় আকার ধরে
প্রমাতৃত্ব তার বিলুপ্ত তখন
বল কে প্রমাণ করে?

একমাত্র মাতা আমি, আমার প্রমেয় হয়
বিশ্বের কারণ যাহা, কিম্বা যাহা বিশ্বময়।
আমাকেই জানিবারে যদ্যপি আমি অক্ষম
কেমনে জানিব আমি সৃষ্টি, স্রষ্টা, সৃষ্টিক্রম?

জগ, জাগতিক বস্তু তাহার স্রষ্টা ঈশ্বর
সকল সুদূরে স্থিত, সর্ব্ব বস্তু আত্মেতর।
আমা হ'তে অন্তরঙ্গ কি আছে বিশ্বে আমার;
আমি যদি অবিজ্ঞেয়, বিজ্ঞেয় কি আছে আর?

দূরত্ব চন্দ্র সূর্য্যের বিজ্ঞানে করি নিশ্চয়
ভিন্ন ভিন্ন নামে জানি গ্রহাদির পরিচয়:
গ্রহতত্ত্ব পৃথ্বী তত্ত্ব তরে করি প্রাণপণ
কিন্তু নাহি ভাবি, কিম্বা জানি আমি কোনজন।
দৃশ্যমান বস্তু "জানি" করি সদা অনুমান
কিন্তু কোন পদার্থের আছে কি সম্যক জ্ঞান?
জীবের পদার্থ জ্ঞান সকল অজ্ঞতা, এয়
অজ্ঞতা, আংশিক জ্ঞানে, জ্ঞানের প্রতীতি হয়।
একটি পত্রের তত্ত্ব গুণাদির বিবরণ
সম্যক জানিতে কভু পারে কি বিজ্ঞানীগণ?
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ "আমি" কিম্বা অণু পরিমাণ
কিম্বা দেহ পরিমাণ, তার মন নাহি জ্ঞান।
এই দেহে আমি আছি করি সদা অঙ্গীকার
কিন্তু কোন অঙ্গমধ্যে আবাসস্থান আমার?
মস্তিষ্কে, হৃদয়ে কিম্বা অন্য অঙ্গে অবস্থান
করি আমি, নাহি পারি করিবারে অনুমান।
চৈতন্য স্বরূপ আমি যদি ব্যাপ্ত দেহময়
এককালে সর্ব্ব অঙ্গ কেন অনুভব্য নয়?
এক অঙ্গ চিন্তাকালে হয় অন্য অন্তর্হিত
মস্তক মনন কালে, পদাদি হই বিস্মৃত।

দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়া, শোণিতের সঞ্চালন
ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাণন দেহ পোষণ।
প্রভৃতি, দৈহিক কর্ম্মে নাহি কর্ত্তৃত্ব বা জ্ঞান
দেহে আমি সর্ব্বব্যাপী কি সে করি অনুমান?
দেহের অংশ বিশেষে যদি মম স্থিতি নয়
নহি যদি দেহে আমি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়।
কি হেতু কিরূপে করি এই দেহে অভিমান?
কেন দেহ যোগে হয় সুখ দুঃখাদির ভাণ?
কেন দেহ সহযোগে, বার্দ্ধক্য বাল্য যৌবন?
নানাবিধ অবস্থায় করি আমি বিবর্ত্তন?
দেহের পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্বে কেন আমি তদাকার
সহি কর্ত্তৃত্বের ক্লেশ বহি কর্ত্তব্যের ভার?
কেন দেহ ধ্বংস ভয়ে আমি সদা সশঙ্কিত?
দেহরক্ষা, দীর্ঘ আয়ু তরে কেন লালায়িত?
দেহের স্বভাব আমি, দেহ হ'তে উপজিত
অথবা নশ্বর, সাদি, জীব, ঈশ-নিরমিত।
অথবা ব্রহ্মের অংশ আমি অনাদি, অক্ষর
কিম্বা অহং পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাৎপর।
কে আমি, কিরূপ আমি কোথা মম অবস্থান
বিজ্ঞান, বিবিধ শাস্ত্র করে ভিন্ন অনুমান।

আমার স্বরূপ, তত্ত্ব না করিলে নিরূপণ
কিরূপে জানিব মম ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রয়োজন?
প্রমাতা আমি যদ্যপি প্রমাণে প্রমেয় নয়
আমার স্বরূপ বল কিরূপে হবে নিশ্চয়?
পারে কি করিতে জীব আত্মতত্ত্ব নিরূপণ?
পারিলে, কি আছে বল তাহার সাধ্যসাধন।
সেই সাধনের বল কোনজন অধিকারী
গৃহস্থ বা বাণপ্রস্থী ভিক্ষু কিম্বা ব্রহ্মচারী?
ত্রিতাপে তাপিত অজ্ঞ অনুগত দীন জন
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভে করিতেছে আকিঞ্চন।
অনর্থ বিতণ্ডা বাদ বাক্‌জাল পরিহর
আত্মজ্ঞান লাভ পন্থা দাসে উপদেশ কর।
"নান্যো পন্থা" শ্রুতিবাক্য যে পথ করে নির্দ্দেশ
হে গুরো করুণাময়! কর তাহা উপদেশ।

উপসংহার।

অথাত আত্ম জিজ্ঞাসা।

"অথাত আত্ম জিজ্ঞাসা" এসূত্রের "অথ" পদে
করি অধিকারী নির্ব্বাচন।
"অতুঃ" পদে ততঃ পরে করিব নির্ণয় আমি
সেই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন।

সর্ব্ববিশেষে আত্মতত্ত্ব আত্মার স্বরূপ স্থিতি
সহ "আমিত্বের" বিবরণ
করিব সম্যক্ ব্যাখ্যা, জানিলে যে তত্ত্ব আর
অন্য জ্ঞানে নাহি প্রয়োজন।

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্র করি প্রণয়ন
করিয়াছে ব্যাসদেব ব্রহ্ম তত্ত্ব নিরূপণ।
ব্রহ্মসূত্র প্রোক্ত বিধি করি এবে পরিহার
কিবা প্রয়োজন বল, এই আত্ম জিজ্ঞাসার?

"ব্রহ্ম এই অভিধানে অজ্ঞেয় অব্যক্ত এক
বন্ধ্যাপুত্র করিয়া স্বীকার।
"জন্মাদস্য যতঃ" সূত্রে জন্ম ভঙ্গাদি কারণ
সেই ব্রহ্ম করি অঙ্গীকার।

"শাস্ত্র যোনিত্বাৎ" আর "ঈক্ষতেনাশব্দমাদি"
নানা সূত্র করি প্রণয়ন
করেছে শব্দ প্রমাণে ব্যাসদেব, ব্রহ্ম সত্তা
ব্রহ্ম স্বরূপাদি নিরূপণ।

মুক্তের অভিন্ন দৃষ্টি "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ"
এই সূত্র করে নিরূপণ
যেন বদ্ধ অবস্থায় ভিন্ন ভাবে, দ্বৈতজ্ঞানে
করে জীব ব্রহ্ম দরশন॥

গুরুর তত্ত্বোপদেশ স্মরণ রাখিতে শিষ্য
করিত সংক্ষেপে সঙ্কলন
সেই সংক্ষিপ্ত বচন হইয়াছে সূত্রাকারে
বেদান্তাদি বিভিন্ন দর্শন।

সূত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞাত ছিল সূত্র কর্ত্তা শিষ্য
পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ
স্বতন্ত্র সংস্কার বশে করিয়া বিরুদ্ধ ভাষ্য
করিয়াছে অনর্থ সাধন।

সংক্ষিপ্ত সূত্র সাহায্যে কল্পিত ব্রহ্মাদি নামে
আত্মবোধ নহে সম্ভাবিত
সেই হেতু হয় দৃষ্ট বিদ্যাভিমানী বেদান্তী
অবিদ্যার মোহে বিমোহিত।

নাহি ছিল সেই কালে ভারতে বিধর্ম্মীগণ
নাহি ছিল নানা সম্প্রদায়
বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, মুসল্মান্ বৈষ্ণব শাক্ত শৈবাদি
বর্ত্তমানে যাহা দেখা যায়।

আর্য শাস্ত্রে অবিশ্বাসী বিদেশী বিধর্ম্মী কেন
শ্রুতি বাক্যে করিবে বিশ্বাস ?*
ব্রহ্ম সূত্র একদেশী প্রমাণ বিহীন বলি
ত্যজে ম্লেচ্ছ, করে উপহাস

বাইবেল্ ঐশ বাণী কোরান্ ঈশ প্রণীত
বলিতেছে খৃষ্ট মুসল্মান্
"ব্রহ্মোদ্ভুত বেদ", শুনি সকল জীব কল্পিত
বিবেকী করিছে অনুমান!

* যে মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্যপ্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। অথবা যথোক্তমৃগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্যব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে। (শাঙ্করভাষ্য)

ব্রহ্মণ এব জগদুপাদানত্বং নিমিত্বঞ্চ নানুমানাদিগম্যমিতি শাস্ত্রৈক প্রমাণত্বাত্তস্য "যতো বা ইমাণি ভূতাণি" শ্রুতে। (শ্রীভাষ্য)

ব্রহ্ম নানুমানাধিগম্যং কিন্তু বেদ প্রমাণকম্ কুতঃ যোনিত্বাৎ শাস্ত্রং বেদঃ যোনিঃ কারণং জ্ঞাপকং প্রমাণং—নিম্বার্ক-ভাষ্য।

বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রে যদি সত্য দরশন
নাহি করে সর্ব্ব জীবগণ
সামাজিক বিধি-শাস্ত্র স্মৃতি সংহিতাদি হ'তে
নহে উহা কভু বিলক্ষণ।

সূত্রের অদ্বৈত ব্যাখ্যা করিয়া শঙ্করাচার্য্য
মায়াবাদ করেছে পোষণ
রামানুজ নিম্বার্কাদি বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত
বাদদ্বয় করেছে স্থাপন।

সূত্রের বিরুদ্ধ ভাষ্য করিয়াছে ভিন্নবাদী
ভিন্ন শ্রুতি, যুক্তি আলম্বনে
কিছিল ব্যাসের মত ? দ্বৈতাদ্বৈত্য কিম্বা অন্য
সূত্র পাঠে জানিবে কেমনে ?

উপনিষদাদি শাস্ত্র বাক্য মনাতীত এক
ব্রহ্ম সত্তা করি নিরূপণ
তত্ত্বমস্যাদি বচনে জীব আর পরমের
করিয়াছে একত্ব স্থাপন।

আছে কত মন্ত্র তাতে দ্বৈতবাদ বিজ্ঞাপক
অদ্বৈতার্থ নাহি হয় তার
করিয়া কষ্ট কল্পনা তাহার অদ্বৈত ব্যাখ্যা
করেছে অদ্বৈত ভাষ্যকার

পক্ষান্তরে বহুমন্ত্র অদ্বৈতভাব জ্ঞাপক
দ্বৈত অর্থ যার নাহি হয়
করিয়াছে দ্বৈত ব্যাখ্যা কত ভাষ্য কার তা'র
কূট ভাষা করিয়া আশ্রয়।

অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত বাদী আছে যত
সকলের শ্রুতি আলম্বন
ভিন্ন মন্ত্র ভিন্ন ভাষ্য করিয়া অবলম্বন
স্বীয় মত করে সমর্থন।

হে বৈদিক ঋষি, ব্যাস! দেখ আসি ভক্তি ভরে
ত্যজি তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ফল
শ্রীঅঙ্গের আভারূপে বৃন্দের রাস মণ্ডল
ব্রহ্ম এবে করিছে উজ্জ্বল *

ব্রহ্ম আখ্য আত্মেতর বিশ্বেতর বিশ্বেশ্বর
কতজন করিয়া কল্পনা
আরোপিয়া দয়া প্রেম নানাবিধ গুণ তাতে
করে স্তুতি নতি উপাসনা।

কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র দয়া প্রেম ন্যায় ব্রহ্মে
কভু নাহি করে আরোপণ
মুসলমানের আল্লা খ্রীষ্টানের গড্ এবে
"ব্রহ্ম" রূপ করেছে ধারণ।

*"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" চৈতন্য চরিতামৃ

বেদান্তের বক্তা বহু তাদের বিভিন্ন মতে
কিরূপে হইবে সমন্বয় ?
বেদান্ত নিহিত তত্ত্ব সেই হেতু, অবিবেকী
জীবের সহজ বোধ্য নয়।

ব্রহ্ম, গড্, হরি, হর, কোরাণ, পুরাণ, ল'য়ে
করে দ্বন্দ্ব সম্প্রদায়ীগণ
কিন্তু "আমি আছি" ইহা জানে পশুপক্ষী নর
দ্বিধা নাহি করে কোনজন।

যদ্যপি বিতণ্ডাকারী "নাহমস্মি" এই বাক্যে
করে স্বীয় সত্তা অস্বীকার
সেই নাস্তিত্বের বোধ নাস্তিত্ব জ্ঞাপক বাণী
করে সিদ্ধ অস্তিত্ব তাহার।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব হীন তত্ত্ব থাকে যদি কিছু বিশ্বে
সর্ববিধ মানবের তরে
প্রমাণাদি নিরপেক্ষ অহমস্মি বোধ তাহা
কার সাধ্য অস্বীকার করে ?

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ 'আত্মা বিজিজ্ঞাসিতব্য"
ইত্যাকার শ্রুতির বচন
"আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচ" এসূত্রে
ব্রহ্মসূত্র করে সমর্থন।

যদিও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছে বেদব্যাস
দর্শনের আরম্ভে তাহাব
আত্মবোধে সেই ব্রহ্ম হইবে প্রতিপত্তব্য
এই সূত্র করিছে স্বীকার।

কিন্তু আত্মেতর জ্ঞানে করিছে ব্রহ্মবিচার
বর্তমান বৈদান্তিকগণ
"ব্রহ্ম" নামে মোহ গ্রস্থ বচনে অদ্বৈতবাদী
দ্বৈতভাবে করিছে মনন।

ত্যজিয়া ব্রহ্ম কল্পনা করিতেছি সেই হেতু
সুধু আত্ম তত্ত্ব নিরূপণ
বিচারে হইবে সিদ্ধ ব্রহ্ম বিষ্ণু ভূমা শব্দ
পরমার্থে মম বিশেষণ।

সরল সহজগম্য নব আত্মতত্ত্ব পন্থা
সুকৌশলে করিব নির্ম্মাণ
জ্বালিব প্রজ্ঞা প্রদীপ শত অর্ক সমপ্রভ
নিশি দিন সম জ্যোতিষ্মান,

গাহিয়া মঙ্গল গীত প্রজ্ঞানেত্র আত্মযাত্রি
সেই পন্থা করি আলম্বন
যাইবে কৈবল্যধামে, কিন্তু সংস্কারান্ধ জীব
অন্ধকার করিবে দর্শন

যেই যন দৃষ্টিহীন অথবা যে স্বইচ্ছায়
করে নিমীলন নেত্রদ্বয়
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড দ্যুতি হয় ব্যর্থ তার তরে
দেখে সুধু অন্ধকার ময়।

ব্রহ্মতত্ত্বে, আত্মতত্ত্বে, বেদাদিতে অধিকার
নাহি শূদ্র, স্ত্রীজাতির, তাহাও কর বিচার।
করি নারী, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, তব গ্রন্থ অধ্যয়ন
হইবে তত্ত্বজ্ঞ, করি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন।

অনাত্ম আত্মবিচার করি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি
এই আত্মতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ
বিদ্যৎসন্ন্যাস কালে ভার্য্যা মৈত্রেয়ীর প্রতি
করেছিল পূর্ব্বে উপদেশ।

যদি ব্রহ্মবিদ্যা, বেদে পূর্ব্বকালে রমণীর
নাহি ছিল কোন অধিকার
রাজর্ষি জনক সহ সুলভা, বল কিরূপে
করেছিল তত্ত্বের বিচার?

মাতা দেবহুতি প্রতি কপিলের উপদেশ
ভাগবত করিছে ব্যাখ্যান
বহুল শাস্ত্র দৃষ্টান্ত রমনীর ব্রহ্মবিদ্যা
অধিকারে করে সাক্ষ্যদান।

করে নাই ঋষিগণ, বেদে, উপদেশ কালে
জাতিবর্ণ ভেদের বিচার।
"যথে মাং বাচং কল্যাণীং" এই যজুর্ব্বেদ মন্ত্র
করিতেছে সম্যক্ প্রমাণ। *

হয়ে শূদ্র কুলোদ্ভব কবসের ঋষি আখ্যা
দেখ আছে ভারতে বর্ণিত
জন্মিয়া চণ্ডালকুলে মাতঙ্গ হয়ে বেদজ্ঞ
হয়েছিল ঋষি অভিহিত।

অজ্ঞাত-কুল জারজ জজালা-পুত্র জাবাল
গৌতম কর্ত্তৃক উপনীত
হয়ে, ব্রহ্ম বিদ্যাবলে লভেছিল ব্রাহ্মণত্ব
ছান্দোগ্যে হয়েছে বিবরিত।

মৎস্যগন্ধা গর্ভজাত বেদব্যাস বেদবিদ্
সুব্রাহ্মণ হইল কিরূপে?
করি শির উত্তোলন দেখ শ্রুতি স্মৃতিতত্ত্ব
থেক না ডুবিয়া মোহকূপে।

---

* যথেমাংবাচং কল্যানী মাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং। শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায়।

আর্য্যায়=বৈশ্যায়। স্বায়াত্মীয়ায়। অরণায়=পরায় শত্রুরিতি।

অবরে অবজ্ঞাকারী বর্ণমদে মত্ত দ্বিজ
আপনিই অধিকারী নয়
কোথা তার তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বত্র সমদর্শন
সর্ব্বভূতে দৃষ্টি আত্মময়?

এই বিগর্হিত বিধি বর্ণজ বিমূঢ় কৃত
তাহার ঐশ্বর্য্য অভিমান
নাহি ছিল তত্ত্বজ্ঞান, সে'হেতু তত্ত্বোপদেশে
করেছিল এরূপ বিধান।

ম্লেচ্ছ, শূদ্র, ক্ষত্র দ্বিজ রমণী অথবা নর
যেইজন অধিকারী হয়
আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিবে আত্মজ্ঞ তারে
আত্মজ্ঞের বিশ্ব আত্মময়।

অথবা যে অধিকারী এই বিশ্বগুরু তার
অন্য গুরু নাহি প্রয়োজন
নিগূঢ় বিদ্যার দ্বার হয় স্বতঃ উদ্‌ঘাটিত
ছিন্ন হয় মোহের বন্ধন।

আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী কোন্ জন?
কিরূপে সে অধিকার করে লাভ জীবগণ?

"অথ" পদে অধিকার এখন করি বিচার
ঘুচাও মনের দ্বিধা অবিদ্যার অন্ধকার।

আত্ম আর আত্মেতর দ্বিবিধ স্বতন্ত্র স্বত্তা
অহরহ অনুভূত হয়
আত্ম পদে লক্ষ্য "আমি," আত্মেতর যাবতীয়
মূর্ত্তামূর্ত্ত বস্তু বিশ্বময়।

বাহ্য দর্শী পঞ্চেন্দ্রিয় করিতেছে নিশিদিন
অনাত্ম বিষয় আহরণ
হ'য়েছে বিষয়ে বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের অনুগামী
বহির্মুখী মোহমুগ্ধ মন।

নয়নের প্রীতিপ্রদ যৌবনরূপ লাবণ্যে
হয় মন মুগ্ধ লালায়িত
শ্রবণের সুখকর ললিত সুস্বর শুনি
হয় মন সদা বিমোহিত।

রসনা অন্তোষকর সুরস বিবিধ রসে
লুব্ধ মন হয় লোলুপিত
ঘ্রাণেন্দ্রিয় মোদকর সুগন্ধী দ্রব্য আঘ্রাণে
হয় মন সদা প্রমোদিত।

ত্বগেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর মৃদুল কোমল স্পর্শে
আবেশে অবশ হয় মন
সেই হেতু আত্মেতর পদার্থ প্রাপ্তির তরে
করে জীব সদা আকিঞ্চন।

মধু লোভে হয়ে মত্ত যেইরূপে মধুপাত্রে
হয় মগ্ন মক্ষিকা নিচয়
সেইরূপে লুব্ধ মন ইন্দ্রিয় সুখদ-পাত্রে
আসক্তির রসে মগ্ন হয়।

বিবেক বৈরাগ্য আখ্য পক্ষ দ্বয় হয় ক্রমে
সেই রসে লিপ্ত বিজড়িত
ক্লিন্ন হয় জ্ঞান চক্ষু, শক্তিহীন, সংজ্ঞাহীন
মূঢ় মন হয় নিমজ্জিত।

আসক্ত বাসনা রত মন, আত্মেতর বস্তু
চাহে, চিন্তা করে নিরন্তর
নাহি তার আত্মতত্ত্বে দৃষ্টি, প্রয়োজন বোধ
নাহি স্পৃহা নাহি অবসর।

পঞ্চেন্দ্রিয় প্রীতিপ্রদ নহে অর্থ ভূসম্পত্তি
কিন্তু বিনিময়ে আহরণ
করে জীব ভোগ্যবস্তু সেই হেতু অর্থাদির
মানবের হয় প্রয়োজন।

কিন্তু সেই অর্থাদিতে মানবের মূঢ়মন
এরূপ আসক্ত, লুব্ধ হয়
ত্যজিয়া সর্ব্ব বিষয় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিপ্রদ
করে সুধু অর্থাদি সঞ্চয়।

অর্থ উপাসকগণ করে সদা অর্থচিন্তা
লাভালাভ সঞ্চয় গণনা
জন্ম অনর্থক তার, হয় না হৃদয়ে কভু
পরমার্থ লাভের বাসনা।

নহে পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিম্বা তার তৃপ্তিকর
খকুসুম সম যশ মান
কিন্তু যশমান আশে ত্যজে জীব অর্থ, ভোগ
অপযশে ত্যজে কেহ প্রাণ।

কার মান অপমান যশ বা অযশ হয়
করিতে সে তত্ত্ব নিরূপণ
নাহি হয় অবসর নাহি থাকে রুচি তার
মানমদে মত্ত যেই জন।

করিয়া কল্পনা জীব পরলোকে, পরজন্মে
সুখপ্রদ নানা উপাদান
বৈকুণ্ঠ বিহিস্ত স্বর্গ গোলোক কৈলাশ আদি
নিত্য সুখময় নানা স্থান।

পারত্রিক সুখ আশে হয় পুন লালায়িত
করে ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরণ
করে স্তব স্তুতি নতি কর্ম্মফল দাতা ঈশে
নানাবিধ সাধন ভজন।

কেহ ত্যজি ফল আশা কল্পিত মনোমোহন
ঈশ রূপে অনুরক্ত হয়
যে'রূপ কৃপণগণ ত্যজি ভোগ্য, ভাবি অর্থ
হয় ক্রমে অর্থ চিন্তামায়।

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্মফল সাধ্য সাধনাদি যত
সর্ব্ব বস্তু হয় আত্মেতর
তাহাতে মগ্ন মনের আত্মতত্ত্ব মননের
নাহি হয় ইচ্ছা, অবসর।

দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট মানব বুভুক্ষা শান্তির তরে
করে যবে অন্নপিণ্ড গ্রাস
খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ ভাল মন্দ বিচারের
থাকে কি তাহার অবকাশ?

হয় যবে প্রশমিত কিঞ্চিৎ সে ক্ষুধানল
করে জিহ্বা রস আস্বাদন
সুস্বাদ বিস্বাদ জ্ঞান হেয় উপাদেয় বোধ
ক্রমে ক্রমে জনমে তখন।

উদ্দীপ্ত বাসনাবশে উদ্রিক্ত উন্মাদ জীব
ভোগ্য বস্তু যবে ভোগ করে
নাহি থাকে শক্তি, কিম্বা ইচ্ছা অবসর তার
ভোগ্য বস্তু বিচারের তরে।

হয় যবে পরিতৃপ্ত কিঞ্চিৎ বাসনা ক্ষুধা
করে, ভোগ ভোগ্যের বিচার
এরূপ তৃপ্ত জীবের নিত্যানিত্য বিবেকের
ক্রমে ক্রমে জন্মে অধিকার।

জানে যে বিবেক বলে ভোগ, ভোগ উপাদান
অনিত্যতা অপূর্ণতাময়,
সেহেতু বিষয় ভোগে নিত্য পূর্ণতম সুখ
জীব ভাগ্যে সম্ভাবিত নয়।

দৃশ্যমান সর্ববস্তু দেহ মন ভাববৃত্তি
সকলের দেখি বিবর্ত্তন
জানে যে, অনিত্য যত সংযোগ, সম্বন্ধ, যার
নামান্তর সংসার বন্ধন।

জানে যে বিচার বলে সাংসারিক সর্বসুখ
দুঃখ রূপ হলাহল ময়
বিষয়ের সহযোগে নিত্য, ঐকান্তিক সুখ
কোন কালে সম্ভাবিত নয়।

যেই পরিমাণে জীব পানীয় আহার্য্য দ্রব্য
আজীবন করে পানাহার।
হলে পুঞ্জিকৃত তাহা পানীয় হয় পয়োধি
ভোজ্য ধরে ভূধর আকার।

কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি নাহি হয়, সেইরূপ
বহু উপভোগে আমরণ
মানবের ভোগ তৃষ্ণা নাহি হয় প্রশমিত
জানে যেই চিন্তাশীল জন।

প্রথমে করি আস্বাদ বিবেক করিয়া পরে
ভোগ্য সুখদুঃখ সমুদয়
তৃপ্ত যার ভোগ তৃষা ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, ভোগ্য
বিষয়, বিষের তুল্য হয়।

করিয়া বিচার কর্ম্ম ধরম অধর্ম্ম আদ্য
শুভাশুভ সর্ব্ব কর্ম্ম ফল
সংস্কার্য্য বিকার্য্য, আপ্য, অথবা উৎপাদ্য যাহা
জানে যেই, অনিত্য সকল।

কর্ম্ম ফল দাতা ঈশ বিচার নরক, স্বর্গ
মানবের মন প্রফুল্লিত
জানিয়া যেজন হয় স্বরগ ভোগ বাসনা
নরকের ভীতি বিরহিত।

শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ব্বভাব সর্ব্ববিধ মনোবৃত্তি
জড়দেহ, মায়াময় মন।
সদা পরিবর্ত্ত শীল অসার অনিত্য, ইহা
যার হৃদে জাগে অনুক্ষণ

যৌবন মাধুরী মাখা ললিত লাবণ্য লতা
বিষবল্লী, সম যার তরে
সরস সঙ্গীত সুধা কর্কশ ভৈরব রব,
তুল্য যার শ্রবা বিবরে।

সুগন্ধ ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলে যার
নাহি হয় মন প্রলোভিত
সুস্বাদু দ্রব্য আস্বাদে পরিতৃপ্ত জিহ্বা যায়
আর নাহি হয় লালায়িত।

মৃদুল কোমল স্পর্শ হইলেও ত্বগেন্দ্রিয়ে
নাহি হয় ভাবের আবেশ
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পঞ্চ বিষয়ের তরে
নাহি থাকে যার স্পৃহা লেশ।

বিষয় বিষয়ান্তরে নাহি রাগ দ্বেষ যার
লাভালাভে তুষ্টি একবার
"সুখ কালে" হরষিত "দুঃখকালে" বিষাদিত
নাহি হয় শান্ত চিত্ত যার।

যশ, অপযশ যার হয় একাকার বোধ
হয় সম মান অপমান
স্বজন সম্পদে যার নাহি থাকে অনুরাগ
হয় ধনে ধূলিকণা জ্ঞান।

হয় ছিন্ন যে জনের দেব বা মনুষ্য সহ
ভক্তি প্রেম ভাবের বন্ধন
ইহা মুত্র ফলভোগে আকাঙ্ক্ষা আসক্তি হীন
শান্ত দান্ত হয় যার মন।

আসক্তি বিরক্তি হীন মনোবৃত্তি তার, হয়
"বৈরাগ্য" এ নামে অভিহিত
ইহার বিভিন্ন ভাব সমদম তিতিক্ষাদি
হইয়াছে বেদান্তে বর্ণিত।

"অথ" পদে আনন্তর্য্য করিতেছে বিজ্ঞাপন
ত্যজি সর্ব্ব বস্তু আত্মেতর
করিবে আত্ম জিজ্ঞাসা, ইহাই অথ শব্দার্থ
নহে অন্য কিছুর অন্তর।

অনাত্ম বিষয় ত্যাগী জীবের আত্মজিজ্ঞাসা
আত্মরতি স্বাভাবিক, হয়
আত্মেতরে অনুরক্ত বহির্ম্মুখী মুগ্ধজীব
আত্মতত্ত্বে অধিকারী নয়।

হইলেও অনধীত বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র
বিরাগী লভিছে আত্মজ্ঞান
অধীত আসক্ত জীব বহিছে মন্ত্রের বোঝা
ভারবাহী খরের সমান।

ধর্ম্ম কর্ম্মে মতিহীন বিবেক বৈরাগ্যবান
হয় আত্মতত্ত্বে অনুরক্ত
আমরণ করে কর্ম্ম বৈরাগ্য বিহীন কর্ম্মী
সংজ্ঞাহীন যন্ত্রাদির মত।

সহস্র আত্মজ্ঞগুরু শতাধিক বর্ষ যদি
আত্মতত্ত্ব করে উপদেশ
অনাত্ম বিষয়ে রত জীবের কর্ণ কুহরে
কভু তাহা করে না প্রবেশ।

করিলে প্রবেশ শব্দ তাহার বিরুদ্ধ অর্থ
করে অবিবেকী অজ্ঞজন
যেরূপে "তত্ত্বমসির" তৎপদের "তস্য" অর্থ
করিতেছে সম্প্রদায়ীগণ॥

বিরুদ্ধ ধর্ম্মী পদার্থ এক অন্যে ধ্বংস করে
যথা জল প্রয়োজন বহ্নি নির্ব্বাণের তরে॥
ধর্ম্ম আখ্য যত কর্ম্ম কিম্বা সাধন ভজন
আসক্তি বা বাসনার বিরোধী নহে কখন।

করমের পৌনঃপুন্য স্বতঃই করে প্রমাণ
কর্ম্মের নৈস্ফল্য আর বৃথা ধর্ম্ম অভিমান।
দেখে যে কলুষ রাশি নিহিত স্বীয় অন্তরে
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সন্ধ্যাদি সে জন করে।

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণ সমাজে নমস্য হয়
কিন্তু দেয় কর্ম্ম নিষ্ঠা অশুদ্ধির পরিচয়।
ইহামুত্র ফলভোগে বৈরাগ্য যাহার হয়
ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন কর্ম্ম তাহার সম্ভব নয়।
আসক্তি বাসনা জাত মানবের চিত্তমল
তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্মী বৈরাগ্য—বিবেকফল।

ত্যজি আত্মেতর বস্তু লভিতে সে আত্মজ্ঞান
বুঝিলাম, একমাত্র বিরাগীই ক্ষমবান।
কিন্তু শুধু নিত্যানিত্য বিবেক করি আশ্রয়
এরূপ তীব্র বৈরাগ্য লাভ কি সম্ভব হয়?
কখনো হয় বৈরাগ্য দুঃখে, দোষ দরশনে
কিন্তু ক্ষণকাল পরে আর নাহি থাকে মনে।
অথবা সেই অবস্থা প্রকৃত বৈরাগ্য নয়
ক্ষণ তরে সাময়িক বিরক্তি উৎপন্ন হয়।
স্বভাব বিরুদ্ধ সেই বৈরাগ্য করি অর্জ্জন
রক্ষিতে কি পারে জীব? বল এবে ভগবন্।

অনাত্ম সর্ব্ব বিষয়ে জীবের তীব্র বৈরাগ্য
স্বভাব বিরুদ্ধ কভু নয়
প্রত্যহ জীব হৃদয়ে বৈরাগ্য উপজে স্বতঃ
আসক্তি বাসনা করে ক্ষয়।

প্রাত্যহিক সুষুপ্তির প্রারম্ভে, মনের বৃত্তি
ধরে তব কিরূপ আকার
স্মরণ করিয়া দেখ, ঘুচিবে তাহাতে দ্বিধা
হবে দূর ভ্রম অন্ধকার।

সুষুপ্তির আবেশকালে যদ্যপি জননী বলে
কর এই সন্দেশ আহার
বল তুমি, "রাখ উহা কিম্বা অন্যে কর দান
নাহি মম প্রয়োজন্ আর।"

যদি তব প্রণয়িণী করে প্রেম আলাপন
রস বোধ নাহি হয় তায়
করে যদি হস্তার্পণ তব অঙ্গে প্রেমাবেশে
বিকলিত হয় তব কায়।

প্রাণ প্রিয়তম পুত্র যদি আধ আধ বাক্যে
ডাকে, বলে "বাবা বাবা" বোল
বল তুমি রোষ ভরে "দেখ লক্ষ্মী ছাড়া ছেলে
করিছে এখানে গণ্ডগোল"।

যেই সঙ্গীতের রসে হও তুমি বিগলিত
রস হীন হয় সে সময়
হয় মন বীত তৃষ্ণ করে ত্যাগ সর্ব্ববিধ
ইন্দ্রিয়ের সুখদ্য বিষয়।

ভক্তি প্রেমাস্পদ দেবে হয় মন বীতরাগ
নাহি থাকে ঈশে প্রয়োজন
থাকে না পুণ্য কামনা স্বর্গাদি লাভ বাসনা
যোগ যাগ ভজন সাধন।

সর্ববিধ আত্মেতর বিষয় সহ সম্বন্ধ
সে সময়ে স্বতঃ ছিন্ন হয়
বিষয় বৈরাগ্য বিনা মনের সুষুপ্তি লাভ
কোন রূপে সম্ভাবিত নয়।

জাগ্রত, স্বপ্ন সময়ে আসক্তি বাসনা পাশে
বিষয়ে আবদ্ধ হয় মন
হয় সুপ্ত প্রতিদিন তীক্ষ্ণ বৈরাগ্য কৃপাণে
সেই পাশ করিয়া ছেদন।

পক্ষান্তরে থাকে যদি বিরক্তি কোন বিষয়ে
সে চিন্তায় লিপ্ত হয় মন
বিরক্ত আসক্ত উভ করে বিষয়ের চিন্তা
রাগ, দ্বেষ উভয় বন্ধন।

আসক্তি বিরক্তি হীন নির্লিপ্ত মনের বৃত্তি
বৈরাগ্য এ শব্দ বাচ্য হয়
পরিতৃপ্তি হ'তে হয় বৈরাগ্য স্বতঃ সঞ্জাত
অভাব বা দুঃখ হ'তে নয়।

দেখ পুন, বাল্যকালে ছিল প্রিয় ক্রীড়নক
প্রিয়তম সখা সখাগণ
কিরূপে অজ্ঞাতসারে বৈরাগ্য হয়েছে তাতে
স্মৃতিতেও আসে না এখন।

কত বাসনার বস্তু নিয়ত অজ্ঞাতসারে
বৈরাগ্যের স্রোতে ভেসে যায়
কত আসক্তির দ্রব্য বৈরাগ্যে হ'য়ে আবৃত
বিস্মৃতির আঁধারে লুকায়।

নবীন বিষয়ে পুন জনমে নব আসক্তি
করে সে বৈরাগ্যে আবরণ
বাসনা আসক্তি সহ বৈরাগ্যের রণ মনে
এইরূপে হয় সর্ব্বক্ষণ।

আসক্তি বাসনা কভু হয় যুদ্ধে পরাজিত
কভু করে বৈরাগ্যে বিজয়
মানবের মনোরাজ্যে সবে সম-শক্তিশালী
কোন বৃত্তি, ন্যূনতর নয়।

কিন্তু, বিবেকাখ্য বৃত্তি বৈরাগ্যের সেনাপতি
যবে যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর
বিচারের তীক্ষ্ণ অসি করে বলে সঞ্চালন
শত্রু পক্ষ কাঁপে, থর থর।

হইয়া ক্ষত বিক্ষত ছিন্ন বাহু ছিন্ন হস্ত
প্রাণ ভয়ে করে পলায়ন
যুদ্ধক্ষেত্রে মনোরাজ্যে বাসনা আসক্তি আর
কভু নাহি দেয় দরশন।

বাসনা আসক্তি আর বিবেক বৈরাগ্য ক্রম
হইয়াছি অবগত ঘুচেছে মনের ভ্রম।
আত্মতত্ত্বে অধিকারী কেবল বৈরাগ্যবান্
হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় নাহি তাতে দ্বৈধ জ্ঞান।
বিবেকীর হৃদিরাজ্যে বৈরাগ্যের স্থিতি হয়
স্বাভাবিক বৃত্তি ইহা তাহাতে নাহি সংশয়।
কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে জীবের কি প্রয়োজন
"অতঃ"শব্দ আলম্বনে কর এবে নিরূপণ॥

হেতু কিম্বা প্রয়োজন অর্থে, এই "অতঃ"শব্দ
করিয়াছি সূত্রে ব্যবহার
আত্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রয়োজন, ফলাফল
অতঃপর করিব বিচার।

বস্তু আলম্বন বিনা থাকিতে পারেনা কভু
সদা স্বতঃ ক্রিয়াশীল মন
অনাত্ম বিষয় ত্যাগী বিরাগী মনের তাহে
আত্মতত্ত্বে হয় প্রয়োজন।

আত্মেতর ত্যাগী মনে না হ'লে আত্ম জিজ্ঞাসা
তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়
যেই রূপে প্রতিদিন ত্যজি আত্ম, আত্মেতর
হয় মন সুষুপ্তিতে লয়।

এখন বিরাগী মন বিষয় বিতৃষ্ণা হেতু
করে ভোগ, ভোগ্য চিন্তা ত্যাগ
স্বাভাবিক ক্রমে হয় আত্মজ্ঞান লাভে স্পৃহা
আত্মতত্ত্বে হয় অনুরাগ।

ত্যজি কর্ম্ম-ফল-আশা ঐহিক বা আমুষ্মিক
কি করিবে সে বিরাগী মন
বিনা সদা আত্মচিন্তা? মনের আত্মজিজ্ঞাসা
আত্মরক্ষা তরে প্রয়োজন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, ইত্যাদি শ্রুতি
করে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর
"আত্মনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতং" আদি
শ্রুতি মন্ত্র রয়েছে বিস্তর।

কিন্তু এসকল শ্রুতি করে প্রতিপন্ন যাহা
তাহা গৌণ প্রয়োজন হয়
বাস্তব বিরাগী মন না হ'লে আত্মজিজ্ঞাসু
তার স্থিতি সম্ভাবিত নয়।

সে'হেতু বিরাগী মন স্বাভাবিক ক্রমে সদা
আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান চায়
যেইরূপে তটিনীর না হয় কুত্রাপি স্থিতি
নিশিদিন সিন্ধুপানে ধায়।

বুঝিলাম এবে আত্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন
স্বীয় রক্ষা তরে উহা জিজ্ঞাসে বিরাগী মন।
স্বতঃ ক্রিয়াশীল মন সতত করে মনন
নাহি থাকে সত্তা তার বিনা কিছু আলম্বন।
ত্যজি আত্মেতর তাহে আত্মার অনুসন্ধান
করে স্বাভাবিক ক্রমে যেজন বৈরাগ্যবান্।
কাহাকে করে জিজ্ঞাসা কোন জন গুরু হয়
করি বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঘুচাও ভ্রম সংশয়।

প্রকৃষ্ট বিচারশীল সম্যক্ বৈরাগ্যবান্
করেনা অপেক্ষা উপদেশ
হয় স্বতঃ প্রস্ফুরিত তাহার শুদ্ধ হৃদয়ে
আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান নির্বিশেষ।

নিম্ন অধিকারীগণে শ্রোত্রিয় আত্মজ্ঞ গুরু
উপদেশ করে আত্মজ্ঞান
করিয়া তত্ত্ব শ্রবণ মনন করে সতত
বিষয় বিরাগী মতিমান্।

সেই মননের বলে উপজে নিদিধ্যাসন
বহে স্রোত আত্মতত্ত্ব ময়
মনের সে আত্মতত্ত্বে হইলে সম্যক্ স্থিতি
তাহাই সমাধি বাচ্য হয়।

শ্রোত্রিয় আর আত্মজ্ঞ এ দ্বিবিধ বিশেষণে
বল, কেন বিশেষিত করিতেছ গুরুগণে?
কেবল শ্রোত্রিয় কিম্বা কেবল আত্মজ্ঞজন
গুরুর আসন লাভে নহে যোগ্য কি কারণ?

বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র অধীত শ্রোত্রিয় গুরু
করে শিষ্যে শাস্ত্র অধ্যাপন
যেইরূপে গ্রামোফোন নহে মর্ম্ম অবগত
কিন্তু করে বাক্য উচ্চারণ।

অবিরাগী অবিবেকী বিষয় বিমুগ্ধ গুরু
নাহি যার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান
কি তত্ত্ব দিবে সে শিষ্যে, বিনা শ্রুতি মন্ত্র ব্যাখ্যা
তার সহ, পাণ্ডিত্যাভিমান?

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহু শ্রুতঃ
গুরু বাচ্য নহে সেই জন
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বী সূপ রসানিব
ভারত করিছে নিরূপণ।

পক্ষান্তরে অনধীত আত্মজ্ঞ যে গুরু, শাস্ত্র
যুক্তি তর্কে সুনিপুন নয়
শিষ্যের সর্ব্ব সংশয় করি দূর, জ্ঞান দান
তার পক্ষে সুকঠিন হয়।

করিতে পারে মানব অনায়াসে আত্মহত্যা,
সূচি মাত্র করি আলম্বন
কিন্তু অন্যসহ যুদ্ধে কামান, বন্দুক, অসি
অস্ত্র শস্ত্র হয় প্রয়োজন।

সেই হেতু আত্মজ্ঞের শিষ্যে উপদেশ কালে
শ্রোত্রিয়ত্ব প্রয়োজন হয়
দ্বিবিধ গুণ সম্পন্ন, বাস্তবিক যোগ্য গুরু
অন্য কেহ গুরু বাচ্য নয়॥

কর্ম্মের ফল অনিত্য বলিয়াছ বহু স্থলে
"অদৃঢ়া" "প্লবাদি" বাক্যে শ্রুতিও তাহাই বলে।

কর্ম্মফল আশা ত্যাগ করিয়াছ উপদেশ
ঘুচিয়াছে তাতে ভ্রম নাহি আর দ্বিধা লেশ।

কিন্তু এই উপদেশ শ্রবণ মনন তরে
শুনিয়া সন্দেহ পুন হ'তেছে মম অন্তরে।

শ্রোত্রেন্দ্রিয় যোগে শব্দ মানব করে শ্রবণ
মননাদি কর্ম্ম সদা করিছে জীবের মন।

শ্রবণ মনন রূপ কর্ম্মের করি আশ্রয়
নিত্য আত্মজ্ঞান লাভ কিরূপে সম্ভব হয়?
সকল কর্ম্মের ফল অনিত্য করি প্রমাণ
কেমনে কর সিদ্ধান্ত নিত্য সেই আত্মজ্ঞান?

আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ
সাধন সাপেক্ষ তাহা নয়।
"অহমস্মি" এই বোধ করিতেছে সর্ব্বজীব
স্থাবর জঙ্গম বিশ্বময়।

তাহার সম্যক তত্ত্ব অথবা বিশেষ জ্ঞান
লাভ তরে হয় প্রয়োজন
বিবেক বৈরাগ্য আখ্য সাধন সম্পত্তি আর
আত্ম তত্ত্ব শ্রবণ মনন।

এই শ্রবণ মনন বাস্তবিক কর্ম্ম কি না
করিতে এ তত্ত্ব নিরূপণ
লক্ষ্যার্থ কর্ম্ম শব্দের কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব
নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজন।

কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বাধীন হয় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম
তাহার ইচ্ছায় কৃত হয়
জীবের ইচ্ছা কর্ত্তৃত্ব, নিরপেক্ষ, প্রাকৃতিক
ক্রিয়া হেথা কর্ম্ম বাচ্য নয়।

গ্রহ নক্ষত্রের গতি সমীরের সঞ্চলন
জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি লয়
জীবের ইচ্ছা কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ সেই হেতু
জৈব কর্ম্ম বাচ্য কভু নয়।

দেহে যন্ত্রাদির ক্রিয়া ভুক্ত বস্তু পরিপাক
প্রাণন বা রক্ত সঞ্চালন
জৈব ইচ্ছা অনপেক্ষ প্রাকৃতিক ক্রিয়া, তাহে
কর্ম্ম আখ্য নহে কদাচন।

কিন্তু হস্ত সঞ্চালন গমন উপবেশন
দর্শন অথবা আস্বাদন
কর্ত্তার কর্তৃত্বাধীন সেই হেতু কর্ম্ম আখ্য
জীব তাহা করে সম্পাদন।

কিন্তু শুনে সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয়
নানাবিধ শব্দ অনিবার
শুনে "নাদ" হয় যবে নিরব অপর শব্দ
কিম্বা রুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শব্দ করিছে শ্রবণ জীব
যতক্ষণ মন বিদ্যমান
নহে কর্তৃত্ব সাপেক্ষ সেই হেতু নহে কর্ম্ম
যোগ্য যুক্তি করিছে প্রমাণ।

শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া শ্রুতি মাত্র এই স্থলে
শ্রবণাখ্য নহে কদাচন
তাহাই শ্রবণ বাচ্য যখন শ্রুত বিষয়
করে মন সম্যক গ্রহণ।

যদি বল কোন জনে "কর এবম্বিধ কর্ম্ম"
কিন্তু না করিলে সম্পাদন
বল তুমি, সেই জন শুনে নাই তব কথা
করেছিল যদিও শ্রবণ।

সেই রূপ শব্দমাত্র প্রবেশ করিলে কর্ণে
সে শ্রুতি শ্রবণ বাচ্য নয়
যদ্যপি শব্দ নিহিত তাৎপর্য্য শ্রোতার মনে
সম্যক্ গৃহীত নাহি হয়॥

উন্মুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় সতত করে শ্রবণ
যদিও শুনিতে ইচ্ছা নাহি করে জীবগণ।
নহে কর্ত্তৃত্ব সাপেক্ষ, সেই হেতু কর্ম্ম নয়
কিন্তু মননাদি ক্রিয়া অবশ্যই কর্ম্ম হয় —
শ্রুত তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান অথবা তাহা মনন
স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে করিতেছে সর্ব্বজন।
মনন কর্ম্ম বিশেষ তাহাতে হয় প্রমাণ
কি হেতু নহে অনিত্য তার ফল আত্মজ্ঞান?

প্রার্থনা স্তুতি মিনতি জপ ধ্যানাদির ন্যায়
মনন মানস কর্ম্ম নয়
শুন ব্যবস্থিত চিত্তে করিব প্রমাণ ইহা
যোগ্য যুক্তি করিয়া আশ্রয়।

কর্ত্তার কর্তৃত্বাধীন সাধন ভজন স্তুতি
জপ ধ্যান ধর্ম্ম কর্ম্ম যত
ইচ্ছা অনুসারে জীব করে কভু প্রত্যাখ্যান
কিম্বা কভু হয় অনুরত।

শাস্ত্রের কিম্বা গুরুর আদিষ্ট পন্থানুসারে
কেহ কর্ম্ম করে প্রতিদিন
করে কেহ প্রত্যাখ্যান সেই হেতু ধর্ম্ম কর্ম্ম
মানবের ইচ্ছার অধীন।

কিন্তু যদি কোনজন করে তব মিথ্যা নিন্দা
সভামধ্যে করে অপমান
সেই নিন্দা অপমান বিদ্ধ হয় যদি প্রাণে
তীক্ষ্ণতম শূলের সমান।

সেই বিষময় শব্দ যদ্যপিও দুঃখপ্রদ
কর তুমি সতত মনন
দুঃখময় সেই স্মৃতি চাহ করিবারে দূর
কিন্তু ব্যর্থ হয় আকিঞ্চন।

পুনঃপুন কর দূর পুনঃপুন সে মনন
করে তব চিত্ত অধিকার
এরূপ মনন কর্ম্ম নহে তব ইচ্ছাধীন
নাহি তাতে কর্তৃত্ব তোমার।

সেরূপ বৈরাগ্যবান্ সুযোগ্য জিজ্ঞাসু জন
আত্মতত্ত্ব করিলে শ্রবণ
বিষয় রসে বিমুখ অন্তর্মুখী মন তার
করে তাহা সতত মনন।

কর্তৃত্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা অনপেক্ষ এ মনন
তব সেই মননের মত
থাকে কভু জ্ঞাতসারে কভুবা অজ্ঞাতে মন
এ মননে মগ্ন অবিরত।

স্বাত্ম মননের স্রোত হয় সদা প্রবাহিত
নাহি সাধ্য রোধ করে তায়
সর্ব্ববিধ বাধা বিঘ্ন বিছিন্ন তৃণের ন্যায়
সে তীব্র প্রবাহে ভেসে যায়।

করি তীর অতিক্রম যবে মনন প্রবাহ
করে মনোরাজ্য বিপ্লাবিত
অন্তর্হিত হয় স্রোত, তাহাই "নিদিধ্যাসন"
এই নামে হয় নামান্বিত।

বিরাগী আত্মা মননে স্বতঃ অনুরক্ত হয়
বুঝিয়াছি এ সিদ্ধান্ত তাহাতে নাহি সংশয়।
কিন্তু নিদিধ্যাসনের স্বরূপাদি বিবরণ
বিস্তারিত উপদেশ কর এবে ভগবন্।

যাহার নাম "ভুবন" ভুবন এ শব্দ তার
হয়েছিল প্রথমে শ্রবণ
শুনিয়া জানিয়া অর্থ "আমার নাম ভুবন"
করেছিল এরূপ মনন।

সেই মননের ফলে হয়েছে নিদিধ্যাসন
এবে আর নাহি প্রয়োজন
সেই মননে তাহার, জানে সে সম্যকরূপে
নিঃসন্দেহ আমিই ভুবন।

ডাকিলে ভুবন বলি অন্যে কেহ দূর হ'তে
সেই জন হয় অগ্রসর
শুনিয়া ভুবন শব্দ হয় তার নিদ্রাভঙ্গ
তন্দ্রাবশে দেয় সে উত্তর।

সে'রূপ বিবেকীজন শুনিয়া তত্ত্বমস্যাদি
নানাবিধ আত্মিক বচন।
অহং ব্রহ্ম, অহং বিষ্ণু এরূপে আত্মস্বরূপ
আত্মতত্ত্ব করে নিরূপণ।

জ্ঞানে সেংবিচার বলে ব্রহ্ম কিম্বা বিষ্ণু বাচ্য
আত্মেতর অন্য কিছু নয়
বৃহত্ব বাচক ব্রহ্ম ব্যাপ্ত্যর্থ ব্যঞ্জক বিষ্ণু
আপনার বিশেষণ দ্বয়।

মননে স্বীয় ভূমত্ব খণ্ডদেহ অভিমান
হয় যবে ক্রমশ বিস্মৃত
ভূমা অখণ্ডৈক রস একাত্ম বিজ্ঞান বারি
করে যবে মন বিপ্লাবিত।

মনের সে অবস্থায় নিদিধ্যাসন এ আখ্যা
দেয় বৈদান্তিক প্রাজ্ঞগণ
যাহার বলে সমাধি কিম্বা আত্মতত্ত্বে স্থিতি
করে লাভ মোক্ষকামীগণ।

কিন্তু পরমার্থে এই বিবেক বৈরাগ্য আর
গুরুশিষ্য, শ্রবণ মনন
ব্রহ্ম বিদ্যা তত্ত্ব জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতাত্রয়
সকল মায়ার বিজৃম্ভন।

যেইরূপে দীপ্ত বহ্নি করিয়া ইন্ধন ভস্ম
আপনিও হয় নির্ব্বাপিত
সেইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা করিয়া অবিদ্যা ধ্বংস
আত্মতত্ত্বে হয় অস্তমিত।

আদিতে আছিল যাহা অন্তেও থাকে তাহাই
মধ্যে তাহা নাহি হয় লয়
জ্ঞানাজ্ঞান, বিদ্যাবিদ্যা বন্ধ, মুমুক্ষুত্ব মোক্ষ
মায়িক বিভ্রম সমুদয়।

অতঃ শব্দ ব্যাখ্যাকালে করিয়াছি নিরূপণ
মনের রক্ষার তরে আত্মতত্ত্ব প্রয়োজন।
যেরূপ বিষয়ী মন বিষয় করি আশ্রয়
রক্ষা করে স্বীয় সত্তা নতুবা সুষুপ্ত হয়।
বিষয়-বিরাগী মন আপন রক্ষার তরে
সেইরূপে আত্মতত্ত্ব স্বতঃই আশ্রয় করে।
কিন্তু আত্ম জ্ঞান লাভে নাহি যদি অন্য ফল
আত্মজ্ঞ ও অজ্ঞজীবে আছে কি বিভেদ বল ?

যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য দেহের বিভিন্নাবস্থা
কর্ত্তৃত্ব বা ইচ্ছাধীন নয়
প্রাকৃতিক রীতিক্রমে কালবশে জৈব-দেহ
নানাভাবে বিবর্দ্ধিত হয়
সেইরূপে জৈব মন প্রাকৃতিক রীতি ক্রমে
কালবশে করে বিবর্ত্তন
প্রতিদিন ভাব বৃত্তি, হইতেছে বিবর্ত্তিত
স্থিতিশীল নহে কদাচন।

কিন্তু এই বিবর্ত্তনে উপজে জীবের ভাগ্যে
সুস্বাদু বিস্বাদু নানাফল
যৌবনে সৌন্দর্য্যশক্তি প্রৌঢ়ে মস্তিষ্কের বল
জরা ব্যাধি বার্দ্ধক্যে কেবল।

বৃত্তি বিবর্দ্ধন সহ জন্মে ভিন্ন ফলমনে
কিন্তু বিপরীত সেই ক্রম
করিব বিস্তৃত ব্যাখ্যা মানসিক ফলাফল
তাহাতে ঘুচিবে তব ভ্রম।

করিলে সূক্ষ্ম বিচার দেখা যায় মনোরাজ্যে
ত্রিবিধ অবস্থা কিম্বা স্তর
প্রথমে "মুক্ত" অবস্থা তাহার পরে বন্ধন
পুন মুক্তাবস্থা ততঃপর।

মনের শৈশবকালে নাহি থাকে ভালমন্দ
ইষ্টানিষ্ট হিতাহিত জ্ঞান
হয় মন ক্রীড়ারত বিষয় ভুজঙ্গ সহ
অনভিজ্ঞ শিশুর সমান।

ক্রীড়ামদে মত্ত মন নাহি করে অনুভব
দন্তাঘাত লাঙ্গুল বন্ধন
জানে না বিষের জ্বালা না হয় বন্ধন বোধ
সেই হেতু "মুক্ত" সেই মন।

বিষয় বিষধরের বিষম বিষে যখন
হয় মন ক্রমে জর্জ্জরিত
ভুজঙ্গ লাঙ্গুল গ্রন্থি হয় ক্রমে দৃঢ়তর
কণ্ঠদেশ হয় নিষ্পেষিত।

হলাহল দাহে আর বন্ধনের ক্লেশে মন
দশদিক দেখে অন্ধকার
বিষের ঔষধ আর বন্ধন ছেদন তরে
করে নানা উপায় বিচার।

শানিত বিবেক অসি আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়
বিষয়ের বিষম বন্ধন
বৈরাগ্য অমৃত পানে হয় দূর বিষজ্বালা
মুক্তি লাভ করে বদ্ধমন।

লভে যবে আত্মজ্ঞান জানে সে বন্ধন মুক্তি
সকলই মিথ্যা মায়াময়
যেইরূপ সুখ দুঃখ স্বাপ্নিক সকল বস্তু
জাগরণে মিথ্যাবোধ হয়।

আসক্ত অজ্ঞজীবের ত্রিতাপে তাপিত মন
নিশিদিন করে হাহাকার
আত্মামৃত সিন্ধু নীরে মগ্ন ত্রিতাপ বিমুক্ত
আত্মজ্ঞের মন অনিবার।

কিরূপে কর বিভাগ বল এই তাপ ত্রয় ?
কি হেতু কি ভাবে, এই তাপের উৎপত্তি হয় ?
কিরূপে ত্রিতাপ মুক্ত হয় আত্মজ্ঞানীগণ ?
করিয়া মীমাংসা মম দ্বিধা কর নিবারণ।

শারীরিক, সাংসারিক, ধর্ম্মাদি সংস্কার জন্য
তাপত্রয় ভোগে জীবগণ
করিব সম্যক ব্যাখ্যা কিরূপে উপজে তাপ
আর তাপত্রয়ের লক্ষণ।

দেহাত্মক জ্ঞান কিম্বা দেহ অভিমান হ'তে
শারীরিক তাপ জাত হয়
যথা জন্ম জরা ব্যাধি অন্ধত্ব খঞ্জত্ব আর
সদা দুঃখপ্রদ মৃত্যুভয়।

"আমি রুগ্ন আমি বৃদ্ধ" "আমি অন্ধ আমি খঞ্জ"
ভাবে অজ্ঞ তাপ তপ্ত মনে
দেখিয়া স্বীয় কুরূপ হয় লাজে সঙ্কুচিত
করে সজ্জা বস্ত্র আভরণে

নশ্বর শরীর রক্ষা তরে, করে বৃথা যত্ন
বিভিষীকা দেখে নিরন্তর
দেখিয়াও নাহি দেখে জানিয়াও নাহি জানে
দেহ কভু হয় না অমর।

দেহ মন আত্মা আর দেহাত্মক অভিমান
করে যবে বিবেকী বিচার
দেখে অহংগ্রহ আত্মা নিত্য, পরিবর্ত্ত হীন,
ধ্বংসশীল শরীর তাহার।

বার্দ্ধক্য ব্যাধি অক্ষম দেহ ধর্ম্ম, আত্মসত্তা
স্পর্শ নাহি করে কদাচন
দেখিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য নাহি হয় তপ্ত কভু
শারীরিক তাপে জ্ঞানীগণ

সম্বন্ধ স্থাপন করি বিষয়ের সহ, জীব
ভাবে সদা "আমার আমার"
মমত্ব বিষ বল্লীর হলাহল ময় ফলে
বলে মুগ্ধ মানব "সংসার"

দেহ বিনা অন্য কোন বস্তু সঙ্গে নাহি আনে
ধরাধামে কভু জীবগণ
তথাপি বিষয়সহ আমার আমার বোধে
করিতেছে সম্বন্ধ স্থাপন।

আসে নাই সঙ্গে কিছু যাইবেনা সঙ্গে কেহ
ভবিতব্যে নাহি কোন ভোগ
ভাবিয়া দেখেনা কভু সহযাত্রী দেহটী ও
করিতে হইবে পরিত্যাগ।

আনিয়া রমনী এক বাঁধি তারে মন্ত্র ডোরে
"মমপত্নী" ভাবে মনে মনে
ধরি প্রহরীর বেশ থাকে সচকিত সদা
প্রেয়সীর সতীত্ব রক্ষণে।

সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে ভোগ্য উপাদানে
নানাবিধরত্ন আভরণে
ভুজলতা বিজড়িত হয়ে করে নিশিভোর
প্রীতিপ্রদ প্রেম আলাপনে।

ভাবে মোহমুগ্ধজীব প্রিয়ামম প্রেমময়ী
অহো! কিবা নিঃস্বার্থ প্রণয়
কিন্তু নাহি জানে অজ্ঞ সকল জীব স্বতন্ত্র
এজগতে কেহ কারো নয়।

থাকে পতি প্রিয়তমা পতি সোহাগিনী পত্নী
যতদিন হয় সুখবোধ
পক্ষান্তরে হয় পর সতী রমণীর পতি
সুখ ভঙ্গে জনমে বিরোধ।

রাঙ্গা বর হবে তার দিবে সে রাঙ্গা কাপড়
বলে বালা বাল্যে, ভাবে মনে
পতি তার ভোগ্য বস্তু ভোগ্য আহরণকারী
যবে বদ্ধ বিবাহ বন্ধনে।

বাসনা পাশে নিবদ্ধ মায়ার কুহকে মুগ্ধ
জীবগণ করেনা বিচার
আমি তার ভোগ্য বস্তু অথবা সে মম ভোগ্য
আমি তার কিম্বা সে আমার

এই ত দাম্পত্য প্রেম সে প্রেমও নহে নিত্য
কোন ভাব বৃত্তি নিত্য নয়
হইলেও প্রেম স্থায়ী করাল কৃতান্ত-স্পর্শে
দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হয়।

জন্মে প্রাকৃতিক ক্রমে স্বতন্ত্র স্বাধীন জীব
পিতা মাতা যন্ত্র মাত্র তার
কিন্তু অজ্ঞ পিতা মাতা হইয়া মায়া বিমুগ্ধ
ভাবে প্রিয় শিশুটি আমার
নিয়তি ক্রমে শিশুর হয় জন্ম সুখ দুঃখে
কাল ক্রমে মৃত্যু সংঘটন
'আমার আমার" বলি হাসে কাঁদে পিতা মাতা
হয় শোক সাগরে মগন।

সৃষ্টি সংরক্ষণ তরে অপত্য স্নেহ প্রকৃতি
সৃজিয়াছে জীবের অন্তরে
পশু পক্ষী পতঙ্গাদি সকলেই স্নেহ বশে
আপন সন্তান রক্ষা করে

হইলে বয়স্ক শিশু পিতৃ মাতৃ স্নেহ যত্নে
আর নাহি থাকে প্রয়োজন
উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে হয় প্রাকৃতিক ক্রমে
ছিন্ন সেই স্নেহের বন্ধন।

কিন্তু নর আমরণ অপত্য স্নেহ শৃঙ্খলে
থাকে বদ্ধ সুদৃঢ় বন্ধনে
বন্ধন শিথিল যার তাহাকে নিষ্ঠুর বলি
তিরস্কার করে মনে মনে।

অবিবেকী বৃদ্ধ বৃদ্ধা পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি
ক্রোড়েকরি বলিতেছে আমার
যম যন্ত্রণায় শোকে করিতেছে হাহাকার
বার্দ্ধক্যে কি সুখের সংসার!!

আমার গৃহ সম্পদ আমার ধন সম্পত্তি
মুগ্ধ জীব ভাবে নিরন্তর
উপার্জ্জন সংরক্ষণ সঞ্চয়ে বিব্রত সদা
তিল মাত্র নাহি অবসর।

কৃপণ লৌহ সিন্দুক উভয় ধনাধিকারী
কিন্তু ভোগে নাহি অধিকার
সিন্দুক নিশ্চিন্ত কিন্তু দুশ্চিন্তা ভীতি কৃপণে
আমরণ ভোগে অনিবার।

নাহি করে সুখদান যতদিন স্বীয় ধন
নাহি হয় পরহস্ত গত
সঞ্চয়ী বঞ্চিত ভোগে ভোগীর হয় দারিদ্র
দরিদ্রের দুঃখ অবিরত।

পরের জিহ্বাগ্রে স্থিত খকুসুম সম যশ
ভাবে জীব আমার আমার
অযশে ভীত যশস্বী সমাজের ক্রীতদাস
নাহি শান্তি স্বাধীনতা তার।

অপূর্ণ ক্ষর বিষয়ে মমত্ব করে আরোপ
যবে মোহ মুগ্ধ জীবগণ
জন্মে সাংসারিক তাপ নরকাগ্নি সম তপ্ত
অহরহ দগ্ধ করে মন।

বর্ষে বিবেক বারিদ বৈরাগ্য অমৃতধারা
করে স্নিগ্ধ সন্তাপিত প্রাণ
বিষয় ইন্ধনে দীপ্ত সাংসারিক তাপ হ'তে
বীতরাগী পায় পরিত্রাণ।

বলিতেছে কতজন সুখময় এ সংসার
সংসার ধর্ম্মের তুল্য নাহি কোন ধর্ম্ম আর।
সংসারের দোষ দুঃখ করিতেছ প্রদর্শন
নাহি কি জগতে সুখী পরিতৃপ্ত কোনজন?

"মুক্ত", বদ্ধ, মুক্ত, এই অবস্থাত্রয় মনের
করিয়াছি পূর্ব্বে নিরূপণ
প্রথম অবস্থাপন্ন আসক্ত, দেখেনা দোষ
করে সুধু গুণ দরশন।

আহরণে সংরক্ষণে অপরের তুষ্টি তরে
করে যত্ন চেষ্টা নিরন্তর
বাসনা আসক্তি মোহে মুগ্ধ সে "মুক্ত-পুরুষ"
দাসত্বও ভাবে সুখকর।

প্রেয়সীর পদস্পর্শ পুষ্পবৃষ্টি প্রায়, প্রাণ
প্রেমাবেশে পুলকিত হয়
কোপনা ক্রূরা কান্তার কান্তি হয় কমণীয়
কটু বাক্য কাব্য কলাময়।

বিপদে শোক সন্তাপে করে বক্ষে করাঘাত
মুখে বলে হায়! হায়! হায়!
পরক্ষণে; বলে অহো! সংসার কি সুখময়
পূর্ব্ব শোক দুঃখ ভুলে যায়।

বিষয় বাসনা যবে হয় ক্রমে প্রশমিত
অন্তরিত মোহ আবরণ
তখন জাগ্রত মন দেখে বিষয়ের দোষ
আপনার বিষম বন্ধন।

শৃঙ্খলে বদ্ধ সিংহাদি হ'লেও যত্নে পালিত
যথা ব্যগ্র স্বাধীনতা তরে
সুবর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ বিহগ বিমুক্তি তরে
যেইরূপে ছটফট্ করে।

সেইরূপে বদ্ধ মন পায়না বিষয়ে সুখ
মুক্তি তরে লালায়িত হয়
সাময়িক সুখপ্রদ অন্যের তরে সংসার
কিন্তু তার তরে বিষময়।

এ সংসার মরীচিকা জানে মিথ্যা জীবন্মুক্ত
দোষ গুণ করে না দর্শন
নহে এ সংসার তার সুখ কিম্বা দুঃখপ্রদ
স্বাত্মানন্দে মগ্ন থায় মন।

ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন ত্রিবিধ মনে সংসার
ভিন্নরূপ অনুভূত হয়
কেহ ভাবে সুখময় কেহ ভাবে দুঃখময়
কেহ জানে মিথ্যা মায়াময়।

মুমুক্ষু বদ্ধ মানব জিজ্ঞাসু আত্মতত্ত্বের
দোষের বিচারি, তার তরে
"মুক্ত কিম্বা জীবন্মুক্ত হয় না তত্ত্ব জিজ্ঞাসু
দোষ নাহি দরশন করে।

দুঃখ কিম্বা সুখময় নহে কভু এ সংসার
করে অনুভব তাহা, যেরূপ অবস্থা যার।
বুঝেছি সংসারতাপ, নাহি সন্দেহের লেশ
ধর্ম্মজ তাপের ক্রম কর এবে উপদেশ॥

করিয়া কোষ নির্ম্মাণ স্বীয় হস্তে, সুকৌশলে
যথা কোষকার কীটগণ
আপনিই হয় বদ্ধ, আপন অজ্ঞতা বশে
করে স্বীয় মৃত্যু সংঘটন।

সেইরূপে অজ্ঞজীব কল্পনার উপাদানে
উপাস্য ঈশ্বর সৃষ্টি করে।
ধরে সে সংস্কার ক্রমে, দৃঢ় কারাগার রূপ
বিশ্বাসীর অবরোধ তরে।

ধর্ম্ম আখ্য কর্ম্মজাল স্বহস্তে করি রচনা
জীবগণ তাতে বদ্ধ হয়
কল্পনা করি নরক ভোগে জীব ইহলোকে
তা'র ভয়ে, নিয়ত নিরয়।

করিয়া কল্পনা, জীব স্বর্গাদি সুখদ স্থান
হয় বদ্ধ তার আশা পাশে
করে ক্লেশকর তপ ইন্দ্রিয় করি নিগ্রহ
দেহান্তে তাহার প্রাপ্তি আশে।

ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাসাদি গণ্ডী করি নিরমান,
স্বীয় হস্তে, জীব বদ্ধ হয়
দেখে অজ্ঞ অন্ধকার যে গণ্ডীর বহির্দ্দেশ
হইলেও প্রজ্ঞা জ্যোতির্ম্ময়।

সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যাদির পাশ
নির্ম্মাণ করিয়া সযতনে
সংস্কার স্তম্ভের সহ আপনার হস্ত পদ
বাঁধে জীব সুদৃঢ় বন্ধনে।

আপনি হইয়া বদ্ধ ধার্ম্মিক মানবগণ
না হয় নিরস্ত কদাচন
বিস্তার করে সর্ব্বত্র ধর্ম্মাখ্য বাগুরা জাল
অপরের বন্ধন কারণ।

বিশ্বাস তিমিরে অন্ধ আশ্বস্ত করে অপরে
করি আলো প্রদর্শন ভাণ
মোহমুগ্ধ গুরুগণ মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্যগণে
সংসার সাগরে করে ত্রাণ

যে জন করে সন্দেহ অথবা তত্ত্ব বিচার
নাস্তিক পাষণ্ড আখ্যা তার
ধর্ম্মাত্মা সাধুগণের জ্বলন্ত বিদ্বেষানলে
অবিশ্বাসী হয় ছারখার।

দেবদেবী অবিশ্বাসী সক্রেটীস হয়েছিল
হত, "হেমলক্" বিষপানে
জীবন্ত ব্রুণোকে দগ্ধ করেছিল রোমবাসী
সেইহেতু জ্বলন্ত শ্মসানে।

হয়েছিল কারারুদ্ধ গ্যালিলিও, রোমে, করি
পৃথিবীর গতি আবিষ্কার
করেছিল প্রতিষেধ পোপ, এই পাপহেতু
স্মৃতিস্তম্ভ সমাধিতে তার।

দার্শনিক ওকহাম্ হয়েছিল পোপদ্বারা
জাতিচ্যুত আর নির্ব্বাসিত
নাস্তিক পাষণ্ড বলি জ্ঞানী কোপর্ নিকস্
হয়েছিল কত উৎপীড়িত।

বিষয় বিজ্ঞান চর্চ্চা তরে, রজার বেকন্
ভুগেছিল দীর্ঘ কারাবাস
রসায়ণ বিদ্যাতার যাদুবিদ্যা বলি লোকে
সেকালে করিত উপহাস।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কর্ত্তা নিউটনে
করিত পাষণ্ড সবে জ্ঞান
দার্শনিক স্পিনোজার ইহুদির অত্যাচারে
হয়েছিল ওষ্ঠাগত প্রাণ।

সমস্ত তব্রেজ নামে একাত্মবাদী জ্ঞানীর
শরীরের চর্ম্ম উৎপাটন
"অনল্ হক্" ভাষক মন্সুরকে খণ্ড খণ্ড
করেছিল মুসল্মানগণ।

বুদ্ধের নাস্তিক আখ্যা শঙ্করের গুপ্ত বৌদ্ধ
বিশেষণ, অকাল মরণ
করিছে প্রমাণ, বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম্ম মাহাত্ম্যে
হইয়াছে কত উৎপীড়ন।

বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কেবল, ধর্ম্ম জগতে
তয় নাই হত, উৎপীড়িত
খৃষ্টাদি ধর্ম্মাত্মাগণ অন্যধার্ম্মিকের হস্তে
হইয়াছে রুদ্ধ নিপাতিত।

ধর্ম্ম প্রচারের তরে কিম্বা তার রক্ষাহেতু
শিশু, নারীহত্যা, অত্যাচার
যুদ্ধ, অভিযান কত হইয়াছে এ জগতে
কে করিবে গণনা তাহার?

অনেক ধর্ম্ম মন্দিরে আছে কর্ম্ম লুক্কায়িত
হেন ভয়াবহ বিভীষণ
যাহার কল্পনা কভু করিতে পারেনা স্বপ্নে
কারাগৃহবাসী পাপীগণ।

শাস্ত্ররূপ দীপাধারে জ্বলন্ত ধর্ম্মরূপ তাপ
প্রভা তার প্রদীপ্ত সুন্দর
বিশ্বাসী মানব কুল রূপ মুগ্ধ পতঙ্গপ্রায়
হইতেছে দগ্ধ নিরন্তর।

হত্যা অত্যাচার তাপ সুধু কি ধর্ম্মের ফল?
হয় না কি সংসাধিত ইহাতে কোন মঙ্গল?
বিভিন্ন ধর্ম্ম সোপান করিয়া অবলম্বন
হয় নাকি উর্দ্ধগামী মানব সন্তানগণ?
যদ্যপি সকল জীব এরূপ নাস্তিক হয়
নাহি মানে ভগবানে, না করে নরক ভয়।
করিবে তাহারা সদা ব্যভিচার অত্যাচার
সমাজ রক্ষার তরে উপায় কি আছে আর?

জাগতিক সর্ব্বকর্ম্ম পার্থিব সর্ব্ব পদার্থ
হয় দোষ গুণ সমন্বিত
নির্ব্বিশেষ দোষহীন কিম্বা গুণহীন কিছু
কোন স্থানে হয় না লক্ষিত।

যবে অগ্নি করে দগ্ধ নগর গৃহ সম্পত্তি
হাহাকার করে জীবগণ
কিন্তু তাতে হয় নষ্ট ব্যাধি উৎপাদক কীট,
হয় বায়ু বিশুদ্ধ তখন।

ধৰ্ম্ম আখ্য এ জগতে প্রচলিত আছে যাহা
সেইরূপ শুভাশুভ ময়
দোষের আধিক্য আর গুণের অল্পতা হেতু
ধরম অশুভ আখ্য হয়।

কোরাণ কৃপাণ হস্তে মুসল্মানগণ যবে
করিয়াছে ধৰ্ম্ম অভিযান
লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে
সে আহবে ত্যজিয়াছে প্রাণ।

হয়েছে বিনষ্ট রাজ্য সভ্যতা বাণিজ্য শিল্প
নগর অরণ্যে পরিণত
হয়েছে ভস্মাবশেষ প্রাসাদ গৃহ কুটীর
প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ শত শত।

মহামারী দুর্ভিক্ষের হয় যবে আবির্ভাব
করে তাহা সুধু জীবক্ষয়।
হইলে ধৰ্ম্ম বিপ্লব মানবের ধন প্রাণ
সম্পদ সমাজ ধ্বংস হয়।

ভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায় পাশ্চাত্য প্রদেশে কত
করিয়াছে যুদ্ধ অত্যাচার
য়োরোপের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ
রহিয়াছে বর্ণনা তাহার।

হিন্দু বৌদ্ধে কত দ্বন্দ্ব হইয়াছে এ ভারতে
নাহি লিপিবদ্ধ বিবরণ
কিন্তু সহজে কি ত্যাগ করেছিল এ ভারত
সবল সমৃদ্ধ বৌদ্ধগণ ?

সুবিস্তীর্ণ পরিখা চিহ্ন আছে যাহা বর্ত্তমানে
সারনাথ করিয়া বেষ্টন
করিছে স্পষ্ট প্রমাণ আততায়ী ভয়ে বৌদ্ধ
সশঙ্কিত ছিল সর্ব্বক্ষণ।

শ্মশানে সতীর দাহ সিন্ধুজলে শিশু হত্যা
এ ভারতে হইয়াছে কত
জগন্নাথ রথচক্রে করিয়াছে আত্মহত্যা
বিমূঢ় মানব শত শত।

ভ্রূণহত্যা কত শত হইতেছে বিধবার
হিন্দুর ধরম রক্ষা তরে
করিয়া ধর্ম্মের ভাণ হয় কত ব্যভিচার
কার সাধ্য নিরূপণ করে ?

ধর্ম্মের প্রাবল্য কালে নাহি ছিল পাশ্চাত্যের
শিল্প বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি, হায় ! হইয়াছে ভারতের
দাসত্ব দারিদ্র্য মাত্র সার।

যদিও দুর্ব্বল চিত্ত সাধক, ডাকিয়া ঈশে
সাময়িক তৃপ্তি শান্তি পায়
ধর্ম্মের ক্ষণিক শান্তি তুচ্ছাদপি অতি তুচ্ছ
ধর্ম্মজ তাপের তুলনায়।

সাধনে, সাধ্য কৃপায় নাহি লভে সেই শান্তি
সংসার-প্রতপ্ত জীবগণ
সাধন-সময়ে হয় বিস্মৃত দুঃখদ বস্তু
তাহা তৃপ্তি শান্তির কারণ।

করিয়া ধর্ম্ম আশ্রয় ধার্ম্মিক মানবগণ
করে কোন উন্নতি সাধন ?
শিক্ষা করে স্তুতি নতি হয় নীচ জনোচিত
প্রার্থনা ক্রন্দনে বিচক্ষণ।

হ'য়ে ঈশ মুখাপেক্ষী হারায় ধার্ম্মিক ক্রমে
আতম নির্ভর আত্মবল
নয়ন উন্মিলি দেখ অবস্থা হিন্দু জাতির
বুঝিবে তাহাতে ধর্ম্ম ফল।

এক হস্তে করে পাপ পাপের ক্ষমার তরে
করে অন্য হস্ত প্রসারণ
না করিতে ক্ষমালাভ করে পুনরায় পাপ,
ধার্ম্মিকের এইত লক্ষণ ?

আছে যত কারাগার এই অবনি ভিতরে
দেখ তাহা করিয়া ভ্রমণ
আছে তাতে বন্ধী যত চোর দস্যু হত্যাকারী
তন্মধ্যে নাস্তিক কত জন?

দেখিবে আস্তিক সবে, জগদীশ্বরের সত্তা
করিছে সকলে অঙ্গীকার
শুনিলে ধর্ম্মের নিন্দা দস্যু নরহন্তা বন্ধী
হয় ক্রোধ উদীপ্ত তাহার।

বাক্য বিতণ্ডার বলে নাস্তিকে পরাস্ত কালে
দেখে ধর্ম্মী ঈশে বিদ্যমান
কিন্তু বাসনার বশে হয় যবে পাপে রত
হয় লুপ্ত সে আস্তিক্য জ্ঞান।

নাহি থাকে ঈশে ভক্তি স্বর্গের সুখ কামনা
দূর হয় নরকের ভয়
ঈশ, স্বর্গ নরকাদি বিশ্বাসে এ ধরাধামে
হয় বল কিবা ফলোদয়?

কোটী কোটী মুদ্রাব্যয় করি যেসকল জাতি
সত্য ধর্ম্ম করিছে প্রচার
কৌশলে অথবা বলে অপরের রাজ্য ধন
তাহারাই করে অপহার।

দেখ পক্ষান্তরে যত জগদীশে অবিশ্বাসী
কপিলাদি দার্শনিক গণ
করে নাই স্বার্থ তরে অন্যের অহিত চেষ্টা
ছিল অনাসক্ত আমরণ।

নাস্তিক আখ্যায় বুদ্ধে অভিহিত করে হিন্দু
কিন্তু দেখ করিয়া বিচার
বৈরাগ্যে স্বার্থ উৎসর্গে জীবের হিত চিন্তায়
কোন জন সমতুল্য তার?

ব্রুণো, সক্রেটীস আদি করেছে জীবনোৎসর্গ
সত্যের সম্মান রক্ষা তরে
এইরূপ সত্যনিষ্ঠ বিরাগী জ্ঞানী কি কভু
অন্যের অহিত চিন্তা করে?

যেই বিবেক বহ্নিতে হয় ভস্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম
ঈশ্বরাদি সকল সংস্কার
রাগ দ্বেষ চিত্তমল পায় কি তাহাতে রক্ষা
থাকে কি অশুদ্ধ চিন্তা তার?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণে নাস্তিক পাষণ্ড বলি
ধর্ম্মীগণ করিছে ধিক্কার
জীবের মঙ্গল কিন্তু সাধিতেছে তাহারাই
ত্যজি ভোগ সুখ আপনার।

যদ্যপি ও ভক্তি প্রীতি পাইতেছে এজগতে
ধার্ম্মিকাখ্য অজ্ঞ জীবগণ
অবজ্ঞাত অবিশ্বাসী নাস্তিক করিছে কিন্তু
মানবের মঙ্গল সাধন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নাহি ঈশ্বরে বিশ্বাস
নাহি স্বর্গ নরক সংস্কার
কিন্তু পরহিতে রত কেন থাকে ? কেন নাহি
করে অত্যাচার ব্যভিচার ?

একান্তে একাগ্র মনে করে বিজ্ঞানের চর্চ্চা
জিতেন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিকগণ
তা'দের সংযম তরে হয় না স্বর্গের আশা
নরকের ভীতি প্রয়োজন ॥

ধর্ম্ম জ্ঞানে জীব কত ইষ্টা পূর্ত্ত কর্ম্মকরে
ধন দান, অন্নসত্র করে পুণ্য লাভ তরে।
ধর্ম্ম প্রচারের তরে করে কত অর্থ ব্যয়
করে দরিদ্রের তরে দাতব্য চিকিৎসালয়।
কত শত শুভকর্ম্ম ধর্ম্মার্থে করে সাধন
করে কত ভাবে রুগ্ন দীনের দুঃখ মোচন।
হ'লে লুপ্ত পাপ পুণ্য ধর্ম্ম অধর্ম্মের জ্ঞান
করিবে কি ইষ্টাপূর্ত্ত অন্নসত্র অর্থদান ?

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি মনরূপে বিবর্ত্তিতা,
গুণত্রয় সমন্বিত মন
সংযোগ, শিক্ষা বৈচিত্রে মানসিক ভাব বৃত্তি
উচ্চ নীচ কর দরশন॥

হিংসা ক্রোধাদির ন্যায় করুণা প্রেমাদি বৃত্তি
স্বভাবতঃ আছে জৈব মনে
সদা সাম্য অবস্থায়, কিন্তু হয় উত্তেজিত
বাহ্যিক বিষয় সংঘর্ষণে।

আছে কি এমন্ সাধু যাহার হৃদয়ে স্থিত
সুধু সত্ব রজ গুণদ্বয়
আছে কি হেন পামর সত্ব রজ গুণহীন
যার মন সুধু তমোময়।

দস্যুর হৃদয় মরু মধুর করুণ রসে
সময় বিশেষে ভেসে যায়
পক্ষান্তরে ধার্ম্মিকের প্রেম রসে সিক্ত মন
হয় ক্রোধে শুষ্ক মরুপ্রায়।

ঈশ্বর স্বর্গ নরকে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক যবে
করে পাপ কর্ম্ম পরিহার
হৃদয়ে দৃঢ় নিহিত নরক যন্ত্রণা ভীতি
একমাত্র কারণ তাহার।

ধর্ম্ম কিম্বা পুণ্য আশে কিম্বা বিষ্ণু প্রীতি তরে
যেই জন শুভ কর্ম্ম করে
সেই ধার্ম্মিকের দান ইষ্টাপূর্ত্ত অন্নসত্র
আমুষ্মিক স্বার্থ লাভ তরে।

ঈশ্বর স্বর্গ নরক পাপ পুণ্য ফলাফলে
যেই জন করে অবিশ্বাস
নাহি যার পরলোকে নরক যাতনা ভীতি
কিম্বা স্বর্গ সুখে অভিলাষ।

তাঁহার করুণা প্রেম স্বার্থহীন স্বাভাবিক
মনোবৃত্তি রজো গুণান্বিত
ভয়ে কিম্বা লোভে কৃত ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম কর্ম্ম
স্বার্থময়, তমো গুণাশ্রিত।

দেখিয়া দীনের দুঃখ রুগ্নের রোদন শুনি
হয় স্বতঃ করুণা উদিত
ভাবিয়া ধর্ম্ম অধর্ম্ম কভু কি হয় কাহারো
করুণায় মন বিগলিত?

দেখি জল মগ্ন জনে স্বভাবতঃ অন্য জন
করে প্রাণ রক্ষার প্রয়াস
ঈশ্বর ধর্ম্ম অধর্ম্ম ফলাফল বিচারের
থাকে কি তখন অবকাশ?

করিয়া দেখ বিচার যদিও ধার্ম্মিকগণ
দৃষ্ট হয় দয়া প্রেমময়
তা'দের দয়ার মূলে স্বার্থ ভীতি প্রলোভন
স্বাভাবিক বৃত্তি উহা নয়।

জীবের মঙ্গল তরে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক
নাস্তিক ও কর্ম্মে ব্রতী হয়
কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম শুভ বৃত্তি প্রণোদিত
ভীতি, প্রলোভন জাত নয়।

ধার্ম্মিক ও করে যদি শুভ কর্ম্ম দয়াবশে
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার
তবে, ধর্ম্মের সংস্কারে হয় কৃত শুভ কর্ম্ম
কিরূপে করিবে অঙ্গীকার ?

বিবেকী বা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বহুজন
নাস্তি এবে এই ভবে নাহি ছিল কদাচন।
ভোগের বাসনা তীব্র বৃত্তি অসংযত যার
ধর্ম্মের সংস্কারে তার হয় না কি উপকার ?

সম্মুখে দেখিয়া ভোগ্য অসংযত ভোগী সদা
বাসনা অনলে দগ্ধ হয়
দেয় তারে মহাদুঃখ ঈশ্বরে বিশ্বাস আর
পরলোকে নরকের ভয়।

ইন্দ্রিয়-সংযম করি সেই পাপ কর্ম্ম চিন্তা
ভীত চিত্তে করে আমরণ।
নাহি হয় ভোগ কিম্বা যোগ তার এ জনমে
হয় বৃথা তাহার জীবন।

এরূপ মানব পুন করিয়া ধর্ম্মের ভাণ
গুরুবেশে করিছে ছলনা
এরূপ সংযম ধর্ম্ম শুভকর ভাবি, কেহ
করিতেছে আত্ম প্রবঞ্চনা।

বাহ্যিক সংযমী সাধু অনভিজ্ঞ মানবের
যদিও নমস্য পূজ্য হয়
অতৃপ্ত বাসনানল জ্বলে তার প্রাণে সদা
ইহলোকে ভোগে সে নিরয়।

হে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হে বাল সন্ন্যাসী, সাধু
ত্যজিয়া কপট ব্যবহার
ইন্দ্রিয় রোধে সংযত হয়েছে কি মনোবৃত্তি,
মুক্ত প্রাণে বল একবার।

ধর্ম্ম ভয়, লোক ভয় রাজ ভয় সমতুল্য
মানব সমাজ রক্ষা তরে
নর পশুর কবলে বিপন্ন সমাজে ইহা
কেবল আংশিক রক্ষা করে।

যেরূপ দৈহিক আর সাংসারিক তাপে তপ্ত
অহরহ হয় জীবগণ
সেরূপ ধর্ম্মজ তাপে হয় জীব সদাতপ্ত
নাহি তাতে ভেদ বিলক্ষণ।

না থাকিলে দেহ বোধ নাহি হয় জীব লীলা
জীবত্বের ইহাই কারণ
মমত্ব অভাবে কভু হয় না সংসার লীলা
মমত্বই সংসার বন্ধন।

ত্রিবিধ সন্তাপে, সদা প্রতপ্ত মানব কুল
করে দুঃখ শোকে হায় হায়!
কল্পনা ইন্ধনে জ্বালি ধর্ম্ম বহ্নি, ভোগে তাপ
গ্রীষ্মকালে অগ্নিসেক প্রায়।

অবিদ্যা বীজে সম্ভূত জীবত্ব, দেহাত্ম বোধ
সংসার বা আত্মপর জ্ঞান
আত্মেতর জগদীশ অধর্ম্ম ধর্ম্ম সংস্কার
পুণ্যবাণ পাপী অভিমান।

অবিদ্যা বীজ যাহার অবিদ্যাময় সে বৃক্ষ
কাণ্ড শাখা পত্র ফুল ফল
করি সেই ফলাহার অবিদ্যান্ধ জীবগণ
হয় সদা ত্রিতাপে বিকল।

অবিদ্যা বৃক্ষ বিনাশে শাণিত কুঠার সম
বিবেক বৈরাগ্য নিঃসংশয়
সেই হেতু আত্মজ্ঞানী অনাত্ম আত্ম বিবেকে
সহজে ত্রিতাপ মুক্ত হয়।

জেনেছি অবিদ্যা জাত জীবত্ব দেহাভিমান
দেহ অভিমানে হয় আত্ম আত্মেতর জ্ঞান।
সেই জ্ঞান হ'তে হয় মমত্বাদি বিকসিত
মমত্ব (আমার বোধ) সংসার এ নামান্বিত।
"আমি জীব" এই জ্ঞান ধর্ম্মের ভিত্তি নিশ্চয়
বিনা জীবত্বাভিমান সাধন সম্ভব নয়।
জাতি, বর্ণাশ্রম, ধর্ম্ম বিধি যাহা দৃষ্ট হয়
সকল হয় প্রবৃত্ত জীবত্ব করি আশ্রয়।
ধার্ম্মিক সাধক সাধু সিদ্ধ ভক্ত যোগীগণ
জীবত্বের গণ্ডী মধ্যে করিছে পর্য্যটন।
জীবত্ব বিলুপ্ত যথা সহ দেহাত্মক জ্ঞান
নাহি তথা ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ণাশ্রম অভিমান।
জীবত্বের ধর্ম্ম যদি হয় এই তাপত্রয়
কিরূপ বিবেকে তাহা সম্যক্ হয় বিলয়?
অনাত্ম আত্ম বিবেক কিরূপে করিব বল?
কিরূপে হইবে লাভ, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ফল।

আত্মেতর বস্তু হ'তে করিতে আত্মবিবেক
প্রথমেই হয় প্রয়োজন
"আমি" ও "আমার" এই শব্দদ্বয়ে নিরোপিত
বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ।

লক্ষ্যার্থ "আমি" শব্দের হয় একমাত্র আত্মা
"আমার" শব্দের আত্মেতর
"আমার শব্দেনির্দ্দিষ্ট বস্তু হ'তে হয় ভিন্ন
যাহা "আমি" শব্দের গোচর।

ভোগ, ভোগ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন সাধ্যাদি যত
নহি "আমি" "আমার" সকল
"আমার" শব্দের লক্ষ্য হয় বহু, কিন্তু "আমি"
লক্ষ্য করে "আমাকে" কেবল।

মম দেহ, হস্ত পদ মম নাসা নেত্র কর্ণ
মম প্রাণ, বলে সর্ব্বজন
বলে পুন, মম প্রেম মম দয়া মম ক্রোধ
অহঙ্কার চিত্ত বুদ্ধি মন।

ইন্দ্রিয় গোচর কিম্বা মনের গোচর যাহা
হয় সর্ব্ব পদার্থ "আমার"
এই মমত্বের মূলে মনেন্দ্রিয় অগোচর
আত্ম সত্ত্বা "আমি" নির্ব্বিকার।

"আমি আছি" বোধে কর আত্মাস্তিত্ব অনুভব
আত্মসত্তা বাক্যে অঙ্গীকার
কিন্তু মনাতীত আত্মা নাহি জ্ঞান কিং স্বরূপ
কিম্বা কিবা স্বভাব তাহার।

গবাশ্ব ছাগাদি যত আছে পশু স্থলচর
জলচর জন্তু অগণন
আছে যত বিহঙ্গম পতঙ্গাদি জীবকুল
করিছে আকাশে বিচরণ।

অবস্থিত যত কীট অথবা যত কীটাণু
ভূমি বায়ু সলিল ভিতরে
সবে আমি আছি বোধে আত্মার স্বতঃ অস্তিত্ব
সদাকাল অনুভব করে।

উদ্ভিদের জন্ম মৃত্যু স্পন্দন প্রাণন ক্রিয়া
স্পর্শ অনুভব, পানাহার
সম্যক্ করে প্রমাণ আত্মা মন সমন্বিত
সমঞ্জস জীবত্ব তাহার॥

স্বর্ণাদি ধাতু পদার্থে প্রমাণ করে বিজ্ঞান
অনুভূতি স্পন্দন প্রাণন।
স্বীয় অস্তিত্বানুভব করে ধাতু বৃক্ষবল্লী
আছে তাতে জীবত্ব লক্ষণ।

বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বিচিত্র ভিন্ন দেহের
সম্বন্ধ বা অভিমান তরে
"আমিনর" "আমিঅশ্ব" "আমিবৃক্ষ" "আমিধাতু"
জীবগণ অনুভব করে।

হইলে বিছিন্ন এই বিচিত্র-দেহ সম্বন্ধ
কিম্বা দেহাত্মক অভিমান
রক্ষিতে কি পারে জীব মুহূর্ত্ত তরে স্বাতন্ত্র্য
দ্বৈত বোধ আত্মেতর জ্ঞান।

সর্ব্ববিধ জড়দেহ দেহ জ্ঞানসহ, মন
হইলে সম্যক্ অন্তর্হিত
আমিত্ব সমষ্টি রূপে থাকে যে শুদ্ধ সম্বিৎ
হয় তাহা আত্মা নামান্বিত।

দেহ মন সমন্বিত থাকে আত্মা সর্ব্বক্ষণ
তৎসহ সংশ্লিষ্ট হেতু করে সদা বিবর্ত্তন।
দেহ মন ব্যতিরেকে আত্মার স্বতন্ত্র জ্ঞান
পারি না করিতে কভু অনুভব, অনুমান।
হ'লে লুপ্ত দেহ জ্ঞান জীবের সুষুপ্তি হয়
আত্মার অস্তিত্ব তথা কিরূপে কর নির্ণয়?
প্রতিদেহে অহংগ্রহ ভিন্ন আত্মা অবস্থিত
সমষ্টি আত্মার সত্তা কিরূপে হয় নির্ণীত।

সুষুপ্তিতে হয় লুপ্ত বিশ্ব সহ সর্ব্ব বৃত্তি
স্থখ দুঃখ দেহাত্মক জ্ঞান
কিন্তু সেই নাস্তিত্বের সাক্ষী রূপে থাকে আত্মা
স্বীয় মহিমায় বিদ্যমান।

জাগ্রত হইয়া তুমি বল নিত্য, নাহি ছিল
সেই কালে স্থখ, দুঃখ ভয়
না থাকিলে তুমি তথা কিরূপে দিতেছ সাক্ষ্য
এই রূপে করিয়া নিশ্চয়?

করিলে সন্দেহ কেহ তোমার এ সাক্ষ্যে তুমি
ভাব, সে করিছে উপহাস
তোমার অস্তিত্ব লোপ হয় সদা সুষুপ্তিতে
কি যুক্তিতে করিছ বিশ্বাস?

জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, ভিন্ন অবস্থায় মন
করিতেছে নিত্য বিচরণ
বিষয় যোগে বিয়োগে, শাশ্বত স্বরাট তুমি,
সমভাবে থাক সর্ব্বক্ষণ।

দেহের বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য জরা মৃত্যুর
দ্রষ্টারূপে তুমি অবস্থিত
মনের তুরীয় সুপ্তি জাগ্রত স্বপ্ন সময়ে
শান্তরূপে তুমি বিরাজিত।

দেহ মন বিবর্ত্তনে তোমার পরিবর্ত্তন
কোন কালে সম্ভাবিত নয়
স্বতঃ শুদ্ধ ব্যোম যথা থাকে নিরমল, যবে
হয় বায়ু ধূলি ধুমময়।

ভ্রূণ মধ্যে সুপ্ত প্রায় শৈশবে অবশ মূঢ়
বাল্যে ক্রীড়া ক্রন্দনে মগন
কৈশোরে বিদ্যা অভ্যাসে যৌবনে ভোগ বিলাসে,
বার্দ্ধক্যে চিন্তায় মগ্ন মন।

মন, আশা অভিলাষে আসক্তি বিদ্বেষ বশে
ভোগে সুখ দুঃখ শোক ভয়।
কিন্তু অহমস্মি বোধে আছ তুমি সমভাবে
ব্যতিক্রম কভু নাহি হয়।

পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আস্তিক্য, নাস্তিক্য, জ্ঞানে
করিতেছে মন অভিমান
অভিমান অনুরূপ হয় বৃত্তি বিবর্ত্তিত
তুমি সমভাবে বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণ্য, ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্ণাশ্রম অভিমানে
মোহগ্রস্থ হয় মূঢ় মন
বর্ণাশ্রম অসংশ্লিষ্ট অহংগ্রহ আত্মাতুমি
বিহীন উপাধি সর্ব্বক্ষণ।

ঘটাদি উপাধি যোগে ব্যাপী ব্যোম যেইরূপে
স্বতন্ত্র সসীম দৃষ্ট হয়
সেইরূপে বিভু আত্মা দেহাদি যোগে সসীম
পরমার্থে পরিচ্ছিন্ন নয়।

এই ব্যষ্টি অপেক্ষায় ব্যোমের সমষ্টি আখ্যা
ঔপাধিক, জীব-প্রকল্পিত
তদ্রূপ উপাধি হীন অদ্বিতীয় আত্ম সত্তা
জীব ও পরম নামান্বিত।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জীবাত্মা যদ্যপি অংশ
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যদি হয়
কিরূপে পূর্ণতা তাতে করিবে আরোপ বল
ব্রহ্ম তবে অপূর্ণ নিশ্চয়।

পরমার্থে এক আত্মা অনন্ত, ভূমা মহান্
সমষ্টি ব্যষ্টাদি বিবর্জ্জিত
স্বতন্ত্র জীব পরম পুরুষের বহুত্বাদি
ভ্রান্ত মত, যুক্তি বিরহিত।

ভিন্ন ভিন্ন দেহে যদি এক আত্মা ব্যাপ্ত হয়
একের সন্তাপে কেন সর্ব্বজন দুঃখী নয়?
একের আনন্দে কেন নহে সবে আনন্দিত?
অনেকের মোহে কেন নহে সবে বিমোহিত?

হইলে অনেক মুক্ত কেন সবে নাহি হয়?
করিয়া মীমাংসা ইহা ঘুচাও মম সংশয়।
"পুরুষ-বহুত্ব" সাংখ্য করিতেছে অঙ্গীকার
কিরূপে একত্ব বল সিদ্ধান্ত কর তাহার?

বিচিত্র বিভিন্ন ঘটে ক্ষুদ্র বৃহদাদি যত
"ভিন্ন ভিন্ন ব্যোম দৃষ্ট হয়
ঘটোপাধি ভেদে তাহা দেখা যায় ভিন্ন রূপ
পরমার্থে কভু ভিন্ন নয়।

ঘটের ঘূর্ণনে ব্যোম দৃষ্ট হয় বিঘূর্ণিত
কিন্তু উহা সমভাবে স্থিত
হ'লে ঘট অন্তরিত তা'র অন্তরস্থ ব্যোম
কভু নাহি হয় বিচলিত।

ঘট বিশেষের ধ্বংসে অপর ঘটের ধ্বংশ
কোন রূপে সম্ভাবিত নয়
ভগ্ন কিম্বা অন্যঘটে অবস্থিত ব্যোম তাতে
অবস্থান্তরিত নাহি হয়।

সেই রূপে সুখ দুঃখ বন্ধ মোক্ষাদি সকল
করে ভোগ ভিন্ন ভিন্ন মন
গুণাতীত আত্মতত্ত্বে বন্ধ মোক্ষাদি আরোপ
করে যত অনভিজ্ঞ জন।

বিচিত্র বিভিন্ন পাত্রে যদ্যপি রাখিয়া জল
এক পাত্র কর সঞ্চালন
অপর পাত্রের জল হবে তাতে আলোড়িত
সম্ভবে কি ইহা কদাচন ?

তদ্রূপ জীবের মন জলবৎ এক, কিন্তু
করে ভিন্ন দেহ অভিমান
একের দুঃখে আনন্দে অপরের সুখ দুঃখ
সেই হেতু নাহি হয় জ্ঞান।

দর্পণে হ'লে বিম্বিত স্বীয় এক প্রতিমূর্ত্তি
তার মধ্যে কর দরশন
হইলে দর্পণ ভগ্ন তার অগণিত খণ্ডে
দেখ স্বীয় মূর্ত্তি অগণন।

সেইরূপে যবে আত্মা মায়ায় প্রতিবিম্বিত
ভূমা, ব্রহ্ম বিষ্ণু অখ্যা তার
হইলে মনে বিম্বিত হয় আত্মা জীব আখ্য
মন ব্যষ্টি স্বরূপ মায়ার।

বৃহৎ দর্পণে বিম্ব লক্ষিত হয় বিশাল
প্রতি খণ্ডে ক্ষুদ্র দৃষ্ট হয়
কিন্তু যার প্রতিবিম্ব বৃহত্ব ক্ষুদ্রত্ব তার
সেই হেতু সম্ভাবিত নয়।

মন আর মায়াযোগে জীব, পরমাত্মা আখ্যা
ক্ষুদ্র বড় হইতেছে জ্ঞান
কিন্তু পরমার্থে আত্মা হয় ভূমা অদ্বিতীয়
সমভাবে সদা বিদ্যমান।

দর্পণের বহু খণ্ডে বিম্বিত তোমার রূপ
যেইরূপ বহু দৃষ্ট হয়
সেইরূপ বহু মনে দৃষ্ট হয় বহু আত্মা
পরমার্থে আত্মা বহু নয়।

রচিয়া নূতন সূত্র পঞ্চশিখাচার্য্য আদি
সাংখ্য মতালম্বী নানা জন
করেছে কপিল সূত্রে আয়তনে বৃহত্তর
তার সহ অনর্থ সাধন।

তত্ত্ব জ্ঞানাভাব হেতু করেছে সাংখ্য দর্শনে
পুরুষের বহুত্ব স্বীকার
সাংখ্যের অপর সূত্রে হইবে খণ্ডিত তাহা
কর যদি সম্যক বিচার।

"নিত্যমুক্তত্বম্" আর "ঔদাসীন্যং চেতি" এই
সূত্রদ্বয় করিছে প্রমাণ
পুরুষ সতত মুক্ত সর্ব্ব কর্ম্মে উদাসীন
দেখ ইহা করি প্রণিধান।

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা "কিন্তু" ন পুরুষঃ এই সূত্রে
করিয়াছে কত্তা নিরুপণ
কর্ম্মফল সুখ দুঃখ ভোগে মন, কিন্তু তাহা
পুরুষের না হয় কখন।

বন্ধমোক্ষে সুখ দুঃখে বৈষম্য দেখি জীবের
পুরুষের বহুত্ব স্বীকার
করিয়াছে পঞ্চশিখ, নাহি ছিল অবগত
বন্ধ মোক্ষ দুঃখাদি কাহার।

"বৈরাগ্যাৎ অভ্যাসাচ্চ" "বৃত্তি নিরোধাৎ তৎসিদ্ধি"
মনের, কি পুরুষের হয়?
হইবে তাৎপর্য্য বোধ বৈরাগ্য, বৃত্তির ভিত্তি
করিলে সম্যক নিরণয়।

নিত্যমুক্ত পুরুষের বন্ধন অথবা মোক্ষ
কোন কালে সম্ভাবিত নয়
উদাসীন পুরুষের বৈরাগ্যের অভ্যাসের
বল কিবা প্রয়োজন হয়?

অহঙ্কার কর্ত্তা ভোক্তা ত্রিবিধ তাপে তাপিত
সদাকাল হইতেছে মন
মনের বন্ধন মুক্তি বৈরাগ্য, অভ্যাস আর
বৃত্তির নিরোধে প্রয়োজন।

নিত্য মুক্ত উদাসীন আত্মা বা পুরুষ তুমি,
অদ্বিতীয়, শান্ত নির্ব্বিকার
বৃত্তির নিরোধে যবে হবে অহঙ্কার লুপ্ত
জানিবে স্বরূপ আপনার।'

হইবে লুপ্ত তখন দ্রষ্টৃত্ব দর্শন দৃশ্য
পুরুষের বহুত্ব বিচার
একত্বে বহুত্ব দৃষ্টি বন্ধ মুক্ত অবস্থাদি
ভাণ মাত্র তোমার মায়ার।

জানিলাম, উদাসীন বন্ধ মোক্ষ, গুণাতীত
এক অদ্বিতীয় আত্মা সর্ব্বদেহে ব্যবস্থিত।
কিন্তু আত্মেতর বিশ্ব, দেহ, অহঙ্কার, মন
প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, অনুভব্য সর্ব্বক্ষণ।
দ্রষ্টা হ'তে দৃশ্য ভিন্ন ইহাতে নাহি সংশয়
আমি দ্রষ্টা, দৃশ্যে মম হতেছে দ্বৈত প্রত্যয়।
যদি আত্মা, মন, বিশ্ব, পদার্থ তিন প্রকার
আত্মা ভূমা অদ্বিতীয় কিরূপে করি স্বীকার?

মন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনাদি
অথবা এ বিশ্ব, দেহ মন
সকল মায়ার ভাণ নহে পরমার্থে সত্য
দেখ, করি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

বিশ্বাতীত, বিশ্বময় ত্রিবিধ সত্তার তত্ত্ব
প্রাজ্ঞগণ করিছে নির্ণয়
প্রথমে "পারমার্থিক" দ্বিতীয় "ব্যবহারিক"
তৃতীয় "আভাস" সত্তা হয়।

তাহাই পারমার্থিক অদৃশ্য অজ্ঞেয় যাহা
দৃশ্য দর্শনের অধিষ্ঠান
যথা, রজ্জু অধিষ্ঠান দৃশ্যমান ভুজঙ্গের
হয় যবে সর্পে রজ্জু ভাণ।

মরুমাঝে জলাশয় শুক্তিতে রজত ভ্রম
স্বপ্নদৃশ্য মন-প্রকল্পিত
আভাস শব্দের বাচ্য, যার সাময়িক সত্তা
ক্ষণপরে হয় অন্তর্হিত।

ব্যবহারিক বিষয় হয় দৃষ্ট, ব্যবহৃত
তাহার অভাব নাহি হয়
কিন্তু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় প্রপঞ্চ মিথ্যা
"আভাসের" ন্যায় ভ্রান্তিময়।

রবির উদয় অস্ত দেখে জীব প্রতিদিন
পৃথ্বী ঘোরে দেখেনা কখন
নিষ্প্রভ চন্দ্রের প্রভা তাতে পৃথ্বী প্রতিভাত
করিতেছে সদা দরশন।

করে যেই জ্যোতির্ব্বিদ নির্ণয় পৃথ্বীর গতি
চন্দ্রমায় আলোকের ক্রম
অজ্ঞ মানবের প্রায় গতি ও জ্যোতি সম্বন্ধে
তাহারও থাকে দৃষ্টি ভ্রম।

জৈব মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আভাস, ব্যবহারিক
দৃশ্য রূপে যাহা বিশ্বময়
সকল অসত্য, কিন্তু যাহা সত্য, পরমার্থ
তাহা মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

স্বাপ্নিক বিষয় মিথ্যা, কল্পনা করিছে মন
রজ্জুতে ভুজঙ্গ রূপ করিয়াছি দরশন।
সূর্য্যোদয়, চন্দ্ররশ্মি যাহা সদা দেখা যায়
তাহাও ভ্রান্ত দর্শন দ্বিধা মম নাহি তায়।
কিন্তু এই দৃশ্যমান দীর্ঘ মহীরুহ গণ
এই নর, নারী, পশু করিতেছে বিচরণ।
এই দেহ যার সত্তা করি বোধ অনিবার
এ সকল ভ্রান্তি মাত্র কিরূপে করি স্বীকার।

বিচার করিয়া দেখ যখন হয় তোমার
রজ্জুতে ভুজঙ্গরূপ ভ্রম
আদি অন্তে থাকে রজ্জু মধ্যে ক্ষণেকের তরে
কর দরশন ভুজঙ্গম।

এই বৃক্ষ বা মানব নাহি ছিল পূর্ব্বকালে
কালক্রমে হবে অন্তর্হিত
একমাত্র বর্ত্তমানে "এই বৃক্ষ" "এই নর"
এইরূপ হ'তেছে প্রতীত।

আদাবন্তেচ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা
শাস্ত্র বাক্য করে নিরূপণ
রজ্জুতে ভুজঙ্গ প্রায় দৃশ্যমান বৃক্ষ নর
সেই হেতু ভ্রম দরশন।

দেখ পক্ষান্তরে, বৃক্ষ সংযোগে পঞ্চভূতের
নামরূপে হয় প্রকটিত
হলে ভূত বিশ্লেষণ বৃক্ষের স্বতন্ত্র সত্তা
কোন কালে নহে সম্ভাবিত।

ব্যোম বায়ু তেজ জল বিহনে ক্ষিতির সত্তা
প্রমাণিত হয় না কখন
হয় জল অন্তর্হিত ব্যোম বায়ু তেজ যদি
তাহা হ'তে কর বিশ্লেষণ।

ব্যোম, বায়ু সমন্বয়ে দাহ্য দীপ্তিময় তেজ
স্বতন্ত্র সত্তায় প্রকাশিত
বিনা ব্যোম, মরুতের অস্তিত্ব স্পন্দন গুণ
কোন রূপে নহে সম্ভাবিত।

সে ব্যোম ইন্দ্রিয়াতীত, পদার্থের অবকাশে
"নাস্তি" বোধে উপলভ্য হয়
ব্যোমের কারণ যাহা তাহা জৈব মনেন্দ্রিয়ে
কোন কালে অনুভব্য নয়।

এরূপ পঞ্চিকরণে হইতেছে প্রমাণিত
দেখ এবে করিয়া বিচার
অদৃশ্য অজ্ঞেয় কিছু হ'য়ে ক্রমে বিবর্ত্তিত
ধরিতেছে বৃক্ষের আকার।

নাম আর রূপ মাত্র হয় ব্যবহৃত বিশ্বে
কিন্তু যাহা হ'য়ে বিবর্ত্তিত
প্রকটিত নামরূপে, তাহার সত্তা, স্বরূপ
মানবের মনেন্দ্রিয়াতীত।

দেখ, পুন সেই বৃক্ষ হ'যে ক্রমে বিবর্ত্তিত
নয়নের অগোচর হয়
এসেছিল যেই পথে সে পথে করি গমন
হয় স্বীয় কারণে বিলয়।

অজ্ঞেয় পদার্থ কিছু ধবল তুষাররূপ
ধরিতেছে ক্রম বিবর্ত্তনে
সে তুষার পুনরায় ধরি জল, বাষ্পরূপ
লীন হয় অজ্ঞেয় কারণে।

এরূপে কারণ কার্য্যে আবার কার্য্য কারণে
সদাকাল বিবর্ত্তিত হয়
গচ্ছতি ইতি জগৎ সংসরতীতি-সংসার
নামরূপ স্থিতিশীল নয়।

জাগ্রতে প্রত্যক্ষ বস্তু মিথ্যা হয় স্বপ্নকালে
জাগরণে স্বপ্ন মিথ্যা হয়
সুষুপ্তি সময়ে পুন স্বপ্নে জাগরণে দৃষ্ট
মিথ্যা হয় সকল বিষয়।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি মনের ত্রিবিধাবস্থা
করিতেছ ভোগ অনিবার
কেবল জাগ্রত সত্য সুষুপ্তি স্বপন মিথ্যা
কি যুক্তিতে ক'ব অঙ্গীকার?

হয় সত্য অনুভূত যখন যেই অবস্থা
উপভোগ করে জীবগণ
সে'হেতু বিরুদ্ধ ধর্ম্মী অবস্থা ত্রিতয় মিথ্যা
জ্ঞানীগণ করে নিরূপণ।

অজ্ঞেয় অদৃশ্য সত্তা নাম রূপাত্মক বিশ্বে
যেইরূপে করে বিবর্ত্তন
জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্নে সেইরূপে বিবর্ত্তন
করিতেছে প্রতিদিন মন।

ব্যবহারিক সংজ্ঞক দ্রষ্টা দৃশ্য দরশন
পরমার্থে কভু সত্য নয়
যাহা পরমার্থ সত্তা জানিলে তাহার তত্ত্ব
মানব বন্ধনমুক্ত হয়।

পদার্থের রূপ হ'তে তার সত্তা বিশ্লেষণ
করিতে কি পারে কভু জীবের ইন্দ্রিয় মন ?
যত্র সত্তা তত্র রূপ, সর্ব্বত্রই দেখা যায়
রূপ বিনা সত্তা বোধ কভু কি সম্ভব পায় ?
নাম রূপে পরিণত সে সত্তা হয় যখন
স্বতন্ত্র অরূপ সত্তা কিরূপে থাকে তখন ?
সত্তা সৃষ্টি নাম রূপ সম্যক করি বিচার
কর তত্ত্ব নিরূপণ, ঘুচাও ভ্রম আমার।

করে জীব অনুভব অরূপ অজ্ঞেয় সত্তা
অন্ধকারে করিয়া শয়ন
নাহি তার নাম রূপ নাহি করে জৈবেন্দ্রিয়
সেই সত্তা দর্শন, স্পর্শন।

কি জানি কি আছে ঘরে ভাবি ভীত রোমাঞ্চিত,
হয় সে সময়ে জীবগণ
এইরূপে নামরূপ বিহীন সত্তানুভব
করিতেছে মানবের মন।

হইলে নিরুদ্ধ মন থাকে যেই স্বতঃ সত্তা
মন আর ইন্দ্রিয় অতীত
অহংগ্রহ আত্মা আখ্য। তাহার সম্যক্ তত্ত্ব
অতঃপরে হইবে বিবৃত।

ধরে যবে স্বর্ণ পিণ্ড নানাবিধ নামরূপ
স্বর্ণত্ব কি লুপ্ত হয় তার?
সুবর্ণ স্বর্ণ দৃষ্টিতে, হার বালা নামরূপ
অলঙ্কার দৃষ্টিতে তাহার।

জলত্ব থাকে অক্ষুণ্ণ যে সময়ে হয় জল
তরঙ্গ বুদ্বুদে বিবর্ত্তিত
সেরূপ কারণ সত্তা রূপাদির অন্তরালে
থাকে সদা সমভাবে স্থিত।

স্বপন সময়ে মন হয় যবে বিবর্ত্তিত
দ্রষ্টা আর দৃশ্য দরশনে
নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ মন
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় মনে।

করিয়া সৃজন, মন স্রষ্টৃত্ব হ'য়ে বিস্মৃত
দ্রষ্টা রূপে করে দরশন
করে ভোগ ভোক্তারূপে সুখ দুঃখ শোক ভীতি
স্পর্শন শ্রবণ আস্বাদন।

দৃশ্যের শরীর মন বৃত্তি কর্ম্ম কর্ম্ম ফলে
সেই মন হয় বিবর্ত্তিত
কিন্তু পরমার্থে মন ধরেনা সে সব রূপ
জাগরণে হয় প্রমাণিত।

সেই রূপে ধরে মায়া জড় জীব পরিপূর্ণ
এ অনন্ত বিশ্বের আকার
জৈব মন রূপে যাহা দ্রষ্টা ভোক্তা এ বিশ্বের
তাহা শুধু ব্যষ্টি রূপ তার।

যেই রূপে স্বপ্নে মন স্বাপ্নিক জীবগণের
মনের আকার নিজে ধরে
মনরূপ ধরি মায়া সেই রূপে সর্ব্ব বস্তু
দ্বৈত বোধে দরশন করে।

অবশে স্বভাব ক্রমে সৃজে স্বাপ্নিক বিষয়
নাহি কোন স্বাধীনতা তার
সেই হেতু ভীতিপ্রদ দুঃখদ বিষয় সৃজি
মুগ্ধ মন করে হাহাকার।

স্বাভাবিক ক্রমে মায়া ধরে বহু মনরূপ
মন ভোগে সুখ দুঃখ ভয়
হয় আত্ম জ্ঞানোদয়ে মায়া মন সুখ দুঃখ
দ্রষ্টা দৃশ্য সকল বিলয়।

অরূপ আকাশে রূপ যেইরূপে দৃষ্ট হয়
সেইরূপে প্রকটিত মনে স্বাপ্নিক বিষয়।
অদৃশ্য মায়ায় হয় দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ
কিন্তু মায়া কি প্রকার কি তাহার অধিষ্ঠান?

যেরূপে জাগ্রতে স্বপ্নে, থাকে মন বিদ্যমান
সহ ভাব বৃত্তি সমুদয়
কিন্তু সুপ্তি কালে পুন ভাব বৃত্তি ক্রিয়াসহ
স্বকারণে অন্তর্হিত হয়।

সেরূপ অনাত্মজ্ঞানে মায়া আর মায়া জাত
সকল পদার্থ দেখা যায়
হ'লে আত্মজ্ঞানোদয় হয় উহা তিরোহিত
রবিকরে অন্ধকার প্রায়।

অবিদ্যমানতা জ্ঞানে, অজ্ঞানে বিদ্যমানতা
মায়ার করিয়া দরশন
"নসতী নাসতী" সংজ্ঞা প্রদান করে মায়ার
তত্ত্বদর্শী আত্মজ্ঞানী গণ।

রজ্জু ভুজঙ্গম ভ্রমে হইলে রজ্জু নির্নীত
ভ্রান্তি সহ সর্প দূর হয়
সেই রূপে হয় দূর মায়িক পদার্থ, মায়া
হয় যবে আত্মজ্ঞানোদয়।

যথা ভুজঙ্গ ভ্রমের অধিষ্ঠান রূপ রজ্জু
কাল ত্রয়ে থাকে বিদ্যমান
সেইরূপ আত্মসত্তা মায়িক পদার্থ, মায়া
সকলের চির অধিষ্ঠান।

আত্মার স্বভাব মায়া তার অপরোক্ষ জ্ঞান
সম্ভবেনা অনাত্মজ্ঞ জনে
যথা তাবল্য বিষয়ে হয় না সম্যক্ জ্ঞান
সলিলের দর্শন বিহনে।

কিন্তু বিবেক সম্পন্ন জিজ্ঞাসু যদ্যপি করে
মায়া তত্ত্ব সম্যক বিচার
পাইতে পারে সে জন প্রকৃষ্ট মনন বলে
কথঞ্চিৎ আভাস তাহার।*

করিছে ঐন্দ্রজালিক অন্যে মুগ্ধ ইন্দ্রজালে
কিন্তু স্বীয় ইন্দ্রজালে নহে মুগ্ধ কোন কালে।
আপন মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আত্মা নির্বিকার
ধরে জীব রূপ, ইহা কিরূপে করি স্বীকার?

অহঙ্কার মনবুদ্ধি চিত্তাখ্য অন্তঃকরণ
সমষ্টিতে "মন" নামান্বিত
বৃত্তির সমষ্টি মন মায়ার ব্যষ্টি বিকাশ
বহু স্থলে হ'য়েছে বর্ণিত।

* সোহংগীতায় মায়াতত্ত্ব দেখ।

মনবুদ্ধি অহঙ্কার　　চিত্তের করি বিচার
করিলে সম্যক্ বিশ্লেষণ
দেখা যায়, অহঙ্কার　　দ্রষ্টা কর্ত্তা ভোক্তা, মন
চিত্তবুদ্ধি তাহার কারণ।

যদিও স্বপ্নরাজ্যের　　স্রষ্টৃত্ব দ্রষ্টৃত্ব উভ
স্থূল ভাবে আরোপিত মনে
কিন্তু অহঙ্কার দ্রষ্টা　　সে অন্তঃকরণ স্রষ্টা
দৃষ্ট হয় সূক্ষ্ম দরশনে।

যেইরূপে সুপ্তি হ'তে　　উত্থিত অন্তঃকরণ
স্বপ্ন রাজ্য করিছে বিস্তার
দেখিয়া স্বাপ্নিক দৃশ্য　　সুখ দুঃখ তাপ ভীতি
করিতেছে ভোগ, অহঙ্কার।

সেইরূপ মায়াশক্তি　　নিমিত্তোপাদান রূপে
বিশ্বজাল করিয়া বিস্তার
ধরি ব্যষ্টি মন রূপ　　হইতেছে দৃশ্যে মুগ্ধ
দ্রষ্টা দৃশ্য কুহক মায়ার।

জাগরণে কিম্বা স্বপ্নে　　মায়িক বা মানসিক
ইন্দ্রজালে মুগ্ধ অহঙ্কার
অহঙ্কার আবরণে　　আবৃত "অহং" তব
সেই হেতু এ ভ্রান্তি তোমার।

সত্তা ও সম্বিদ্‌রূপ অব্যভিচারী সে আত্মা
কভু নাহি হয় আবরিত
জৈব ঐশ ব্রাহ্মপদে সুপ্তি স্বপ্ন জাগরণে
সদা সমভাবে বিরাজিত।

মায়িক বস্তু, মায়ার যেই আত্মা অধিষ্ঠান
কিরূপে হইবে বল তা'র অপরোক্ষ জ্ঞান?
কিরূপে আত্মদর্শন, আত্ম-অনুভূতি হয়?
সম্যক্ করিয়া ব্যাখ্যা ঘুচাও ভ্রম সংশয়।

অনুভব, দরশন, জ্ঞানাদি শব্দ যদিও
আত্মতত্ত্বে ব্যবহৃত হয়
কিন্তু আত্ম দরশন কিম্বা আত্ম অনুভূতি
কোন কালে সম্ভাবিত নয়।

দ্বৈতদর্শী মানবের দ্বৈতার্থ ব্যঞ্জক ভাষা
দ্বৈতার্থ জ্ঞাপক শব্দ যত
অদ্বৈত আত্মবিচারে নিবর্ত্তিত হয় বাক্য
মন বুদ্ধি হয় প্রতিহত।

অগ্নির স্বরূপ, সত্তা সম্বন্ধে তত্ত্বাভিলাষী
শুষ্ক তৃণ গুচ্ছের মতন
হইয়া আত্ম জিজ্ঞাসু আত্মসত্তা স্পর্শ মাত্র
আত্মানলে ভস্ম হয় মন।

হইলে মন বিলুপ্ত কে করিবে অনুভব ?
আত্মা কভু উপলভ্য নয়
শুনি "আত্ম অনুভব" "আত্ম দরশন" শব্দ
অজ্ঞজীব মোহ মুগ্ধ হয়।

কিন্তু এই শব্দ বিনা আত্মতত্ত্ব বিচারের
কি উপায় আছে বল আর ?
অধিকারী, ভ্রান্ত শব্দে লভিয়া অভ্রান্ত তত্ত্ব
হয়ে যায় ভবসিন্ধু পার।

যথা নেত্র, দেখে দৃশ্য কিন্তু আপনার রূপ
কভু নাহি করে দরশন
সেইরূপে জ্ঞাতা তুমি জানিলেও সর্ব্ব বস্তু
আপনাকে জাননা কখন।

কিম্বা জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুত্রয় সমন্বয়ে
সর্ব্ব বস্তু জানে জীব গণ।
এই বস্তুত্রয় মধ্যে একের হ'লে অভাব
নাহি হয় জানা কদাচন।

জ্ঞাতা তুমি, জ্ঞেয় রূপে হও যদি পরিণত
তোমার জ্ঞাতৃত্ব লুপ্ত হয়
জ্ঞাতা জ্ঞেয় উভরূপে এককালে তব স্থিতি
সমাবেশ সম্ভাবিত নয়।

তোমার জ্ঞাতৃত্ব লোপে তোমাকে জানার তরে,
অন্য জ্ঞাতা হয় প্রয়োজন
সেই হেতু অসম্ভব হয় তব আত্মজ্ঞান
আত্ম অনুভূতি, দরশন ॥

অথাত আত্ম জিজ্ঞাসা সূত্র করি প্রণয়ন
অধিকারী, প্রয়োজন, আদি করি নিরূপণ।
আত্মজ্ঞান ফলাফল সকল করি বিচার,
আত্মা অবিজ্ঞেয় এবে করিতেছ অঙ্গীকার।
অসম্ভব হয় যদি আত্মজ্ঞান দরশন
অধিকারী নির্ব্বাচনে ছিল কিবা প্রয়োজন ?
অনর্থক বিতণ্ডায় হয় কিবা ফলোদয় ?
অথ, অতঃ জিজ্ঞাসাদি সহ গ্রন্থ ব্যর্থ হয়।

নহে ব্যর্থ "অধিকারী প্রয়োজন জিজ্ঞাসাদি"
যাহা কিছু করেছি বিচার
সম্যক্ মননে তব হইবে তাৎপর্য্য বোধ
বিদূরিত ভ্রম অন্ধকার।

ক্ষীণ দৃষ্টি হেতু যদি সূক্ষ্ম সরিষপ কণা
কোন জন দেখিতে না পায়
ধান্য সহ সরিষপ মিশ্রিত করিয়া যদি
বল ভাগ করিতে তাহায়।

সর্ষপ অদৃশ্য তার ধান্য মাত্র নেত্র গ্রাহ্য
কিন্তু যদি বুদ্ধিমান হয়
অদৃশ্য সর্ষপ ত্যজি করিলে বিভিন্ন ধান্য
কৃতকার্য্য হয় সে নিশ্চয়।

সেইরূপে অধিকারী বিবেক বৈরাগ্যবান্
প্রকৃষ্ট মুমুক্ষু প্রাজ্ঞজন
"নেতি নেতাতি" বিচারে করে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য
আত্মেতর বস্তু বিসর্জ্জন।

হইলে বিবিক্ত ক্রমে মন ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য
আত্মেতর সকল বিষয়
থাকে শেষে অবশেষ মনেন্দ্রিয় অগোচর
আত্ম সত্তা অব্যক্ত অব্যয়।

সেই পরমাত্মা তুমি তুমি পরমার্থ তত্ত্ব,
মিথ্যা দ্রষ্টা দৃশ্য দরশন
অনুভব অনুভব্য হয় লুপ্ত, যে সময়
যোগবলে রুদ্ধ হয় মন॥

বিষয়ে বহুল দুঃখ তাহাতে নাহি সংশয়
কিন্তু তার সহ বহু সুখ ও সম্ভোগ হয়।
করি সেবা স্তুতি নতি সুখী হয় ভক্তগণ
করেনা মুক্তি কামনা-আত্মনাশে আকিঞ্চন।

সর্ব্ব মনোবৃত্তি মম যত্তপি হয় বিলয়
জ্ঞান জ্ঞেয় সহ দুঃখ যদ্যপি বিলুপ্ত হয়,
সুখও হইবে লুপ্ত সুপ্তিতে হয় যেমন
কি আনন্দ আছে তাতে; কিবা মম প্রয়োজন ?

তব ইচ্ছা প্রয়োজনে হয় নাই দেহ জাত
যৌবন বার্দ্ধক্যে বিবর্ত্তিত
তব ইচ্ছা প্রয়োজনে নাহি হবে দেহরক্ষা
হ'বে যবে কাল উপস্থিত।

উদ্ভুত হ'য়ে সাগরে বিভিন্ন বহু বুদ্বুদ
কালবশে পুন লীন হয়
ইচ্ছানিচ্ছা অনপেক্ষ উৎপত্তি ধ্বংস তা'দের
উদ্ভুত পদার্থ নিত্য নয়।

সেরূপ মায়া সাগরে হয় সমুত্থিত, লীন,
স্বাভাবিক ক্রমে বহু মন
যখন হয় সময় লীন হ'তে হয় ইচ্ছা
করে নানা যত্ন আকিঞ্চন।

বিলুপ্ত হইতে ইচ্ছা নাহি হয় যেই মনে
হয় নাই তাহার সময়
সেই কাল সমাগমে বিবেক বৈরাগ্য আর
মুমুক্ষুত্ব স্বতঃ জাত হয়।

আপেক্ষিক সুখ দুঃখ ভোগীমন, কি জানিবে
আত্ম-আনন্দের পরিমাণ
বুদ্বুদস্থ জলবিন্দু জানে কি সিন্ধুর তত্ত্ব
করিলেও সতত সন্ধান ?

দাস যদি হয় সুখী করি নিত্য পদসেবা
স্তুতি নতি প্রার্থনা বিনয়
সেবক দাস অপেক্ষা সেব্য প্রভু সমধিক
সুখ বোধ করিছে নিশ্চয়।

তুমিই বিশ্ব কারণ সেবক মানব কুল
নানা নামে করি সম্বোধন
করিতেছে স্তব স্তুতি, দেখ স্বীয় ঐশরূপ
যোগ বলে রুদ্ধ করি মন।

অনাত্ম আত্মবিবেকে হয়েছে পূর্ব্বে নির্ণীত
আত্মা ও অনাত্ম বস্তু "আমি" "মম" নির্দ্দেশিত।
কিরূপে ত্যাজ অনাত্ম আত্মসংস্থ হয় মন
অথবা হয় নিরুদ্ধ, বল তার, বিবরণ।
পতঞ্জলি প্রোক্ত যোগ অনেকে করে অভ্যাস
রেচকে, পূরকে, আর কুম্ভকে নিরোধি শ্বাস;
প্রাণায়ামাদি অভ্যাসে কুম্ভকে রোধিলে প্রাণ
হয়কি সমাধি লাভ, উদিত একাত্ম জ্ঞান ?

যোগ সূত্রে উল্লিখিত সাধন, অভ্যাস, যোগ,
শব্দত্রয় করিলে মনন।
হইবে তাৎপর্য্য বোধ, প্রাণায়ামাদি সাধন
যোগ বাচ্য নহে কদাচন!

চিত্তবৃত্তি রোধ "যোগ", বিরাগী অভ্যাস বলে
চিত্তরোধে হয় ক্ষমবান।
অবিরাগী জীবতরে হয়েছে সাধন প্লান
সাধনের বিবিধ বিধান।

বিরাগী অভ্যাস বলে করি চিত্তরোধ যোগ,
স্বরূপে সংস্থিতি লাভ করে
অবিরাগীর সাধন একাগ্রতা লাভ কিম্বা
সবিকল্প সমাধির তরে।

পিপাসিতে পেয় আর ক্ষুধাতুরে অন্ন বিনা
অন্য বস্তু করিলে প্রদান
নাহি হয় পরিতৃপ্ত, জলে ক্ষুধা অন্নে তৃষা
কভু নাহি হয় নিরবাণ।

সেই হেতু পতঞ্জলি "সমাধি" বা "যোগ" পাদে
বীতরাগী মুমুক্ষুর তরে
অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং করিতে মন নিরোধ
প্রথমেই উপদেশ করে।

বৈরাগ্য বিহীন জন „অভ্যাসে" অনধিকারী
হয় পণ্ড তার পরিশ্রম
হয়েছে তাহার তরে তৎপরে "সাধন" পাদে
সাধনের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম।

সেই সাধনের বলে হইলে বিভূতি লাভ
করিবে বিচিত্র বহু ভোগ।
বিভূতি, বিষয় ভোগে হইলে পূর্ণ বৈরাগ্য
করিবে সে চিত্তরোধ-যোগ।

এবে অবিবেকী গুরু প্রাণায়ামাদি সাধন
শিষ্য নির্বিশেষে করে দান
পতঞ্জলির সাধনে কেহ দেয় "যোগ" আখ্যা
কেহবা অভ্যাস অভিধান।

হয়ে সেই যোগে যোগী অভ্যাসী সেই অভ্যাসে
করে শিষ্য আত্ম প্রবঞ্চনা
কিন্তু নাহি ভয় তাতে আসক্তি বন্ধন ছিন্ন
কিম্বা ধ্বংস বিষয় বাসনা।

সেই সাধনের বলে সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ
কে কবে করেছে দরশন ?
কোন স্থলে বাক্য ছলে কোথা ইন্দ্রজাল বলে
বঞ্চনা করিছে ধূর্ত্তগণ।

অর্গলে নিরোধি দ্বার সার্দ্ধ দ্বিহস্ত প্রমাণ
ঊর্দ্ধে কেহ করে আরোহণ
কাহারো বা আশীর্ব্বাদে রাজদ্বারে হয় জয়
রোগ মুক্ত করে কোন জন।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্য সূত্রোক্ত সাধন বলে
কভু কেহ লাভ নাহি করে
হয় বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য
প্রশস্ত সাধন তার তরে।

সূত্রোক্ত সিদ্ধির আশে করি বৃথা পরিশ্রম
করে ক্ষয় অমূল্য সময়
প্রাণায়ামাদি সাধনে নাহি হয় ভোগ যোগ
অনভিজ্ঞ প্রবঞ্চিত হয়।

কভু দেখি নাই আমি দূর শ্রোতা সিদ্ধ জন
টেলিগ্রাফে টেলিফোনে নিজেই করি শ্রবণ।
দূরদ্রষ্টা সিদ্ধযোগী মিথ্যা, বন্ধ্যাপুত্র প্রায়
যন্ত্র যোগে বহু দূরে সকলে দেখিতে পায়।
সিদ্ধের আকাশে গতি কে করেছে দরশন
করে ঊর্দ্ধে গতাগতি বিদেশী বিজ্ঞানীগণ।
সিদ্ধের দ্রুত গমন কভু কি প্রত্যক্ষ হয়?
বাষ্প যানে দ্রুতবেগে ভ্রমে জাব বিশ্ব ময়।

বিজ্ঞানী সাধন বলে লভিয়াছে কর্ম্ম যোগ
তাঁহাতে বিস্ময়ানন্দ করিছে সম্যক্ ভোগ।
করি সবিকল্প আখ্য একাগ্রতা আলম্বন
পতঞ্জলি প্রোক্ত সিদ্ধি লভিছে বিজ্ঞানীগণ।
সেজন সাধনে সিদ্ধ করেছে যে আবিষ্কার।
বাষ্প, তাড়িতের শক্তি, গুণ, নানা ব্যবহার।
অভিন্ন জড় চেতন করিছে যে প্রদর্শন
কে আছে সিদ্ধ জগতে নহে যদি সেই জন?
যোগজসিদ্ধি কল্পনা করিছে হিন্দু অন্তরে
কিন্তু বিজ্ঞানীর সিদ্ধি সর্ব্বজীব ভোগ করে।
পরমার্থ-পথে সিদ্ধি সাধনাদি অন্তরায়
সেহেতু মুমুক্ষুজন ঋদ্ধি সিদ্ধি নাহি চায়।
বুঝিয়াছি যোগী আখ্য নহে প্রাণায়ামীগণ
সাধনে হলেও সিদ্ধ রুদ্ধ নাহি হয় মন।
কিন্তু বিরাগীর মন কি অভ্যাসে রুদ্ধ হয়
কি অভ্যাস কর তুমি বল তাহা, মহাশয়।

ধন জন যশ মানে আসক্তি-বাসনা হীন
সংস্কার বিহীন মম মন
কোরাণ পুরাণ বেদ ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ববচিন্তা
যে সময়ে করে বিসর্জ্জন।

বলি তারে সে সময়ে চল মন, সঞ্চালিয়া
অভ্যাস বৈরাগ্য পক্ষদ্বয়
তুরীয় সংজ্ঞক সেই জীবের অজ্ঞেয় রাজ্যে
যেখানে ত্রিগুণ লুপ্ত হয়।

নাহি যথা মায়ামেঘ দ্বৈত জ্ঞান কুহেলিকা
অবিদ্যার অমা আবরণ
শত অর্ক সমপ্রভ আত্মজ্ঞান সূর্য্য যথা
দীপ্যমান থাকে সর্ব্বক্ষণ

নাহি মায়িক প্রপঞ্চ নাহি গ্রহ নাহি তারা
নাহি পৃথ্বী নাহি প্রভাকর
নাহি আলো অন্ধকার নাহি ধ্বনি নাহি নাদ
নাহি রব নাহি সুর স্বর।

নাহি জীব, সুখ, দুঃখ প্রেম প্রীতি হিংসা দ্বেষ
জন্ম মৃত্যু হান যেই দেশ
নাহি যথা জড় ভূত জড়ের শকতি গতি
বিবর্ত্তন স্পন্দনের লেশ।

নাহি যে দেশে সুষুপ্তি নাহি যথা স্বপ্নাবস্থা
নাহি যথা তন্দ্রা জাগরণ
কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়, বৃত্তি, হয় শান্ত সুপ্তপ্রায়
নাহি করে বিষয় গ্রহণ।

নাহি বন্ধ, নাহি মোক্ষ নাহি হ্রাস নাহি বৃদ্ধি
নাহি ধর্ম্ম অধর্ম্ম যথায়
পাপী পুণ্যবান সাধু সকল সমান যথা
প্রবেশের পথ নাহি পায়।

নাহি জাতি সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম যেই দেশে
দ্বারদেশে শেষ হয় জ্ঞান
কর্ম্ম ভক্তি যোগরূপ বিপথে বিভ্রান্ত জীব
না পায় দেখিতে যেই স্থান।

সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের নাহি ব্যাপ্তি যেই দেশে
সর্ব্বজ্ঞ জানেনা যেই দেশ
সর্ব্ব শক্তিমান যথা হয় অশক্ত অবশ
নাহি পারে করিতে প্রবেশ।

স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলে সৃজিত নহে যে দেশ
নহে জাত অণু সম্মিলনে
নহে প্রকৃতির কৃত হয় মায়া ছায়া প্রায়
যে দেশের প্রান্ত পরশনে।

শূন্য হ'তে মহাশূন্য যে দেশের উপাদান
লুপ্ত যথা জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান
জীবের কল্পনাস্রোত প্রবেশ করেনা যথা
প্রতিহত হয় অনুমান।

যথা "মহাকাল" গর্ভে নিমজ্জিত হয় "কাল"
নাহি থাকে দিন পক্ষ মাস
হয়না স্থান নির্ণীত ব্যোমাদি সকল যথা
আনন্ত্য ভূমত্ব করে গ্রাস।

যেই দেশে তুমি তিনি ইহা উহ্যাদি সংজ্ঞক
বিষয়ের "সর্ব্বনাম" যত
হইয়া যুক্ত পিণ্ডিত আত্ম সত্তার প্রতীক
"আমি" রূপে হয় পরিণত।

সেই নাস্তিময় দেশে হইয়া উত্থিত মন
দশদিক্ দেখে শূন্যাকার
এরূপ শুদ্ধ সংযত মনও নিরস্ত হয়
নাহি দেখে স্বরূপ আমার।

অতীতের স্মৃতি সহ সেই নাস্তিত্বের বোধ
হয় যবে বিস্মরণ তার
জলে জল-বিম্ব প্রায় হইয়া লুপ্ত আমাতে
মম সহ হয় একাকার।

আত্ম সত্তা কিম্বা "আমি" থাকি মাত্র বিদ্যমান
যাকে 'ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে বেদ
তথা আমি অদ্বিতীয় নাহি থাকে অন্য কিছু
আমাকে করিতে ব্যবচ্ছেদ।

নাম রূপাদি বিহীন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আমি
অনপেক্ষ অব্যক্ত অব্যয়
মম মায়া, তার ভাণ নাম রূপাত্মক বিশ্ব
সেই দেশে দৃষ্ট নাহি হয়।

মনের এই নির্ব্বাণে বলেছে নির্ব্বাণ বুদ্ধ
কেহ কহে অপরোক্ষ জ্ঞান
কেহ কহে নির্ব্বিকল্প নির্বীজ সমাধি কেহ
কিন্তু আত্মা সর্ব্বত্র সমান।

বুঝিনা কেমনে মন হয় এত অনুগত
ইচ্ছা মাত্র করে ত্যাগ পার্থিব বিষয় যত।
কি করিলে নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধিত হয়
কিসে হয় মন রুদ্ধ বল গুরু দয়াময়।

ক্রিয়াকৃত্য অনপেক্ষ হয় আত্ম অনুভূতি
করিয়াছি পূর্ব্বে উপদেশ
সমাধি সাধন পথে ব্যর্থ হয় সর্ব্ব কর্ম্ম
বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমের ক্লেশ।

যেই স্বাভাবিক ক্রমে হয় শ্রবণ মনন
নিদিধ্যাসনাদি সংসাধিত
সেই পরম্পরা ক্রমে হয় স্বভাবের বশে
আত্মতত্ত্বে মন সমাহিত।

না হ'লে স্বতঃ সঞ্জাত আশক্তি কিম্বা বৈরাগ্য
অনুজ্ঞায় কভু নাহি হয়
সমাধিও সেইরূপ হয় প্রাকৃতিক ক্রমে
উপদেশে উপলভ্য নয়।

কোমল শয্যা-শায়িত জীবের, উদ্‌ভ্রান্ত মন
করে ক্লেশে নিশি জাগরণ
সাম্য মন স্বভাবতঃ হয় সুপ্ত যথা তথা
হয় না শয্যার প্রয়োজন ;

সে'রূপ বিরাগী মন হয় স্বতঃ সমাহিত
চেষ্টা যত্নে নাহি প্রয়োজন
অবিরাগী মানবের উপদেশ চেষ্টা যত্নে
নাহি হয় সমাধি সাধন।

তথাপিও শাস্ত্র, গুরু মুমুক্ষু শিষ্যের প্রতি
করে অনুজ্ঞাদি ব্যবহার
সেই প্রথা অনুসারে কহিব সমাধি তত্ত্ব
অভ্যাসের প্রকৃত প্রকার।

নিঃশব্দ নিভৃত স্থানে সুখদ আসনে বসি
প্রত্যাহার করি তব মন
সকল বিষয় হ'তে, "আমি" বা আত্ম প্রতীকে
দৃঢ়রূপে কর, সংস্থাপন।

কিম্বা দ্বৈত জ্ঞান সহ বিষয় প্রপঞ্চ বিশ্ব
ভাবাভাব হইয়া বিস্মৃত
আত্মার প্রত্যক্‌রূপ "আমি আছি" এই জ্ঞানে
হও দৃঢ়রূপে, অবস্থিত।

সমাধির বহির্দ্বারে জাগ্রত প্রহরীদ্বয়
কষায় ও রস আস্বাদন
কষায় কঠোর স্বরে অপর মধুর-বাক্যে
করিছে প্রবেশ নিবারণ।

অন্তঃপুর-দ্বারদেশে বিক্ষেপ, লয় সংজ্ঞক
সচকিত দ্বারবান দ্বয়
বিক্ষেপ নিক্ষেপে দূরে লয় করে অচেতন
যদি কেহ অভিমুখী হয়।

কিন্তু বিবেকাখ্য বর্ম্মে সুসজ্জিত যার অঙ্গ
বৈরাগ্য মুকুট শিরে যার
দেখি তারে, সসম্ভ্রমে অবনত হয় দ্বারী
স্বতঃই প্রমুক্ত হয় দ্বার।

কষায়, রসাস্বাদন বিরক্তি ও সুখবোধ
যে বিঘ্নের নামান্তর হয়
অবিবেকী সাধকের হয় অন্তরায় উহা
বিবেকীর বিরাগীর নয়।

অভ্যাস সময়ে যদি অরুচি আলস্য হয়
তাহাই কষায় নামান্বিত
তীব্র মুমুক্ষুত্ব হীন নিম্ন অধিকারী মনে
হয় এই বিঘ্ন সংক্রামিত।

বিষয় বিস্মৃতি কিম্বা নাদ, জ্যোতি আলম্বনে
সাময়িক রস বোধ হয়
সেই রস আস্বাদনে লুব্ধ অবিবেকী মন
সমাধির উপযুক্ত নয়।

যদ্যপি হয় বিরক্তি অনাত্মে আনন্দ বোধ
অভ্যাসের নাহি অধিকার
ত্যজিয়া অভ্যাস, কর বিষয় সম্ভোগ, আর
নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার।

যদ্যপি বিবেক বলে হ'য়ে থাকে বিদূরিত
উল্লিখিত অন্তরায় দ্বয়
হয় মাত্র বর্ত্তমানে বিষয়ে বিক্ষেপ কভু
কভু সুপ্তি প্রায় লয় হয়।

হইলে "বিক্ষেপ" বিঘ্ন বিক্ষেপক বস্তু হতে
দুষ্ট মন করি প্রত্যাহার
রাখ আত্ম তত্ত্বে স্থিত, হইলে বিক্ষেপ পুন
এরূপ করিবে পুনর্ব্বার।

পুনঃ পুনঃ এ প্রযত্ন হইলে বিফল তব
বিষয় করিয়া পরিহার
বিষয় সহ সম্বন্ধ যোজনা করে যে বৃত্তি
তার তত্ত্ব করিবে বিচার।

মুগ্ধা নব বধূ ন্যায় দৃষ্টি মাত্র সেই বৃত্তি
লাজে ভয়ে হয় সঙ্কুচিতা
বৈরাগ্য অবগুণ্ঠনে হয়ে দ্রুত আবরিতা
অন্তঃপুরে হয় লুক্কায়িতা।

কিম্বা নিশীথিনী সতী ভানু-পরশন ভয়ে
যথা ক্রমে দূরে সরে যায়
বিবেক পরশে ভীতা প্রগল্‌ভা বৃত্তি সে রূপে
আপনিই অন্তরে লুকায়।

হ'লে বৃত্তি বিদূরিতা হয় বিষয় বিস্মৃতি
ক্ষণ মধ্যে আত্মসংস্থ মন
বিবেকীর পুনরায় বিক্ষেপক কোন বস্তু
বিচারের কিবা প্রয়োজন?

অথবা মনের দ্রষ্টা হয়ে থাক উপবিষ্ট
দেখ মন কোন পথে যায়
থাকিলে গৃহী জাগ্রত হইতে কি পারে চুরি?
ভীত হয় দেখিয়া দ্রষ্টায়।

প্রবল বৈরাগ্য বশে নিয়ত অভ্যাস বশে
ক্রমে মন আত্মসংস্থ হয়
আত্ম সংস্থ হ'লে মন থাকেনা স্বতন্ত্র সত্তা
হয় স্বীয় কারণে বিলয়।

লয়রূপ অন্তরায় করে সাধকের মনে
অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে আক্রমণ
জাগ্রত হইয়া জানে তাহার বিমূঢ় মন
সুপ্তপ্রায় ছিল কিছু ক্ষণ।

উৎসাহ উদ্যমশীল সবল সুস্থ সাধক
নাহি হয় লয়ের অধীন
লয় গ্রস্থ হয় শ্রান্ত, রুগ্ন, গুরুভোজীগণ,
অথবা যে বয়সে প্রবীন।

মিত পুষ্টিকরাহার মিতশ্রম সুনিদ্রায়
সুস্থ তৃপ্ত শান্ত যে সাধক
উৎসাহে বসে আসনে, লয় বা তন্দ্রা তাহার
নাহি হয় সমাধি বাধক।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে হয় যবে অন্তরিত
সমাধির বিঘ্ন চতুষ্টয়
আত্ম সংস্থ হয়ে মন হয় পূর্ণ আত্মহারা
তাহাই সমাধি বাচ্য হয়।

কষায় রসাস্বাদন নহে মম অন্তরায়
লয় ও হয়েছে লুপ্ত নাহি হয় বিঘ্ন তায়।
আসক্তি বাসনা কিছু নাহি কিন্তু মানে আর
হয়েছে বৃত্তি সংযত করিয়া সূক্ষ্ম বিচার।

সমাধি সাধন তরে করিতেছি প্রাণপণ
তথাপি কিহেতু হয় বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মন?
নাহি ভাবি যে বিষয় স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে
কেন তাহা সে সময় সমুদিত হয় মনে?

মানসিক ভাব বৃত্তি রাগদ্বেষ বৈরাগ্যাদি
হইতেছে সদা বিবর্দ্ধিত
অতীত বাসনা কত কত আসক্তির বস্তু
বর্ত্তমানে হয়েছে বিস্মৃত।

সলিলে বুদ্বুদ প্রায় উত্থিত হইয়া লুপ্ত
হইয়াছে কত রাগ দ্বেষ
প্রেমের কুসুম কত বিচ্যুত বৈরাগ্যবায়ে
আছে মাত্র দূর স্মৃতিলেশ।

বিবেক বৈরাগ্য বলে বাসনা আসক্তি যাহা
বর্ত্তমানে করিতেছে ক্ষয়
স্বাভাবিক ক্রমে তাহা সময়ে হইত ধ্বংস
কোন বৃত্তি স্থিতিশীল নয়।

বৈরাগ্য বৈরাগ্য বলি করে বৃথা আস্ফালন
বিষয় বিমুগ্ধ জীবগণ
সাধনের শেষ সীমা নহে উহা, কিম্বা নহে
সমাধির সাক্ষাৎ কারণ।

পশু পক্ষী পতঙ্গমে সজীব সর্ব্ব পদার্থে
আছে বিষয়ের সত্তাজ্ঞান
যেথানে জীবত্ব তথা আত্মেতর বস্তুজ্ঞান
কিম্বা দ্বৈতজ্ঞান বিদ্যমান।

বাসনা আসক্তি কিম্বা বিবেক বৈরাগ্য পেলে
বস্তু-সত্তা করিয়া আশ্রয়
জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী পদার্থের সত্তাবোধ
সহজে বিলুপ্ত নাহি হয়।

বাসনা আসক্তি কিম্বা বিদ্বেষাদি বৃত্তি, করে
সেই সত্তাবোধ দৃঢ়তর
আংশিক বৈরাগ্য বিনা বিষয় বিচার তরে
মন নাহি পায় অবসর।

বিবেকে হয়ে বিবুদ্ধ বৈরাগ্য, করে বিমুক্ত
বিষয়ের বিষম বন্ধন
সেইহেতু বৈরাগ্যের করিয়াছে, করিতেছে
প্রশংসা প্রবুদ্ধ বুধগণ।

প্রপঞ্চে মিথ্যা প্রত্যয় না হইলে, নাহি হয়
প্রত্যাহৃত প্রত্যভিজ্ঞা তার
কর এবিশ্ব বিলয় বিস্মৃতি বারিধি মাঝে
বারম্বার করিয়া বিচার।

বৈরাগ্য করে বিচ্ছিন্ন বিষয় সহ মনের
স্থূল সূক্ষ্ম সকল বন্ধন।
কিন্তু বিষয় বিস্মৃতি বিশ্বের নাস্তিত্ব বোধ
সমাধির প্রকৃষ্ট কারণ।

ক্ষণেকের তরে মম মন আত্ম সংস্থ হয়
পেয়েছি সমাধি স্বাদ তাহাতে, নাহি সংশয়।

যথা অগ্নি স্পর্শ মাত্র করে কর সংঙ্কোচন।
আত্ম সত্তা স্পর্শ মাত্র সেই রূপ করে মন।

কভু সমাধির দ্বার দেখি মুক্ত উদ্ঘাটিত
প্রবেশ করিতে যাই কিন্তু হয় আবরিত।
কদাপি প্রবেশ মাত্র অবিজ্ঞাত সেই স্থানে
হই দ্রুত নিষ্কাশিত বড় ব্যথা পাই মনে।
ধরিতে পারি না, কিন্তু করি সদা ধরি ধরি।
আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুঃখাগ্নিতে জ্বলে মরি।
কেমনে এ অন্তরায় হইতে পারে নিরাকৃত?
কি রূপে হইবে মন আত্মতত্ত্বে সমাহিত?।

আমি জীব "রাম, শ্যাম" এরূপ দৃঢ় সংস্কার
বদ্ধমূল আছে তব মনে
আমি গৃহস্থ সন্যাসী এরূপ সংস্কার বশে
কর কর্ম্ম স্বপ্ন জাগরণে।

অহরহ কর বোধ আপন স্বাতন্ত্র্য আর
আত্মেতর সকল বিষয়
দণ্ডেক আসনে বসি তোমার ভূমত্ব লাভ
কোন রূপে সম্ভাবিত নয়।

যত কাল কর্ত্তা রূপে করিতেছ কর্ম্ম তুমি
ভোগিতেছ শুভাশুভ ফল
পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন তুল্য, আত্মতত্ত্বে স্থিতি
তব তরে দুরাশা কেবল।

স্বাতন্ত্র্য ও কর্ত্তৃত্বের "বয়া" বান্ধি কটি দেশে
ঝম্প দিলে সমাধি সাগরে
কিরূপে পাইবে তল ? (যেই স্থলে আত্মারত্ন)
ভাসিবে সে জলের উপরে।

"বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি" কদাপি "খোকার পিতা"
"প্রেয়সীর পতি" নাহি হয়
দেহাত্মক অভিমানে সংসার সম্বন্ধ জ্ঞানে
ভুমত্ব ব্রহ্মত্ব লভ্য নয়।

নিদিধ্যাসনের বলে হয় মন সমাহিত
করিয়াছি পূর্ব্বে উপদেশ
নিদিধ্যাসন অভাবে হইতেছে এবে তব
বিফল অভ্যাস যত্ন ক্লেশ।

বাক্য বিনা যদি তুমি অক্ষম থাকিতে, তবে
আত্ম কথা কহ অনিবার
যদ্যপি ভাবিতে হয় কর সদা আত্ম চিন্তা
আত্মেতর করি পরিহার।

ইন্দ্রিয় করিবে কর্ম্ম কিন্তু আত্মতত্ত্ব ধ্যানে
নিরত থাকিবে সদা মন
মনেভাবে প্রিয়পতি হস্তে করে গৃহকর্ম্ম
যেরূপে প্রেমিকা নারীগণ।

প্রারব্ধে নির্ভর করি থাকিয়া শান্ত সন্তুষ্ট
হয়ে আশা চেষ্টা বিরহিত
দেখি নিয়তির কর্ম্ম জানিয়া নিয়তি কর্ত্রী
হবে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত।

হইয়া মনের দ্রষ্টা ভুলিয়া স্বীয় খণ্ডত্ব
সোঽহমস্মি ভাব অবিরত
নিয়ত মননে, সেই ভূমা সোঽহমস্মি ভাব
স্বভাবে হইলে পরিণত।

তাহাই নিদিধ্যাসন, যার বলে জ্ঞান যোগী
ক্ষণমধ্যে সমাহিত হয়
এই পথ প্রদর্শক "নান্যঃপন্থা" শ্রুতিবাক্য
ধ্রুব সত্য কভু মিথ্যা নয়।

আত্মতত্ত্বে স্থিতি যদি এত সাধনের ফল
তাহার চিরস্থায়িত্ব কিরূপে সম্ভবে বল।

শুভাশুভ কর্ম্মফল যেইরূপে ধ্বংস হয়
সমাধি ও তবে শেষ, হ'তেছে মম প্রত্যয়।

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়, এ চতুষ্টয়ে
আত্মাতেই অবস্থিত মন
হয় অসংস্থিত বাচ্য জাগ্রত ও স্বপ্নকালে
করে যবে বিষয় গ্রহণ।

বিষয় প্রপঞ্চ ত্যজি হয় মন সুপ্তিকালে
প্রতিদিন আত্মতত্ত্বে লয়
করিয়া বিষয় ত্যাগ আত্মায় সম্যক স্থিতি
মনের স্বভাব সিদ্ধ হয়।

সুষুপ্তির পূর্ব্বকালে যবে আত্মেতর বস্তু
দেহজ্ঞান, ত্যাগ করে মন
সেই সন্ধিস্থল, যাহা জাগ্রতের শেষাবস্থা
আর সুষুপ্তির পূর্ব্বক্ষণ।

অথবা সুষুপ্তি হ'তে যবে জাগরিত মাত্র,
কিন্তু নাহি হয় দেহ জ্ঞান
নাহি থাকে দ্বৈতবোধ, সুষুপ্তি ও জাগ্রতের
সেই সূক্ষ্মতম সন্ধিস্থান।

শাস্ত্রে ব্রহ্মলোক বাচ্য তাহাই সমাধি আখ্য
প্রতিদিন ভোগে জীবগণ
"সর্ব্বে প্রজা অহরহ গচ্ছন্তীহ ব্রহ্মলোকে"
কিন্তু তাহা জানেনা কখন।

সমাধি স্বভাব সিদ্ধ সেই হেতু নিত্য ইহা
প্রতিদিন ভোগ করে জীব
জাগ্রতে স্বপ্নে জীবিত সুষুপ্তিতে মৃত প্রায়
সমাধি সময়ে হয় শিব।

যদি আমি আত্মা, ব্রহ্ম, আমিই কার্য্য কারণ
যদি হয় সমাহিত অহরহ মম মন।
সমাধি সাধনে পুন কিবা প্রয়োজন বল,
বিবেক বৈরাগ্যে বল, হবে আর কিবা ফল?

করিতে অপনোদন এই "যদি" শব্দ সহ
সর্ব্বভ্রম সকল, সংশয়
বিবেক বৈরাগ্য বলে মনের সমাধি লাভ
অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

জাগ্রত সুপ্তির সন্ধি অতি সূক্ষ্ম ক্ষণস্থায়ী
অজ্ঞ জীব কভু নাহি জানে
করিলে মনন তাহা জানিতে পারে কেবল
তাহার অস্তিত্ব অনুমানে।

কেবল পরোক্ষ জ্ঞান নাহি করে তাপ দূর
নাহি করে ভ্রান্তি নিবারণ
সেই হেতু প্রয়োজন অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ
নির্বিকল্প সমাধি সাধন।

আছে মন মনোবৃত্তি উদ্ভিদে জড় পদার্থে
কিন্তু দৃষ্ট হয় সুপ্ত প্রায়।
পশ্বাদিতে মনোবৃত্তি নানাভাবে বিকশিত
অধিক উন্নত দেখা যায়

স্নেহ, প্রেম কৃতজ্ঞতা হিংসা, ক্রোধ, সুখ দুঃখে
হয় পশু নরের সমান
মনোরাজ্যে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন
করে তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

সেই জ্ঞান, জ্ঞানফল সমাধিতে, মানবের
যদি নাহি থাকে প্রয়োজন
দৈহিক পার্থক্য ভিন্ন পশু পক্ষী হ'তে নর
বল কোন গুণে বিলক্ষণ?

বুঝিলাম ভাবরাজ্যে পশু পক্ষী কীট নর
সকল সমান তাতে নাহি দ্বিধা অতঃপর।
আছে পশু পক্ষী কীটে দাম্পত্য প্রেম বন্ধন
স্নেহে যত্নে করে সবে অপত্য প্রতিপালন।
করিয়া কত আয়াস গৃহাদি করে নির্ম্মাণ
ভাবে ভাবী প্রয়োজন আগার্য্য করে সংস্থান।
আছে শিল্প মধুচক্রে আছে ভার্য্য মক্ষিকার
আপন শ্রেষ্ঠতে নর করে বৃথা অহঙ্কার।
পৌত্র দৌহিত্রাদি স্নেহে হয় নর বিজড়িত
থাকে বৃদ্ধ আমরণ মায়া মোহে বিমোহিত।
বয়স্থ স্বীয় সন্তানে পশু পক্ষী করে ত্যাগ
যতনে নির্ম্মিত গৃহে নাহি থাকে অনুরাগ।
পশ্বাদির ব্যবহারে সহজে প্রতীত হয়
স্বাভাবিক ক্রমে মনে বৈরাগ্য আছে নিশ্চয়।
সেই বৈরাগ্যের বলে পশু লভে আত্মজ্ঞান
নাহি দেখি কোন বাধা করিতে এ অনুমান।
বুঝিয়াছি সমাধিতে জীবের কি প্রয়োজন
বিনা অপরোক্ষ জ্ঞান নাহি হয় মুক্ত মন।
কিন্তু সমাহিত মন কি হেতু ব্যুত্থিত হয়?
কি হেতু স্বীয় কারণে নাহি হয় চিরলয়?

গতাগতি শিক্ষাতরে সেই রূপে হয় শিশু
শতবার উত্থিত পতিত
একবারে সমুত্থান গমন ধাবন তার
যেইরূপে নহে সম্ভাবিত।

আত্মতত্ত্বে স্থিতিতরে সতত করে প্রযত্ন
সেইরূপে আত্ম জ্ঞানীগণ
হয় তাতে প্রতিদিন সমাধি, পুন ব্যুত্থান
ভাবান্তরে উত্থান পতন।

নিয়ত অভ্যাস বলে ক্রমে সেই অবস্থায়
গাঢ়ত্ব স্থায়িত্ব বৃদ্ধি হয়
হয় প্রারব্ধের ক্ষয়ে বিদেহ কৈবল্য লাভ
আত্মায় মনের চিরলয়॥

ঘুড়ী উড়ে উর্দ্ধদেশে কিন্তু হয় ভূপতিত
যবে সূত্র করে আকর্ষণ
হ'লে সেই সূত্র ছিন্ন কোথায় হয় অদৃশ্য
আর নাহি দেয় দরশন।

প্রারব্ধের সূক্ষ্ম সূত্র থাকে যতকাল স্থায়ী
হয় যোগী জীবত্বে ব্যুত্থিত
হইলে সে সূত্র ছিন্ন অজ্ঞেয় অব্যক্ত রাজ্যে
চিরতরে হয় লুক্কায়িত।

সমাধিতে ব্রহ্মাবস্থা ব্যুত্থানে জীবত্ব ভোগ
করে জীবন্মুক্ত জ্ঞানীজন
সে হেতু অদ্ধ বিবেকী আখ্যায় আখ্যাত তারে
করিয়াছে শাস্ত্রকারগণ।

জীবত্বে ব্যুত্থিত যবে হয় জীবন্মুক্ত জন
তাহা হ'তে কিসে ভিন্ন হয় জীব সাধারণ ?
কি হেতু অদ্ধ বিবেকী আখ্যাজ্ঞের আখ্যা হয় ?
করি উপদেশ প্রভু ঘুচাও মম সংশয়।

ধর্ম্মাদি সংস্কার জন্য তার সাংসারিক তাপে
নহে তপ্ত জীবন্মুক্ত জন
কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ দেহের সম্বন্ধ হেতু
যেন ভোগ করে তার মন।

কভু লীলা খেলা ছলে হয় দেহেন্দ্রিয়ে যুক্ত
যেন হয় বিষয়ে জড়িত
কভু ত্যজি দেহেন্দ্রিয় ভোক্তা ভোগ ভোগ্য, তারা
দ্রষ্টারূপে থাকে অবস্থিত।

অজ্ঞের মনের ন্যায় তাহার প্রবুদ্ধ মনে
কভু নাহি থাকে মৃত্যু ভয়
আংশিক দেহ সম্বন্ধ থাকা হেতু, জীবন্মুক্ত
অদ্ধেক বিবেকী বাচ্য হয়।

পরমার্থে জীবন্মুক্ত দেহ মন ইন্দ্রিয়ের
দ্রষ্টা রূপে করে অবস্থান
দেহেন্দ্রিয় মন করে, সর্ব্ববিধ ব্যবহার
তাতে তা'র নাহি অভিমান।

করিতেছে চলিতেছে খাইতেছে ভোগিতেছে
অজ্ঞ জীব করে দরশন
কিন্তু দেখে জীবন্মুক্ত কর্ত্তা ভোক্তা সর্ব্বরূপে
ক্রিয়া করে দেহেন্দ্রিয় মন।

এরূপ মুক্ত অবস্থা অপর জীবের দশা
দেখ এবে, করিয়া বিচার
হবে পার্থক্য বোধ, থাকিবেনা দ্বিধা আর
ঘুচিবে অজ্ঞান অন্ধকার।

বন্ধ মোক্ষাতীত আত্মা কভু কর্ত্তা ভোক্তা নয়
জীবন্মুক্ত আখ্যা তার কিরূপে সঙ্গত হয়?
দেহেন্দ্রিয় মন কর্ত্তা, তাহা হ'তে বিলক্ষণ
অকর্ত্তা জীবন মুক্ত ক্যারে কর নিরূপণ?

হয় বৃত্তি চতুষ্টয়ে বিভক্ত অন্তঃকরণ
"অহঙ্কার চিত্ত বুদ্ধি মন"
"অহঙ্কার" কর্ত্তা ভোক্তা "চিত্ত বুদ্ধি মন" হয়
সর্ব্ব কর্ম্মে তাহার করণ।

অন্য বৃত্তি বিজরিত ভাব-ক্লিন্ন অহঙ্কার
ত্রিতাপ বন্ধন বোধ করে
বৈরাগ্যে হয় বিমুক্ত, ভাব-ক্লেদ তাপহীন
করি স্নান সমাধি সাগরে।

অন্য বৃত্তি, ভাব হ'তে বিমুক্ত সে অহঙ্কার
করে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য দর্শন
দেখে প্রারব্ধ প্রবাহে চালিতেছে ভোগিতেছে
দেহেন্দ্রিয় চিত্ত বুদ্ধি মন।

আমিত্ব, দেহাভিমানে ধরি অহঙ্কার রূপ
কর্ত্তৃত্ব বন্ধনে বদ্ধ হয়
ত্যজিলে দেহাভিমান আমিত্বই দ্রষ্টারূপী
থাকেনা কর্ত্তৃত্ব সে সময়।

হইয়াও দেহাশ্রিত দেহ অভিমান হীন
কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিরহিত
সমাধি সলিলে স্নাত বিশুদ্ধ সে অহঙ্কার
হয় জীবন্মুক্ত নামান্বিত ॥

উপদেশ কর দাসে মুক্তের সর্ব্ব লক্ষণ
করিতে পারি যাহাতে জীবন্মুক্ত নিরূপণ।
এই জন জীবন্মুক্ত এই জন মুক্ত নয়
জানিতে পারি যাহাতে না থাকে কোন সংশয়।

করি নেত্র নিমীলন শয়ন করে যদ্যপি
তব পার্শ্ব দেশে কোনজন
সেজন জাগ্রত সুপ্ত কিম্বা স্বপ্নরাজ্যে স্থিত
পার কি করিতে নিরূপণ ?

বন্ধন মুক্তি মনের কিন্তু সেই মন কভু
জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়
দেখিয়া বাহ্য লক্ষণ অমুক্ত মুক্ত বিচার
সেই হেতু অসম্ভব হয়।

আবাস দূরে যাহার করিতেছে সেই জন
দ্রুতপদে পথ পর্য্যটন
হইলে আবাস প্রাপ্ত পথিমধ্যে আর তারে
কেহ নাহি করে দরশন।

জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগ পন্থা চতুষ্টয়ে করে
মুমুক্ষু সাধক বিচরণ
আনন্দে আত্ম আবাসে আসীন আত্মজ্ঞ মুক্ত
ধর্ম্ম পথে করে না ভ্রমণ।

খাদ্য দ্রব্য অন্বেষণ রন্ধনাদি আয়োজন
করে ক্ষুধাতুর জীবগণ
হইলে বুভুক্ষা তৃপ্ত নাহি করে কোন কর্ম্ম
রন্ধন, ভোজন, আহরণ।

সে'রূপ, সাধন, শুদ্ধি বৈরাগ্যাদি দরশনে
হ'তে পারে মুমুক্ষু নির্ণীত
কিন্তু মুক্ত অবস্থায় হয় মন ধর্ম্মাধর্ম্ম
বিবেক বৈরাগ্য বিরহিত।

সাধন সাধ্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে
আছে জীবে বিভিন্ন সংস্কার
সেই সংস্কারের বশে নির্ণয় করে সাধক
করে ভাল মন্দের বিচার।

কন্থা কন্ঠী কমণ্ডলু কৌপীন কষায় বস্ত্র
মৃগাজিন পুণ্ড্র নামাঙ্কন
রুদ্রাক্ষ ভস্ম বিভূতি জটাজুট বংশ দণ্ড
ধুনিসেক গঞ্জিকা সেবন।

স্বেদ কম্প অশ্রু মূর্চ্ছা নাম জপ সঙ্কীর্ত্তন
মৌনব্রত পূজা উপবাস
প্রার্থনা স্তুতি ক্রন্দন আসন যম নিয়ম
রেচক পূরক রুদ্ধ শ্বাস।

অনাহার ফলাহার হবিষ্যাদি, সাধকের
সর্ব্ববাদী সম্মত লক্ষণ
কিন্তু কাহার হৃদয়ে খেলিতেছে কোন বৃত্তি,
পারে কি করিতে নিরূপণ?

দেখিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা কভু দেখি ইন্দ্রজাল
হয় জীব ভ্রমে নিপতিত
সেই হেতু হয় মুক্ত বহু স্থলে উপেক্ষিত
অনভিজ্ঞ ভণ্ড সম্মানিত।

সাধক সাধন সিদ্ধি আছে বহুবিধ বিশ্বে
এস্থলে বিচার্য্য তাহা নয়
বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা জীবন্মুক্তি নিরূপিত
নাহি হয়, জানিবে নিশ্চয়।

তথাপি দেখিবে যথা নাহি ঘৃণা নাহি লজ্জা
নাহি পাপ পুণ্যের বিচার
নাহি নিষ্ঠুরতা, দয়া অপকার উপকার
নাহি ধর্ম্ম অধর্ম্ম সংস্কার।

বর্ণাশ্রম ক্রিয়াকৃত্য বিধি প্রতিশেধ শাস্ত্র
সেই স্থলে নিবর্ত্তিত হয়
নাহি আসক্তি বাসনা নাহি বিবেক বৈরাগ্য
দেব কিম্বা মানবের ভয়।

নাহি মান অপমান নাহি ঔদ্ধত্য বিনয়
গুরু শিষ্যে নাহি কোন ভেদ
বেদান্ত বিভ্রান্ত যথা কোরাণ পুরাণ তুল্য
যেখানে অবেদ, হয় বেদ।

নাহি, দয়া প্রেমময় ঈশ্বরে আস্তিক্য বুদ্ধি
নাস্তিক্য বিহীন যেই স্থান
ভোজ্যাভোজ্য ত্যাজ্যাত্যাজ্য ভেদাভেদ নাহি যথা
ম্লেচ্ছ দ্বিজ সকল সমান।

কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞান এ চারি পন্থার চিহ্ন
যেই দেশে নাহি দেখা যায়
করিবে অনুসন্ধান জ্বালিয়া প্রজ্ঞাপ্রদীপ
জীবন্মুক্ত জনের তথায়।

পাষণ্ডে পাইবে তথা, কিম্বা পেয়ে জীবন্মুক্তে
হ'বে তব জনম সফল
পাষণ্ড কি জীবন্মুক্ত সেই তত্ত্ব নিরূপণে
প্রয়োজন তব বুদ্ধিবল।

করে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ বিমুক্ত আত্মজ্ঞগণ
শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্র করিতেছে নিরূপণ।
জানিতে জীবন মুক্তে, এবম্বিধ সর্ব্বজ্ঞান
কিহেতু নহে উপায় প্রকৃষ্টতম প্রমাণ?

অল্পজ্ঞ বহুজ্ঞ ভেদ আছে জীব-সাধারণে
বহুজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ বাচ্য হয়,
কিন্তু সীমাবদ্ধ মনে কোনরূপে কোন কালে
সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভাবিত নয়।

না হইয়া মন্ত্রবক্তা ঋষির ভাবে ভাবুক
সেই অবস্থায় অবস্থিত
ব্যাকরণে, ভাষাজ্ঞানে শ্রুতির তাৎপর্য্য বোধ
পণ্ডিতের নহে সম্ভাবিত।

সর্ব্বজ্ঞ শব্দের অর্থ সর্ব্ববিধ অনুভূতি
করিয়া সম্যক বিশ্লেষণ
যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বলে করিয়া সত্য সিদ্ধান্ত
করিব এ ভ্রান্তি নিরাসন।

সমাধি সময়ে লুপ্ত জ্ঞেয় বিশ্ব, সেই হেতু
সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভাবিত নয়
নহে দৃশ্য, জ্ঞেয়রূপে প্রকট "বিরাটে" যবে
দেখে যোগী বিশ্ব আত্মময়।

জীবত্বে হ'য়ে ব্যুত্থিত সসীম ইন্দ্রিয় যোগে
করে ক্রিয়া প্রমুক্তের মন
ইন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশে অবস্থিত বিষয়াদি
নাহি পারে করিতে গ্রহণ।

ব্রহ্মত্বে ঈশত্বে কিম্বা জীবত্বে, একালত্রয়ে
সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ নাহি হয়
জৈব মনঃ প্রকল্পিত ইত্যাকার সর্ব্বজ্ঞতা
মুক্তামুক্তে যুক্তি যুক্ত নয়।

দেখ যদি স্বপ্নকালে কতিপয় বন্ধু সহ
করিতেছ পথে বিচরণ
সে সময়ে পন্থা মধ্যে লম্বমান ভুজঙ্গম
যদি তুমি কর দরশন।

জীবিত কি মৃত সর্প বিষাক্ত কি বিষহীন
অরণ্য হইতে সমাগত
কিম্বা জলচর উহা, নিরূপণে, অনুমানে
যুক্তি তর্কে হও যদি রত।

যদ্যপি ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে প্রতিজন তার
সত্য নিরূপিত নাহি হয়।
জান তুমি নিঃসন্দেহে সর্পের সত্তা, স্বরূপে
সর্ব্বজ্ঞ তাহারা কেহ নয়।

জাগ্রত হইয়া জান দ্রষ্টাবন্ধু, দৃশ্য সর্প
মিথ্যা বস্তু মনঃ প্রকল্পিত
তখন সর্প সম্বন্ধে লাভ কর সর্ব্বজ্ঞতা
হও দ্বিধা ভ্রান্তি বিরহিত।

মায়া প্রকল্পিত বিশ্ব দৃশ্য, দর্শনের ভাণ
ভাবে সত্য অজ্ঞজীবগণ
প্রবুদ্ধ প্রমুক্ত জানে বিশ্ব মিথ্যা মায়াময়
সেহেতু সর্ব্বজ্ঞ বিশেষণ।

স্থাণুতে পুরুষ ভ্রান্তি হয় যবে অন্ধকারে
পারনা করিতে নিরূপণ
লম্পট দস্যু তস্কর অথবা সাধক সিদ্ধ
কিম্বা ভূত প্রেত সেই জন।

স্থাণুর স্বরূপ জ্ঞানে হয় যদি ভ্রান্তি দূর
জান তাহা মিথ্যা দরশন
পুরুষ বিষয়ে তুমি লাভ কর সর্ব্বজ্ঞতা
হয় দ্বিধা ভ্রান্তি হীন মন।

অবিদ্যার অন্ধকারে আত্মেতর রূপে, আত্মা
অনাত্মজ্ঞ দরশন করে
হয় তাতে দ্বৈত ভ্রান্তি, করে সদা আকিঞ্চন
দ্বৈত বস্তু জানিবার তরে।

নাম রূপ আবরণে আবৃত সত্তার তত্ত্ব
নাহি জানে বৈজ্ঞানিকগণ
জানিতে তত্ত্ব, বিজ্ঞানী দার্শনিক করিতেছে
অন্ধকারে হস্ত সঞ্চালন।

প্রজ্ঞার প্রভায় যবে অবিদ্যার দ্বৈতভাণ
নাম রূপ হয় বিদূরিত
দেখে মুক্ত, একমাত্র স্বীয় অদ্বিতীয় সত্তা
অধিষ্ঠান রূপে বিরাজিত।

আত্মা সত্য জগন্মিথ্যা মিথ্যা দৃশ্য, দ্বৈত জ্ঞান
জানে মুক্ত আত্মজ্ঞানীগণ
সেই হেতু হয় দৃষ্ট আর্য শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে
মুক্তের সর্ব্বজ্ঞ বিশেষণ।

দর্পণে দেখিয়া বিম্ব অন্য শিশু করি মনে
করে শিশু হস্ত প্রসারণ।
হইয়া বয়স্থ জানে প্রতিবিম্ব মাত্র তাহা
সে বিম্বের কারণ দর্পণ।

বিস্মিত শিশু সম্বন্ধে কারণ কার্য্য বিষয়ে
সে সময়ে সর্ব্বজ্ঞতা হয়
সহস্র দর্পণ মধ্যে দেখিয়া সহস্র মূর্ত্তি
আত্ম ছায়া জানে সে নিশ্চয়।

অধ্যাত্ম রাজ্যের শিশু দেখি বিশ্ব দ্বৈতবোধে
মগ্ন তার কারণ মননে
বয়স্থ আত্মজ্ঞ জানে স্বীয় প্রতিবিম্ব বিশ্ব
প্রতিভাত প্রকৃতি দর্পণে।

কারণ আত্ম সত্তায় যাহার আস্তিক্য বুদ্ধি
কার্য্যরূপ বিশ্বে নাস্তি জ্ঞান
কারণ কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সে মুক্ত, যুক্ত
শাস্ত্রীয় সর্ব্বজ্ঞ অভিধান।

অথবা "সর্ব্বিশ্চ, জ্ঞশ্চ" জ্ঞেয় জ্ঞাতা উভরূপে
আপনাকে জানে যেই জন
সেই আত্মতত্ত্ববিদ্ অভেদদর্শী প্রমুক্তে
প্রযুজ্য সর্ব্বজ্ঞ বিশেষণ॥

শতশত বিচক্ষণ বিদ্বান মানব গণ
লক্ষ লক্ষ জীব যারে করিছে অনুসরণ
ঈদৃশ পুরুষ ত্যজি, বিচার করি লক্ষণ
মুক্তের অনুসন্ধানে বল কিবা প্রয়োজন?

বিনা চর্চ্চা, নাহি হয় আয়ুর্ব্বেদ সুবিজ্ঞাত
জ্যোতিষে যে জন বিচক্ষণ
পক্ষান্তরে বিজ্ঞ বৈদ্য হয় অজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেদে
যদ্যপি না করে অধ্যয়ন।

বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক অজ্ঞ থাকে দার্শনিক তত্ত্বে
না করিলে তত্ত্বের বিচার
পক্ষান্তরে দার্শনিক না করি বিজ্ঞান চর্চ্চা
পারে কি করিতে আবিষ্কার?

দার্শনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদ বৈদ্যরাজ
নহে সর্ব্ব তত্ত্বে বিচক্ষণ
অজ্ঞাত বিষয়ে অজ্ঞ, স্বীয় বিজ্ঞাত বিষয়ে
নিপুণ, বিদ্বান্ প্রতিজন।

যে তত্ত্বে যে অনভিজ্ঞ তাহাতে ভ্রম প্রমাদ
পদে পদে প্রতিদিন হয়
অপরা বিদ্যা সম্পন্ন হবে পরা বিদ্যাবিদ্
কি যুক্তিতে, করিছ প্রত্যয় ?

আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ভাষাবিদ্ বস্তুবিদ্
আত্মজ্ঞে চিনিবে কি প্রকারে ?
বিদ্বান বা বিচক্ষণে করিয়ে অনুসরণ
বল, কোন যুক্তি অনুসারে ?

লক্ষ লক্ষ জীব মধ্যে জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞ গণ্য
হয় কোন জন, কদাচন
অবিদ্যার অন্ধকারে অন্ধ অভিভূত সদা,
থাকে অজ্ঞ জীব সাধারণ।

অসত্যে সত্য নিশ্চয় প্রত্যয় সত্য অসত্যে
হয়, যদি, তাহাই অজ্ঞান
এরূপ অজ্ঞতাবশে বিভ্রান্ত মানবকুল,
লাভ করে, অজ্ঞ অভিধান।

সেই হেতু বহু জীব বলে যারে সিদ্ধ, মুক্ত
হয় সে অমুক্ত প্রমাণিত
অমুক্ত অজ্ঞানী যদি বলে জীব সাধারণ্
হয় তাতে মুক্ত নিরূপিত।

বিজ্ঞানী করিলে মান্য অনেকে করিলে পূজা
জীবন্মুক্তি সিদ্ধ নাহি হয়
গড্ডলিকা প্রবাহের করিলে অনুসরণ
সত্য লাভ সম্ভাবিত নয়।
বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না হইলে সেই জন
কেন তাঁরে স্তুতি নতি করে জীব-সাধারণ?
উচ্চনীচ সকলের ভকতি প্রীতি সম্মান
অন্য জীবাপেক্ষা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব করে প্রমাণ।

বৃত্তির সমষ্টি মন, বৃত্তির স্বরূপ গুণ
জানে উচ্চ, নীচ জীব যত
মনোবৃত্তি বিশেষের পূর্ণতা দেখে যে স্থানে
তথা জীব হয় অবনত।

প্রেম ভক্তি দয়া ক্ষমা ভাবের বাহুল্য যদি
কোন জীবে করে দরশন
ভাবুক মানব তারে করে ভক্তি স্তুতি নতি
সিদ্ধ মুক্ত আখ্যা আরোপণ।

দেখিয়া অসাধারণ শক্তি, গুণ কোন জীবে
করে তারে অমানুষ জ্ঞান
দিয়া অবতার আখ্যা ভাবিয়া আরাধ্য, তারে
করে পূজা আরাধনা ধ্যান।

অযথা নিন্দার ন্যায় কাহারো অযথা যশ
লোক মুখে হয় প্রচারিত
তিলকে করিয়া তাল বর্ণনা করে মানব
অহরহ হ'তেছে লক্ষিত।

শুনি বহু লোক মুখে সেইরূপ যশোগান
ক্রমশঃ বিশ্বাস দৃঢ় হয়
সেই বিশ্বাসের বশে করে যবে দরশন
দেখে তারে সেই গুণময়।

কখনো চতুর কেহ সাজিয়া সিদ্ধের সাজে
করি ভক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি ভাণ
দেখাইয়া ইন্দ্রজাল শত শত অবিবেকী
শিষ্যগণে করে পরিত্রাণ।

মানবীয় ভাববৃত্তি শক্তি গুণাদি, মানব
জানে, পারে করিতে বিচার
করিতে পারে নির্ণয় কোন জন উচ্চ নীচ
কোন জন সমান তাহার।

জৈব গুণে শ্রেষ্ঠতর জীব, সর্ব্ব অবস্থায়
অপর জীবের পূজ্য হয়
কিন্তু শ্রেষ্ঠতম শক্তি ভাবে বৃত্তি গুণাদিও
দেয় না মুক্তির পরিচয়।

শ্রেষ্ঠতম ভাব বৃত্তি শক্তি গুণ সমুদয়
কি হেতু জীবন্মুক্তির নাহি দেয় পরিচয়?
কেন হয় ভাল মন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম একাকার
কোন্ বৃত্তি বশে, বল, করে কোন্ ব্যবহার?

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট আখ্য যে সকল ভাব বৃত্তি
অবস্থিত মানবের মনে
তাহার বিকাশ, ক্রিয়া সঙ্কোচাদি হয় সদা
আত্মেতর বস্তু আলম্বনে।

রাগ দ্বেষ বৈরাগ্যাদি খেলিছে সতত, করি
আত্মেতর বস্তু আলম্বন
আত্মেতর জগদীশে করিছে সাধকগণ
ভক্তি প্রীতি প্রেমাদি অর্পণ।

এক জীব অন্যজীবে করিছে করুণা, ক্ষমা
হইতেছে নিয়ত লক্ষিত
তোমাতে তোমায় ভক্তি ক্ষমা করুণাদি ভাব
কভু নাহি হয় সমুদিত।

দেখি বিশ্ব দ্বৈত জ্ঞানে ভাল মন্দ উচ্চ নীচ
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিছে বিচার
হ'লে দূর দ্বৈতবোধ হয় বিশ্ব আত্মময়
উত্তম অধম একাকার।

দেখিছে সমাধিকালে বিশ্বের নাস্তিত্ব, মুক্ত
বিরাটে ব্রহ্মাণ্ড আত্মময়
ব্যুত্থানেও দ্বৈতবুদ্ধি বিরহিত জীবন্মুক্ত
রাগ দ্বেষ হয়না উদয়।

প্রারব্ধ প্রবাহে কিম্বা পূর্ব্ব সংস্কারের বশে
দেহেন্দ্রিয় মন ক্রিয়া করে
দেখিয়াও নহে দ্রষ্টা করিয়াও নহে কর্ত্তা
অভোক্তা সে ভোগের ভিতরে।

জন কোলাহল মধ্যে নিঃসঙ্গ একক, সুধু
আত্মরূপ করে দরশন
নিবিড় বিজন বনে নহে মুক্ত সঙ্গহীন
আত্মতৃপ্তি সাথী সর্ব্বক্ষণ।

যোগে ভোগে কিম্বা রোগে মুক্তের অদ্বৈত বুদ্ধি
সদাকাল থাকে জাগরিত
সেই হেতু হর্যামর্ষ বিনির্ম্মুক্ত জীবন্মুক্ত
স্বাত্মানন্দামৃতে তিরপিত।

অব্যক্তা সাম্যা প্রকৃতি বিকাশে ত্রিগুণা, কিম্বা
প্রকৃতি বিকাশে গুণত্রয়
লয়াভিমুখিনী মায়া ত্রিগুণ করি সঙ্কোচ
হয় পুন অব্যক্তে বিলয়।

শক্তি বা গুণের ক্রিয়া প্রকৃতি বিকাশ কালে
হয় জীবে পূর্ণ বিকশিত
প্রকৃতি সঙ্কোচ কিম্বা জীবন্মুক্তি অবস্থায়
হয় গুণ, শক্তি, সঙ্কোচিত।

সে হেতু অসাধারণ শক্তি গুণ ভাব বৃত্তি
জীবত্বের সম্যক বিকাশ
দেখিয়া শক্তি গুণাদি হইয়াছে জীবন্মুক্তি
কি যুক্তিতে করিবে বিশ্বাস?

ত্রিবিধ অবস্থা যুত জীবন মুক্তে চিনিতে
তব জীবন্মুক্তি প্রয়োজন
জানিলে সেই অবস্থা কে তাহাতে অবস্থিত
পারিবে করিতে নিরূপণ।

কিরূপ ত্রিবিধাবস্থা ভোগে জীবন্মুক্ত জন
তাহার স্বরূপ, তত্ত্ব, কর ব্যাখ্যা ভগবন্।
প্রতি অবস্থায় তার কিবা অনুভূতি হয়
বিস্তৃত বর্ণনা করি ঘুচাও মম সংশয়।

সমাধি অবস্থা অগ্রে তৎপরে বিরাটাবস্থা
ততঃপর ব্যুত্থান সময়
মনের মুক্ত অবস্থা, প্রতিদিন জীবন্মুক্ত
ভোগে এই অবস্থা ত্রিতয়।

সম্যক বিরাগী মন হইয়া বিশ্ব বিস্মৃত
আত্মতত্ত্বে হয় নির্ব্বাপিত
মনোতীত সে অবস্থা । হয় অপরোক্ষ জ্ঞান
অথবা সমাধি নামান্বিত ।

মনের নিরোধ কিম্বা সমাধির ব্যাখ্যাকালে
করিয়াছি তাহার বিচার
ব্যতিত "নেতি নেতীতি" অজ্ঞেয় তত্ত্বজ্ঞাপনে
ভাষায় কি শব্দ আছে আর ?

সে অব্যক্ত তত্ত্ব হ'তে হইয়া উদ্ভূতা মায়া
বিশ্বরূপে বিকশিত হয় ।
যথা নিশি শেষে সূর্য্য হইয়া উদিত ঢালে
দশ দিকে রশ্মি দীপ্তিময় ।

কিম্বা উঠি সুপ্তি হতে যেই রূপে জৈব মন
স্বপ্নরাজ্য করিছে বিস্তার
অব্যক্ত হ'তে উত্থিতা হয়ে, সেই রূপে মায়া
ধরে এই বিশ্বের আকার ।

আমি (আত্মা) সে সময়ে মায়িক মিথ্যা প্রপঞ্চে
করি স্বীয় সত্তা অভিমান
জড় জীব সর্ব্বরূপে যেন আমি বিকাশিত
হয় মম এইরূপ ভান ।

দ্রষ্টা দৃশ্য দরশন দেশ কাল পাত্ররূপে
যেন আমি করি বিবর্ত্তন
যেন আমি সর্ব্বরূপে ভূত, ভূতজাত 'বস্তু'
রবি শশী গ্রহ তারাগণ।

ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ ব্রহ্মাদি নামে
সে সময় হই অভিহিত
আমার এ বিশ্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে
নানা ভাবে হয়েছে বর্ণিত।

শূন্য হ'তে মহাশূন্যে ঊর্দ্ধদেশে মূর্দ্ধা মম
উন্মীলিত নেত্র দিবাকর
মায়া শিল্পি নিরমিত দীপ্ত নক্ষত্র খচিত
চারু নভ নীলাভ অম্বর।

আমার দেহের উষ্মা তেজরূপে বিকীরিত
শ্বাস বায়ুরূপে প্রবাহিত
গতি শক্তি আকর্ষণ আমার স্পন্দন মাত্র
বিশ্ব রূপে আমি বিকশিত।

দর্পণের রূপভেদে ক্ষুদ্র বড় প্রতিবিম্ব
আপনার কর দরশন
বৃহত্বে ক্ষুদ্রত্বে কিন্তু নাহি হও পরিণত
সম ভাবে থাক সর্ব্বক্ষণ।

তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী মম সত্ত্বা বিশ্বরূপ
হয় পূর্ণতম সর্ব্বময়
অণু পরমাণুতেও মম সত্ত্বা পূর্ণতম
অংশ কিম্বা পরিচ্ছিন্ন নয়।

পরমাণু কিম্বা বিশ্বে জড়ে জীবে কিম্বা ভূতে
যাতে আমি করি অভিমান
আমার মায়ার ছায়া যেন আমার স্বরূপ
এইরূপ হয় মম জ্ঞান।

যখন দেহ বিশেষে হয় মম অভিমান
তাহাই জীবত্ব বাচ্য হয়
কিম্বা ধরে যেন মায়া সে সময়ে মনরূপ
ত্রিগুণ ত্রিবিধ তাপময়।

আমি জীবন্মুক্ত, যোগী, আমি অনুগত ভক্ত
আমি কর্ম্মী স্বর্গ অভিলাষী
চিত্তশুদ্ধি করি আমি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে
পর্য্যটন করি মক্কা কাশী।

আমি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ইহুদী খৃষ্টান জৈন
আমি বৌদ্ধ আমি মুসলমান
গীরজায় মস্‌জিদে মন্দিরে অথবা মঠে
সর্ব্ব স্থানে করি অবস্থান।

আমি গুরু আমি শিষ্য নাস্তিক ধার্ম্মিক আমি
আমি পিতা জননী সন্তান
একরূপে জন্মদাতা অপর রূপে প্রসূতি
অন্যরূপে করি স্তন্যপান।

বঞ্চক দস্যু তস্কর নরহন্তা রূপে আমি
রাজ দণ্ডে হ'তেছি দণ্ডিত
সিদ্ধ সাধু সদাশয় দয়াবান রূপে আমি
হ'তেছি পূজিত সম্মানিত।

মাতার স্নেহ চুম্বনে প্রেমিকার আলিঙ্গনে
ভক্তের আবেশে অশ্রুজলে
ভণ্ডের ভণ্ডনে ভাণে নহে অন্য কেহ আর
আমি বিরাজিত সর্ব্বস্থলে।

সিংহ ব্যাঘ্র দংষ্ট্রীরূপে করি সদা সংহনন
নিরীহ অদংষ্ট্রী জীবগণে
ধরি বিষধর রূপ করি বিষে জর্জ্জরিত
জন্তুগণে বিষাল দংশনে।

স্থাবর জঙ্গম দেহে ভোক্তারূপে সদা আমি
করিতেছি সকল ভক্ষণ
বিস্তারি করাল বক্ত্র ব্যাধি বা বার্দ্ধক্য দংষ্ট্রে
করি জীবগণে নিস্পেষণ।

কামান বন্দুক রূপে গভীর গর্জ্জনে আমি
করি জল স্থল প্রকম্পিত
সহস্র সহস্র বীর বিচ্ছিন্ন বিদীর্ণ দেহে
রণক্ষেত্রে হয় নিপতিত।

সেই হেতু "হন্তা" নামে শ্রুতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে
হইয়াছি আমি অভিহিত
পক্ষান্তরে ভক্ষ্যরূপে করি স্বীয় দেহ দান
অহরহ হতেছি ভক্ষিত।

আমার স্থাবর দেহ জঙ্গম করে ভোজন
কীটদেহ বড় কীটগণ
সেই কীটে ভক্ষে পক্ষী পক্ষীদেহ বৃহত্তর
অন্য জীব করিছে ভক্ষণ।

সর্ব্বভূক নব-রক্তে মশক উৎকুণ গণ
ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে
অগণিত কীটগণ করে আহার বিহার
মম নরদেহ অভ্যন্তরে।

দেহস্থিত প্রাণ যন্ত্র ভোজন করিয়া কীট
ব্যাধিরূপে করে আয়ুক্ষয়
স্থাবর জঙ্গম আখ্য ক্ষুদ্র বড় মম দেহ
এক অপরের ভক্ষ্য হয়।

এই রূপে দ্রষ্টা দৃশ্য ভোক্তাভক্ষ্য সর্ব্বরূপে
যেন করি সে কালে বিহার
কিন্তু পরমার্থে, এই দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব সর্ব্ব
ভাণ মাত্র আমার মায়ার।

রজ্জুত্ব নাহি ভুজঙ্গে সর্পত্ব নাহি রজ্জুতে
কিন্তু ভ্রমকালে দেখা যায়
সেরূপ আমাতে বিশ্ব কিম্বা এই বিশ্বে আমি
অধ্যাসিত হ'তেছি মায়ায়।

বিরামে বিরাটাবস্থা হয় পুন দেহ জ্ঞান
ক্ষুধা তৃষ্ণা আবার উদয়
কিন্তু জানি জৈবাবস্থা অথবা বিরাট ভাব
তাত্ত্বিক স্বরূপ মম নয়।

এ বিশ্ব মায়ার ভাণ মায়াময় বিশ্বরূপ
মায়িক বিরাট অভিমান
মায়াতীত মনোতীত অজ্ঞেয় অব্যক্ত আমি
নাহি মম কোন অভিধান।

ব্রহ্মা বিষ্ণু জগদীশ গড্ খোদা বলি মোরে
ভক্ত জীব করে আবাহন
নাহি করে অনুভব তাঁদের আমিত্ব মধ্যে
আত্মা রূপে আমি সর্ব্বক্ষণ।

দেহান্তে সুদূর স্বর্গে ধার্ম্মিক মানবগণ
মম দরশন আশা করে
কিন্তু নাহি করে যত্ন দেখিতে আত্মরূপী
মম সত্তা তাদের ভিতরে।

পূর্ণতা স্বীয় বৃত্তির আমাতে করি আরোপ
ডাকে "প্রেমময়" "দয়াময়"
কে দিবে উত্তর তার ? আমার নির্গুণ সত্তা
তাদের আমিত্ব ভিন্ন নয়।

'সাগরে সেতু বন্ধন ক্ষুদ্র গিরি উত্তোলন
রক্ষ যক্ষ অসুর নিধন
জৈব শক্তি জৈব কর্ম্ম আমাতে করি আরোপ
করে অবতার নিরূপণ।

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণে শূন্য দেশে যেই শক্তি
চিরকাল করিছে ধারণ
হ'য়ে বদ্ধ যে শক্তিতে অসংখ্য সৌর জগৎ
চক্রাকারে করিছে ভ্রমণ।

যে শক্তিতে হ'য়ে চূর্ণ গ্রহ উপগ্রহ গণ
অণুরূপে অনন্তে লুকায়
শত সহস্র মার্ত্তণ্ড যে প্রচণ্ড শক্তি বশে
স্বীয় তেজে ভস্ম হয়ে যায়।

যে শক্তিতে জড় জীব হইতেছে জাত মৃত
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবর্ত্তিত
অবতারাখ্য জীবের আবির্ভাব তিরোভাব
যে শক্তিতে হয় নিয়মিত।

সেই মায়াশক্তি, মম স্পন্দন, জৃম্ভন মাত্র
এই বিশ্ব বিকাশ তাহার
আরোপ করি আমাতে ক্ষীণশক্তি, মতিহীন
কল্পনা করিছে অবতার।

পরমার্থে মায়াময় শক্তি জ্ঞান গুণ ক্রিয়া
আমি সর্ব্ব উপাধি বিহীন
জানে মোরে আত্মারূপে আত্মজ্ঞানী যোগিজন
আত্মতত্ত্বে হয় যবে লীন।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্ম অনুভূতি হয়
তৎপরে বিরাট আখ্য বিশ্বরূপ মায়াময়।
আত্মার দ্বিবিধ তত্ত্ব করি যোগী দরশন
ব্যুত্থানে জীবাবস্থায় করে পুনঃ বিচরণ।
বিরাটে, সমাধিকালে, হয় মন অন্তর্হিত
কিরূপে স্মৃতি তাহার হয়, বল, সম্ভাবিত?
যদি থাকে স্মৃতি তবে কিভাবে সে মুক্তজন
করে সর্ব্ব ব্যবহার বিষয়াদি আহরণ?

সমাধি কিম্বা বিরাটে মুক্তের বিশুদ্ধ মন
কভু নাহি হয় অন্তর্হিত
তাহা হ'লে, প্রত্যভিজ্ঞা, বিজ্ঞান-সহ ব্যুত্থানে
জীবন্মুক্তি নহে সম্ভাবিত।

কনকে কটক কিম্বা বারিতে বুদ্বুদ প্রায়
হ'য়ে সর্ব্ব উপাধি বর্জ্জিত,
হয় যবে চির লীন নাহয় ব্যুত্থান, তাহা
বিদেহ কৈবল্য নামান্বিত।

বৈরাগ্য প্রভাবে মন করিয়া বৃত্তি সঙ্কোচ
হয় আত্ম সাগরে মজ্জিত
মায়া সহ পুনরায় ভাসিয়া উঠি বিরাটে
পূর্ব্ব ভাবে হয় প্রকটিত।

করিয়া অবগাহন যেইরূপে সিক্ত গাত্রে
সমুত্থিত হয় দেহীগণ
সমাধি সলিলে স্নাত বিরাট বারিতে সিক্ত
হয় সেইরূপে মুক্ত মন।

সিক্ত দেহে জলকণা যেইরূপে থাকে লগ্ন
সেইরূপে আভাস কিঞ্চন
থাকে সে ব্যুত্থিত মনে, করি তাহা আলম্বন
করে সেই অবস্থা বর্ণন।

দেখি সেই জলবিন্দু সিন্ধুর স্বরূপ, অন্যে
পারে কি করিতে অনুমান ?
সে আভাস, জৈবভাষা আলম্বনে, অবিবেকী
কি বুঝিবে একাত্ম বিজ্ঞান ?

জীবন মুক্তের মনে সমাধি ও বিরাটের
থাকে যেই সামান্য সংস্কার
তাহাতেই বিসদৃশ হয় তার বুদ্ধিবৃত্তি
জাগতিক সর্ব্ব ব্যবহার।

কিরূপ সংস্কার যোগে কিদৃশ বুদ্ধির বশে
মুক্ত কোন্ ব্যবহার করে
করিব বিস্তৃত ব্যাখ্যা। তব সন্দিগ্ধ চিত্তের
ভ্রম দ্বিধা সংশোধন তরে।

সমাধির ভূমা "আমি" মায়ার বিকাশ সহ
বিশ্বরূপে হই বিবর্ত্তিত
সেই সর্ব্ব অভিমানী "আমি"ই বিচিত্রদেহে
জীবরূপে হই ব্যবস্থিত।

সমাধি বিরাটে আর জীবত্বে পর্য্যায় ক্রমে
করি আমি নিত্য পর্য্যটন
কিন্তু "আমি" ভিন্ন, কোন স্বতন্ত্র চেতন সত্তা
কভু নাহি করি দরশন।

থাকিলে ঈশ্বর কিম্বা চিদ্‌ঘণ ঐশ মূর্ত্তি
পাইতাম তাহার সন্ধান
নহে যোগে অনুভব্য জীবন্ত প্রমাণ সিদ্ধ
সেই হেতু করি প্রত্যাখ্যান।

ত্রিকালে অসিদ্ধ ঈশে কিরূপে করি বিশ্বাস
স্তুতি নতি ভজন সাধন
করিব প্রার্থনা কিবা ? নিত্যতৃপ্ত পূর্ণ আমি
নাহি মম ভীতি, প্রয়োজন।

আমার অভিন্ন সত্তা প্রকাশে প্রয়াস যার
সেই গ্রন্থ পরমাপ্ত বেদ
বাল-বাচালতা তাহা যেই শাস্ত্র আমা হ'তে
জীব জড়ে করে ব্যবচ্ছেদ।

ঊর্দ্ধে অধে দশদিকে অজীব জীব সংজ্ঞক
ক্ষুদ্র বড় যাহা দৃষ্ট হয়
সকলের অধিষ্ঠান কিম্বা আত্মারূপে আমি
সত্তা রূপে আমি সর্ব্বময়।

জাতি বর্ণাশ্রম ভেদ কিরূপে করি স্বীকার
সর্ব্বদেহে আমি বিদ্যমান
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ শূদ্র সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী
খৃষ্টান অথবা মুসল্মান।

চোর দস্যু ব্যভিচারী প্রবঞ্চক পাষণ্ডের
আত্মারূপে আমি অবস্থিত
জিতেন্দ্রিয় অত্যাচারী সাধু মহান্তের দেহে
দেহীরূপে আমি বিরাজিত।

নাস্তিক পাষণ্ড ভ্রষ্ট করে যদি সম্বোধন
তাতে মম নিন্দা নাহি হয়
সজ্জন সন্ন্যাসী জ্ঞানী যদি কভু কহে কেহ
নিতান্ত অলীক তাহা নয়।

প্রশংসা বা নিন্দা তরে জীবের ভাষায় যত
আছে শব্দ, বাক্য বিশেষণ
আমাতে হয় সঙ্গত, যখন করে আরোপ
রাগ দ্বেষ বশে জীবগণ।

আমি নিন্দ্য, নিন্দাকারী আমিই স্তুত্য, স্তাবক
সর্ব্ব জীব স্বরূপ আমার
সেই হেতু নাহি হয় নিন্দা স্তুতি প্রশংসায়
হর্ষামর্ষ——চিত্তের বিকার।

সর্ববিধ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম ভক্ষ্যাভক্ষ্য
আমাতেই হয় সমাবেশ
নাহি মম ত্যাজ্য গ্রাহ্য হেয় উপাদেয় বোধ
নাহি স্পৃহা অনুরাগ দ্বেষ।

কিম্বা মূর্ত্তামূর্ত্ত যাহা বিষয় সংজ্ঞক বিশ্বে
সকল মায়িক মিথ্যাভাণ
মায়াময় দেহেন্দ্রিয় করে শুভাশুভ কর্ম্ম
তাতে মম নাহি অভিমান।

পদ্ম পত্রে পয়ঃ প্রায় নির্লিপ্ত নির্ম্মল আমি
দ্রষ্টা রূপে করি দরশন—
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপুণ্য সুখ দুঃখাদি আমার
স্পর্শ নাহি করে কদাচন।

নির্লিপ্ত অকর্ত্তা তুমি কিরূপে করি প্রত্যয়
তোমার কর্ত্তৃত্বে এই গ্রন্থ কি লিখিত নয়?
ধর্ম্ম-সম্প্রাদায়ীগণে করিতেছ হেয় জ্ঞান,
তাঁদের সাধ্যসাধন করিতেছ প্রত্যাখ্যান।

সমাজিক রীতি নীতি করিতেছ আক্রমণ
তীক্ষ্ণবাণ সম বাণী নিয়ত করি বর্ষণ।
সর্ব্বত্র সম দর্শন, সর্ব্ব দেহে অভিমান
তোমার এ ব্যবহার কভু কি করে প্রমাণ?

জড় জীব পরিপূর্ণ বিচিত্র বিশ্ব সংসার
সৃষ্টি, স্থিতি লয় মায়াময়
যে শক্তিতে হয় সৃষ্টি তাহাতেই হয় স্থিতি
তাহাতেই পুনঃ লীন হয়।

উত্থান পতনশীল মায়ার বিচিত্র চক্র
ঘূর্ণিত হ'তেছে অবিরত
সেই সহ জড় জীব রাজ্য জাতি সম্প্রদায়
হ'তেছে উত্থিত অবনত।

যে শক্তিতে নিশাকালে দৃশ্যমান এই বিশ্ব
অন্ধকারে হয় আবরিত
প্রভাতে সে শক্তিতেই প্রদীপ্ত রবি কিরণে
সর্ব্ব বস্তু হয় প্রকাশিত।

সেই মায়া আখ্য শক্তি ধরিয়া অবিদ্যা রূপ
মোহ-মুগ্ধ করে জীবগণে,
বদ্ধ হয় জীবগণ অধর্ম্ম ধর্ম্ম সংস্কার
আর অন্ধ-বিশ্বাস বন্ধনে।

প্রথমে পুতুল, পরে পুত্র পরিজন সহ
খেলে জীব, তাহাই সংসার
করে শেষে ধর্ম্ম ক্রীড়া কল্পনা-ক্রীড়া-কেতনে
সহ ঈশ, ঈশ-অবতার।

সংসারে আসক্তি, আশা, নিরাশা ভীতি সন্তাপে,
জীবগণ হয় সন্তাপিত
নহে ধর্ম্ম রাজ্য, ভীতি ভক্তি প্রেমাখ্য আসক্তি
আশা নিরাশাদি বিরহিত।

সংসার ও ধর্ম্ম তরে হইয়া আত্মবিমুখ
আত্মেতরে মন সদা ধায়
সেইহেতু সংসার খেলা ধর্ম্মাখ্য সর্ব্ব সংস্কার
আত্মজ্ঞানে হয় অন্তরায়।

অবিদ্যা বৃক্ষের ফল সংসার, ধর্ম্ম সংস্কার
তিক্ত মিষ্ট সংমিশ্রিত স্বাদ
নাহি হয় ভোগে তৃপ্তি নাহি হয় ত্যাগে স্পৃহা
ভাবে দুঃখ অভাবে প্রমাদ।

স্মৃতিকার সংস্কারক প্রচারক অবতার
সিদ্ধ, রূপ করিয়া ধারণ
রক্ষিতে সংসার, ধর্ম্ম, অবিদ্যা বৃক্ষের মূলে
করে মায়া সলিল সিঞ্চন।

পক্ষান্তরে বিদ্যারূপে হয়ে মায়া প্রকটিতা
কভু কোন কোবিদ-অন্তরে
প্রজ্ঞান-তীক্ষ্ণ-কুঠারে ফল ফুল পত্র সহ
সেই বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করে।

কিন্তু নাহি হয় ধ্বংস, সেই অবিদ্যাখ্য বৃক্ষ
মূল হ'তে হয় অঙ্কুরিত
নবীন অঙ্কুর, ক্রমে ধরি নব তরু রূপ
ফল ফুলে হয় সুশোভিত।

নব ধর্ম্ম নব নীতি নব সামাজিক রীতি
নব ভাবে অভ্যুদিত হয়
অনাদি কাল হইতে এইরূপে করে ক্রীড়া
মায়ার বিরোধী শক্তি দ্বয়।

ধরি মায়া এবে, এই দেহেন্দ্রিয় মনরূপ
আত্মতত্ত্ব করিছে প্রচার
গ্রন্থকর্ত্রী সেই মায়া বিচার, যুক্তি, প্রমাণে
রুক্ষ বাক্যে কর্ত্তৃত্ব তাহার।

গ্রন্থের কি ফলাফল হ'তেছে হইবে পরে
তাতে মম কিবা প্রয়োজন?
সে চিন্তা করিবে মায়া যার প্রেরণায় কর্ম্ম
করিতেছে দেহেন্দ্রিয় মন।

নিয়তির দ্রষ্টারূপে শান্ত উপবিষ্ট আমি
নাহি মম কর্ত্তৃত্বাভিমান
নাহি হেয় উপাদেয় আত্মপর উচ্চনীচ
মম তরে সকল সমান।

অবিদ্যা ও বিদ্যারূপা সুতা সহ, মায়া যবে
অন্তঃপুরে অন্তর্হিতা হয়
থাকি আমি একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা
হয়, দৃশ্য দর্শনাদি লয়।

সেই পরমাত্মা তুমি নহ তুমি দেহ মন
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ
ঘটাদিতে ব্যোম মত মায়িক উপাধি যোগে
আত্মা, আত্মেতর ব্যবচ্ছেদ।

পশুরাজ-সিংহ তুমি মায়ার কুহকে ভুলি
শৃগালত্বে কর অভিমান
নির্ব্বিকার নিত্য মুক্ত হইয়াও ভ্রম বশে
আপনাকে কর বদ্ধ জ্ঞান।

তুমি বিভু তুমি প্রভু কি হেতু অপর প্রভু
কল্পনায় করিয়া সৃজন
সাজিয়া দাসের সাজে করিতেছ স্তুতি নতি
আরাধনা প্রার্থনা ক্রন্দন?

দেহ তব হয় জাত জনক জননী হ'তে
কিন্তু তুমি অজ, সারাৎসার
অজত্ব নিত্যত্ব স্বীয় হইয়া বিস্মৃত, কর
স্রষ্টা পিতা ঈশ অঙ্গীকার!!

পুরুষ হইয়া তুমি করিতেছ ভ্রমবশে
প্রকৃতিকে মাতা সম্বোধন
"পাশ বদ্ধো জীবো ভূত্বা" কর স্বীয় শক্তি সহ
বিপরীত সম্বন্ধ স্থাপন!!

হে শম্ভু স্বয়ম্ভু শিব অশিব জড়তা ত্যজ
শবরূপ কর পরিহার
হইলে প্রবুদ্ধ তুমি হবে লাজে সঙ্কুচিতা
মায়াশক্তি প্রকৃতি তোমার।

দৃশ্যে ভ্রান্ত, ত্রিলোচন! কর এবে নিমীলন
মায়ামোহে ক্লিন্ন নেত্রদ্বয়
কর উন্মীলন সেই প্রজ্ঞাদীপ্ত যোগনেত্র
—যার তেজে কাম ভস্ম হয়।

উত্তিষ্ঠ, হে ত্রিপুরারি! জাগ্রত সুপ্তি স্বপ্নাখ্য
পুরত্রয় করিয়া দলন
প্রবেশি তুরীয় সংজ্ঞ অবিজ্ঞাত অন্তঃপুরে
আত্মরূপ কর দরশন।

অহঙ্কার আবরণে আবৃত অহম্ তব
আত্মার প্রতীক অহংজ্ঞান
করিয়া বিবেক তাহা অহংজ্ঞানে হও স্থিত
অহঙ্কার কর প্রত্যাখ্যান।

হইলে আত্ম সংস্থিতে করিবা নিরোধ, তব
অহঙ্কার চিত্ত বুদ্ধি মন
জানিবে স্বরূপ স্বীয়, আত্মা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব
তোমার বৈদিক বিশেষণ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।